শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৫ { ১ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

একত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৩ বিষ্ণু হইতে ৪৯৩ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৬ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৯ মার্চ্চ হইতে ১৯৮০ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৮·০০ টাকা ॥*॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

একত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অমায়া	৩।৮৪
২। আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য	১০।৩৩৯
৩। আচার্য্য শ্রীরামানুজ	৫।১৭৫, ৬।২০৫, ৭।২৩৩, ৮।২৬৬
৪। আনন্দ কোথায় ?	২।৬৫
৫। আনন্দপাড়ায় বিরহ-মহোৎসব	১১।৩৯৩
৬। আসুরিক প্রবৃত্তি	৪।১২০
৭। কর্ম্ম	১।১৭
৮। কৃষ্ণতত্ত্ব	৫।১৫২
৯। কৃষ্ণ কি বস্তু ?—শ্রী	১০।৩৪৮
১০। কেশবজী গৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব—শ্রী	৮।২৮৭
১১। শ্রীগুরুদেবের আরতি—শ্রীশ্রী	৮।২৬৫
১২। গুরু-নির্ব্বাচন	৭।২৩০
১৩। গুরুবৈষ্ণবের বিরহ-গীতি—শ্রীশ্রী	৬।১৯৬
১৪। গৌর কি বস্তু ?—শ্রী	১।৫
১৫। গৌরজন-মহিমা—শ্রী	১১।৩৭৬
১৬। গৌরকৃষ্ণ—শ্রীশ্রী	৫।১৫৫
১৭। গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ	১১।৩৬০
১৮। গৌড়ীয়মঠের পথে—শ্রী	১০।৩৫৩
১৯। গৌড়ীয়ের একত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৫
২০। গৌড়ীয়ের দৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ—শ্রী	৯।৩০৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২১। চৈতন্যলীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় — শ্রী	১।২৫, ২।৬৯, ৩।৯৮, ৪।১৩৪, ৫।১৬১, ৬।২০৯, ৮।২৬৯, ৯।৩০১, ১১।৩৭৭, ১২।৪১২
২২। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী (শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে)	৪।১৪৬
২৩। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৪।১৪৭
২৪। দুর্গাপূজা	১০।৩২৯
২৫। দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ও মৌলিক পদার্থের নিকট শিক্ষা	১।৩৩, ২।৫৫
২৬। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১১।৩৯৫
২৭। নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—(সাময়িকী)	৩।১১৩
২৮। নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রী	৫।১৬৮, ৬।১৯৭, ৮।২৮১
২৯। নির্য্যাণ-সংবাদ (শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারীর)	৩।১০৯
৩০। নৃসিংহদেব—শ্রী	১।২৯
৩১। নৈতিকতা ও ভক্তি	৫।১৫৭
৩২। পিতা, আচার্য্য ও গুরু	৭।২২০
৩৩। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি	৬।১৯০, ৭।২২৩, ৮।২৬০, ৯।২৯৫, ১১।৩৬৯, ১২।৪০২
৩৪। প্রশ্নোত্তর (কবিতা)	১২।৪০৯
৩৫। প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে	৯।২৯২
৩৬। বর্ষ-পরীক্ষা	১২।৪০০
৩৭। বিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্—শ্রী	৩।৮১, ৪।১১৭, ৫।১৪৯, ৬।১৮৫, ৭।২১৭, ৮।২৫৩, ৯।২৮৯, ১১।৩৬১, ১২।৩৯৭
৩৮। বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব	১০।৩৩৩
৩৯। বীণা-স্তুতি (কবিতা)	৫।১৫৭
৪০। বৈষ্ণব-স্মৃতি	৬।১৮৮
৪১। বৈষ্ণবে ছিদ্রান্বেষণ	২।৫৮
৪২। ব্যাসপূজা বা গুরুপূজা—শ্রী	২।৭৯

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৪৩। ব্যাসপূজা-মহামহোৎসব —শ্রীশ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র) ১০।৩৬০
৪৪। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী (বর্ণনা) ৯।৩১৭, ১১।৩৮৫, ১২।৪১৮
৪৫। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায় ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল ১০।৩৩৭
৪৬। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে প্রশস্তি—শ্রীল ৫।১৭৪
৪৭। ভক্ত্যাভাস-বিবেক ৩।৮৬, ৪।১২৩
৪৮। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ (কবিতা) ১।১৪, ২।৫২, ৩।৯৪, ৪।১২৯
৪৯। ভক্তির স্বরূপ বিবেক ১।১০, ২।৪৮
৫০। ভগবতো ব্রহ্মণাকৃতং স্তোত্রম্—শ্রী ১।১, ২।৪১
৫১। ভীষ্মের নির্য্যাণ ৪।১৪১
৫২। মণিময় মন্দিরে পিপীলিকার ছিদ্রান্বেষণ ৯।৩১২
৫৩। মানহানি ও মানদানের তাৎপর্য্য ৫।১৮৩, ৮।২৭৭
৫৪। মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রয়াণ—শ্রী ২।৭৩
৫৫। মূর্ত্তি ও মায়াবাদ—শ্রী ২।৪৬
৫৬। মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব—শ্রী ৭।২৩৭
৫৭। মৌষল-লীলা ২।৬১, ৩।৯৫
৫৮। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী) ৬।২১৬
৫৯। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র) ৮।২৮৮ক
৬০। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ৯।৩১২
৬১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী মহারাজস্য বিরহতিথি-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি ৯।৩০০
৬২। শ্রীমন্মধ্বের সিদ্ধান্ত পঞ্চক ৪।১৪৫
৬৩। সদাশিব ও শ্রীরুদ্র—শ্রী ৩।১০৪
৬৪। সমাজ-কল্যাণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ৩।১০৫
৬৫। সারকথা ৭।২৫২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬৬। সুদক্ষ শিল্পী ও ধ্বংসকারী দস্যুর দণ্ডঘাত কি একই বস্তু?	১।২১
৬৭। স্বনিয়ম-দশকম্	১০।৩২৫
৬৮। হরিনাম মহামন্ত্র	৮।২৫৬
৬৯। Govt. Inspection Report (Extention Officer of Nabadwip Dev. Block)	৩।১০৮
৭০। Statement about ownership and particulars about newspaper "Shri Goudiya-Patrika"	১।৮০
৭১। ত্রুটী-স্বীকার	২২।৪২৬

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু-বিরচিত

গীতাভূষণ-ভাষ্যসহ

[মূলশ্লোক, অন্বয়ানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত "বিদ্বদ্‌রঞ্জন" ভাষাভাষ্য এবং বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী, অধ্যায়-সূচী, মঙ্গলাচরণ ও গীতামাহাত্ম্যাদি সমন্বিত।]

সাধারণ বাঁধাই—১৫'০০ • বোর্ড বাঁধাই—১৮'০০

॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ : ·

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয় পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ	অনিরুদ্ধ, ১ বিষ্ণু, ৪৯৩ গৌরাব্দ বুধবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৮৫; ইং ১৪।৩।১৯৭৯	১ম সংখ্যা

- ঃ ঃ সানুবাদং

শ্রীভগবতো ব্রহ্মণাকৃতং স্তোত্রম্

(ব্রহ্মসংহিতায়াম্)

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ- · · ঃ

লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১॥

লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ-কর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি॥ ১ ॥ ঃ

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২ ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষশোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২ ॥

আলোলচন্দ্রক-লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্ব্বদা প্রণয়কেলি-বিলাসযুক্ত যিনি, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপই যাঁহার নিত্য-প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩ ॥

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন (নিয়মন) করেন ॥ ৪ ॥

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

বেদেরও অদম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও সর্ব্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ ॥ ৫ ॥

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬ ॥

সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়াম-গত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মন-পথ অথবা অ-নিরসনকারী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনি-শ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চ্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমা-মাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৬ ॥

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭ ॥

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব। কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড-রচনা-কার্য্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত-পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৭ ॥

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮ ॥

যাঁহার ভাবরূপ ভক্তি-দ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৮ ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯ ॥

আনন্দ-চিন্ময়-রস-কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয়-চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে-অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদি-পুরুষকে আমি ভজন করি ॥ ৯ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০ ॥

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১০ ॥

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১ ॥

যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১১ ॥

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২ ॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১২ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌর কি বস্তু ?

ব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মবস্তু এবং অন্তর্য্যামী যিনি কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব-প্রকাশ তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীগৌর রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত-তনু

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আরোও বলিয়াছেন,—শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ ও রাধিকা একাত্মা হইলেও দুইটী দেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে পূর্ব্বকালে নিত্য লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। অধুনা গৌর-লীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার চিত্ত-গত আভ্যন্তরীণ ভাব এবং রাধিকার বাহ্যাঙ্গ-কান্তি সুমণ্ডিত হইয়া সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত স্বয়ংরূপ আশ্রয়জাতীয়-চেষ্টা লইয়া স্বীয় নিত্য গৌর-লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌর-রূপ, মহাবদান্য-গুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শন করিতে, কৃষ্ণচৈতন্য-নাম গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বলিয়াছেন,—শ্রীগৌরহরি ব্রজজনের জীবন-ধন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে অপসম্প্রদায়গণের বিচার

নাভদাসাদি কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে নারায়ণের অভেদ অংশ অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্মপ্রচারক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেও ত্রুটী করেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মায়াবাদী ও মিছাভক্তগণের মতবাদ

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি ও পারদর্শিতা, তিনি তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে সেরূপ দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন ও সেরূপ ভাবে শ্রীগৌরের সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে মায়াবাদিগণ বলেন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ

পরতত্ত্ব তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে, যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করা যাইবে বা শুনা যাইবে, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার আবশ্যক নাই, কোন প্রকার বাধা দিবার আবশ্যক নাই। মদ্য বা গঞ্জিকাসেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার মাদক দ্রব্য বলুন, লম্পট শ্রীগৌরকে লাম্পট্যের আদর্শ বলুন, গৃহব্রতগণ গৌরকে গৃহ-সুখপ্রিয় গৃহস্থ বলুন, পয়সাভিক্ষু গৌরকে পয়সা আনিবার যন্ত্র বলুন, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিকগণ গৌরকে নিজ নিজ ব্যবসার জিনিস জানিয়া 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া' যে কোন প্রকারে ফল লাভ করিয়া লউক, তাহাতে মায়াবাদী ও মিছাভক্তের আপত্তি নাই।

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভ্রমাত্মক বিভিন্ন বিচার

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু এরূপ মায়াবাদ নিরাস করিবারই উদ্দেশে নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মায়াবাদী ও গৌর-ভক্ত দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বস্তু;—মায়াবাদী অহঙ্কারী, আত্মম্ভরি ও আনুগত্য ধর্ম্ম-রহিত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু। ভক্ত তাহা নহেন। মায়াবাদীর উপাধিতে অহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া ভক্তেরও উহা থাকিতে পারে—মায়াবাদী মনে করেন। মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবৎ-সত্তার নিত্য-'বিশেষ' স্বীকার করেন না। গৌর বা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সত্তা মায়া-নির্ম্মিত; সুতরাং মায়া নষ্ট হইলে তিনি মায়িক 'বিশেষ'-রহিত হইয়া ব্রহ্মই নিত্যকাল থাকেন। 'ব্রহ্মই মায়াদ্বারা ভগবান্, জীব' প্রভৃতি বদ্ধভাব বা সবিশেষ-ভাব জড়েই লাভ করেন; চিন্ময় বৈকুণ্ঠ নাই। মোটের উপর মায়াবাদী নিজের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের ও ভক্তের নিত্য নাম-রূপ-গুণ ও লীলায় বিশ্বাস করেন না। শুদ্ধভক্তি ও ভগবত্তা ক্ষণভঙ্গুর, নিত্য নহে মনে করেন।

শ্রীগৌরলীলা গৃহব্রত-লীলা নহে

নিত্যভক্ত ও ভগবান্‌কে মায়িক নশ্বর বস্তুর তুল্য যাহারা মনে করে, তাহারাই মায়াবাদী। সেই মায়াবাদ-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া বাউল, নেড়া, সাঁই, দরবেশ, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী, থিওসফি-বিশ্বাসী গৌরভক্ত, গৃহি-গৌরাঙ্গসেবী নিজবুদ্ধিদ্বারা সুবিধাপূর্ণ কালোচিত গৃহমেধ-যজ্ঞ-সুখই গৌর-ভজন কেন হইবে না, বলিয়া ভক্তের সহ কলহ করেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছুমাত্র শুদ্ধা ভক্তি সৌভাগ্যক্রমে উদয় হয়, তাহা

হইলে তাহারা ঐ সকল মায়াবাদীর প্রাকৃত-মত অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। শ্রীগৌর-বস্তু নিত্য এবং তাঁহার লীলা তাঁহার নিজ-জনেরই গোচর হইবার যোগ্য। সেই লীলাকে বিকৃত করিয়া কালোচিত গৃহব্রত করাইবার চেষ্টাই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

গৌর-ভজন-কামীর মায়াবাদ আশ্রয়ের ফল

যে-জীব মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া আপনাকে গৌরভক্ত বলে, সে বাউল, সাঁইগণের ন্যায় হরিনাম-ভজন ছাড়িয়া অণ্ড-মৎস্য-মাংস প্রভৃতি ভোজন করিতে করিতে নিজ মায়াগ্রস্ত বিচার অবলম্বনে 'চৈতন্য-তত্ত্ব' বিচার করিতে বসে এবং অবশেষে ঘৃণিত হইয়া 'বৈধগৃহী' বাউলাদি নামে পরিচিত হয়। যদি তাদৃশ নেড়া, বাউল, সাঁইগণ নিজ নিজ প্রজল্প ও 'সূক্ষ্মতত্ত্ব' ছাড়িয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ-শূন্য হইয়া গৌরতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, নতুবা গৌরাঙ্গ গড়িতে গিয়া আর কিছুকে গৌর মনে করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া আত্মম্ভরিতা করাই বিপথ-গমন।

ভক্তের 'গৌরাঙ্গ' ও অভক্তের 'গৌরাঙ্গ' এক নহে

কৃষ্ণ যে-কালে কংস-সভায় প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভাশ্রিত নিত্যভক্তেরই দৃশ্য ও সেব্যবস্তু। 'নিজের উন্নতিবাদী' অভক্ত মায়াবাদিগণ অনিত্য-চেষ্টায় বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের নিত্য-চেষ্টায় কেবলমাত্র সেবা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই, সেখানেই মায়ার অবস্থান। যেখানে মায়ার অবস্থান, সেখানেই অহঙ্কার। আমি খুব বুঝি, আমি খুব বিচার-নিপুণ প্রভৃতি মনে করিয়া কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাবের ঘোরে বিভোর মায়াবাদি-সম্প্রদায়, নিজের চক্ষের জল, 'ফোপানি', সখীভেকীর নবীন 'ছড়াদ্বারা' ও গলাবাজির দ্বারা কু-ভজন করেন। তাহাদের গঠিত গৌর-বিগ্রহের উপাসনা কাল্পনিক, ভক্তগণের উপাস্য গৌর কিন্তু নিশ্চয় সে বস্তু নহেন।

মায়াবাদি-দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য এবং সৎসঙ্গেই শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিয়া ভজন করা শ্রেয়ঃ

মায়াবাদী প্রাকৃত দর্শনে প্রাকৃত বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন এবং "আমার গৌরাঙ্গ" প্রভৃতি বলিয়া গৌরাঙ্গের নামে নিজ কল্পি-

মতবাদ প্রচার করে। এই সকল মায়াবাদীর দলকে ভক্তগণ কোন প্রকারে ইষ্টগোষ্ঠীতে গ্রহণ করেন না বা তাহাদিগকে সঙ্গ প্রদান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। হতভাগ্য মায়াবাদী ভক্তসঙ্গচ্যুত হইয়া ভক্তের কোন কথা না বুঝিতে পারিয়া ভক্তকেও তাহার মত প্রজল্পী মনে করেন, কিন্তু ইহাতে ঠকিলেন কে? ভক্ত, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিসেবা-পূর্ব্বক পরমোচ্চতম হইলেন; মায়াবাদী গোটাকতক বেশী অর্ব্বাচীন বিষয়ী লইয়া মায়াবাদমিশ্র গৌরভক্তি প্রচার হইল, মনে করিল। বাস্তবিক কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া একটী অন্তঃসারহীন বিষয়-লোলুপ সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল মাত্র। তাহাপেক্ষা শ্রীরূপানুগগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া কুতার্কিক অভক্ত মায়াবাদীদিগকে মনে মনে ছাড়িয়া দিলে হরি-ভজনের সুবিধা হয়।

গৌরতত্ত্ব মন কল্পনাতীত—গৃহি-গৌর বা ন্যাসী-গৌর নহে

শ্রীকৃষ্ণ যে-বস্তু, গৌরাঙ্গ যে-বস্তু তাহাকে নিজ কল্পনা-বলে অন্য বস্তুতে স্থাপন করা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মিছা-ভক্ত হওয়া একই বিষয়। গৌরবস্তু যাহা গোস্বামিগণ স্থির করিয়া তদনুগ ভক্তগণের জন্য লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া যে-সকল মায়াবাদী কালক্ষেপ করিয়া নিজে নিজে মতবাদ সৃষ্টি করেন এবং তাহাই কল্পনা-প্রভাবে গোস্বামী-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলেন এবং গৃহি-গৌরাঙ্গ ন্যাসি-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নিজ মায়িক কদর্য্য ভাবসমূহের আরোপ করেন, ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা মৎসরতা ব্যতীত কোন সুফলই হয় না।

মায়াবাদীর কল্পিত গৌর, রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায়

মায়াবাদিগণের ইহাই জানা উচিত যে, গৌরবস্তু নিত্য, কেবল মায়া-গঠিত দৃশ্য-জগতের বস্তু-বিশেষ নহেন। অনন্ত কোটি মায়াবাদী নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় গৌরের নিত্য গঠনে রূপান্তর করিতে পারেন না। যে-বস্তু রূপান্তরিত হয় তাহা কখনই রূপানুগ-সেব্য হয় না এবং তাহা কখনই গৌরবস্তু নহে। জীবের মায়াবাদ-কলুষ-নিমগ্ন-চিত্ত গৌরকে বিকৃতগুণ ও বিকৃত ক্রিয়াবিশিষ্ট করাইতে পারে না; তবে যে মায়াবাদী গৌরবাদীর অভিমানে গৌরাঙ্গ-নাগরীর দল বাঁধে, উহা মায়াসীতাকে রাবণের করতলগত করার ন্যায়। অপ্রাকৃতবস্তু গৌর কোনদিন মায়াবাদীর গ্রহণীয় বস্তু নহেন। তবে ইহাও ধ্রুবসত্য, মায়াবাদী কোন দিনই গৌরকে বা শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন

করিতে পারিবেন না। আজ চারিশতবর্ষ ধরিয়া মায়াবাদিগণ গৌরকে নিজ নিজ মায়ায় প্রবেশ করাইবার কত চেষ্টা করিতেছেন; শ্রীগৌর-ভগবান্‌ও শুদ্ধ-ভক্ত নিজ-জনগণকে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া মায়াবাদীর চেষ্টা নিষ্ফল করাইতেছেন। **অনিত্য মায়াবাদীর সহ গৌরের নিত্য লড়াই।** এই যুদ্ধের ফল—জীবের শুদ্ধক্ষেত্রে নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমোদয় অথবা অশুদ্ধ ভূমিতে হলাহল মায়াবাদ। আমরা বলি 'ঘুণ' অভিমান ছাড়িয়া সরল প্রাণে 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' পড় এবং সেইরূপভাবে নিত্য জীবন উপলব্ধি কর; তাহা হইলে নিজজন সহ শ্রীগৌর কি বস্তু বুঝিতে পারিবে; আর তাহা ছাড়িয়া যদি সময়োচিত গৃহব্রত ধর্ম্মকে পারমার্থিক গৌরভক্তি বলি চালাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আত্মবঞ্চক বলিয়া নিত্য শুদ্ধভক্তগণ তোমার ন্যায় মায়াবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন মাত্র।

সংসার-নির্ব্বাহকে গৌরভক্তি বলে না।

মায়াবাদিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, তাহারা শুদ্ধ ভক্তের কথা বুঝিতে পারেন না। অসাম্প্রদায়িক হইয়া মুড়ি-মিশ্রি, অসৎ-সৎ, আলস্য-উৎসাহ, প্রহার-মিষ্টান্ন, একজ্ঞানে পাপময়-'সংসার নির্ব্বাহকে' গৌর-ভক্তি বলিয়া স্থাপন করিলেই গৌর-ভক্তি হইল, একথা মায়াবাদীর মুখে শোভা পায়।

গৌরতত্ত্ব জড়বুদ্ধি অতীত ও সেবাহীনের অগম্য

মায়াবাদিগণ সকল জিনিস নিজ ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইতে চান। গৌর ও গৌরভক্তি ভোগময়ী জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া লইবেন ও জড়ধর্ম্ম-প্রচারক হইবেন মনে করেন। সেবাময় আচরণ না করিলে প্রচার হয় না। আচরণে মায়ার ভোগ প্রকাশ্যে ও হৃদয়ে প্রবল রহিল, মুখে ভক্তির জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রচারিত হইল! আদৌ ভজন করিবে না, পরীক্ষিৎ মহারাজ যে পাঁচটী স্থানে কলিকে প্রবল হইতে বলিয়াছেন তাহার কোনটাই ছাড়িব না, আর জগতে আমাকে সকলে 'বৈধ-গৃহি-বাউল' ভক্ত বলুক, তাত্ত্বিক বলুক, আর আমি প্রতিষ্ঠাশা-মায়াবাদ অহঙ্কারে স্ফীত হই, গৃহমেধ-যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌরভক্ত হই—এরূপ আশা নিতান্ত অনুপাদেয়।

বস্তু-নিরূপণের উপায়

বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে নিরূপণকারীর অস্মিতায় মায়াবাদ থাকিবে না—সেবাময়ী প্রবৃত্তি নিশ্চয় থাকা উচিত। হিন্দুর পরবের কোন দিন-নির্ণয় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে বিধর্ম্মী কাজী নিরূপণে অসমর্থ, বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র

প্রসবে অসমর্থ, চক্ষু দ্বারা যেরূপ সন্দেশ খাওয়া যায় না, প্রাকৃত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞাতসারে মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া গৌর-বস্তুর পরতত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করিতে যাওয়াও সেরূপ নিষ্ফল। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ গৌর ভক্তের পাল্যরূপে নিজের অস্মিতাকে উপলব্ধি কর, দেখিবে সকল মোহান্ধকার কুজ্ঝটিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে এবং প্রেম-চক্ষু ফুটিয়াছে। এই পরামর্শ ছাড়িয়া যে-কোন দ্যুলোকেই যাও বা নরকেই যাও, তথায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ শিখিবে—গৌরাঙ্গ হইতে দূরে পড়িবে। গৌর-বস্তু স্থির হইলে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীধাম কোথায় এবং সেই অপ্রাকৃত ধাম কে নিরূপণ করিতে পারেন এবং কাহার কথায় শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন এবং মায়াবাদী অভক্তগণ গৌরকে কি বলেন, কোথায় তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি বলেন, সে-সকল কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে। জড়-জগতে বৈধগৃহী, বাউল, সহজিয়া-গিরি করিয়া 'হাঁট্‌কা-পাট্‌কা' করিয়া বেড়াইলে প্রাকৃত দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতা আসিয়া মায়াবাদীর নিমীলিত চক্ষুই দ্বিতীয় বার আবরণ করিবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তির স্বরূপ-বিবেক

কেবল যোগমার্গে যাঁহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্ব-ব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বে বিরাম লাভ করেন, শুদ্ধভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সগুণ বিষ্ণু প্রভৃতি যে-সকল বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, সেই সমুদয়ই যোগমার্গের অনুসন্ধেয়। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি নাই। ভাগবতধর্ম্মের অন্যতম যত ধর্ম্ম জগতে আছে সেই সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগবিশেষ। চরমফল যে ইহারা সকলেই ভাগবতধর্ম্মে বিশ্রাম করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না, কেন না, যোগমার্গের যে-সকল সোপান আছে তাহাতে অনেক ব্যাঘাত ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনাদ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ত্তের মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্যবিগ্রহ দর্শন ও চিত্তত্ত্বের বিশেষ ধর্ম্মের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট্-মূর্ত্তি অথবা হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী হিরণ্যগর্ভমূর্ত্তি। বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকেই পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ

হইলেও ইহা সম্যক্ সিদ্ধমার্গ নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত। রাজযোগ বা আধ্যাত্মযোগ কতকটা এই মার্গে স্থিত হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। এই বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে,—"অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি।" অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা। জগৎ সৃষ্টি হইলে পর ভগবানের যে অংশ মায়াশক্তির অধীশ্বররূপে জগতে প্রবেশ করতঃ এই জগতের নিয়ামকরূপে অধিষ্ঠিত তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। এজন্য পরমনিত্য ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের ন্যূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল ভক্তিমার্গে যে-তত্ত্ব লক্ষিত হয় তাহার নাম ভগবান্। ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎতত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

"পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগৎ সৃষ্ট হইলে পরমাত্মরূপ অংশবিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাডান্তর্যামি-স্বরূপে এবং জীবের অন্তর্ভূ‘ত হইয়া ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়িরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবান্ই মূলতত্ত্ব ও পরিপূর্ণবস্তু-বিশেষ। তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাহাতে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন জীব-জ্ঞানগতবিধির বশীভূত নয়। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীবশক্তিনিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্ম ভজন করিয়া চরিতার্থ হয়। সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নাম ভক্তি। ভক্তি কেবল স্বীয় চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান বা যোগ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবত্তত্ত্বে যোজনা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বস্তুহীনপ্রায় বস্তুর অভাবস্বরূপ হইয়া পড়িবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপরিসীম পরম তত্ত্ব অতি সত্বর জড়জগতে লুক্কায়িত পরমাত্মস্বরূপে প্রতীয়মান হইবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভক্তি কখনই ভগবানের

ভগবত্তার হানি দেখিতে পায় না; যদিও কোনস্থানে দেখে তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবম্ভূত ত্রিবিধাবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদাবির্ভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপশক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী পরব্যোমনাথ দেবদেব নারায়ণস্বরূপে ভাসমান হন। স্বরূপশক্তির পূর্ণমাধুর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বলবান্ হইলে মাধুর্য্যের প্রভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। জড়জগতে এই কথাটীর তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড়জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আপনারা একমাত্র ঐশ্বর্য্য ধ্যান করতঃ মাধুর্য্যতত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক লীন হয়, মাধুর্য্যস্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না। এই কারণেই শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও বলাধিক্যক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইল।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃততা এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে" এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তিদ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে আশা, তাহারই নাম অভিলাষিতা। অন্যাভিলাষিতা-শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির স্বীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অভিলাষ তাহা পরিত্যাজ্য। সাধনভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অভিলাষ করে, তাহা উত্তম, কিন্তু তদিতর সমস্ত অভিলাষই পরিত্যাজ্য।

অন্য অভিলাষ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্তির অভিলাষ। এই স্থলে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যে-পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছারূপ দুইটী পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সে-পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগমাত্রই ভুক্তি-শব্দান্তর্গত। ইহজন্মে আরোগ্য, সুখাদ্যপ্রাপ্তি, বল-বীর্য্যাদিলাভ, ধন-লাভ, গৃহ-লাভ, স্ত্রী-লাভ, জয়-লাভ, সন্তানপ্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যতপ্রকার সুখভোগ আছে সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রাহ্মণজন্ম, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ, ব্রহ্মলোকাদি-লাভ প্রভৃতি যতপ্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমুদয়ই ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায়, সে সমুদয় ভুক্তি। ভুক্তিপিপাসাতে মনুষ্য চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্ বর্গের বশীভূত। মাৎসর্য্য সহজেই হৃদকে অধিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একেবারে দূর করা উচিত। ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করিতে হইলেই যে বদ্ধজীবের বিষয় ছাড়িয়া বনে যাইতে হয়, এরূপ নয়। বনে গেলে বা সন্ন্যাসী হইলেই বা ভুক্তিবাঞ্ছা কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অবস্থিত হইয়া বিষয়াগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি সম্বন্ধে আগ্রহ করিলেই ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়। অতএব শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ক্রমশঃ)

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্॥

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক নখালয়ে॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহ
যতো যতো যামি, ততো নৃসিংহ।
বহিঃ নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

জয় জয় গুরুদেব, জয় ভক্তগণ।
সবে মিলি কর মোরে শুভাশীষ দান॥
গুরুদেব যদি মোরে কর শক্তি দান।
নৃসিংহদেবের করি মহিমা কীর্ত্তন॥
তাঁহার মহিমা আমি কিছুই না জানি।
আমার মুখেতে তিনি বলাবে আপনি॥
সেই আশা নিয়ে আমি বসিনু লিখিতে।
অবশ্য আসিবে তুমি আমারে জানতে॥
বৈকুণ্ঠের দ্বারি ছিল জয় ও বিজয়।
ভক্তশাপে তাহাদের অধোগতি হয়॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী হয়ে ভক্ত না চিনিল।
ঐ পাপে তাহাদের অধোগতি হৈল॥
ভক্ত-অপমান প্রভু কভু নাহি সয়।
নিজজন হইলেও তারে দণ্ড দেয়॥
আপনার অপমান সহিবারে পারে।
ভক্ত-অপমান কভু সহিতে না পারে॥

ভক্তদ্বেষী হয়ে তারা অসুর-জন্ম পেল।
আপনার পূর্ব্বস্মৃতি সব ভুলে গেল॥
দিতি-গর্ভে উভয়েতে জন্ম যে লভিল।
দেবদ্বিজ ভগবান্ কিছু না মানিল॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম হয়।
মহাভয়ঙ্কর উভে হইল ত্বরায়॥
ব্রহ্মা বরে বলিয়ান হইয়া উভয়ে।
অতি দর্পে চলে তারা ত্রিলোক বিজয়ে॥
হিরণ্যাক্ষ বাহুবলে পৃথিবী হরিয়া।
মহানন্দে থাকে সুখে পাতালেতে গিয়া॥
হেথা ব্রহ্মা সৃষ্টি করি রাখিবেন কোথা।
স্তুতি করে ডাকিলেন ভগবানে হেথা॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে দয়াময় হরি।
সৃষ্টিরক্ষা হেতু প্রভু আসেন সত্বরি॥
পৃথিবী উদ্ধারি প্রভু গেল নিজস্থানে।
হিরণ্যকশিপু তাহা দূত-মুখে শুনে॥
ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া।
ব্রহ্মার তপস্যা পুনঃ আরম্ভিল গিয়া॥
মন্দর পর্ব্বতে যায় অতি ত্বরা করি।
দৃঢ়চিত্তে বসিল সে ঋষিবেশ ধরি॥
কঠোর তপস্যা করে দিতির নন্দন।
ব্রহ্মার নিকটে সিদ্ধি লাভের কারণ॥
ঊর্দ্ধ হস্তে একপদে দাঁড়াইয়া তথা।
ব্রহ্মারে জানায় তার মনের বারতা॥
শত শত বর্ষ ধরি তপস্যা করিল।
তার তপস্যার বলে ত্রিলোক কাঁপিল॥
মুনি-ঋষি দেবগণে অতিভয় পেয়ে।
ব্রহ্মার সদনে সবে সকাতরে গিয়ে॥

বলে প্রভু দেখা দাও সেই দৈত্যবরে।
নতুবা পুড়িবে বিশ্ব তপাগ্নির জোরে॥
তখন চলেন ব্রহ্মা শ্রীহংস-বাহনে।
মন্দর পর্ব্বতে সেই দৈত্যের সদনে॥
বলে বাছা উঠ এবে তপস্যা ছাড়িয়া।
মনোমতো বর তুমি লহত মাগিয়া॥
সমাধিস্থ হয়ে আছে চক্ষু নাহি খোলে।
চেতন করান ব্রহ্মা সঞ্জিবনী-জলে॥
চেতন পাইয়া দৈত্য চক্ষু মেলি চায়।
আপনার ইষ্টদেবে দেখিবারে পায়॥
বলে প্রভু, তুমি যদি বর মোরে দিবে।
আমার যে মনস্কাম সকলি পুরাবে॥
অমর হইব আর হরিরে বধিব।
ত্রিলোক বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করিব॥
তাহা শুনি ব্রহ্মা বলে শুন বীরবর।
মরতে জনম লভি কে হয় অমর॥
হরি ত কাহারো কভু বধ্য নাহি হন।
ইহা ভিন্ন অন্য বর করহ প্রার্থন॥
ইহা শুনি দৈত্যবর হইল চিন্তিত।
কিরূপে পাইবে সে দুর্লভ অমরত্ব॥
অনেক চিন্তিয়া শেষে স্থির যে করিল।
প্রকারান্তরে অমর বর চেয়ে নিল॥
দিনে না মরিব আমি রাত্রে না মরিব।
ঘরে না মরিব আর বারে না মরিব॥
অন্তরীক্ষে না মরিব অথবা ভূতলে।
আকাশেতে না মরিব অথবা সলিলে॥
তব সৃষ্টজীব যেন মারিতে না পারে।
সেই মত বর, প্রভু দেহত আমারে॥

ইহা শুনি হাসি তবে শ্রীহংস-বাহন।
তথাস্তু বলিয়া তবে করিলা গমন॥
ব্রহ্মা-বরে বলিয়ান হয়ে দৈত্যপতি।
স্বরাজ্যেতে ফিরিল সে হয়ে হৃষ্টমতি॥
দেশে আসি ডাকিলেন সব মন্ত্রীগণে।
হরিকে বা হরিভক্তে মারিব কেমনে॥
রাজ্যেতে ঘোষণা কর প্রতি ঘরে ঘরে।
হরি-ভজন কেহ যেন কভু নাহি করে॥
দেশে দেশে দূত সবে করহ প্রেরণ।
কেহ যেন মোর বাক্য না করে হেলন॥
অন্যথা করিলে হবে অশেষ দুর্গতি।
সবংশে হইবে তার যমালয়ে গতি॥
যেথা যত হরিভক্ত দেখিতে পাইবে।
উপযুক্ত শাস্তি দিয়া প্রাণে না রাখিবে॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী উষারাণী ভক্তিপ্রভা
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)।

কৰ্ম্ম

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মসর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ৩।৫)

অর্থাৎ, কখনও কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সকলেই স্বভাবজাত রাগ-দ্বেষাদি-গুণদ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।

অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মগুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ॥ (ভাঃ ৬-১-৫৩)

অর্থাৎ, কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বসংস্কারজনিত রাগ-দ্বেষাদি তাহাকে সবলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

যখন কর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত জীব থা'কতে পারে না, তখন আমাদিগকে জানিতে হইবে—'কর্ম্মাশ্রয় কি?' ক্রিয়তে যৎ শুভমশুভঞ্চ তৎকর্ম্ম। অর্থাৎ জীবনধারণ করতঃ শরীর ও মনদ্বারা শুভই হউক, আর অশুভই হউক, যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম প্রধানতঃ তিনপ্রকার; যথা,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। **বেদোক্ত শুভ ক্রিয়ার নাম 'কর্ম্ম'**। শুভকর্ম্মের অকরণকে 'অকর্ম্ম' বলে।

কর্ম্ম প্রাগভাবাদির ন্যায় অনাদি ও বিনাশী। পুরুষ-প্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিবাচ্য—'**কর্ম্ম**'।

অশুভ কর্ম্ম '**বিকর্ম্ম**' বা পাপকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। কায়-মনঃ-বাক্যদ্বারা আমরা পাপ করি। উহার পরিণাম ভয়াবহ, কারণ ইহকালে রাজদ্বারে দণ্ডভোগ ও পরকালে যমালয়ে যাতনা-ভোগ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং উহা হেয় ও পরিত্যাজ্য। **অকর্ম্মও** অনুপাদেয় ও পরিবর্জ্জনীয়।

শুভকর্ম্ম পুনরায় তিনপ্রকারে বিভক্ত; যথা,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে **নিত্যকর্ম্ম** বলে; যথা,—সন্ধ্যা-বন্দনা, পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমাজ-সংরক্ষণ, সত্য-ব্যবহার ও পাল্য-পালন। যে-সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্ম্মের ন্যায় সম্পাদিত হয়, তাহাকে **নৈমিত্তিককর্ম্ম** বলে। যেমন, মৃত পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত—এই সমস্তই **নৈমিত্তিক**।

অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্মও ভাল; তাহাতে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ভোগবাসনাদ্বারা নষ্টবিবেক মানবগণ ফলকামী হইয়া বহুদেবতার উপাসনা করেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যলোকে কর্ম্মফল অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মনুষ্যগণ যে-সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কর্ম্মফল-দাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। কিন্তু শ্রীগীতায় দৃষ্ট হয়,—

> অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
> দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ (গীঃ ৭।২৩)

অর্থাৎ, অল্পবুদ্ধি দেবোপাসকগণের আরাধনার ফল—নশ্বর বা অনিত্য। তাঁহারা সেই সেই আরাধ্য-দেবতাগণকে লাভ করেন, কিন্তু আমার ভক্তগণ সকামভাবে আরাধনা করিলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকে লাভ করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীল ধ্রুব মহারাজের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব পিতৃক্রোড়ে বসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় বিমাতাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন এবং পদ্মপলাশলোচন হরির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বিমাতার গর্ভে জন্ম হইলেই পিতৃ-সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হইবেন; এইরূপ বিমাতার আদেশে বনগমন করিয়া কঠোর তপস্যাফলে পদ্মপলাশ-লোচন হরির দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীহরি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন তিনি জানাইলেন, "কাঁচ কুড়াইতে আসিয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ্য দীবারত্ন তোমাকে লাভ করিয়াছি, আমি অন্য বর চাই না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এ বড় মূর্খ॥
আমি তো বিজ্ঞ তারে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

অতএব সকাম কর্ম্ম করিলেও নিত্যফলস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিরূপ কর্ম্মদ্বারা সুদুর্লভ মনুষ্য জীবন সিদ্ধিলাভ করে, উহাই এখন প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে আমরা উপদেশ পাই,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধন লাভ করে। অতএব ভগবদুদ্দেশেই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সম্যগ্‌রূপে কর্ম্ম আচরণ কর।

কিন্তু হায়! অজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানিগণ কর্ম্মকাণ্ডের বহুমানন করিয়া স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। অথচ তাঁহারা জানেন না যে, কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়,—

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।"

অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হয় না। একমাত্র ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হয়। অতএব ভক্তিক্রিয়া অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রতি ঘরে ঘরে যেয়ে কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

'বল কৃষ্ণ' অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম কর।

"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

'ভজ কৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষাধিক নাম সেবন কর। আর 'কর কৃষ্ণশিক্ষা' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে; যথা,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

অর্থাৎ, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণ লও। এককথায় কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার অপর নাম শ্রদ্ধা।

'শ্রদ্ধা অর্থে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব! প্রবলা ভক্তি যেরূপ সংপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধন করিতে পারে না অর্থাৎ উহাদ্বারা আমি লভ্য নহি।

যে-ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগের রাজস ও তামসবৃত্তি হ্রাস হইয়া সাত্ত্বিক-বৃত্তি বৃদ্ধি হয় ও তদ্দ্বারা সেই পরমপদার্থের প্রতি সমধিক পিপাসা ও চিন্তাভিলাষ জন্মে, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। যখন চিত্তবৃত্তি অনুফলে সম্পূর্ণরূপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র মুখ্যফল—শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমব্রহ্মে সম্যগ্‌রূপে আকৃষ্ট ও তত্তত্ত্বনিরূপণে ঐকান্তিক বাসনা উপস্থিত হয়, তখনই কর্ম্মের যোগ পরিণতা অবস্থা। এই কর্ম্মযোগে সাধকের প্রথম অধিকার।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

সুদক্ষ শিল্পী ও ধ্বংসকারী দস্যুর দণ্ডাঘাত কি একই বস্তু ?

মহতের দণ্ড কি দয়া নহে ? দুর্জ্জন নিজ দুষ্কর্ম্মের দ্বারা জীবজগতে যে ঘোর অশান্তি উৎপাদন করে, যাহা হইতে সে আপনিও আপনার অনন্ত দুঃখের কারণ হয়, তাহা রোধ করিবার জন্য যদি কোন জগদ্ধিতকারী মহাত্মা ঐ দুর্জ্জনকে তাহার উপযুক্ত কোনও দণ্ডপ্রদান বা তাহার বিধান করেন, তবে তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত 'জীবে দয়া'-রূপ পরমধর্ম্মই কি প্রত্যক্ষ হয় না ? তাহা কি প্রতিহিংসাপর-পাষণ্ডীর অথবা স্বভাবক্রূর কুজনের পরপীড়ন-সদৃশ পাপাচার ? ব্যাধিগ্রস্তের অঙ্গে বিজ্ঞ ভিষকের যে আবশ্যক অস্ত্রোপচার কিংবা গঠনকার্য্যে গঠনীয় ধাতুপিণ্ডাদির উপর সুদক্ষ শিল্পীর যে আঘাত, তাহা কি আততায়ীর অস্ত্রাঘাত অথবা ধ্বংসকারী দস্যুর দণ্ডাঘাত হইতে অভিন্ন ? তাহা কখনই নহে। প্রকৃতিস্থ-জন কখনও এরূপ দর্শন করেন না। বাহ্য দর্শনে মোহান্ধনয়নে ঐ উভয়বিধ ব্যাপার একই প্রকার দেখাইলেও পরিণামদর্শী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ঐ দ্বিবিধ বিষয়ে স্বর্গ নরক-প্রভেদ প্রত্যক্ষ করেন।

অভিন্ন বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় অমিতবৈভব বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে চিরোজ্জ্বল জীবন্তভাষায় বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দাকারী মহা-অপরাধী পাষণ্ডীর প্রতি সমগ্র জীবজগতের পরমহিতার্থ যে-সকল অনন্যসম্ভব, অপূর্ব্ব উচ্চোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেও মায়াবঞ্চিত মূঢ়জন তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দম্ভাদি-দোষদর্শন করিয়া অনন্ত কুম্ভীপাকের পথ প্রশস্ত করে। তাঁহার সেই অব্যাহত মহাবাক্যের প্রতিবর্ণে যে কি পরম-মঙ্গল মহামৃত অজস্রধারে অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গুরু-কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্ত ভাগবত-মাহাত্ম্য ব্যতীত অন্য আর কে প্রত্যক্ষ করিবে,—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া কৃতার্থ হইবে ?

ঐ শুন,—ঐ শুন, সুধী পাঠক, সেই মেঘমন্দ্র-মহাগম্ভীর সুগভীর শব্দ অনন্তপ্রবাহে অনন্তগগনে নিত্য প্রবাহিত হইতেছে,—দুর্জ্জনের দুর্ভেদ্য মোহ-পর্ব্বতে প্রদীপ্ত দম্ভোলির ন্যায় প্রবেশ করিতেছে,—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮, অন্ত্য ৬)

একবার নহে বারম্বার এই উক্তি আছে। এমন একটী নহে বহু আছে আমরা এই বিষয়টী লইয়া আজ একটু আলোচনা করিব। দেখিব জগন্মঙ্গল মহাভাগবতের জীবহিতকল্পে এইরূপ দণ্ডবিধি দণ্ডার্হজনের প্রতি কি অহৈতুকী কৃপার পরিচয়স্থল। আর যে বৈষ্ণবের পাদপদ্মরজের কণামাত্র পাইবার জন্য ভুবন-বন্দিত দেবতারাও, আভাস মাত্র অঙ্গস্পর্শ পাইবার জন্য পতিতপাবনী জাহ্নবীও যত্নবতী, সেই সর্ব্বজনসেব্য বৈষ্ণবের কৃপাদণ্ড, শ্রীকরপ্রহার বা শ্রীপদপ্রহার, অবিদ্যা ব্যাধিগ্রস্ত দুঃস্থ জীবের যে কি দুর্ল্লভ অমোঘ-মহৌষধ, তাহাও মহাজন চরিত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিব।

পাঠক, মনে হয় কি,—নীলাচলে, সেই রথযাত্রার দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-দর্শনে আত্মহারা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান অমাত্য—তাঁহারই পার্শ্বগত সেই হরি-চন্দনের গণ্ডে গৌর-গত-জীবন শ্রীবাসের সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত? স্মরণ কর,—

"হরি চন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তা'রে স্পর্শি কহে—হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে তেহোঁ, ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তা'রে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তা'রে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ অঃ)

হায় উচ্চপদের অহঙ্কারে মত্ত হরিচন্দন দীনবেশ শ্রীবাসের মহিমা কি জানিবে? সে তাহার রাজাকেই বড় বলিয়া জানে; তাহার রাজোচিত ঐশ্বর্য্য তাহার বুদ্ধিতে একমাত্র বহুমান্য ও বাঞ্ছনীয় বস্তু। তাই, আজ

সে সেই রাজার সম্মুখে—তাহার সুখদর্শন-পথে ঐ কাঙ্গাল বৈষ্ণবকে প্রতিবন্ধকরূপে দর্শন করিয়া সেই অবরোধ অপসারিত করিতে বল প্রয়োগ করিল। সে জানিত না, কোন্ অপরাজিতা মহাশক্তির প্রতিকূলে কত ক্ষুদ্র কি শক্তি লইয়া সে বিজয়াভিলাষী হইয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; অধিকন্তু, সে একজন বিদেশী ভিক্ষুর দ্বারা সেই লক্ষ লক্ষ লোকসমক্ষে প্রহৃত হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে জগৎ অন্ধকার দেখিল। তাহার উচ্চ সম্মানে সেই অভাবনীয় আঘাত পলকমধ্যে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। প্রহারের প্রতিদানে তৎক্ষণাৎ সেও একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইতে উদ্যত হইয়া উঠিল। তাহার মূর্খতা লক্ষ্য করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণব-মহিমা অন্য আর কে বুঝিবে? তিনি অবিলম্বে তাঁহার সেই মোহান্ধ অমাত্যকে নিবারণ করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন,—

"ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই, তুমি কৃতার্থ হইলা॥"

শ্রীবাসের এই শ্রীকরপ্রসাদ হইতেই হরিচন্দনের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। তখন তিনিও বুঝিয়াছিলেন, সেই কাঙ্গাল গৌরজন তাঁহাকে প্রহার করিয়াও কি উপহার দিয়াছিলেন,—কত দয়া করিয়াছিলেন!

এইরূপ আর একটী কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।—রাজগড়ে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-নামে এক মহা-দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। পরম-সৌভাগ্যক্রমে একদা শ্রীল শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ ঠাকুর সশিষ্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ঐ দুর্দ্দান্ত রাজাকে পরম বৈষ্ণব করেন। পরে একদিন রাজা শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে ভাগবতামৃত পান করিতেছিলেন; এমন সময়, তাঁহার এক কর্ম্মচারী কোন রাজকার্য্য লইয়া তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ভাগবতে অমনোযোগী হইয়া সেইদিকে লক্ষ্য করিলেন। অমনি প্রভু রসিকানন্দের প্রিয়-শিষ্য দ্বিজবর শ্রীরামকৃষ্ণ সভামধ্যে উঠিয়া রাজাকে কঠোর বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সর্ব্বনাশ! চক্ষের পলকে ঝন্‌ঝন্ শব্দে সর্প-জিহ্বাসম শতাধিক উলঙ্গ অসি সেই অসীমসাহসী দ্বিজরাজের শিরোলক্ষ্যে উদ্যত হইয়া উঠিল। মার্—মার্ শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল! ঘোর

কোলাহলে মহারাজের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; তিনি অবস্থা বুঝিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া তীব্রভাবে সকলকে নিবারণ করিলেন এবং সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন;—

"সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ বিনা আর যত গরল-ভক্ষণ॥
কৃষ্ণকথা সন্নিধে যে অন্য কথা শুনে।
সে বড় মহাপাপী পড়ে ঘোরতমে॥
শ্বান্ শূকর হেন বুদ্ধি জানিহ তাহার।
রত্নস্থালি অন্ন ছাড়ি' ঝুটা খাইবার॥
অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল ভোজন।
কৃষ্ণকথা ছাড়ি' অন্য দিকে হইল মন॥
উচিত এ দণ্ড অপরাধ-অনুসার।
আজ রাম-কৃষ্ণ ভাই, করিল উদ্ধার॥
অতি বড় স্নেহ মোরে, জানিনু অন্তরে।
চৌরাশী হইতে মোরে করিল উদ্ধারে॥"

(রসিকমঙ্গল দঃ বিঃ ১৬শ লহরী)

পরম দয়াল দ্বিজবর তখন মহারাজকে গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবল প্রেমাশ্রু-ধারে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহারও নয়নবিগলিত প্রেমপ্রবাহে দ্বিজবর সিক্ত হইলেন। অবশেষে অতিকষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া মহারাজ তাঁহার সতীর্থ দ্বিজবরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"আহা, আমার এই কঠিন অঙ্গে আঘাত করিয়া এই কোমল করে কত না ব্যথা হইয়াছে।" আ-মরি মরি, এমন না হইলে, হরিবৈষ্ণবে এত প্রীতি না হইলে, কেহ কি হরিভক্তি লাভ করিতে পারে?

হায় রে মোহান্ধ হৃদয়,—তোমাকে আর কি বলিব? তোমার আজ এত অধঃপাত হইয়াছে, অবিদ্যা-কুহকে তুমি আজ এত মুগ্ধ—এত অন্ধ হইয়াছ যে এমন পরম সুহৃদ্ সর্ব্বহিতৈষী বৈষ্ণব-চরিত্রেও তুমি অযথা দোষ দর্শন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছ! এই সকল জীবন্ত, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও তুমি বুঝিবে কি?—দুষ্টের প্রতি মহতের দণ্ডও তাঁহার কত দয়া, কত মহত্ত্বের পরিচয় স্থল; তাহার অভাবে কত অশান্তি, কত অনর্থ অবশ্যম্ভাবী।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীচৈতন্যদেবই স্বয়ং ভগবান্

'ভগবান্' শব্দের অর্থে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

অর্থাৎ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তিমত্তা, যশঃপূর্ণতা, সৌন্দর্য্যপূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞানজনিত চিৎস্বরূপ বস্তু এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত স্বতন্ত্রতা ও নির্লিপ্ততা—এই ছয় চমৎকারিতা শ্রীভগবানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াও সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত আকারে বিরাজিত। শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট ও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সাকারত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিহেতু তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার হওয়ায় সর্ব্বদা প্রাকৃত আকাররহিত অবস্থায় শুদ্ধ অপ্রাকৃত আকারে নিত্য সমঞ্জসভাবে অচিন্ত্য-সুন্দর পুরুষরূপে স্বেচ্ছাক্রমে লীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রাকৃত আকার না থাকার জন্যই তিনি নিরাকার অর্থাৎ ভগবান্ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-বস্তু হওয়ায় তাঁহার আকার প্রাকৃত বা জড়-চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রাকৃত আকার না থাকিলেও তিনি অপ্রাকৃত আকারের সহিত বিরাজিত বলিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলা যায় না, পরন্তু তিনি সাকার; এমতে ভগবানের কোন আকার নাই বলাই নাস্তিকতা। শাস্ত্রে 'অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা', "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি বহুতর প্রমাণ শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবান্ পরতত্ত্ববিশিষ্ট সাকার ও সবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। চিনির পুতুলের যেমন সবটাই চিনি, তেমনি ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় তিনি বিশুদ্ধ চেতনময় স্বরূপে সর্ব্বদাই অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

"দেহ-দেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

ভগবান্ সাকার, সবিশেষ ও পূর্ণশক্তিমান বলিয়াই তিনি এই সাকার সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভগবান্ সাকার এবং মনুষ্য-আকারবিশিষ্ট

চিন্ময়-শরীরধারী। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।" ভগবানের মানুষীতনু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞাপক ও ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগতে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদ বলেন,—"অপশ্যং গোপমণিপদ্যমানমা;" শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, —"ওঁ সচ্চিদানন্দ-রূপায় কৃষ্ণায়।"

এইভাবে শাস্ত্রাদিতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ প্রতিপন্ন হওয়ায় 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত জানাইয়াছেন ;—

যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

* * * *

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

ঐ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই এই অষ্টাবিংশ কলিযুগে নদীয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরযুগে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই কলিযুগে মর্ত্তাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্ত অবতারের মূল অবতারী,—পরন্তু অবতার নহেন এবং ভক্তও নহেন। শাস্ত্রে চতুর্যুগে দশ-অবতার প্রসঙ্গে জানা যায়,—সত্যযুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ-অবতার; ত্রেতাযুগে বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম অবতার; দ্বাপরযুগে বলরাম ও বুদ্ধ অবতার এবং এই কলিযুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ঐরূপ অবতার মধ্যে গণিত হন নাই। বীভৎস, অদ্ভুত, ভয়ানক, বাৎসল্য, সখ্য, রৌদ্র, করুণ, হাস্য, শান্ত ও বীর রস যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশু-রাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি অবতারে প্রকাশিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে পরিপূর্ণভাবে সমস্ত রস তথা পাঁচটি মুখ্য ও সাতটি গৌণ রস একত্রে প্রকটিত। তবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাধুর্য্যপ্রধান, আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

দেব ঔদার্য্যপ্রধান বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্ববর্ত্তী সাতাইশ চতুর্যুগের মধ্যে অবতীর্ণ না হইয়া কেবলমাত্র এই অষ্টাবিংশ কলিযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। তাই তাঁহাকে পাইয়া এই কলিযুগ ধন্যাতিধন্য।

স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র এই কলিযুগে তাঁহার বিলাসরূপিনী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রের তনয়রূপে নদীয়ায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ সম্পর্কে শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর কড়চায় পাওয়া যায় ;—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অর্থাৎ,—"শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-মহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেমসহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্য্যাধিক্যই বা কীদৃশ এবং মদীয় অনুভববশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কিপ্রকার—এই তিনটী বিষয়ে লোভবশবর্ত্তী হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে রাধা-ভাবসমন্বিত কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হ'ন অবতীর্ণ॥ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রে আরও প্রকাশ পায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত মহা-বিষ্ণুর দ্বিতীয়-স্বরূপ শান্তিপুরনাথ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ব্যাকুল আবেদনে ও হুঙ্কারে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (শ্রীগৌরাঙ্গ) স্বয়ং ভগবান্ হইয়া লীলার নিমিত্ত ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকে কেবলমাত্র ভক্ত বা ভগবানের সেবক বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে॥

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

মহাভাব-স্বরূপিনী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া রসরাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাভাব-বিপ্রলম্ভ রসানন্দের বিগ্রহরূপে 'রসরাজ-মহাভাব মিলিততনু' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব লীলা প্রকাশ করিলেন।

এই পৃথিবীতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণের বাঞ্ছা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার জানাইয়াছেন;—

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্ত-ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
* * *
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব্বাবতারিত্ব সম্পর্কে অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধিনী-সূক্তে কথিত হইয়াছে,—

সপ্তমে গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈকামেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুং শিক্ষয়তি। (ক্রমশঃ) —শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীনৃসিংহদেব

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয়, পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

শ্রীনৃসিংহদেব পরব্যোমস্থিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠের অন্যতমের অধীশ্বর সরস্বতী-লক্ষ্মীনাথরূপে বিরাজমান।

শ্রীনৃসিংহদেব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নস্থিত হস্তে চক্র ও ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে—পদ্ম, এবং বাম দিকের ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে গদা ও নিম্নস্থিত হস্তে শঙ্খ সুশোভিত। সিদ্ধার্থ-সংহিতায় তাঁহার রূপবর্ণনে এইরূপ লিখিত আছে—

"চক্রং পদ্মং গদাং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।"

এই নৃসিংহ মূর্ত্তি—অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও মহাকাল-স্বরূপ; কিন্তু ভক্তের নিকট বিঘ্নবিনাশন ও অভয়প্রদ। ইনি ভক্ত ও ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষক অধিদেবতারূপে জগতে প্রকটিত। যেখানে যেখানে ভক্ত ও ভক্তির উপর বিদ্বেষ বা প্রতিকূল চেষ্টা, সেই সেই স্থানেই শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার।

শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশন। আমরা সত্যযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাই। মহাভাগবত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর নববিধ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম এবং ষণ্ডা-মর্কের ন্যায় গৃহব্রত, কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবগণের শ্রীকৃষ্ণভক্তির অভাব ও নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদরজোভিষেকে গৃহব্রতগণের মঙ্গল-সম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপু ভগবৎসেবায় প্রকৃষ্ট আহ্লাদযুক্ত মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নিজ পুত্রজ্ঞানে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' করিয়াছিলেন এবং নিজকে প্রকৃতির ভোক্তা-ঈশ্বর মনে করিয়া ভগবৎসেবক প্রহ্লাদকে এবং প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে নিজ ভোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভাগবত প্রহ্লাদ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর কারকত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুময়-জগৎ দর্শন করিতেন। প্রহ্লাদ যাবতীয় অসুর-বালককে সেই বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেন। ইহাতে হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিল, তিনি ভগবদ্দাসকে নিজের ভোগ্য মনে করিলেন। প্রকৃতিকে নিজের সেবা-সম্ভার বলিয়া বিবেচনা করিলেন। 'ঈশাবাস্য জগতে'র কোথাও তিনি ভগবানের সত্তা দেখিতে পাইলেন না। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তরাজ প্রহ্লাদের শুদ্ধভক্তি প্রচারের বিঘ্নবিনাশের জন্য স্ফটিক-স্তম্ভ হইতে প্রকটিত

হইয়া তাঁহার সর্ব্বকারকত্ব প্রদর্শন করিলেন। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে নৃসিংহদেবের স্বরূপ-বর্ণনে বলিয়াছেন—

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য
যস্মাদ্‌যস্মৈ যথা যদুত যস্তুপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্‌স্বভাবঃ
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।১৯)

হে ভগবন্! পৃথক্ পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট অর্ব্বাচীন পিত্রাদি অথবা প্রাচীন ব্রহ্মাদি যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে, যাহার সম্বন্ধে, যে অপাদান হইতে, যাহার নিমিত্ত, যে প্রকারে, যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর ঘটান, সেই সকলই আপনার স্বরূপ।

কাজীর 'ভক্ত ও কীর্ত্তন-বিদ্বেষ'কালে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও কাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন—

কাজী কহে, যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥

মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥

সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি, না করিনু প্রাণাঘাত ॥
সবংশে তোমারে আর * * নাশিমু।
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু ॥

এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ ১৭৮-১৮৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিঘ্নস্বরূপ পাষণ্ডীকুলের ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য নৃসিংহাবেশে হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও ভক্তবিদ্বেষী ব্যক্তিগণের ভয়োৎপাদন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে "বৃহৎ সহস্রনাম" পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীবাস 'সহস্রনাম' পড়িতে পড়িতে যখন নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন তখন—

নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ ৯২)

শ্রীনৃসিংহদেব অভক্তচক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু বা কালস্বরূপ হইলেও তিনি ভক্তের নিকট বরাভয়প্রদ। অভক্তের নিকট তিনি উগ্র, জলন্ত, ভীষণাদপি ভীষণ—

"যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌" (ভাঃ ১।১।১৪)—তিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। আবার ভজনরত ভক্তের নিকট সুকোমল কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। প্রহ্লাদ বা হ্লাদিনীর (সেবাধর্ম্মের) আশ্রিত জীবের কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি অমর শুদ্ধসেবাময় চিদ্বস্তু। সুতরাং হ্লাদিনীসেবারত জীবাত্মা বা প্রহ্লাদ অমৃতের কুসুমকোমল ক্রোড়ে সর্ব্বদা অবস্থিত। তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকে নৃসিংহ স্ফূর্ত্তি, কৃপাকটাক্ষ-বর্ষণশীল শান্তমূর্ত্তি। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতীয় প্রহ্লাদোপাখ্যানের (৭।৯।১) টীকা মধ্যে একটী আগমবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

সিংহ যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি নিজজনের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

শ্রীনৃসিংহদেব বিষ্ণুভক্তির নিত্য সত্য প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশন রূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি। নিত্যসত্য-প্রচারকবৈষ্ণব, বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসকের ন্যায় গণেশের উপাসক নহেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব-নিষ্কাম। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার

একমাত্র কামনার বস্তু। তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা নাই। জগতে অর্থের সুগম, ব্যবসায়ে লাভ এবং তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছায় যে বিঘ্নবিনাশন দেবতা গণেশের উপাসনা করা যায়, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সে-ভাবে ভগবানের উপাসনা করেন না। ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল বা বিঘ্নবিনাশের জন্য তিনি নৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রারম্ভে ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ছয় গোস্বামীর বন্দনায় এই বিঘ্নবিনাশের তাৎপর্য্যটী আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

গ্রন্থের আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥ (চৈঃ চঃ আদি ১ম)

এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বা ঠাকুর নরোত্তম বাঞ্ছিত বস্তু শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রতিকূল বিষয়ই বিঘ্ন। সেই প্রতিকূল বিষয়ের অপর নাম দুঃসঙ্গ; সেই দুঃসঙ্গত্যাগের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যেই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রিয়-বস্তুর সেবায় নির্ব্বিঘ্নতা নিষ্কপট সেবকমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। তাহার দ্বারা সেব্যের প্রীতির পূর্ণতাই সম্পাদিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপাল একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং অচেতন হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হন্। তখন সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন। বালকের ঐ মূর্চ্ছা—

নিজ প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

এই ন্যায় অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার প্রতিকূল জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নৃসিংহমন্ত্রদ্বারা বালককে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। ঐরূপ চেষ্টা কিছু অদ্বৈত আচার্য্যের নিজ পুত্রের প্রতি মোহজাত কোন ব্যাপার নহে। মহা-বিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্যের মায়া বা মোহের অধিষ্ঠান নাই। তিনি কৃষ্ণ-সেবাসুখ তাৎপর্য্যেই এরূপ বিঘ্নবিনাশের চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনৃসিংহচৈতন্য ব্রহ্মচারী

দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ও মৌলিক পদার্থের নিকট শিক্ষা

(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল ও (৫) অগ্নির নিকট হইতে শিক্ষা

শ্রীউদ্ধবের ভগবদ্ধাম-গমনের প্রার্থনায় তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধবের নিকট অবধূতের ২৪ গুরুর বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছা, তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, লীলা-সম্বরণে জগতে কলির দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া উদ্ধবকে তদ্গতচিত্ত হইয়া নির্লিপ্তভাবে মায়াময় নশ্বর জগতে বিচরণ করিতে নির্দ্দেশ দান করেন। "অনাসক্তিরূপ ত্যাগস্বীকার সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে অতীব দুষ্কর ও অসম্ভব" বলিলেন। দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট মূঢ়লোক যাহাতে ভগবদাদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে জানাইলেন,—জীবের আত্মাই জীবের গুরু; জীব মনুষ্যদেহেই অন্বয় ব্যতীরেক-বিচারক্রমে ভগবৎ-তত্ত্বানু-সন্ধানে সমর্থ হয়; এজন্য মানবদেহই তাঁহার অধিক প্রিয়। এতদুপলক্ষে ভগবান্ এক প্রাচীন অবধূত-যদুসংবাদ উদ্ধবের নিকট বর্ণনা করেন।

যযাতিপুত্র যদুরাজ কোন এক অবধূতকে জড় ও উন্মত্তবৎ পরমানন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার মানসিক শান্তি ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবধূত উত্তর করিলেন,—তিনি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর তথা মধুমক্ষিকা, হস্তী, মধু-হরণকারীব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুবর পক্ষী, বালক-কুমারী, বাণ-নির্ম্মাতা, সর্প, উর্ণনাভ, পেশস্কারী ভ্রমরাদি চতুর্ব্বিংশতি গুরুর আশ্রয়ে বিবিধ শিক্ষা লাভ করিয়া অনাসক্তভাবে ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছেন।

ধর্ম্মজ্ঞ যদুরাজ একদিন নির্ভয়ে বিচরণশীল বিবেকী ঐ অবধূত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কোনরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও আপনার ঈদৃশী সদ্বুদ্ধির কিরূপে উদয় হইল; যাহার বলে আপনি বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন? জাগতিক মানবগণ সাধারণতঃ আয়ু, যশঃ ও ঐশ্বর্য্যকামনায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি জ্ঞানী, নিপুণ, সুন্দর ও মধুরভাষী হইয়াও কিরূপে জড় ও উন্মত্তের ন্যায়

অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছেন? বদ্ধমনুষ্যগণ কাম ও লোভরূপ দাবানলে সন্তাপিত হইলেও আপনি গঙ্গাসলিত-মধ্যগত হস্তীর ন্যায় সন্তাপ-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি পুত্র-কলত্রাদিশূন্য, অতএব বিষয়ভোগরহিত হইয়াও কিরূপে হৃদয়ে এইরূপ আনন্দলাভ করিতেছেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রাহ্মণ-হিতপরায়ণ বুদ্ধিমান্ যদুকর্ত্তৃক সম্মানিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাভাগ অবধূত ব্রাহ্মণ বিনয়াবনতভাবে রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! আমি যাহাদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তভাবে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, আমার নিজ বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা স্বীকৃত ঐদৃশ বহু গুরু জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতেই আমি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। সেই চতুর্ব্বিংশতি বস্তুকে আমি নিজহৃদয়ে শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার করিয়াছি। উঁহাদের আচরণ দর্শনে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। হে পুরুষপ্রবর! আমি ইহাদের মধ্য হইতে যাহার নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন :—

(১) পৃথিবী—দুঃখসহিষ্ণু ব্যক্তি দৈবাধীন প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও ইহা কর্ম্মফল জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হইবেন না; আমি প্রাণিপদাহতা অচঞ্চলা সর্ব্বংসহা পৃথিবীর নিকট হইতে ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি। বসুন্ধরার বক্ষে বিচরণশীল জনগণ তাঁহাকে শিক্ষাগুরু না জানিয়া 'বীরভোগ্যা' বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা পরস্পর পরপীড়ক হইয়া নিত্য ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় এবং কামনার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণিগণের প্রতি হিংসায় প্রবৃত্তি লাভ করে। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত জীবের সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম থাকে না; তাহারা অসহিষ্ণু বলিয়া জড়ভোগে প্রমত্ত হইয়া চরম দুর্গতি বরণ করে। ক্ষিতির ধর্ম্ম—সহনশীলতা ও ক্ষমা-গুণ।

সাধুগণ পরোপকারার্থে বৃক্ষ, তৃণ, নির্ঝরাদি উৎপত্তির হেতুভূত পর্ব্বতের নিকট হইতে স্বীয় উৎপত্তি ও পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা শিক্ষা করিবেন। পরার্থ-পরতা ও পর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই সাধুত্বের একমাত্র লক্ষণ। পৃথিবীতে জাত বৃক্ষের নিকট হইতে পরোপদ্রব-সহিষ্ণুতাই শিক্ষার বিষয়। জড়বাদিগণ প্রত্যেক বস্তুকেই ভোগ্য জ্ঞান করিয়া অধঃপতিত হয়। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইলেই হরিভজন সম্ভব; অসহিষ্ণু ব্যক্তি ভগবদ্ ভজনের অধিকারী নহেন। তজ্জন্য অখিললোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু

সকল জীবকে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া হরিকীর্ত্তনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।
—"বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজসুখ পাসরিবে॥"

(২) বায়ু—রূপ-রসাদি বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াই যেরূপ প্রাণবায়ু প্রবাহিত থাকে, মনস্বী ব্যক্তিও তদ্রূপ যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও জ্ঞান বিনষ্ট না হয় তদনুকূলে জীবিকামাত্র গ্রহণেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে আসক্ত হইবেন না। ধৈর্য্যহীন হইলে সাধকের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহাতে নশ্বর বস্তুতে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। মনোবৃত্তির প্রাবল্যে ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শ্রেয়ঃ না হইয়া প্রেয়েরই আবাহন করা হয়। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবকে অজ্ঞান-তিমিরে নিক্ষেপ করে। সুতরাং প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই কায়-মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়া যায়। যোগি-মুনি-ঋষিগণ পার্থিব সুখ দুঃখাদি চিন্তা-রহিত হইয়া জড়-বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকিবেন। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের একত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীনামী ও নাম অভিন্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা একত্রিংশ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এই দ্বাদশ মাস পরিক্রমণ-সময়ে শ্রীপত্রিকা বহুপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ণতত্ত্বদর্শনের অধিকারিণী। শ্রীভগবান্ যে-রূপ পূর্ণবস্তু, তাঁহার বাণীরূপা বিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তিও তদ্রূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণা। সুতরাং 'নূতন অভিজ্ঞতা' বলিতে পার্থিব জগতের কোন প্রাকৃত বস্তুকে লক্ষ্য করে না। পরমেশ্বর যেরূপ চিদচিৎ অনন্ত বিশ্বের মূলাধার, তদ্রূপ তাঁহার বাণী বা নামব্রহ্মও কোন অংশে তাঁহা হইতে ন্যূন নহেন।—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য-সম্মত বাস্তব সত্য।

শ্রীগৌর-গোপালের মহিমা ও মাহাত্ম্য

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীপত্রিকা সমিতির পরমোপাস্য শ্রীবিজয়-বিগ্রহ গৌর-গোপাল শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আবির্ভূ'তা হইয়াছেন। ইঁহারই

আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ বিগত অষ্টবিংশতিবর্ষ যাবৎ বিভিন্ন ধাম ও তীর্থস্থানাদি দর্শন ও পরিক্রমা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তিকালে তদাশ্রিত জনগণও "মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার" নীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই গৌরগোপালজীউ যেখানেই শুভবিজয় করিয়াছেন, তত্রস্থ ভক্তাভক্ত-নির্ব্বিশেষে আপামর জন-সাধারণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে বাৎসল্য-স্নেহসেবা গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবিকিরণকারী এই-রূপ কমনীয় সুঠাম শ্রীমূর্ত্তি সত্যই দুর্লভদর্শন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীভগবান্ বাৎসল্যরসের সেবক-সেবিকাগণের নিকট হইতে অপ্রাকৃত স্নেহাকর্ষণের জন্যই দেবদুর্লভ শ্রীরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বৈশিষ্ট্য

বিগত বর্ষে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী শ্রীপত্রিকার প্রচ্ছদপটে অধিষ্ঠিত থাকিয়া "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক "দুঃসঙ্গ বর্জ্জন-নীতি ও গৌর-সরস্বতী-ভক্তিবিনোদধারার" বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "আসুর-বর্ণধর্ম্ম ও দৈববর্ণাশ্রম", "বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি", "শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ", "সাম্যবাদ ও সেবাবিচার", "মোহনিদ্রাভিভূত জীবের ভাবনা", "লয় ও বিক্ষেপ", "মানহানি ও মানদান", "আদর্শ", "পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধদ্বারা ব্যতিরেকমুখী আলোচনা করা হইয়াছে এবং "দৈন্য", "দ্বাদশ বৈষ্ণব", "বৈষ্ণব-মত-পঞ্চক", "শ্রীনাম ও স্বরূপ বৈশিষ্ট্য", "ভক্তির স্বরূপ-বিবেক" ইত্যাদি প্রবন্ধে অন্বয়মুখী আলোচনা স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সন্দর্ভসারাদি বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, প্রশ্নোত্তর, পারমার্থিক ভূগোল-ইতিহাস-সম্বলিত বিভিন্ন তীর্থদর্শনাদির বিবরণ শ্রীপত্রিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ঊর্দ্ধতন গৌড়ীয়-গুরুবর্গের প্রাচীন দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় শ্রীপত্রিকার সুধী পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই লাভবান্ ও উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীমঠ ও মঠবাসীর কর্ত্তব্য নির্ণয়

শ্রীপত্রিকা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববর্গের শ্রীমুখবিগলিত বাণীর শক্তিশালী অপ্রাকৃত পরমচেতন সংরক্ষ যন্ত্রবিশেষ। মঠবাসিগণ সেই চৈতন্যবাণীর অনুসরণপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক কল্যাণ

অর্জ্জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। হরিকথা কীর্ত্তনই—মঠ বা আশ্রম; গৌরবাণী-প্রচার-দ্বারা মঠের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। —"প্রাণ আছে তাঁর সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব"। শ্রীবিগ্রহ ও নামের প্রাণ আছে; সেই প্রাণ-পুরুষের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যই মঠ-মন্দির বা আশ্রমের প্রয়োজন। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই সেই প্রাণ-পুরুষ। তাঁহার অস্তিত্ব বা আবির্ভাব যেস্থলে নাই, তথায় সবই বিফল—বৃথা পণ্ডশ্রম—"অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।" মঠবাসের অভিমান করিয়াও আমরা অনেকে সেবাকাজের বিনিময়ে জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারই কাঙ্গাল হইয়া পরি। সেবাধর্ম্মে অন্যাভিলাষ, তোষামোদ বা জড়ীয় প্রশংসাবাদের কোন ক্ষেত্র থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। তজ্জন্য মঠ বা মঠবাসীর বাস্তব স্বরূপোপলব্ধির প্রয়োজন।

আচার ও প্রচারের অধিকারী কে?

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা সেবাধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিষ্ঠ। ব্যক্তিগতভাবে সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-শাস্ত্রাদির আনুগত্য না থাকিলে কাহারও মঙ্গল লাভ হয় না। সাধকজীবনে যাহার শ্রবণ হয় নাই, তিনি কীর্ত্তন বা প্রচারের অধিকারী নহেন। আদর্শ জীবনই স্ব-পর কল্যাণে সমর্থ। পরছিদ্রান্বেষণ ও পর-চর্চ্চাদ্বারা কখনও আত্মমঙ্গল লাভ হয় না। জড়বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শ সাধন-ভজন হইতে সাধককে দূরে নিক্ষেপ করে। তখন "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা" বাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারা যায় না। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" এই উপদেশ তখন উপলব্ধির বিষয় হয় না। পরম মুক্ত পুরুষের নিত্যসিদ্ধ ভাব ও অনর্থগ্রস্ত প্রাকৃত সাধকের অধিকার সমতুল্য নহে। গুরু-বৈষ্ণব-গণের অবৈধ অনুকরণদ্বারা জীব অধঃপতিত হয়; কিন্তু সেবাময় অনুসরণই তাহাকে ঊর্দ্ধগতি দান করে। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর-ভগবান্॥"—ইহা ব্যক্তিগত সাধকজীবনেই যুক্তবৈরাগ্যের উদাহরণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম অনলে পড়য়ে জল॥"

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াই বাস্তব সেবাধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ মোহান্ধ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তন্নিজ-জনগণকে এজগতে প্রেরণ করেন। শ্রীভগবানই নিখিল বিশ্বের কর্ত্তা, প্রভু। তিনি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও মালিক বলিয়া জানাইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীব সংসারে অশেষ দুর্দ্দশা-দুর্গতি বরণ করে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ আত্মসমর্পণই আত্মার ধর্ম্ম। ইহা শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্তই পরম দয়ালু ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের আদর্শ জীবনযাপন করেন। গুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তিক্রমে আত্মানুশীলনই ঈশ্বরের সর্ব্বতোভাবে তুষ্টি বিধানে সমর্থ। সুমেধা ব্যক্তিগণই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে পরমোপাস্যের আরাধনা করেন। শচীনন্দন গৌরহরিই এই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা। ইহাতে সর্ব্বানর্থ বিদূরিত হইয়া পরম কল্যাণের উদয় হয়; এজন্য গুণজ্ঞ সারগ্রাহিগণ এই কলিকালকে সর্ব্বগুণাকর বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

সাধন-ভজন ব্যতীত প্রাকৃত যোগ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা

"পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিলা সবারে॥"—পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপস্থ "সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর" দ্বারদেশে অন্তেবাসিগণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সাবধান-বাণীরূপে উক্ত মহাজনবাক্য লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। জড় শিল্প-কলা-বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে যিনি যত পারঙ্গত হউন না কেন, কৃষ্ণভজন বা শ্রীনামানুশীলন ব্যতীত তাহার কোন বাস্তব পরিচয় থাকিতে পারে না, ইহা অবগত করানোই ছিল শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্য। জীব জড়াহঙ্কারে মত্ত হইয়া আত্মকল্যাণ-চিন্তা ভুলিয়া যায়, ইহাই তাহার চরম দুর্দ্দৈব। "স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানাভাষা-আলোচন, বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ। কিন্তু দেখ চিন্তা করি' যদি না ভজিলে হরি বিদ্যা তব কেবল রৌরব॥"—ভগবদনুশীলন ব্যতীত জাগতিক সকল প্রকার যোগ্যতাই অকিঞ্চিৎকর, ইহাই পদকর্ত্তা বিশেষভাবে জানাইলেন। সুতরাং হরিভজনেই সকল যোগ্যতা ও অধিকার নিহিত আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের অসমোর্দ্ধ করুণায় সমগ্র জগৎ প্লাবিত

জগতের লোক কেহ ভোগের পথে, আবার কেহ ত্যাগের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'নেতি' 'নেতি' বিচারে ত্যাগিগণ ভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করিতে চায়। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকারী জগদ্গুরু শুদ্ধভক্তির সন্ধান দিয়া জগজ্জীবের নিত্যকল্যাণ বিধান

করিয়া থাকেন। মহাবদান্যাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বিষয়িগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করেন, যোগিগণ সাধনক্লেশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তপস্যা পরিত্যাগ করেন এবং নির্ব্বিশেষ-মতবাদিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরসে সমগ্র জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল। "বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ"—এত সুযোগ-সুবিধাসত্ত্বেও যদি আমরা গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বঞ্চিত হই, তবে আমাদের গতি কি হইবে? বর্ত্তমান ভোগবাদের যুগে এইরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি খুব কমই আছেন, যাহারা বাস্তবসত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু। "সাধু পাওয়া বড় কষ্ট জীবের জানিয়া। সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥" স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একদিন এই বঙ্গদেশেই সাধু-গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া অযাচিতভাবে জগতের দ্বারে দ্বারে আপামর জনগণের নিকট শ্রীনাম-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিশ্ববাসী আকৃষ্ট হওয়ায় "পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভগবদ্বাণীর সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশবাসী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আকৃষ্ট

পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসিগণকে আমরা জড়মতি ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন বলিয়াই জানি; তাঁহারাও আজ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদাশ্রিত গোস্বামিগণের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতেছেন। তাঁহাদের এত আগ্রহ ও সাধন-ভজন-প্রচেষ্টা দেখিয়াও কি আমাদের শিক্ষা হইবে না? দেবগণবাঞ্ছিত আর্য্যঋষি-অধ্যুষিত সুপবিত্র এই ভারতভূমিতে আমাদের জন্ম; এস্থলেই শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারবৃন্দ নরলীলা প্রকটপূর্ব্বক জীবকে কতই না শিক্ষা দিয়াছেন? তাঁহাদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" বাণীতে আমাদের কি মোহ-নিদ্রা কাটিবে না? শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রেরিত নিজজনগণের নিকট আমরা চিরঋণী, তাহা অনন্তকালেও পরিশোধ্য নহে। ইহা জানিয়াই আমাদের আত্মকল্যাণ-বিষয়ে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা শ্রীগৌরসুন্দর, ষড়্-গোস্বামী ও শ্রীরূপানুগ সারস্বত গৌড়ীয় গুরুবর্গের জয়গানপূর্ব্বক বক্তব্য সমাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে বিবদমান কলির হস্ত হইতে আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication — Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. — Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication — Last day of every Bengali month i.e. once in a month.
3. Printer's Name — Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bhandhav.

   Nationality — Indian — Goudiya-Vaishnaba.
   Address — Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. — Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name — Do
   Nationality — Do
   Address — Do
5. Editor's Name — Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality — Indian — Goudiya-Vaishnaba.
   Address — Shri Devananda Goudiya Math. Tegharipara, P. O. — Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital. — Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari

Dated — 28. 2. 79. *Signature of Publisher.*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী গৌড়ীয়-পত্রি

৩১শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৮৫ { ২য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

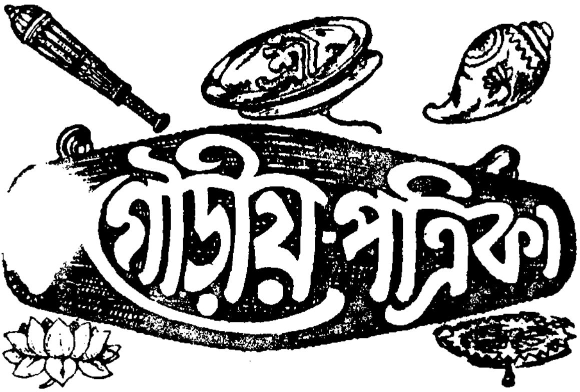

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩১শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২ মধুসূদন, ৪৯৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮৫ ; ইং ১৪।৪।১৯৭৯ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীভগবতো ব্রহ্মণাকৃতং স্তোত্রম্

(ব্রহ্মসংহিতায়াম্)

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৩ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ-ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড়-ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি-বেদজ্ঞান-বিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরা শক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ১৩ ॥

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

যিনি আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপে স্মরণকারি-প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলাচেষ্টাদ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি॥ ১৪ ॥

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেষ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিনাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজ-ধাম। সেই-সেই-ধামে সেই-সেই-প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি ॥ ১৫ ॥

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬ ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৬ ॥

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭ ॥

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৭ ॥

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৮ ॥

এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতি-গত হইয়া (বিস্তার) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু-ভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৮ ॥

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৯ ॥

আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ-স্বমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ১৯ ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২০ ॥

মহাবিষ্ণুর একটি নিশ্বাস বাহির হইয়া যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই-কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২০ ॥

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২১ ॥

সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২১ ॥

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্যকালে শক্তি-লাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২২ ॥

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্ত্রয়াণি।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৩ ॥

অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা ও মন,—এই নয়টি-পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৩ ॥

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৪ ॥

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।

যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত জীবসকল যাঁহার প্রদত্ত-মাত্র বিভব-কর্ত্তৃক প্রকটিত-প্রভাব হইয়া বর্ত্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৫ ॥

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৬ ॥

'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্র-কীটই হউন বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমান্‌দিগের কর্ম্ম-সকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৬ ॥

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৭ ॥

ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাব-দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদনুশীলনকারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ-তারতম্যের সহিত তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ব্রহ্মকৃতং
শ্রীগোবিন্দস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চমাধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত শ্রীগোবিন্দ-স্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ

জড়ীয় ভেদ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে ; চিন্ময় ভেদ বা বিলাস নিত্য, সত্য বা সনাতন

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার বিচিত্রতা-ক্রমে বস্তু-সমূহের পরস্পর বিশেষ-ধর্ম্মদ্বারা ভেদ প্রতীত হয়। মায়াবাদী বলেন,—এই জড়জগতে তাদৃশ ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে সেইরূপ চিদ্বিলাস নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—চিদ্‌রাজ্যে নিত্য বিচিত্রতা আছে, জড়রাজ্যের বিচিত্রতা অনিত্য। চিদ্‌রাজ্যে অদ্বয়-জ্ঞানদ্বারা বিচিত্রতা গঠিত, জড়মায়ার রাজ্যে দ্বৈত-জ্ঞানদ্বারা অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞান কাল-কর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ।

'স্বপ্ন' তাৎকালিক সত্য, 'জাগরণ' নিত্যসত্য ; তাহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন উপাদেয়রূপে নিত্যবর্ত্তমান

স্বপ্ন-কালের প্রতীতি কর্ত্তৃ-সত্তায় সত্য ও অনিত্য। জাগর-কালে স্বপ্নোত্থ প্রতীতি অতীত-কালে কর্ত্তৃ-সত্তায় অধিষ্ঠিত সত্য। স্বপ্ন-ভূমি অতিক্রান্ত হওয়ায় জাগর-ভূমিতে অনুভবনীয় বিষয়গুলির অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না। জাগর-ভূমিতে জীবাত্মার অধিষ্ঠান এবং অনুভূতি-যোগ্য বিষয়গুলি সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে। অর্থাৎ এখানে ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। চিদ্‌রাজ্যে বা আত্মজগতে চিদ্‌বস্তুর ত্রিবিধ শক্তিগত অধিষ্ঠান আছে। দ্রষ্টা নিত্যকাল নিত্যদৃশ্যকে নিত্য দর্শন করেন। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন— এই বস্তুত্রয়ই চিৎ এবং তাহাতে উপাদেয়তা ও আনন্দ-ধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন নিত্যকাল অবস্থান করে। মায়িক জগতে সচ্চিদানন্দ অনুভূতি অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দময়।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য ও অদ্বয়-জ্ঞানময় ; ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্তগণ সেই একই অদ্বয়-জ্ঞানের জ্ঞাতা ও উপাসক

শ্রীভগবান্ নিত্যবিচিত্র লীলাময়। তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলা অদ্বয়-জ্ঞানময়। তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু ; তাঁহার অনন্ত পরিকর নিত্যকাল প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। ভক্তগণের এই তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম-যোগসাধন-নিরত যোগীদিগের বা কেবল-জ্ঞান-নিরত ব্রাহ্মণগণের অভীপ্সিত না হইলেও সেই একই তত্ত্বকে সকলেই লক্ষ্য করেন। ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত সকলেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের জ্ঞাতা। যোগী ও উপাসক।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তগণ পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ, পরন্তু ভক্তই সর্ব্বোত্তম-জ্ঞানী ও ব্রাহ্মণ

ভক্তগণ সকলেই ভক্তি-যোগী ও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসক। ইতর যোগী বা ইতর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। ভক্তগণের সহিত কর্ম্ম-যোগী ও জ্ঞান-যোগীর ভেদ আছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী-ব্রাহ্মণের ভেদ আছে। তাই বলিয়া ভক্ত-ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-যোগীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাস্য বস্তুর অদ্বয় ও অখণ্ড-জ্ঞানে ভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেখানেই যোগী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভক্তগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিরোধ করিতে গিয়াই ইতর-ব্রাহ্মণ বা ইতর-যোগিগণ ভক্তকে অব্রাহ্মণ ও অযোগী বলেন। পক্ষান্তরে ভক্ত-ধারণায় ভক্তই সর্ব্বোত্তম-ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বোত্তম-যোগী। ভক্ত হরিসেবা ছাড়িয়া ইতর-কর্ম্মময় যোগ বা জ্ঞানময় যোগ এবং জ্ঞানময় কৈবল্য স্বীকার করেন না। ভক্তি-সংজ্ঞায় কর্ম্ম ও জ্ঞানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীবিগ্রহকে মায়িক মনে করাই 'মায়াবাদ'

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আছে। জড়বুদ্ধিতে কর্ম্ম-মার্গীয়-গণ বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে অদ্বয়-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়-ধারণার প্রবর্ত্তন করেন। **মুমুক্ষু জ্ঞানিগণও মায়াগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্‌বিগ্রহকেও ন্যূনাধিক মায়িক মূর্ত্তি মনে করেন।** মায়াবাদী বলেন,—শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে: মন্ত্রের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আহূত হন, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু; তাহার নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা নাই। তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ বলেন,—ইহাই উপাস্য বিগ্রহের সম্বন্ধে মায়াবাদ।

দীক্ষা-প্রভাবে শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়

দীক্ষারূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইলে এই মায়াবাদ কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয় এবং মন জড়বিষয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। **পাপিষ্ঠ মায়াবাদিগণ বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত মনে করেন;** কিন্তু তত্ত্ববিদ্ দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিত্য নির্ম্মল প্রতীতিতে বিগ্রহ বিগ্রহীর মধ্যে অখণ্ডজ্ঞানে দ্বৈত-বুদ্ধি নাই। মায়াবাদী বা কর্ম্মিগণ জড়ে চিদ্ আরোপ করেন, নৈষ্কর্ম্ম-বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিতে আদৌ জড়ের ভোগময় অনুভূতি বুঝিতে পারেন না। প্রকটকালীয় বিগ্রহ ও অর্চ্চা-বিগ্রহে বস্তুতত্ত্বে অখণ্ডজ্ঞান উদিত হয়। —শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তির স্বরূপ-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর)

যে-সময় কৃষ্ণভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠরূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়-সকল আবশ্যকমতে স্বীকার করতঃ ঐ সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। ঐ অবস্থায় হরি-সম্বন্ধী বস্তু-সকলকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া জড়মুক্তি-বাঞ্ছাক্রমে যাঁহারা ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে বিষয়ত্যাগ সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়ের যে বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি তাহা দূর করতঃ সমস্ত বিষয়ের ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া বিষয় স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টা বিষয়। সংসারকে এরূপ ব্যবস্থাপিত করা উচিত যে, সমস্ত রূপেই কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ হয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ কৃষ্ণের উদ্যান-বাটীকা, নদী, পথ প্রভৃতি দেখা যায়, সমস্ত রসে কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া যায়, সমস্ত গন্ধে প্রসাদী-গন্ধ উপলব্ধ হয়, সমস্ত স্পৃহদ্রব্যই যেন কৃষ্ণ-সম্বন্ধী দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে এবং হরিকথা বা কৃষ্ণদাসদিগের কথা শ্রবণ করা যায়, এরূপ ব্যবস্থা করিলে বিষয়ে আর ভগবদ্বহির্ম্মুখতা থাকে না। ভোগের যে সুখ তাহা আত্মসাৎ করিলেই ভুক্তি সহজেই হৃদয়কে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণার্থ সমস্ত বিষয়গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়। যেমত ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করা কর্ত্তব্য তদ্রূপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মুক্তি-সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

কপিলদেব কহিলেন,—"হে মাতঃ! যাঁহারা আমার নিজজন অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্ত তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধ-মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না, কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন। সালোক্য-মুক্তিতে ভগবল্লোক-প্রাপ্তি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি। ভগবতসমীপতা লাভের নাম সামীপ্য। চতুর্ভুজাকার-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য। সাযুজ্য-লাভের নাম একত্ব। সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রদান করে।

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়। পাতঞ্জলীয় যোগানুষ্ঠানটী সুন্দররূপে করিতে পারিলে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হয়। ভক্তের পক্ষে উভয় সাযুজ্যই অত্যন্ত গর্হিত। যাহাদের চরমে সাযুজ্যলাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির আচরণ করে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ত্ততাপরিপূর্ণ। তাহারা ভক্তিকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের নিকট কেবল ব্রহ্মলয়ের উপায়স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হন। অতএব আধ্যাত্মিক চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দ্দশা। সাযুজ্যমুক্তিকে যাঁহারা শেষফল বলিয়া জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধভক্তি উদিত হইতে পারে না। অন্যপ্রকার মুক্তিসম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র উক্ত্যা নাতি বিরুধ্যতে॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী নয়। উক্ত চারিপ্রকার মুক্তি পাত্রবিশেষে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরারূপ দুই প্রকার আকার ধারণ করে। যাহারা অহংগ্রহোপাসনা প্রভৃতি উপায়-দ্বারা বৈকুণ্ঠলাভ করেন, তাঁহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐপ্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। কিন্তু একান্তী প্রেমমাধুর্য্যমুগ্ধ হরিভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির কোনটীকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অন্যাভিলাষিতা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির একটী তটস্থ লক্ষণ।

জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞানকর্ম্মাদি শব্দে যে 'আদি' পদ আছে, তাহাদ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য, সাংখ্যাভ্যাস, শুদ্ধ প্রেমের জন্য জড়সুখাদির আশ্রয় ইত্যাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম-সকলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আনু-

কুল্যময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিবৃত্তি যদ্দ্বারা জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। জীব শুদ্ধাবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ-লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থ-লক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড়জগতে অবস্থিত হইয়া ভক্তির স্বরূপ-পরিচয়ের সহিত দুইটী তটস্থ পরিচয় উপস্থিত হয়। সুতরাং জড়জগতে জীবের অন্য অভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তি-পরিচয় স্থলে অন্যাভিলাষিতাশূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিজ্জগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসারকূপে পতিত হইয়া নানাপ্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে-সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে, তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন,—"অহো! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা! আমি এই দুরন্ত ভবসাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনারূপ উর্ম্মিদ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছি, সময় সময় কাম-ক্রোধাদিরূপ নক্রগণ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায় করিতেছি। আমার ত' আশা-সূর্য্য আর আমাকে দেখা দেন না। আমি কি করি? আমার কি কেহ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই! আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! হায়! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা।" এইরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরস্ত হইয়া পড়েন। তখন পরমকারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধা-নামক একটী অসম্পূর্ণভাব নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সাধন-পর্ব্বের অনুশীলনদ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতায় প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধা-বীজের পুষ্টিক্রম আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত জানা উচিত যে, যে-দিবস ঐ শ্রদ্ধাবীজের লাভ হয়, সেইদিন হইতে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর উদয়। শ্রদ্ধারূপা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নীরোগ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। যেমত সুকুমার বালককে গৃহস্থ অতি যত্নে রৌদ্র, শীত, দুষ্ট-কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা শ্রদ্ধাদেবীকে সমস্ত অভদ্র হইতে অনাবৃতা রাখিবেন, নতুবা জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, জড়াসক্তি, শুষ্কবৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর

সংসর্গবশতঃ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমা ভক্তিরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। অনর্থ-মিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যাকার ধারণ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। যে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত সাধুসঙ্গরূপ ধাত্রীদ্বারা সেবিতা হইয়া এবং ভজনরূপ ঔষধ-পথ্যাদিক্রমে অনর্থশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নতা না হন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার পতাকারিষ্ট দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারে না। শ্রদ্ধাদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক-বিচার, সাংখ্যাদি অভ্যাস প্রভৃতি কীট, মশক ও মন্দ-বায়ুদ্বারা তিনি দূষিতা হইয়া পড়েন। বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনিবার্য্য। কিন্তু ঐ সকল জ্ঞানাদিভাব যদি বিরুদ্ধ তন্ত্রের হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু এস্থলে জ্ঞানশব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বলেন। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিতান্ত দূরীকরণীয়। ভজনীয়ত্বানুসন্ধানজ্ঞানরূপ ভগবজ্-জ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান অগ্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে প্রস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান দুষ্ট, কিন্তু শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়া ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা আবৃত না হইয়া ঐ সকল ভাবকে স্বীয় পরিচারকরূপে রাখিয়া অন্যাভিলাষ-শূন্যতা সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি; আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্ম্মুখ। ভক্তির সাহায্য পাইলে কর্ম্ম কখনও কখনও আরোপসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন কিন্তু কোন সময়েই উহারা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কৈতব্য-শূন্যা অমিশ্রানন্দস্বরূপা। আরোপসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাবপ্রকাশিনী। হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ! আপনাদের স্বভাবতঃ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতেই রুচি হয়, আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। যেহেতু উহারা স্বরূপতঃ

ভক্তি নয়। ভক্তি নামটী অন্যলোক-দ্বারা ভ্রান্তভাবে অর্পিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ভক্তি বলা যায় না, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস-দ্বারা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয় তবেই উহারা চরমে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজ নয়। তাহাতে প্রায়ই শুদ্ধভক্তি হইতে জীবের চ্যুতি হয় বলিয়া স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে বরণ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আমি এই ক্ষুদ্র-প্রবন্ধে অদ্য শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়গণের পূর্ব্বাপর বাক্যসমুদয় অনুশীলনপূর্ব্বক তাঁহাদের মনোভাব স্বল্পাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলাম,—

পূর্ণচিদাত্মকে কৃষ্ণে জীবস্যাণু-চিদাত্মনঃ।
উপাধিরহিত চেষ্টা ভক্তিঃ স্বাভাবিকী মতা॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃহচ্চৈতন্য, সর্ব্বদা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যস্থানীয় তত্ত্ববিশেষ, জীব তাঁহার কিরণস্থানীয় অণুচৈতন্য স্বরূপ তত্ত্ববিশেষ। পূর্ণচৈতন্যের প্রতি অণুচৈতন্যের স্বাভাবিকী উপাধিরহিতা যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী চেষ্টা বলিলে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৭ পৃষ্ঠার পর)

অসুরের গণ হয় নির্দ্দয় স্বভাব।
কেমনে বুঝিবে তারা ভক্তের প্রভাব॥
দৈত্যের আদেশে তবে চলে দূতগণ।
দেশে দেশে করে তারা ভক্ত অন্বেষণ॥
ভক্ত পাইলে তাহারা আনন্দে অধির।
প্রচুর ভক্ত মারি পান করে রুধির॥
হেথা হরি দয়াময় ভকতের প্রাণ।
সহিতে না পারি আর ভক্তের ক্রন্দন॥

উপায় করিল এক অপূর্ব্ব কৌশলে।
ভক্তগণ রক্ষণ যেন পায় অবহেলে॥
দৈত্য-গৃহে পাঠালেন ভক্ত একজন।
তাঁর দ্বারা তাড়িলেন এ চৌদ্দ ভুবন॥
কয়াধূর পুত্র হয় প্রহ্লাদ সুমতি।
শৈশব হইতে তার হরিপদে মতি॥
হরি বিনা আর তার কিছু নাহি ভায়।
মনে মনে সর্ব্বক্ষণ হরিগুণ গায়॥
পাঁচ বৎসরের শিশু হইল যখন।
পিতা তারে গুরুগৃহে পাঠাল তখন॥
ষণ্ডামার্ক নামে ছিল শুক্রের নন্দন।
তার করে অর্পিলেন শিক্ষার কারণ॥
তাদের ডাকিয়া কহে শুন গুরুগণে।
ভাল করে শিক্ষা দাও আমার নন্দনে॥
দৈত্যকুলোচিত শিক্ষা দাও সর্ব্বক্ষণ।
হরিরে না ডাকে যেন ভুলেও কখন॥
তথাস্তু বলিয়া তবে শুক্রের নন্দন।
নিজগৃহে নিয়ে গেল প্রহ্লাদে তখন॥
শুভদিন দেখি তাঁর হাতে খড়ি দিল।
বর্ণ-পরিচয় তাঁরে শিখাতে লাগিল॥
'ক'-নামেতে কৃষ্ণনাম হইল স্মরণ।
তাঁহারে স্মরিয়া কাঁদে দৈত্যের নন্দন॥
তাহা দেখি গুরুগণ সুধালেন তারে।
কেন কাঁদ বল বাছা নির্ভয় অন্তরে॥
তাহা শুনি বলে শিশু সেই গুরুগণে।
কৃষ্ণ লাগি কাঁদিতেছি তাঁর অদর্শনে॥
কেমনে পাইব দেখা বল গুরু তাঁর।
তিনি বিনা জগতের সকলি আঁধার॥

তাঁহার চরণ বিনা সকলি অসার।
অনিত্য সংসারে বল কিবা আছে আর॥
শিশুর একথা শুনি গুরু চমকিত।
এর পরিণাম ভাবি দৈত্যভয়ে ভীত॥
হরি-দ্বেষী দৈত্যরাজ শুনিলে একথা।
গুরু-শিষ্যে দণ্ড দিবে না হবে অন্যথা॥
গুরু তাঁরে বোঝাবার বহু চেষ্টা কৈল।
কূটনীতি দণ্ডনীতি কত শিক্ষা দিল॥
কিছুতে না ভুলে তাহে ভক্ত প্রহ্লাদ।
কৃষ্ণ অদর্শনে সদা হইল উন্মাদ॥
কিছুদিন পরে তবে সেই দৈত্যরাজ।
শিশুসহ গুরুগণে ডাকে সভা-মাঝ॥
শিশুরে আদর করি অঙ্কে বসাইল।
কি শিক্ষা করেছ বলি তারে সুধাইল॥
শিশু বলে পিতা মোর শুন দিয়া মন।
অনিত্য সংসারে, সার হরির ভজন॥
এভব-সমুদ্রে হন তিনিই কাণ্ডারী।
জীবে উদ্ধারেণ, দিয়ে শ্রীচরণতরী॥
যাঁহার আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হন।
যাঁহার আদেশে চলে সর্ব্ব দেবগণ॥
রবি-শশী-গ্রহ-তারা চলে যাঁর মতে।
পলকে প্রলয় আর সৃষ্টি হয় যাতে॥
হেন হরি বিনা আর শ্রেষ্ঠ কোন্‌জন।
তাঁরে না ভজিলে কার করিব ভজন॥
যে-বিদ্যার দ্বারা তাঁরে চেনা নাহি যায়।
সে-বিদ্যা সব অবিদ্যা কহিনু তোমায়॥

—শ্রীমতী উষারাণী ভক্তিপ্রভা

দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি ও মৌলিক পদার্থের নিকট শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

অব্যবসায়ী অর্থাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি রূপ-রসাদি ভোগে আসক্ত থাকায় প্রকৃতির গুণ-দোষ তাহাকে আক্রমণ করে। প্রবাহমান বায়ু যেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জড়বিষয়ে অভিনিবেশও জীবের সংযম-ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের একায়ন-পদ্ধতিতে হরিসেবার সঙ্কল্পগ্রহণই যথার্থ বুদ্ধিমত্তা ও গৌরবের বিষয়। বায়ু যেরূপ গন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও তদ্রূপ জড়দেহে প্রবেশ ও বাল্য-যৌবনাদি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত। কিন্তু দেহ-দেহারামিগণ ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করায় সেবাবঞ্চিত জীবনই যাপন করিয়া থাকেন।

(৩) **আকাশ**—মুনিধর্ম্মাবলম্বিগণ নশ্বরদেহে অবস্থিত হইলেও পরব্রহ্মের স্বরূপবিচারে পারঙ্গত বলিয়া আকাশের ন্যায় স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপদার্থের সর্ব্বগত আত্মার অপরিচ্ছন্নত্ব ও অসঙ্গভাব চিন্তা করিবেন। আত্মবিদ্গণ সর্ব্বদা আত্মধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত; অনাত্ম শরীর-ধর্ম্মে তাঁহাদের অভ্যাস না থাকায় তাঁহারা অসঙ্গ। আত্মা জড়ীয় বিষয় গ্রহণ করেন না। জীবাত্মা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ বলিয়া আকাশের ধর্ম্মবিচ্যুত হন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে জীবের অনাদি-ভগবদ্বৈমুখ্য ও নিত্য-ভগবৎ-দাস্য—এই উভয় ধর্ম্মেরই অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আত্মস্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইলে আকাশের ধর্ম্ম আত্মধর্ম্মেই অবস্থিত, ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

"বায়ুপ্রেরিত মেঘাদিদ্বারা যেরূপ আকাশ লিপ্ত হয় না তদ্রূপ আত্মাও কালসৃষ্ট মৃত্তিকা, জল ও তেজোময় দেহাদিদ্বারা আবৃত বা আসক্ত হন না। আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক মেঘমালা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, কিন্তু আকাশ মেঘরাশিতে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া যায় না; তদ্রূপ জীবাত্মার সহিত স্থূল-সূক্ষ্মদেহ সংশ্লিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও আত্মার বিদেহ-অবস্থায় উহাদের সহিত কোন সংযোগ নাই। অন্ন, জল, তেজদ্বারা সম্বর্দ্ধিত দেহই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-সংসার বিস্তার করে; ঐ ত্রিগুণ-বর্জ্জিত অবস্থায় আত্মা শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ। সুতরাং আত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়ে তাৎকালিকভাবে ব্যাপৃত হইলেও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত।

(৪) জল—মুনিগণ জলের ন্যায় নির্ম্মল। স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ মধুর-ভাবযুক্ত এবং মানবগণের কল্যাণজনক হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তনদ্বারা তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন। জাগতিক সুখ-দুঃখভোগী জনগণ চঞ্চল, সুতরাং তাহাদের মন শুদ্ধ নহে। তাহারা ভোগপরবশ হইয়া তাহাতেই অনুরাগ, তাহার অতৃপ্তিতে ক্রোধ এবং ভোগাভাবের আশঙ্কায় ভয়দ্বারা প্রপীড়িত হয়। কিন্তু সাধুগণ জলের ন্যায় স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল; সকল প্রাণীতে দয়া ও মিত্রতাযুক্ত, মধুরালাপী এবং কুতর্ক ও গ্রাম্যবার্ত্তায় অপ্রবৃত্ত। শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ সাধুগণই তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া ভগবৎ কথারই প্রচারক। ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেই তাঁহারা জগৎকে পবিত্র ও ধন্য করেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত সঙ্গ-প্রভাবে বদ্ধজীবগণ জড়াভিনিবেশরূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহাদের সান্নিধ্যেই জীবের বদ্ধভাব ও মানসিক চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়।

(৫) অগ্নি—তেজস্বী, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, অপরিগ্রহশীল, মুক্তস্বভাব মুনি সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করিলেও অগ্নির ন্যায় কোনরূপ মলিনতাগ্রস্ত হন না। অগ্নি সর্ব্ববস্তু দহন করিয়া দ্রব্যাদির মল গ্রহণ করেন না, পরন্তু সকলকে পবিত্র করেন, সাধুও তদ্রূপ সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াও জড়-বিষয়ে অনাসক্ত ও যোগযুক্ত। স্ব-সুখবাঞ্ছায় আখেরের বন্দোবস্তের জন্য তাহার কোনরূপ সঞ্চয়-প্রবৃত্তি দেখা যায় না। হরিভজনের নিমিত্ত ইহসংসারে যতটুকু প্রয়োজন, অনাসক্তভাবে ততটুকুই তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধু সর্ব্বদা নৈতিকবলে বলীয়ান্। তিনি দৃশ্য জগতের কোন বস্তুর দ্বারাই আকৃষ্ট হন না; পার্থিব জগতের সকল আকর্ষণ-বিকর্ষণকে পরাভূত করিয়া তিনি পরম মুক্ত।

মুনি অগ্নির ন্যায় কোনস্থলে গূঢ়রূপে অবস্থান করিবেন, আবার কোন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের পাপরাশি বিনাশপূর্ব্বক দাতৃগণ-প্রদত্ত উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। সাধু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কখনও স্বীয় মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে ব্যস্ত নহেন; আবার প্রয়োজন বোধে যুগপৎ লোকশিক্ষার জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মত স্বীয় মহিমা বিস্তার করিতে পারেন। সাধুগণ ভগবদ্ বহির্ম্মুখী বৃত্তির বহুমানন করেন না এবং ঐরূপ জনগণের স্তব-স্তুতিও তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে; পরন্তু জড়-অভিনিবিষ্টগণের পরস্পরের বস্তু অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া উহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন। সাধু জড়ভোগী বা জড়ত্যাগী নহেন।

সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বীয় মায়ারচিত দেব-তির্য্যগাদি বিবিধ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ-প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তাহাদের তুল্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অগ্নি যেরূপ অরণি-কাষ্ঠ দ্বয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও অপ্রকাশিতের ন্যায় বাহ্য কাষ্ঠের আকার পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ উপাস্যবস্তুও উপাসকের সহিত অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন রূপাদি প্রদর্শন করেন। বিষয়-বিজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জীবের সাধন-ভজনে পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। বদ্ধজীব পরমসেব্যের সেবাবঞ্চিত হইয়া সেবাধর্ম্মের অপব্যবহার করায় ভগদ্দাস্য হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাই তাহার চরম দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

(৬) **চন্দ্র**—কালপ্রভাবে যেরূপ চন্দ্রের কলাসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, চন্দ্রের কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জড়দেহেরই যাবতীয় বিকার ঘটিয়া থাকে; আত্মার কোনরূপ বিকৃতি ঘটেনা।

বদ্ধাবস্থায় জীবের অখণ্ড কাল সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা সম্ভব নহে। কালই চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ জীবাত্মার নশ্বর প্রাকৃতদেহের ন্যায় ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। অনিত্য দেহেরই জন্ম-স্থিতি-নাশ লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় জীবের ভগবদ্বিমুখ বা ভগবদুন্মুখ হইবার যোগ্যতা আছে।

প্রতিক্ষণে অগ্নিশিখার উৎপত্তি ও বিনাশ সঙ্ঘটিত হইলেও উহা যেরূপ লক্ষ্য করা যায় না, সেইরূপ নদীর প্রবাহের ন্যায় কালপ্রভাবে প্রাণিগণের দেহের অবস্থান্তর-দ্বারা উৎপত্তি-বিনাশ সাধিত হইলেও উহা পরিলক্ষিত হয় না। বেগবিশিষ্ট কালকর্ত্তৃকই প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্তব্ধভাব দেখা গেলেও আত্মা ঐরূপ ক্ষয়-বৃদ্ধির বশীভূত নহেন। অনাত্ম-দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়ই আমি চন্দ্রের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি।

(৭) **সূর্য্য**—সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ-দ্বারা জলরাশি আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করেন, *সেইরূপ যোগি-পুরুষও ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা বিষয়সকল গ্রহণপূর্ব্বক* যথাকালে যাচক উপস্থিত হইলে তাহা দান করেন, কিন্তু তাহাতে অভি-নিবিষ্ট হন না।

সূর্য্যদেবের তেজদ্বারা জল গ্রহণের ন্যায় স্বরূপলব্ধ ভক্তযোগী অনাসক্ত-ভাবে বিষয় স্বীকার করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না। পৃথিবীর জল-সমূহ সূর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও উহা যেরূপ পৃথিবীতেই সিঞ্চিত হয়,

ভগবদ্ভক্তগণও তদ্রূপ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও উহা-দ্বারা কলুষিত হন না। আত্মা স্বরূপে অবস্থানকালে স্বরূপস্থিত সূর্য্যতুল্য প্রতিভাত হন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিতে প্রবিষ্ট হইলে স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপাধি-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় পরিলক্ষিত হন।

যিনি কৃষ্ণেতর বিষয়াশক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয় গ্রহণ করেন তাঁহাকে যুক্তবৈরাগী বলে। মুমুক্ষুগণ মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি, নাম, গুরু-বৈষ্ণবাদি হরিসম্বন্ধি বস্তুকে প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, উহাই ফল্গু-বৈরাগ্য বলিয়া কথিত। ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত শুভাশুভ কর্ম্ম, তৎসমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভগবৎপ্রীতি-কামনায়ই কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য এবং তাহাই সেবাধর্ম্ম। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবে ছিদ্রান্বেষণ

"অদোষ-দরশী প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ উদ্ধার॥"

অন্যের দোষ-অন্বেষণ-নীতি অত্যন্ত বিগর্হিত-কর্ম্ম। যাহারা হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহারা নীতির অনুবর্ত্তন করা নিতান্ত অন্যায় ও হরিভজনের বিঘ্নস্বরূপ। যাহার মধ্যে এই বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে, তাহার হরিভজন-প্রবৃত্তি ক্রমাগত ক্ষীয়মান হইয়া থাকে। অনেক লোক আছে নিজের অজস্র দোষগুলিকে চাপা দিয়া অন্যের দোষ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, এই লক্ষণ তাহার মৎসরতা। ছয়টি রিপুর মধ্যে মৎসরতা ব্যতীত অন্যান্য পাঁচটি রিপু ভগবৎসেবায় পর্য্যবসিত করা যাইতে পারিলেও এই মৎসরতা কিন্তু কোন সেবায় ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, প্রতিষ্ঠা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি সবই চিত্তে আবরণ দিয়া হরিভজনের পথ অবরোরুদ্ধ করিয়া থাকে।

বৈষ্ণব-তত্ত্ব নির্দ্দোষ। যদি কোন ঐকান্তিক ভক্তের মধ্যে ক্ষয়াবশিষ্ট দোষের অবস্থান পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকেও দোষ বলিয়া বিচার করা অপরাধজনক। যেহেতু,—

'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'।

এই কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমি সর্ব্বদোষের আকর, ভবরোগী, চিকিৎসার নিমিত্ত আসিয়াছি। অন্যের সংশোধন করিতে অগ্রসর না হইয়া, নিজের দোষ-ত্রুটী-সংশোধনে যত্নবান হওয়াই একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। নিজের দোষ যদি স্বয়ংই সংশোধন করিবার যত্ন করে না, তাহাতে প্রতিকারের উপায় কোথায়?

গুরুদেব উহার বিচার করিবেন। কিন্তু লঘু হইয়া গুরুভারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় দুর্দ্দৈব হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যভগবৎ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে হইবে। আত্ম-স্খালনের শুভেচ্ছাই শরণাগতের লক্ষণ।

স্ব-স্ব পর্ব্বতপ্রমাণ দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কত বুদ্ধিমানের কার্য্য তাহা নিম্নোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করতঃ বিশেষভাবে জানিতে পারা যাইবে।

যথা,—

অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত নাহি দেখি আর॥

* * * *

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যবহার।
যে-জন নিন্দয় তাঁর নাহিক নিস্তার॥
অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণকৃপায়ে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে', কেহ তরে॥

* * * *

শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্মায়॥

* * * *

এতেকে না জানিয়া নিন্দে' তান কর্ম্ম।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্ব্বিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥

* * * *

যে দুষ্কৃতিজন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে॥
শুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥
—শ্রীচৈতন্যভাগবত

অতএব স্ব-স্ব অক্ষজ বিচার-প্রণালী লব্ধ মাপকাঠি লইয়া বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা-ভজন করিতে যাওয়াই মূর্খতার পরিচয়। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি' 'ন প্রাকৃতত্ত্বমিহ ভক্তজনস্য ন শ্রেং' প্রভৃতি সাধুবাক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ পরিহার করিয়া নিজেকে আত্মশোধনের জন্য বৈষ্ণবের কৃপা-যাচ্ঞা করিতে হইবে। তাহাই ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধা-বিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণ-নাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

মৌষল-লীলা

বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার, যথা—(১) বিচার, (২) সংশয়, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্ব্বপক্ষ ও (৫) মীমাংসা। সম্প্রতি আমাদের বিচারের বিষয় 'মৌষল-লীলা'। মৌষল-লীলা মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে, বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭শ অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৌষল-লীলাচ্ছলে নিজ-পার্ষদ-গণকে স্বধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য। তথাপি তদ্বিষয়ে অক্ষজদ্রষ্টার হৃদয়ে যে-সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সুমীমাংসা এইস্থানে বিবৃত হইতেছে। মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ও বেদের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎসারথী দারুককে কহিলেন—

> ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
> মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মদীয় লীলাতত্ত্বজ্ঞ হইয়া বাহ্য দৃষ্টিজাত শোক-মোহাদিতে উপেক্ষমাণ হও এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মৌষলাদি-লীলাকে আমার মায়ায় ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিতা জানিয়া চিত্ত-ক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও। "'তু'-শব্দের দ্বারা অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হউক, কিন্তু তোমার পক্ষে সেই মোহ নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।"

অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—

> রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহ মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
> সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥
> (ভাঃ ১১।৩১।১১)

অর্থাৎ মৌষল-লীলায় হরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খিন্ন হইলে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদ যাদবগণের যে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহপরিগ্রহ ও ত্যাগাদি-চেষ্টা, তাহা কেবল মায়াকৃত অনু-করণমাত্র, স্বরূপতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার নাই। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক

নিজের ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানও স্বয়ং এই মুনিশাপ-নিবন্ধন মহোৎপাত-কলহাদিরূপ বৈকল্প সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যগণের সহিত কিছুকাল খেলা করিয়া অন্তে সংহারপূর্ব্বক নিজ মহিমাপ্রভাবে বিরত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয় এবং আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন,—

"আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ মায়য়া অনুকরণমাত্রমবেহি, নটো যথা অবিকৃত এব নানারূপৈর্জন্মাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ॥"

অর্থাৎ (ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের) আবির্ভাব-তিরোভাবরূপা চেষ্টা প্রপঞ্চের অনুকরণ মাত্র। উহা সত্য নহে। নট যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই লোকচক্ষে নানারূপে জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সপার্ষদ ভগবানও তদ্রূপ।

বৃদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যপ্রবর শ্রীমন্মধ্বমুনি ভাগবত-তাৎপর্য্যে (৩।৪।২৯) স্কন্দপুরাণ-বচন উদ্ধারপূর্ব্বক এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা—

পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরে স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপত্বাদন্যন্নৈবোপলভ্যতে॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্॥

তাৎপর্য্য এই যে, হরির দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ-লীলার সংগোপন বুঝিতে হইবে। কেন না, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁহার দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরম জ্ঞানময়-বিগ্রহ। তিনি বিমুখজন-মোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেহ-ত্যাগাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ মহাভারত-তাৎপর্য্য-গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

দেহত্যাগানুকারেণ হরিণা তাদহাচ্যুতঃ।
মোহয়িত্বা অসুরানন্ধং তমঃ প্রাপয়িতুং প্রভুঃ॥

চিদানন্দৈকদেহোঽপি ত্যক্তং দেহমিবাপরম্।
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং শয়ানং ভুবাগাদ্দিবম্॥

(মহাভারত-তাৎপর্য্য ৩২ অধ্যায় ৩৩-৩৪)

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীহরি যে দেহত্যাগাদি প্রপঞ্চলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার কারণ, মায়াধীশ প্রভু অচ্যুত অসুরগণকে মোহিত করিয়া অন্ধতমোলোকে প্রেরিত করিবেন। সুতরাং তাঁহার দেহ কেবল চিদানন্দ-ময় হইলেও তিনি নিজদেহোপম অপরদেহের ন্যায় একটী দেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক সেই দেহকে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্যদেহের ন্যায় শায়িত করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

অন্যত্র মহাভারত তাৎপর্য্য (২।৮৩)—

মুহূর্তে শস্ত্রপাতেন ভিন্নত্বগ্‌রুধিরস্রবঃ।
অজ নন্‌ পৃচ্ছতি স্মান্যাংস্তনুং ত্যক্ত্বা দিবঙ্গতঃ॥
ইত্যাদ্যসুরমোহায় দর্শয়ামাস নাট্যবৎ।
অবিদ্যমানমেবেশঃ কুহকং তদ্বিদুঃ সুরাঃ॥

এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্য এই যে, শস্ত্রপাতদ্বারা ত্বক্ ভিন্ন হইয়া রুধির-পতন, তনুত্যাগ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার ভগবান্ অসুরমোহনার্থ ঐন্দ্র-জালিকের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিব্যসূরিগণ ভগবানের অন্তর্দ্ধান-লীলাকে কুহকের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া থাকেন।

তত্ত্ববাদ-শাখায় শ্রীমন্মধ্বমুনির অষ্টাদশ-অধস্তন শ্রীমদ্বিজধ্বজতীর্থপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ৩১শ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকের 'পদরত্নাবলী'-টীকায় পুরাণ-বচন উদ্ধারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়ন্ মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥
প্রকাশয়েদহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেবস্তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ॥
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যভাবাৎ পরাত্মনঃ?

তাৎপর্য্য এই,—পুরুষোত্তম অপরিচ্ছিন্ন ভগবান্ যে মর্ত্ত্য, পরিচ্ছিন্ন, মায়িক মনুষ্যের ন্যায় নির্য্যাণাদিলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা জগতের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই। অতো, ভগবান্ দুরাত্মাদিগের মোহোৎপাদনার্থ মায়ার দ্বারা মৃতশরীর সৃষ্টি করিয়া এই মৌষল-লীলা

প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃতদেহ (!) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যেহেতু তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, তাঁহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীরামানুজের শিষ্য-পরম্পরাগত শ্রীবীররাঘবাচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১১ শ্লোকে 'শ্রীভাগবত-চন্দ্র-চন্দ্রিকা'-টীকায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরস্য পরমপুরুষস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহাঃ তনুভৃৎসু যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহাঃ। উৎপত্তিমরণরূপাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনমনুকরণমাত্রমিত্যবেহি যদ্বা, ইতরতনুভৃত্তুল্য-জননাপ্যয়েহা জন্মনো গর্ভসম্বন্ধপ্রদর্শনমপায়স্য দেহ-ত্যাগরূপত্বপ্রদর্শনমিতোবংবিধাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনং মোহনমাত্রমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ, হে রাজন্! পরমপুরুষ ভগবানের যাদবগণের মধ্যে উৎপত্তিমরণ-রূপা চেষ্টা মায়াবিড়ম্বন, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লীলার অনুকরণমাত্র জানিবে। ইতরদেহধারি-মনুষ্যগণের ন্যায় গর্ভসম্বন্ধ ও দেহত্যাগ প্রভৃতি এতাদৃশী চেষ্টা অসুর বিমোহন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অসুরগণের সমক্ষে যে তাহাদেরই ন্যায় জন্মমরণাদি-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাহারা ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যজীব-জ্ঞানে রাবণ, কংস, শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কখনও বা তাঁহার অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র ধারণা করিয়া পরতত্ত্বকে নিরাকার-নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করে। ঐরূপ সিদ্ধান্তকারিগণ যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে বিচলিত হন না। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, "ভগবানের এইরূপ বিমোহন-লীলার তাৎপর্য্য কি ? জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই ভগবানের অবতার, ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যদি জীবগণ তাহাতে বিমোহিতই হইলেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার কিরূপে মঙ্গলময় হইল ?" এতদুত্তরে বেদ বলিয়াছেন,—

"এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ এবৈমনসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩৮)

অর্থাৎ, যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, অথচ যাঁহাদের পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ ভোগবাসনাও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—এরূপ ব্যক্তিগণকেও প্রয়োজক-কর্ত্তা ভগবান্ এইরূপ সাধুকর্ম্মে মতি প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা যমলোক হইতে উর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারেন।

আর যাহারা ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষী হইয়া সর্ব্বভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুক্তি-মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রতি তাৎকালিকী ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে অধোলোক অর্থাৎ আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় অসাধু বা অপরাধজনক কর্ম্মেই মতি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্" ও "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।" শ্লোক দুইটি আলোচ্য। ভগবানের ঐরূপ অসুরবিমোহন-লীলায় কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্বদোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু কর্ম্মফল-দাতা ভগবান্ কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রয়োজক-কর্ত্তা ভগবানের দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

আনন্দ কোথায় ?

[মহোপদেশক—আচার্য্য **শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ**, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুর 'কীর্ত্তন' পত্রিকায় ১৩৪০ সালের ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যাধৃত বঙ্গানুবাদ]

জীবমাত্রেই আনন্দের কাঙ্গাল। আনন্দ কামনা জীবের স্বভাব; সুতরাং আনন্দের প্রয়োজন নাই, জীব বলতে পারে না। মানুষ যে আত্মহত্যা করিয়া থাকে তাহাতেও আনন্দের অনুসন্ধান অতি উৎকটরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কেননা বেঁচেথাকা-সুখের চেয়ে মরতে যাওয়া সুখ অধিক না হইলে কেহই আত্মহত্যা করতে পারে না।

'মমেতি মূলং দুঃখস্য মম নেতি চ নিবৃত্তেঃ'—

'আমার ইহা' বলাটাই দুঃখ এবং 'আমার না' বলাটাই সুখ। অর্থাৎ কোন দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উহার প্রতি আসক্তিযুক্ত হইলে, জগতের ত্রিতাপজ্বালা আরও আমাদিগকে তাপিত করিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার নয়, এই জগতের কোন বস্তু থাকলে সেও আমার নয়, আমার মন আমার নয়, এমন কি আমিও আমার নই—

এইরূপ চিন্তাধারা বৌদ্ধের অচিৎ নির্ব্বাণ এবং শাঙ্কর-বৈদান্তিকের চিৎ-নির্ব্বাণ ভাবসমূহ হইতে উৎপন্ন। দুই শ্রেণীরেই নির্ব্বাণের লক্ষ্য অনুভব রাহিত্য। সুতরাং ইহা পারমার্থিক আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যাতেও সুখের অনুসন্ধান আছে। ফোড়ার ব্যথায় অস্থির হইয়া গলায় ছুরিকাঘাতে মৃত্যু-সদৃশ ত্রিতাপজ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে গিয়া এই আত্মহত্যার অনুষ্ঠান করা হয়।

'পরার্থে উৎসৃজেৎ প্রাজ্ঞ'—বিজ্ঞ লোকসকল পরের জন্যই আত্মসুখ বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে দশের অথবা দেশের সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন নীতির উপদেশ পাওয়া যায়। দেবকার্য্যের নিমিত্ত দধীচির দেহত্যাগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত কর্ণ নিজপুত্রকে বলিদান, স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত রাণাপ্রতাপ সিংহের অশেষ দুঃখবরণ, সতীর ধর্ম্ম-রক্ষাহেতু রাজপুত মহিলাগণের জহর-ব্রত, রাজবংশ রক্ষার নিমিত্ত ধাত্রীপান্না নিজপুত্রকে বলিদান, বন্যা-প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত দুস্থ লোকসমূহের দুঃখ-নিবারণ পরিকল্পে সেবাশ্রমাদি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে এই শ্রেণীর নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। স্বর্গাদি উচ্চতর লোকের কামনা, গৌরব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আত্ম-সুখ-সাধিকা কামনা,—এই শ্রেণীর শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সকলকে উক্ত সকল কার্য্যে অনুপ্রাণিত করেন। ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখের অনুসন্ধান এইগুলি কার্য্যে পূর্ণরূপ দেদীপ্যমান আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্ম্মকামীসকল সূর্য্যের, অর্থকামীসকল গণেশের, কাম-কামীসকল শক্তির এবং মোক্ষকামীসকল শিবের আরাধনা করেন।

এখন বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে প্রকৃত-আনন্দ কোথায়? যিনি আনন্দের সন্ধান করেন সেই জীব স্বরূপ প্রথম আলোচ্য বিষয়। জীব শুদ্ধাত্মা, দেহ ও মন তাঁহার জড়-উপাধি। দেহ এবং মনের অভিরুচিমূলে যাহা আনন্দের অনুসন্ধান করা হয়, তাহাতে আত্মার আনন্দ বাধাপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের সহায় লইয়া চিদাভাস মন এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা অভিজ্ঞান সংগ্রহ করেন, তাহা জড়ানুভূতি। আনন্দ নিত্য হইতে হইলে, এই আনন্দের প্রকাশ অনিত্য জড়ের সহায়-দ্বারা হইতে পারে না। এই আনন্দের বিষয়ও অনিত্য ধর্ম্মশীল বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং জড়ানুভূতিতে নিত্যানন্দের আবির্ভাবও হইতে পারে না।

যে মায়ার বিমুখমোহিনী বৃত্তিদ্বারা আবির্ভূত হইয়া জীব বিবর্ত্ত-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে'—আমি কর্ত্তা এই অভিমানে ব্রহ্মাণ্ডকে ভোগ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে, সেই মায়ার উন্মুখমোহিনী-নাম, আরও একটি বৃত্তি আছে, যেখানে মায়া যোগমায়া নামে অভিহিতা। অপরা-মায়া দৈবী-মায়া। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'—কারাকর্ত্রী এই দৈবী-মায়া চিরবঞ্চিত জীবসকলকে মোহনের নিমিত্ত সংসার-বিপণী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই বিপণীর আয়তন চৌদ্দভুবন ব্যাপী। ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিজ্ঞাপিকা যাহা বিরজা নদী অবস্থিত আছে, তাহাও দৈবীমায়ার বিপণীরই আঙ্গিনা। এই বিশাল বিপণী-গৃহে মায়াদেবীই চতুর্ব্বর্গ-আদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্য-দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মায়াবদ্ধ বঞ্চিত জীবসকল এই মায়া-বিপণীর বস্তু-প্রাপ্তির নিমিত্ত আনন্দের অবস্থান আছে ভাবিয়া, এই বিপণীর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হইয়াছে। যে ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতা লইয়া জীব এই সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অনিত্য এবং জীবের দেহান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে ইহা পরি-পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্যজন্মে আনন্দ আকাঙ্ক্ষার যাহা স্বরূপ,—পশুজন্মে তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্, বৃক্ষজন্মে তাহা আরও পৃথক্ এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত যে-সকল প্রাপ্তির কথাই মায়ামোহিত জীবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতার ধ্বংসের সহিত সেই সকলের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি একার্থ-বোধক হয়। পুরুষ বলিয়া অভিমান পরিত্যাগ করলে, সুন্দরী রমণীর প্রাপ্তিই বা কি আনন্দ? এবং দেবতা বলিয়া অভিমান পরিত্যাগ করলে নন্দন-কানন সুশোভিত স্বর্গপ্রাপ্তিই বা কি আনন্দ?

শুদ্ধজীব বা আত্মা বৈকুণ্ঠ-নিবাসী। 'স্বরূপেতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি'। গোলোকগত অস্মিতা জীবের বাস্তব অস্মিতা। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। জীবের এই অস্মিতায়, 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস' বলিয়া একটি স্বভাব আছে। ব্রহ্মাণ্ডগত অনিত্য অস্মিতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই গোলোকগত নিত্য অস্মিতার উদয় হয়। তখন কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং জীব কৃষ্ণের সেবক অভিমানে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হন।

'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥' (ঈশোপনিষৎ ৯)

শ্রুতি, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চতুর্ব্বর্গসাধক কর্ম্মতালিকার অনুবর্ত্তনকে নিরানন্দের পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছেন। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র'—শ্রীমদ্ ভাগবতের এই উপদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।
ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥

জীব কিরূপে আনন্দলাভ করিতে পারে, ইহার উত্তর দিতে গিয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী'। (তৈঃ ২।৭) —শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দের অধিকারী হন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র পথ। ভক্তি ব্যতীত নিত্য আনন্দ লাভের অন্য কোন পথ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভক্তি যাজন হইলে তবেই উহার ফল। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলে ভোগপর চেষ্টাশূন্য আছে কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিমূলে সেবাপর চেষ্টা রয়েছে। এই শুদ্ধ-ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়া মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গফলের উপরে স্থাপন হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই শিক্ষা শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ—"সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরবর্ণ শ্রীভগবান্ সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিদ্বারা জনগণকে 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রাদি উপদেশ দান করিতেছেন।"

সামবেদান্তর্গত ব্রহ্মভাগে উক্ত যথা,—

"তথাহহং কৃতসন্ন্যাসো ভূগীর্ব্বাণোঽবতরিষ্যে তীরেঽলকা-
নন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বরপ্রার্থিতঃ সপরিবারো নিরালম্বো
নিধূ'ত-কলি-কলুষ-কবলিত-জনাবলম্বনায়।"

অর্থাৎ,—"মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হওয়ায় কলিপাপহত জনগণের একমাত্র অবলম্বনহেতু নিরালম্বভাবে সপরিবার গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব।"

অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ—"যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর; অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত সেই মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।"

নৃসিংহপুরাণে জানা যায়,—

"সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশ-সময়ে স্ফূর্জ্জন্নর কেশরী—
স্ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতি নামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥"

অর্থাৎ—"সত্যযুগে যিনি দৈত্যসম্রাট হিরণ্যকশিপুকে বিনাশকালে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি ত্রেতাযুগে দশানন রাবণবধের নিমিত্ত পরম মনোহর রামবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যিনি দ্বাপরে পৃথিবীর ভার হরণ ও গোপবালকগণকে পালন করিবার জন্য ব্রজধামে বিরাজ করিয়াছিলেন; তিনিই কলিযুগে কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে বিখ্যাত।"

এইভাবে সমস্ত শাস্ত্রেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই কলিযুগে আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যখন এই ধরাধামে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার লীলাপুষ্টির নিমিত্ত পার্ষদবর্গও আবির্ভূত হইলেন। রাজা বা তদ্রূপ সম্মানিত ব্যক্তি কোথাও গমন করিলে যেমন তাঁহার অনুচরবর্গও তাঁহার অনুগমন করেন, সেইমত ভগবানের সহিত তাঁহার পার্ষদবর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পরতত্ত্ব হওয়ায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঘোষিত হইয়াছে,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

অর্থাৎ,—"উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামীপুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশি-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।"

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। ভগবান্ এই কলিযুগে মর্ত্ত্যধামে তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল প্রেমধর্ম্মের বাণী বিতরণ করিবার জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরধামকেই আবির্ভাব-ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমধর্ম্মের বাণী বুঝিবার মত বুদ্ধিমত্তা একমাত্র বঙ্গ-ভূমির অধিবাসীদেরই ছিল। তাই তাঁহার কথা বুঝিবার মত উপযুক্ত দেশ এই বঙ্গভূমির অন্তর্গত মায়াপুরধামে তিনি আবির্ভূত হইলেন। এই কলিযুগে চৈতন্য-অবতারে তিনি গোলোকের যে অমৃতভাণ্ড আনিয়া আপামর-জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও জগদ্‌বাসী প্রাপ্ত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একদা বক্তৃতা-

মাধ্যমে জানাইয়াছিলেন, "ব্যাসের লেখার মধ্যে যে কথার সন্ধান নাই, সেই বৈশিষ্ট্যের কথা মহাপ্রভু জগৎকে জানিয়েছেন,—যা' কৃষ্ণে আছে—যা' অন্য দেবতাতে দেখা যায় না; জীব-হৃদয়ে তা' স্ফূর্ত্তি করবার জন্য অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে মহান্তগুরুরূপে শ্রীচৈতন্যদেব বিরাজিত রয়েছেন। অন্য অবতারসমূহে সেরূপ প্রেমের প্রাচুর্য্য—সেরূপ প্রীতির পূর্ণতা আমরা পাই না।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আড়াই প্রকার রসের কথা আলোচনা হতো—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ। মর্য্যাদা (reverence awe), সম্ভ্রম, ভয় নিয়ে যদি আমরা বন্ধুর (friend) কাছে উপস্থিত হই, সে বন্ধুত্ব মর্য্যাদাসূচক—তিনি আমাদের সম্মানিত বন্ধু (respected friend)। গৌরসুন্দর ইহা অপেক্ষা ভগবানের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ (closer relationship with God-head) দেখিয়েছেন,—যা' মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত পুত্রত্ব (son-hood), কান্তাত্ব (consort-hood) ভগবৎ সম্বন্ধে তিনি প্রথম দেখিয়েছেন। পূর্ব্ববিচারপ্রণালী যা' মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর চেতনের ধর্ম্মে যে একটী (greater scope), অধিকতর প্রসারতার সম্ভাবনা আছে, তা' তিনি দেখিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবই সর্ব্বপ্রথম বেদের মর্ম্ম-কথার ব্যাখ্যায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং জীবের নিত্যধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করতঃ জীবের উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের চমৎকারিতায় জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব জগন্নাথমিশ্র শ্রীহট্টবাসী সামবেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য ও গঙ্গাতীরে বসবাসের জন্য মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি 'পুরন্দর' আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী তাঁহার পিতা পণ্ডিতপ্রবর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ঘরে নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় জগন্নাথ মিশ্রের ভগবদ্ভক্তি ও সদ্‌গুণাদিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীর সহিত জগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ দেন।

এমতাবস্থায় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী উভয়ে ভগবচ্চিন্তায় ও আরাধনায় কাল-যাপন করিতেছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের ক্রমশঃ আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেও কন্যাসকল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে পুত্রের কামনায়

শ্রীবিষ্ণুর চরণ আরাধনা করিতে করিতে নবম সন্তানরূপে শ্রীবলদেবের প্রকাশ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ শ্রীবিশ্বরূপনামে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর চৌদ্দশত ছয়শকে শেষ মাঘ মাসে জগন্নাথ-শচীদেহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। ত্রয়োদ্দশ মাস হইল শিশু ভূমিষ্ঠ হইতেছে না দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র ভীত হইয়া শ্বশুর পণ্ডিত-প্রবর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট গণিয়া জানিলেন যে, সেই ফাল্গুন মাসেই শুভক্ষণ পাইয়া পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবেন। অবশেষে তাহাই ঘটিল।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা) সন্ধ্যা-কালে শুভক্ষণে বিশুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জগন্নাথমিশ্রের পুত্ররূপে শচীমাতার ক্রোড়ে স্বয়ং ভগবান্ অকলঙ্ক শ্রীগৌরচন্দ্র (শ্রীচৈতন্যদেব) আবির্ভূত হইলেন। সেই সময় দৈবক্রমে গগনে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সকলঙ্ক চন্দ্র রাহু-গ্রস্ত হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণযোগে চতুর্দ্দিক্ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিলে এবং স্বয়ং ভগবান্ অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র তাঁহার স্বীয় অঙ্গ-কান্তিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিলেন।

"জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌর-কৃষ্ণ ভূমি অবতরি॥"

রাধাকৃষ্ণের মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে পৌর্ণমাসীতে সমস্ত নিশাকাল আলোকিত হওয়ায় তাঁহার লীলা চমৎকারিতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইল। মঙ্গলময় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ক্ষণে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সমস্ত সুমঙ্গল ও সুলক্ষণাদি সারা নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইল।

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিল সকল॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
* * * *
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥" (চৈঃ ভাঃ)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের মহাপ্রয়াণ

আমরা অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, বিগত ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ (ইং ২৭।২।১৯৭৯) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ** কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে তদীয় নিজ ভজন-কক্ষে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। ঐ সময় তাঁহার আশ্রিত ও অনেক গুণমুগ্ধভক্ত তথা সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি আচার্য্য-ভাস্কর **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** প্রিয়পার্ষদগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার অন্তর্দ্ধান-লীলা স্মরণে তদীয় সতীর্থগণ, তাঁহার আশ্রিত বিপুল শিষ্য-শিষ্যাবর্গ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ সজ্জন সুধীবৃন্দ আজ অত্যন্ত ব্যথিত ও বিরহ-ব্যথায় সন্তপ্ত।

ঐদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৯ঘটিকার সময় তিনি অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ শেষবারের জন্য দর্শন-কামনায় হাজারে হাজারে আগমন করিতে থাকেন। অবশেষে লোকের ভীষণ ভীড় হওয়ার জন্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গ খট্টাসহ শয়নকক্ষ হইতে অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন-ভবন (নাটমন্দির) বা কীর্ত্তন-সদনে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথের ঈক্ষাপথে রাখেন। ঐ সময় অনেকে পুষ্প-মাল্যাদিসহ কাতারে কাতারে এসে বাষ্পপুরিত নয়নে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে থকেন। সেই দৃশ্য যেমন গম্ভীর—তেমনিই ছিল হৃদয়-বিদারক। বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ভক্তবৃন্দের ব্যথিত ও অশ্রুপ্লাবিত মুখ দর্শনে স্বয়ং দীননাথও যেন মুহ্যমান হইয়া অস্তাচলে গমন করেন। নিশীথ ঘনিয়ে আসতেছিল তখন একখানি বড় লরী পুষ্পমাল্য-পতাকা-পল্লবাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ খট্টাসহ শ্রীল মহারাজের কলেবর সংস্থাপনপূর্ব্বক পুষ্প-চন্দনাদিসহ ভূষিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমায়াপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে সারস্বত গৌড়ীয় গগনের সুপরিচিত ও অজাতশত্রু পরম ভাগবতপ্রবর শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী মহারাজ, পরিব্রাজকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীপ্রভু, শ্রীমৎ জগমোহনদাস ব্রহ্মচারীপ্রভু প্রমুখ তাঁহার সতীর্থ এবং তদীয় কৃপাধন্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] অরণ্য মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যগোপালদাস ব্রহ্মচারী প্রভুগণ তথা আরও অনেক মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ এবং কিছু গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও অনুব্রজ্যা হন।

তখন রাত প্রায় ১০॥০ ঘটিকা, মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানে মূ[illegible]স্থলে উপনীত হন। উপস্থিত বৈষ্ণবগণের পরামর্শানুসারে তথাকার শ্রীমন্দিরের উত্তরপার্শ্বস্থ ভূমিতে সমাধিপীঠের জন্য স্থান নির্ণীত হইলে শ্রীপাদ ভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রভু তথা আরও অনেকে মৃত্তিকাখনন করেন এবং সাত্বত সংস্কার-দীপিকানুসারে সমাধির কৃত্যসমূহ সমাধা করা হয়। যখন সমাধির কার্য্য প্রায় সমাপ্ত তখন প্রভাতের দীপশিখা পূর্ব্বগগনে দৃষ্টিগোচরে আসে এবং সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীমন্দিরে প্রভাতির আরতিকীর্ত্তনধ্বনি তথা শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরার সুমধুর তান বেদনার্ত্ত প্রাণকে স্পন্দিত করে।

তিনি ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৩রা অগ্রহায়ণ (ইং ১৯০৩) শুক্রবার উত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে ফরিদপুর (অধুনা বাংলাদেশান্তর্গত) জেলার কাঞ্চনপাড়া গ্রামে আবির্ভূত হন। অবশ্যে তাঁহার পিত্রালয় ঢাকা জেলান্তর্গত বরাকর গ্রাম। তাঁহার পিতৃদেবের নাম শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতৃদেবী শৈলবালা দেবী। তাঁহার মাতৃদেবী পিত্রালয়ে থাকাকালে তথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐস্থানেই গ্রাম্য পাঠশালায় প্রথম বিদ্যারম্ভ করেন। তাঁহার পিতৃদেব বাল্যকালেই ইহধান ত্যাগ করায় তিনি মাতুলালয়ে থাকিয়া বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

শিশুকাল হইতে ভক্তিমতি মাতৃদেবীর তত্ত্বাবধানে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং বিভিন্ন পুরাণাদির উপাখ্যান শ্রবণ ও পরে পঠন তথা নিয়মিতভাবে শ্রীগীতা শ্রবণ এবং অনুবৃত্তি করিতে করিতে শ্লোকাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও

তৎপ্রতিপালনে ঔৎসুক্য দর্শনে মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমেই তাঁহার মাতার উদ্যোগে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন হয়। তিনি যে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনেই ব্যাপৃত ছিলেন তাহাই নহে পরন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বপদ অলঙ্কৃত করিতেন। তদুপরি বিভিন্নপ্রকার ক্রীড়াদি ও ধর্মীয় নাটকাদির অভিনয়েও যথেষ্ট যোগ্যতা এবং নৈপুণ্যতার পরিচয় দিতেন। অধ্যয়নকালেই অনেক দরিদ্র ছাত্রাদির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আর্থিক এবং কখন কখন বা গ্রন্থ-বস্ত্রাদি-দ্বারাও সহায়তা করিতেন। ছাত্র-জীবনে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁহার ভূমিকা কম ছিল না।

যৌবনের জড়-উন্মাদনা তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই। এ সংসারের বিষয়-আশয়ের নশ্বরতা উপলব্ধি হওয়ায় বিষয়-বিরক্তিভাব অত্যন্ত প্রবল-রূপ ধারণ করে। তাই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করতঃ ঐকান্তিকভাবে ভগবচ্চিন্তায় জীবনকে উৎসর্গীকৃত করার মানসে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতের বিভিন্নতীর্থস্থানে বিচরণ করিতে থাকেন। পরে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য-মঠ ও তচ্ছাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যকুলতিলক প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করার সুযোগ লাভ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করার পর তাঁহার চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীল ঠাকুর তখন তাঁহার নাম রাখেন শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী। পরবর্ত্তীকালে তিনিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ নামে সুবিদিত হন। তাঁহার সুমহান্ আদর্শ চরিত্র ও বীর্য্যবতী বাণী ভারতের দিক্‌দিগন্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হরিকথার দুর্ভিক্ষদিনে তিনি গৌড়ীয়-গগনে এক নবদিগন্ত রচনা করেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহা সুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় ধর্ম্মে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণীত হইয়া সেবাময় জীবন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমের বাণী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আপামর জীবনিচয়ের জন্য যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহারই পুনঃ পরিবেশনা এই মহাপুরুষের অখিল প্রচেষ্টা। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরীধামে জন্ম-ভিটা উদ্ধার-পূর্ব্বক শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন উহার অবদানও উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের সারস্বত-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-এর জন্য প্রচুর প্রীতি লাভ ও কৃতজ্ঞতায় নিশ্চয় ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। উহার উদ্ধারসাধনে তাঁহাকে অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার ও নানারূপ ঝঞ্ঝাট বহন করিতে হইয়াছে। তিনি তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রভূত কৃপালাভ করিয়াছেন, তাই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রায় সকল প্রান্তেই শ্রীগৌরবাণী বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং আপামর জীবনিচয়কে ভক্তি-ধর্ম্মে আপ্লুত করাইয়া অদূর ভবিষ্যতেও যাহাতে সেই গৌরভক্তের পূতধ্বজা বিদ্যমান থাকে তজ্জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গগনচুম্বী অভ্রভেদী বিরাট বিরাট মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ-প্রকট তথা সেবাপূজার প্রবর্ত্তন এবং দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নাম প্রদানপূর্ব্বক জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলোপায়ের বিধান করেন শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে। তদুপরি বিভিন্ন ভক্তিধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনা করিয়া বাণীসংরক্ষণ-পূর্ব্বক বিদ্বদ্‌মণ্ডলীকে তথা নেপথ্যে অবস্থিত ভজন-পিপাসুগণকে ভক্তি-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা তাঁহার মহাবদান্যতার পরিচায়ক।

অনন্তগুণরাশিতে তিনি যেমন বিভূষিত ছিলেন—আর রূপ-লাবণ্যও ছিল তেমনি অতুলনীয়। তাঁহার সতীর্থপ্রীতি সারস্বত গৌড়ীয় গগনে আদর্শস্থানীয় এবং শিষ্যবাৎসল্যও হৃদয় আকর্ষক। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিলে তাঁহার জীবনাদর্শে দেখা যায়,—

"সর্ব্বমহাগুণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥"

শ্রীগৌরকথা, কৃষ্ণগুণগান, শুদ্ধা-মন্দাকিনীধারা বিশ্বে প্রবাহিত করিয়া আত্মধর্ম্মে সুপ্তপ্রায় জগদ্বাসীকে জাগ্রত করার অদম্য প্রয়াস তাঁহার জীবনাদর্শে আমরা দেখিতে পাই। প্রেমের ঠাকুর গোরার "অমানিনা মান-দেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"—অমোঘ বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্তমূলক মতসকল খণ্ডনপূর্ব্বক সচ্ছাস্ত্রসম্মত সুসিদ্ধান্ত বাণী বিতরণ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার, দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় অক্লান্তভাবে শ্রীগুরু-গৌরের বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। তিনি যেন গৌরবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ; কৃষ্ণ-

কথায় নিরলস ভূমিকাই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। তাঁহার অপ্রকটে জগদ্বাসী এক মহারত্ন হারাইয়া ফেলিলেন—এতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার এক এক দিকপালগণ 'মরণের যুগে অমৃতের বাণী' নিনাদিত করিয়া সুপ্তপ্রায় বিশ্বে অভয়ের-ধারা বিতরণ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের পর পর এক একজনের অন্তর্দ্ধানে আলোর-শিখা স্তিমিত হওয়ায় দিন দিন যেন আঁধারের গতি ঘনায়মান হইতেছে। তাই তাঁহার বিরহ-ব্যথা অতীব মর্ম্মন্তুদ।

"উত্তিষ্ঠতি, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

—এর পূর্ব্বাভাস দেওয়ার জন্যই হয়তো শ্রীল মহারাজ ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীউত্থানৈকাদশীতে ভৌমজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার লীলামাধুরিমার জন্য যেমন উত্থিত হইয়া ভক্তগণের চাতুর্মাস্যব্রত সমাপ্ত করান; সেইরূপ তাঁহার নিজজন এই জগতের অজ্ঞানরূপ আঁধারকে বিদূরিত করার জন্য সেই তিথিবরাকে অবলম্বনপূর্ব্বক এই ভূ-ভারতে জন্ম-লীলা করিয়াছেন। আবার এই তিথিকে কেন্দ্র করিয়া পরমেষ্ঠি গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ আত্ম-সংগোপন-লীলা আবিষ্কার করেছিলেন—তাঁহার প্রিয়প্রভুর নিত্যসেবা-প্রকল্পে। অন্যদিকে তাঁহারই পরমেষ্ঠি শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিকে আশ্রয় করিয়া তিনি (শ্রীল মহারাজ) নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব দুই-ই বৈশিষ্টাপূর্ণ।

মাদৃশ নরাধম তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় তদীয় সান্নিধ্য লাভ করার বহু-বারই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। প্রতিবারই তাঁহার অপ্রাকৃত স্নেহ-প্রবণতা এতই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, মদীয় ত্রাণকর্ত্তা পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিদ্‌বিলাস আচার্য্য-সিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অন্তর্দ্ধান-লীলায় যেরূপ নিঃসঙ্গ জীবন অনুভূত হইয়াছিল ও বিরহ-ব্যথায় দ্রবীভূত প্রাণে উদ্দমহীনের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়প্রায় মনে হইতেছিল—সেই সন্ধিক্ষণে তাঁহার "মা ভৈ" বাণী সাহস-উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছিল নব-প্রেরণার মাধ্যমে। তাঁহার অগণন গুণের কথা আমি এ ক্ষুদ্র জীবনে কতটুকুই বা বর্ণনা করিতে সমর্থ? তবে এইটুকুই আমার দৃঢ়প্রত্যয় যে,—

"মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তাঁর ঘর॥"

—গৌরগতপ্রাণ যাঁহারা, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দদয়-দয়ারই নিদর্শন। তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী অনর্থ-নিপীড়নগ্রস্থ আমাদের জীবনে হয়তো অনেক সময় রুচিপ্রদ হয় না, কিন্তু তবুও তো তাঁহারা সেই অমিয়ধারা স্তব্ধ না করে অকাতরে আমাদের জন্য উজার করে দিয়ে যান। সুতরাং তাঁহাদের কৃপার মূল্যায়ন নির্ণীত করার সাধ্য আমাদের নাই।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু-র্জন্ম ধ্রুবং মৃতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্যেঽর্থে নানুশোচিতু পণ্ডিতঃ॥

—উক্তবাক্য দেবীধামের অন্তর্গত কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ জীবনিচয়ের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেশ-কালের কুহকচক্রের আবর্ত্তন-ধারায় বশীভূত নহেন। কর্ম্মফলবদ্ধ জীবগণের মৃত্যুতে দুঃখের আবেগ থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবগণের অন্তর্দ্ধানে বা অপ্রকটে বিরহের উদ্রেক সংঘটন হয়। কারণ ভক্তের বিরহে ভগবানের কথা, ভক্তের কথা, অপ্রাকৃত ভূমির কথা বার বার হৃদয়কে আন্দোলিত করে; কিন্তু কর্ম্মজড়-বাদীদের মৃত্যুতে জড়কামনা অপূরণে ক্ষোভ বা বেদনাজনিত দুঃখের প্রবলতায় অজ্ঞানরূপ তামিস্রার কুহকে পতিত হইয়া ভগবচ্চিন্তা বিস্মৃততা-হেতু নিরয়গামী হওয়ার প্রশস্ত সরণির অবতারণা হয়। তাই ভক্তের বিরহে যে ব্যথা তাহা জড়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুধাবন করা প্রযোজ্য নহে। কারণ দুইয়ের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী আর পন্থাও স্বতন্ত্র। সুতরাং ভক্তজনের বিরহে ব্যথিতজন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দের সংলাপ স্মরণ-পূর্ব্বক অনুকীর্ত্তন করেন—

"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"

তাই আজ শ্রীল মহারাজের অপ্রকটে বিরহ-বিহ্বলতা তীব্রতরভাবে অনুভূত হইতেছে। তবে সান্ত্বনার এই যে, তিনি আজ আমাদের জড়দৃষ্টির মধ্যে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত বাণী-নিনাদ মিলিয়ে যাওয়ার নয়। তিনি অন্তরাল থেকে অহৈতুকী কৃপাপ্রদর্শন করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজে সকাকু প্রার্থনা।

—শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা

শ্রীগুরুপূজার নামান্তরই ব্যাসপূজা। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিই ইহার উদ্‌যাপন বিধেয়। কখন বা নিজের অর্থাৎ এই পূজার উদ্যোক্তার জন্ম-তিথিতেও ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মূলতঃ সাধক-জীবনের বার্ষিক হিসাব-নিকাশের একটি বিশেষ দিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারা শ্রীব্যাসদেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবই জগতে প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা, তিনিই জগতের প্রকৃত সভ্যতার প্রতীক, তিনি কর্ম্ম-জ্ঞানের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি জড়বাদীগণের ধ্বংসশীল শব্দের হেয়তা প্রদর্শন করতঃ বেদান্তদর্শনের প্রায় অন্তিম সূত্রে—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" উচ্চারণ করিয়া শব্দব্রহ্মের আবৃত্তি করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বিবর্ত্তবাদী বিশ্বে শব্দ সামান্য প্রভাবদ্বারা কিছু পরিমাণে ক্ষণিক সন্তুষ্টি লাভ করিলেও উহা কালের সর্পিল জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিতে পারে না। কালের অতীত যে-বস্তু তাহার অনুসন্ধান দান করিয়াছেন কর্ম্মব্যস্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে যিনি,—তিনিই ব্যাসদেব।

শ্রীব্যাসদেব সমগ্র বিশ্বের সভ্যতার প্রতীক ও এই সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রস্থল এই ভারতবর্ষ। যে-সময় নাস্তিক্যবাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, কর্ম্ম-বাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি মতবাদসকল পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়া মানব-গণকে কলির পদদলনে ব্যস্ত, সেই ভয়াবহ সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে নিখিল জীব-নিচয়ের অশেষ কল্যাণ-সাধনের জন্য ভগবানের শক্ত্যাবেশ শ্রীব্যাসদেবরূপে ভূ-ভারতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বেদকে বিভাগ করতঃ কর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতির কথা জানাইলেও পরিশেষে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন;—অধিকার-ভেদেই ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন। বর্ত্তমান আধুনিক যুগে তথাকথিত নগ্ন সভ্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রীব্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা সমীচীন।

তাই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ সেই বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান দেওয়ার জন্য শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই তথ্যানু-সন্ধানের ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমান ধারার প্রকৃত প্রচলনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুই; কেন না তাঁহার সময়েই শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুদ্বারা এই ব্যাসপূজার

অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু কালের কুটিলচক্রে নানারূপ আবিলতা প্রবেশ করায় ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছিল। পরবর্ত্তিকালে আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের দীপ্তিমান আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয়-গগনে নবজাগরণের অধ্যায় সূচনা করেন। ইঁনিই বৈষ্ণব-জগতে সংক্ষেপে "শ্রীল প্রভুপাদ" নামে সুবিদিত।

যুগাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসদেবকেই 'জগদ্গুরু' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে তিনিই সনাতন ধর্ম্মের মূল পথপ্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া জগতকে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নিজে বিষয়-বিগ্রহ ও বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্গুরু যে স্বয়ং সংভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দত্ব-শ্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-সেবকত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্গুরুত্ব থাকে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীব্যাসপূজার প্রকাশ করিয়া যান।

পূর্ব্বাপর সেই নিঃসৃতধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজও হরিকথা-দুর্ভিক্ষকালে উহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ প্রতি-বৎসরই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এই বৎসর বিগত ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫।২।১৯৭৯) বৃহস্পতিবার হইতে ৪ঠা ফাল্গুন (ইং ১৭।২।৭৯) শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য চিদ্বিলাস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ও শ্রীল প্রভুপাদের** ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ও অঞ্জলি-প্রদানাদি ভক্ত্যঙ্গসকল যথারীতি যাজিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি নিবেদন ও গুরুতত্ত্ব তথা তাঁহাদের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উক্ত তিন দিবসই আবৃত্তি, ভাষণ ও কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং প্রতিদিনই আমন্ত্রিত ও অভ্যাগত প্রচুর ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ { ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

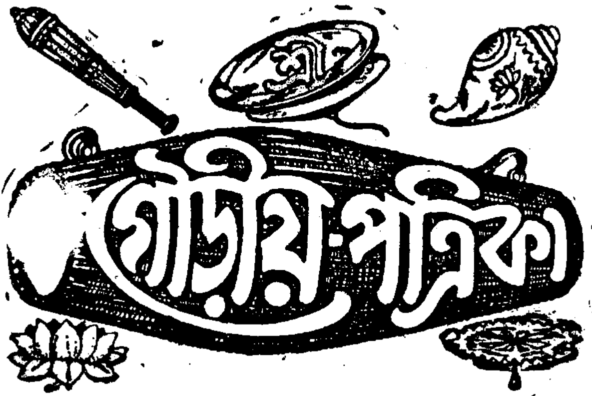

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ

প্রদ্যুম্ন, ৩ ত্রিবিক্রম, ৪৯৩ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮৬; ইং ১৫।৫।১৯৭৯

৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্‌

(শ্রীমদ্রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিতম্‌)

ভাবনাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী সা মে শ্রীবিশাখা প্রসীদতু ॥১॥

যিনি ভাব-নাম-গুণাদির একত্র সমাবেশহেতু রাধিকা সমতুল্য এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী, সেই শ্রীবিশাখা দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হউন ॥১॥

জয়তি শ্রীমতী কাচিদ্ বৃন্দারণ্যবিহারিণী।
বিধাতুস্তরুণীসৃষ্টিকৌশলশ্রীরিহোজ্জ্বলা ॥২॥

বিধাতার যুবতীসৃষ্টিনৈপুণ্যসম্বলিত সৌন্দর্য্যশালিনী কোন বৃন্দাবন-বিলাসিনী অত্র জয়যুক্তা হউন ॥২॥

ছিন্নস্বর্ণ-সদৃক্ষাঙ্গী রক্তবস্ত্রাবগুণ্ঠিনী।
নির্ব্বন্ধবদ্ধবেণীকা চারুকাশ্মীর-চর্চ্চিতা ॥৩॥

ছিন্নসুবর্ণসদৃশাঙ্গী, রক্তবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা, সযত্নবদ্ধবেণীযুক্তা মনোহর কুঙ্কুম-রঞ্জিতা জয়যুক্তা হউন ॥৩॥

দ্বিকলেন্দু-ললাটোদ্যৎ-কস্তুরী-তিলকোজ্জ্বলা।
স্ফুট-কোকনদদ্বন্দ্ব-বন্ধুরীকৃত-কর্ণিকা ॥৪॥

যাঁহার ললাটদেশ দ্বিতীয়ার চন্দ্রচিহ্নিত ও উজ্জ্বল কস্তুরীতিলকমণ্ডিত এবং যিনি উচ্চাবচভাবে কর্ণিকাযুক্ত প্রস্ফুটিত কমলদ্বয়রূপে শোভমানা, তাঁহার জয় হউক ॥৪॥

বিচিত্রবর্ণবিন্যাস-চিত্রিতীকৃতবিগ্রহা।
কৃষ্ণচোরভয়াচ্চোলী গুপ্তিকৃতমণিস্তনী ॥৫॥

যিনি বিচিত্র বর্ণবিন্যাসদ্বারা চিত্রীকৃতদেহা, এবং যিনি কৃষ্ণচোরভয়ে ভীত হইয়া নিজ মণিসদৃশ স্তনদ্বয়কে বস্ত্রকর্ত্তৃক লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তিনি জয়যুক্তা হউন ॥৫॥

হারমঞ্জীরকেয়ূর-চূড়া নাসাগ্রমৌক্তিকৈঃ।
মুদ্রিকাদিভিরন্যৈশ্চ ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ॥৬॥

যিনি হার, নূপুর, অঙ্গদ, চূড়া, নাসাগ্রস্থিত মুক্তা, মুদ্রিকা প্রভৃতিদ্বারা নানাবিধ উত্তম ভূষণে বিভূষিতা, তাঁহার জয় হউক ॥৬॥

সুদীপ্তকজ্জলোদ্দীপ্তনয়নেন্দীবরদ্বয়া।
সৌরভোজ্জ্বলতাম্বুল-মঞ্জুল-শ্রীমুখাম্বুজা ॥৭॥

যাঁহার নয়নকমলদ্বয় উজ্জ্বল কজ্জলে উদ্দীপিত এবং মনোজ্ঞ শ্রীমুখপদ্ম সুগন্ধি তাম্বুলরঞ্জিত, তাঁহার জয় হউক ॥৭॥

স্মিতলেশ-লসৎ পক্কচারু-বিম্বফলাধরা।
মধু [illegible]লাপপীযূষ-সঞ্জীবিত-সখীকুলা ॥৮॥

যিনি মৃদুমন্দহাস্যযুক্তা, সুন্দর সুপক্ক বিম্বফলসদৃশ অধরবিশিষ্টা এবং মধুর আলাপামৃতদ্বারা সখীগণকে সঞ্জীবিত করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন ॥৮॥

বৃষভানুকুলোৎকীর্ত্তিবর্ধিকা ভানুসেবিকা।
কীর্ত্তিদাখনিরত্নশ্রীঃ শ্রীজিতশ্রীঃ শ্রীয়োজ্জ্বলা ॥৯॥

যিনি বৃষভানুবংশের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী, ভানুসেবিকা, কীর্ত্তিদা সুন্দরীরূপ খনিজাতরত্নসদৃশা এবং যাবতীয় শ্রীজিতা সৌন্দর্য্যশালিনী, তাঁহার জয় হউক ॥৯॥

অনঙ্গমঞ্জরীজ্যেষ্ঠা শ্রীদামানন্দদানুজা।
মুখরাদৃষ্টিপীযূষবর্ত্তি-নপ্ত্রী তদাশ্রিতা ॥১০॥

যিনি অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা, শ্রীদামানন্দদায়িনী এবং তাঁহার কনিষ্ঠা; যিনি মুখরাদেবীর দৃষ্টিরূপ অমৃতশলাকাসদৃশা ও তদাশ্রিতা দৌহিত্রী, তাঁহার জয় হউক ॥১০॥

পৌর্ণমাসী-বহিঃ-খেলৎ-প্রাণপঞ্জর-শারিকা।
সুবল-প্রণয়োল্লাসা তত্র বিন্যস্তভারকা ॥১১॥

যাঁহার প্রাণপঞ্জরশারিকা পৌর্ণমাসীর ন্যায় বহিঃক্রীড়াশীলা এবং যিনি সুবলের প্রণয়ে উল্লাসযুক্তা ও তদুপরি নির্ভরশীলা, তাঁহার জয় হউক ॥১১॥

ব্রজেশ্যাঃ কৃষ্ণবৎপ্রেমপাত্রী তত্রাতিভক্তিকা।
অম্বাবাৎসল্য-সংসিক্তা রোহিণীঘ্রাতমস্তকা ॥১২॥

যিনি ব্রজেশ্বরী যশোদা দেবীর কৃষ্ণতুল্য প্রেমপাত্রী, মাতৃবাৎসল্যে সম্যগ্‌রূপে সিক্ত, তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিযুক্তা ও রোহিণীদেবী কর্ত্তৃক আঘ্রাত-মস্তক ছিলেন, তিনি জয়যুক্তা হউন ॥১২॥

ব্রজেন্দ্রচরণাম্ভোজেঽর্পিতভক্তি-পরম্পরা।
তস্যাপি প্রেমপাত্রীয়ং পিতুর্ভানোরিব স্ফুটম্ ॥১৩॥

যিনি পিতৃদেব বৃষভানুর ন্যায় ব্রজরাজপাদপদ্মে বস্তুতঃ ভক্তিমতী ও প্রেমপাত্রী ছিলেন, তাঁহার জয় হউক ॥১৩॥

গুরুবুদ্ধ্যা প্রলম্বারৌ নতিং দূরে বিতন্বতী।
বধূবুদ্ধ্যেব তস্যাপি প্রেমভূমীহ হ্রীযুতা ॥১৪॥

যিনি বলদেবকে দূর হইতে গুরুজ্ঞানে প্রণতি জানাইতেন এবং তাঁহার বধূবুদ্ধিতে লজ্জাশীলা ও প্রেমভূমিরূপা ছিলেন, তিনি জয়যুক্তা হউন ॥১৪॥

ললিতা-লালিতা স্বীয়প্রাণোরু-ললিতাবৃতা।
ললিতা-প্রাণবক্ষৈক-রক্ষিতা তদ্বশাত্মিকা ॥১৫॥

যিনি ললিতাকর্ত্তৃক আদরান্বিতা, যাঁহার উদারপ্রাণ ললিতাদ্বারা আবৃতা, যিনি প্রাণরক্ষাকারিনী ললিতাকর্ত্তৃক রক্ষিতা এবং তাঁহার বশানুগতা, তাঁহার জয় হউক ॥১৫॥ (ক্রমশঃ)

অমায়া

'অমায়া' শব্দের অর্থ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই শব্দটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

সদুপদেশ আপাত সুখ-হানিকর

কোন চিকিৎসক কোন আময় নিবারণ-কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাত-সুখ-হানিকর অপ্রিয় সত্য সৎফলপ্রসূ-চেষ্টা পরিশেষে সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত-সুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংহারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারেন না। এইপ্রকারে মায়ার দ্বারা আপাত-সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়।

মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়

পরমার্থ বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া জীব স্ব-স্বার্থ-হানিকর পরচর্চ্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা, ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্ম-প্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয় করিতে হয়।

ভক্ত-পদরেণুই কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের উপায়

কেহ যেন আপাত-সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়া-মণ্ডিত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরিপাদপদ্মে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত-সহজিয়ার কপট-দৈন্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের পরিচায়ক নহে

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্য-সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পর-

দুঃখকাতর, সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও; কপট দৈন্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর। তোমার মমত্ব বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক-বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে—ইহাই গৌরসুন্দরের আজ্ঞা।

মায়াবদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্ত-বিদ্বেষী

যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম-স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়া-কর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়া-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সে-কালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরি-সেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীন-জ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শ-চরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার (গৃহাসক্ত সহজিয়ার) মনে হয়, শ্রীগৌর-সুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

গোস্বামীবর্গের আদর্শ আচার ও 'অমায়া'-শব্দের তাৎপর্য্য

শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ-দাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-বিমুখজনকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমল-শ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ-ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া-কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে "অমায়া"-শব্দের প্রয়োগ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

যদ্ভক্ত্যাভাসলেশোঽপি দদাতি ফলমুত্তমম্।
তমানন্দনিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং সমুপাস্মহে॥

হে অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ!

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছি; এই প্রবন্ধে ভক্ত্যাভাস-বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ-লক্ষণেই ভক্ত্যাভাসের কথঞ্চিৎ বিচার হইয়াছে। ভক্ত্যাভাস ভক্তির তটস্থ-লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণদ্বয় নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধদ্বারা পূর্ব্ব প্রবন্ধের বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অণুচৈতন্য জীবের পূর্ণচৈতন্য কৃষ্ণে উপাধি-রহিতা স্বাভাবিকী চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটী অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড়সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই, অতএব সে-অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া হেন—জড়দেহ ও লিঙ্গদেহে আত্ম-অভিমান করতঃ একটী নূতন বিকৃত স্বরূপকে বরণ করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলশূন্য থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মলসংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না; তাহার স্বাভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটী উপাধি ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। যখন অন্য কোন বস্তু আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। জড়-স্বভাব আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎস্বভাবকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি; অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) কথিত হইয়াছে,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জীবের ভক্তিবৃত্তি-কৃত স্বাভাবিক অভিনিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু জীব সেই ঈশতত্ত্ব হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাঁহার ভয় ও বিপর্য্যয়াস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভগবানের যে একটী মায়া-শক্তি বলিয়া অপরা শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটী স্বতন্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান করিয়া দুর্দ্দশাক্রমে জীবের

সংসার ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করতঃ সেই ঈশরূপ পরম-দেবতাকে অনন্যভক্তিদ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, মায়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধিযুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য একান্ত লালায়িত, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করতঃ কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইবেন। এই কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। ভক্ত্যাভাস-বর্ণনকার্যটী অত্যন্ত গুহ্য; কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে। যেহেতু যাঁহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগ্যোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই সুখী হইবেন না। অন্তরঙ্গ-ভক্তবৃন্দের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অজস্র সুখ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তৎকৃত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচার-সম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতমি"তি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিত-ভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতিতত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভ্যাস-বর্ণনস্থলে ভক্ত্যাভাস বিচারটী স্ফুটরূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাচার্য্য মহোদয়ের ঐ বিচার অবলম্বন করিয়া ভক্ত্যাভাসবিবেক-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থায় ভক্তিই রতিরূপে লক্ষিতা হন। তৎকালে যে-ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ।"

অতএব ভক্ত্যাভাস দুইপ্রকার—প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ও ছায়ার তাত্ত্বিক ভেদ এই যে, প্রতিবিম্ব বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া বস্ত্বন্তরে কল্পিত হইয়া যায়। ছায়া বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্নিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটী বৃক্ষ জলে প্রতিভাত হইলে সেই প্রতিভাকে প্রতিবিম্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তুর সত্তায় তাহার সত্তা হইলেও তাহা বস্ত্বন্তর বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ বৃক্ষের অঙ্গ-সংলগ্নে ছায়ার প্রতিচ্ছবির অবস্থিতি, অতএব ছায়া-বস্তু নিতান্ত আশ্রিতরূপে পরিচয় দেয়। শ্রীজীব-গোস্বামী বলিয়াছেন যে, "তস্মান্নিরুপাধিত্বমেব রতের্মুখ্যস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাভাসত্বং তচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা

প্রবর্ত্তমানত্বমিতি।” অর্থাৎ নিরুপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধি-যুক্তত্বই ভক্তির আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণী বৃত্তির দ্বারাই প্রবর্ত্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখ্যা বৃত্তি ও ব্যবধানযুক্তা বৃত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া,—উভয়ই গৌণী বৃত্তিদ্বারা বর্ত্তমান। ভক্তি যখন মুখ্যবৃত্তি-দ্বারা পরিচিত হন, তখন আর প্রতিবিম্ব বা ছায়া কিছুই থাকে না, তখন বস্তু স্বয়ং প্রকাশ হয়। প্রথমে প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস তিনপ্রকার; যথা—

১। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস।

২। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাস।

৩। বিপরীত তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস।

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবরণই ভক্তির গৌণী-বৃত্তিক্রমে ব্যবধান-ক্রমে লক্ষিত হয়। যিনি ভক্তিকে আস্বাদন করিবেন,—তাঁহার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপ একটী ব্যবধান পড়িলে সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখ্যাবৃত্তিদ্বারা ভক্তিদর্শন সম্ভব হয় না। চিত্তত্ত্বে বিশেষ নাই, কেবল জড়তত্ত্বে বিশেষ আছে। জীব জড়মুক্ত হইলে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের লয়,—এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে; যেখানে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সম্বেদ্য, সম্বেদক ও সম্বেদনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়? যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না। তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি কৃষ্ণকে সন্তোষ করিয়া অবশেষে তাঁহার সত্তা লোপ করিবে। তোমার যে ভক্তি, তাহা ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা কুটিল। অতএব নিত্যসিদ্ধা ভক্তি যে কি-বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, যথা—

অশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥

সম্প্রতি তোমার পুলকাশ্রু প্রভৃতি দুই একটী লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার কৃষ্ণরতি হইয়াছে।

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্নদর্শনে নির্ব্বোধ লোকেরাই প্রশংসা করে; কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই বলেন। তোমার যে পুলকাশ্রু, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার এক কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ অপবর্গ ভালবাস। সেই অপবর্গের একমাত্র দাতৃ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তোমার আহ্লাদ হইতেছে; তাহা হইতেই তোমার পুলকাশ্রু, স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল অপবর্গের সৌখ্যাংশ-প্রকাশক প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহা হউক, এইরূপ ভক্ত্যা-ভাসে তোমার বিনাশ্রমে অভীষ্ট নির্ব্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার সুখোদয় হইতেছে। ইহাই তোমার রতিলক্ষণের দ্বিতীয় কারণ; যথা,—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥

এই দেখ, একটী বারাণসী-নিবাসী নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী মধ্যে বসিয়া হরিচরিত্র বর্ণন করিতে করিতে পুলকিত হইতেছে এবং নিজ গণ্ডদ্বয় অশ্রুদ্বারা সিঞ্চন করিতেছে। হরিচরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী ইহাই মনে করিতেছে যে, অহো! কত সহজ উপায়ে আমি নির্ব্বিশেষ-গতিটী হস্তগত করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; যথা,—

দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥
কেশাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥

এরূপ পুলকাশ্রু হওয়াও নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয়, যেহেতু জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই চিত্তকে কঠিন করে এবং সুকুমার-স্বভাবা ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীদিগের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কার্য্যে ভোগ-মোক্ষাদি-রাগরূপ ব্যাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ফলক্রমে চিত্ত কিছু প্রসন্ন হয়। তৎকালে দৈবাৎ সদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের প্রতিবিম্বস্বরূপ নির্ব্বিশেষভাব-দূষিত হৃদয়েও একটী দশা হয়, যাহা হইতে

কিছু কিছু পুলকাশ্রু হইতে থাকে। যখন সৎসান্নিধ্য-অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যগণের পুলকাশ্রুকে ভাবকেলি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত চিত্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না, কিন্তু কখন কখন ভক্ত্যাভাস উদয় হয়। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাসে বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবরণই ভক্তির গৌণী বৃত্তিদ্বারা ব্যবধানরূপে স্থাপিত হয়। আস্বাদক ও আস্বাদন— এতদুভয়ের মধ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মরূপ একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্যস্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম। কর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সংকৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের প্রথমাংশের কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। স্মার্ত্তদিগের সমস্ত শাস্ত্র কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্ম্মুখ। কর্ম্মাঙ্গে যে নিত্য কর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে সে কর্ম্মও বহির্ম্মুখ কর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাও প্রতিবিম্বস্বরূপ ভক্ত্যাভাস মাত্র। যেহেতু ঐসমস্ত কর্ম্মের ফল হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ মুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখ লাভ। অনেকে মনে করেন যে, ভক্তিতত্ত্বে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মাঙ্গ যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা, সে-সকলও ভক্তি। তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। কর্ম্ম ও সাধন-ভক্তিতে বাহ্য বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মূলে একটী প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম্ম বলে, যাহা কৃত হইলে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিকের কোনপ্রকার স্থূল লাভ আছে। সেই লাভ হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, না হয় নির্ব্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে। তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতিই সমৃদ্ধ হইবে। অবান্তর ফল লব্ধ হইলেও তাহা তুচ্ছ ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে কার্য্যদ্বারা শুদ্ধ-ভক্তিচেষ্টার পোষকতা হয়, তাহা সহজেই ভক্তি, যেহেতু ভক্তিই ভক্তির জননী। জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে সক্ষম হয় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্তপ্রবর-প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর)

শিশুর এহেন বাণী শুনি দৈত্যরায়।
ক্রোধে তাঁরে অঙ্ক হতে ফেলিল ধরায় ॥
জল্লাদগণেরে ডাকি করিল আদেশ।
অবাধ্য শিশুরে মার দিয়ে নানা ক্লেশ ॥

রাজার আদেশে তারা চলিল তখন।
প্রহ্লাদে লইয়া গেল বধের কারণ ॥
কারাগারে রুদ্ধ ক'রে রাখিল তাঁহারে।
অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে রাখে অনাহারে ॥

তাহাতে না মরে শিশু নাহি ভয় পায়।
উচ্চস্বরে সর্ব্বদাই হরিগুণ গায় ॥
তাহা দেখি দূতগণ করিল উপায়।
মত্ত-হস্তী পদতলে ফেলিল তাঁহায় ॥

তাহাতে না ভয় পায় হরিগুণ গায়;
ভক্ত দেখি মত্ত-হস্তী তুলিল মাথায় ॥
তাহা দেখি করে তারা আর এক উপায়।
বিষধর সর্পমধ্যে ফেলাইয়া দেয় ॥

তাতেও না ভয় করে হরিনাম গায়।
নাম শুনি সর্পগণ নাচে উভরায় ॥
নামের প্রভাবে সবে নাচিতে লাগিল।
শিশুরে তাহারা কেহ দংশন না কৈল ॥

তাহা দেখি অত্যাশ্চর্য্য হ'য়ে দূতগণ।
অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া তখন ॥
তথা হ'তে ফেলে দিল পাথর-উপরে।
অক্ষত দেহেতে শিশু হরিনাম করে ॥

তাতে শিশু না মরিল ভাবিল উপায়।
বুকেতে শিলাখণ্ড বাঁধি সমুদ্রে ফেলায়॥
সমুদ্রে না ডুবে শিশু না ডুবিল শিলা।
হরিনাম গায় শিশু শিলা হৈল ভেলা॥
ইহা দেখি দূতগণ ভাবে মনে মনে।
এ শিশু নিশ্চয় কিছু যাদুবিদ্যা জানে॥
ইহা ভাবি শিশু লয়ে দেশেতে ফিরিল।
কালকূট বিষ আনি তাঁরে প্রদানিল॥
সেই বিষ শিশু শ্রীহরিকে ভোগ দিল।
ভক্তের প্রদত্ত ভোগ ঠাকুর খাইল॥
ঠাকুরের মুখে বিষ অমৃত হইল।
সে-প্রসাদ খেয়ে শিশু প্রেমে মত্ত হৈল॥
তা' দেখি তারা সবে বিস্ময়াবিষ্ট হয়।
কেমনে মরিবে শিশু ভাবিয়া না পায়॥
অনেক চিন্তিয়া তারা উপায় করিল।
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলাইয়া দিল॥
অগ্নিতে পড়িয়া শিশু হরি-স্তব করে।
ভক্তে রক্ষা করে প্রভু অগ্নির ভিতরে॥
শীতল হইল অগ্নি ভক্তের পরশে।
নামে মাতোয়ারা হ'য়ে আনন্দেতে ভাসে॥
দেখিল তা' দেশবাসী দেখে দূতগণ।
অদগ্ধ দেহেতে শিশু বসিয়া তখন॥
অবিরত উচ্চস্বরে হরিগুণ গায়।
নামের প্রভাবে কোন কষ্ট নাহি পায়॥
তাহা দেখি দেশবাসী ভাবিল তখন।
এ শিশু মনুষ্য নহে কোন দেব হন॥

অথবা নামের গুণে রক্ষা যে পাইল।
নামের মহিমা হবে বুঝিতে পারিল॥
হেন নাম বিনা আর গতি নাহি ভাই।
চল সবে ঘরে গিয়ে হরি গুণ গাই॥
সুবিস্মিত হ'য়ে তবে ভাবে দূতগণে।
এ শিশু নিশ্চয় কিছু যাদুবিদ্যা জানে॥
কিংবা হরিনামের সদা এই গুণ হয়।
নামের প্রভাবে শিশু সবে রক্ষা পায়॥
আর না করিব এই রাজার দাসত্ব।
চল মোরা হই সবে হরিনামে মত্ত॥
ভক্তের পরশে তাদের মন ফিরে গেল।
উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে লাগিল॥
দূতগণ কহে গিয়া রাজার গোচরে।
তোমার ঐ শিশু রাজা কিছুতে না মরে॥
হরিনাম করে সদা অতি উচ্চস্বরে।
নামের প্রভাবে শিশু সবেতেই তরে॥
না জানি কি যাদুবিদ্যা আছে হরিনামে।
কিছুতে না মরে শিশু তরে এই নামে॥
আর না করিব রাজা তোমার চাকুরি।
আমরাও মহাসুখে ভজিব শ্রীহরি॥
এতেক শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইল।
তখন প্রহ্লাদে রাজা ডাকিয়া আনিল॥
ওরে ওরে কুলাঙ্গার দৈত্যকুল-অরি।
কেমনে শিখিলি তুই ভজিতে সে' হরি॥
এমন অবাধ্য ছেলে কোথাও না হয়।
বাপের মর্য্যাদা হানি সতত করয়॥

দৈত্যবংশ-শত্রু সদা হয় সেই হরি।
কে শিখাল তোরে দুষ্ট ভজিতে সে' হরি ॥
আমার রাজ্যেতে কেহ সে নাম না লয়।
সেই হরিনাম তুই শিখিলি কোথায় ॥
কোথা তোর সেই হরি বল্ দুষ্টমতি।
পাইলে তাহার দেখা করিব দুর্গতি ॥
শিশু বলে মোর হরি সর্ব্বত্রই রয়।
তুমি না ভজিলে দেখা পাইবে কোথায় ॥
এখন সময় আছে পিতা ভজ তাঁয়।
অবশ্য পাইবে দেখা বলিনু তোমায় ॥
এত শুনি ক্রোধে দৈত্য বলিল তাঁহারে।
ওরে ও অবাধ্য শিশু কি বলিলি মোরে ॥
মোর চিরশত্রু সে যে তাহারে ভজিব।
শত্রুরে ভজিয়া আমি কলঙ্ক মাখিব ॥
আমি দৈত্যপতি হই হীন বল নয়।
বাহুবলে ত্রিভুবন করিয়াছি জয় ॥
তাহারে পাইলে দেখা যুঝি তার সনে।
যুঝিয়া তাহারে আমি মারিব পরাণে ॥
সেই ভয়ে আছে বেটা অতি সংগোপনে।
দেখা নাহি দেয় মোরে ভয় পেয়ে মনে ॥
অজ্ঞান অবোধ পেয়ে ভুলাইল তোরে।
ভুলাতে পারিবে সে কি এই দৈত্যবরে ॥
তোর হরি আছে যদি সর্বত্র বেড়িয়া।
আমার এ স্তম্ভমধ্যে আছে কি বসিয়া ॥
এই স্তম্ভমাঝে যদি থাকে তোর হরি।
স্তম্ভ ভাঙ্গি এখনই প্রাণে বধ করি ॥ (ক্রমশঃ)

—ঊষারাণী ভক্তিপ্রভা

মৌষল-লীলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

বৃহদারণ্যকও বলেন,—

সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদি, (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৫১-৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"একাদশ-স্কন্ধের শেষভাগে যাদবগণের অন্যথা ভাব শুনা যায় অর্থাৎ মৈরেয় মধু পান করিয়া যাদবগণের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিলে তাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ভগবৎ-পার্ষদদিগের এইপ্রকার প্রাকৃত লোকের ন্যায় আচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—এইসকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকৃত নহে, উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়া-কল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐসকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের বাক্য কখনও বিফল হয় না, ইহা জানাইবার জন্যই গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এই স্থলে নহে, অন্যত্রও এই-প্রকার মায়াবিস্তার দেখা যায়। বৃহৎ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। সীতাহরণ-লীলা যেমন মায়িকী, মৌষল (ও মহিষী-হরণাদি) লীলাও তদ্রূপ। মৌষল-লীলার মায়িকত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে ভগবদ্বচন হইতেই জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিতেছেন,—হে দারুক, তুমি জ্ঞান-নিষ্ঠ অর্থাৎ মদীয় লীলা-তত্ত্বজ্ঞ, 'সদ্ধর্ম্ম' অর্থে আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিতা ও নিজতুল্য পরিকর-সঙ্গিত্ব-রূপ স্বভাব, 'আস্থা' বলিতে বিশ্বাস অর্থাৎ অধুনা প্রকাশিত মৌষলাদি-লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিতা জানিয়া উপেক্ষক অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষাপূর্ব্বক উপশম অর্থাৎ চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি লাভ কর।

যাদবগণের দেহত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক, তখন সঙ্কর্ষণাদিতে অজ্ঞগণের অন্যথা প্রতীতি সংসারের অনিত্যতার উদাহরণ-স্বরূপ ও তাহাদের দেহত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক লীলা-বর্ণনের

অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।৫ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যে, যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় নিজদেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণা ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয়ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বাং তনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যমাবিশৎ। তত্র হেতুঃ লোকাভিরামাং লোকানামভিরামোঽভিতো রমণং স্থিতির্যস্যাং তাম্। জগদাশ্রয়ত্বেন জগতোঽপি দাহপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ কিঞ্চ ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং স্যাৎ। দৃশ্যতে চাদ্যাপি তদুপাসকানাং তথৈব তদ্রূপঃ সাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইচ্ছা শরীরাভিপ্রায়েণ বা যথা শ্রুতমেবাস্তু তত্রাপি তু লোকাভিরামামিত্যাদিনাং বিশেষণানামানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ তদপাদগ্ধ্বা তিরোধায় নির্গত ইত্যের সাম্প্রতম্॥"

অর্থাৎ যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা যোগ-ধারণাবলে নিজতনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভগবান্ সেরূপ করেন না। তিনি নিজ তনুকে দগ্ধ না করিয়া স্বকীয়ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হন। তাহার কারণ, তিনি লোকাভিরাম অর্থাৎ তাঁহাতে লোক সকলের সর্বতোভাবে অবস্থিতি, সুতরাং তাঁহার তনু জগতের আশ্রয়স্বরূপ। সেই তনু দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ সুন্দর বিষয়। এই রূপের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিলে ধারণা ও ধ্যান উভয়েরই নির্বিষয়তা উপস্থিত হয়। অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, অপ্রাকৃতদেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব। যাদবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও পর্যান্ত দেহনাশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলানুগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের স্বশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত।

রূপানুগ ভক্তরাজ শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৪৩ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন,—"ভগবান্ বাৎসল্যরসের সাগরস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পালন

করিয়াছেন,—আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদি নিজ পরিকরগণের বিনাশ কিরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—স্বাত্মমায়া। এখানে 'স্বাত্ম'-শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী স্বরূপা মায়া নহেন, কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবানকেও মোহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াধীশ ভগবানকে তাঁহার আশ্রিত মায়া বিমোহিত করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিত্যভূত লীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন। এবং প্রদ্যুম্নাদিতে পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে সেইরূপে প্রভাসতীর্থে আগমন-পূর্ব্বক ভোজন, পান এবং স্বলব্ধ আজ্ঞানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ। অতএব সেই যাদবগণ সকলেই আমার গণ সর্ব্বদা আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমার ন্যায় সদ্গুণযুক্ত। যেরূপ লক্ষ্মণ ও ভরত নিজ নিজ অপ্রাকৃত ধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সেরূপ যাদবগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণের এই উক্তি হইতে এবং দেবগণের হিতার্থে আমরাও মনুষ্যতা লাভ করিয়াছি —হরিবংশে অক্রূরের এই উক্তি হইতেও যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতই শাম্ব প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেববর্গের অধিকার-মধ্যে বিনাশে অযোগ্যহেতু এই মৌষললীলা মায়িকী, কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনু-মোদিত কার্য্য। অতএব ইহাকে নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়, গোলোকে অপ্রকট-লীলার মধ্যে এরূপ কোন হিংসা বা বধজনিত রক্ত-পাত ব্যাপার নাই, প্রকট-লীলায় ইহার অভিব্যক্তি বলিয়া ইহা নিত্য। ইহা দ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডীগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলাও মায়িকী।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচরিতামৃত মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

> মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
> কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখান ॥
> মহিষীহরণ আদি সব মায়ামায় ॥ (চৈঃ চঃ ম ২৩।১১২)

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব-স্থান যোগপীঠ মায়াপুরেই অবস্থিত। শ্রীঘনশ্যাম দাস (নরহরি চক্রবর্ত্তী) প্রণীত 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে,—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

ভগবান্ শ্রীগৌর-পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ-বিরচিত "প্রেম-বিবর্ত্ত" গ্রন্থে দেখা যায়,—

"নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীর অঙ্গনে।
গৌর নাচে নিত্য নিতাই-অদ্বৈতের সনে॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদকৃত 'নবদ্বীপ-শতকম্' গ্রন্থেও শ্রীমায়াপুরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

একসময় সিদ্ধমহাপুরুষ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে উদ্দণ্ড নৃত্যপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। উনিশ শতকের শেষদিকে ভক্ত-প্রবর মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় একদা তারকেশ্বর যাইবার পথে স্বপ্ন-সমাধিতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যাদেশে নদীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে নদীয়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকাকালীন বহু পরিশ্রমসহকারে সরকারী নথীপত্র, ভৌগোলিক তথ্যাদি ও প্রাচীন ইতিহাসাদি সংগ্রহ করতঃ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ-দৃষ্টে নিরপেক্ষ বিচারপূর্ব্বক বিদ্বন্মণ্ডলীর সভায় মায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া ঘোষণা করেন। মায়াপুরের যোগপীঠে ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও পঞ্চতত্ত্ব-বিগ্রহ বিরাজিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুক্ষণ কৃপা করিতেছেন। ঐস্থানেই নিম্ববৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকাগৃহে শচীমাতা-কোলে শিশু-নিমাই এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রজী বিগ্রহ-নিত্য পূজিত হইতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার আবির্ভাবের স্থান তুলসীকাননে পরিণত হয় এবং এক সময় গঙ্গা-সরস্বতীর জলে শ্রীভগবানের উক্ত আবির্ভাবস্থলি ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবালয় কালের প্রলয়-করলে বিনষ্ট হইতে পারে না।

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে-স্থানের কিছু করিতে না পারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তাঁহার যেমন জন্ম নাই, তেমনি মৃত্যুও নাই। তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীবের প্রতি কৃপা-পরবশে তিনি চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রকাশ করেন।

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর (শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত নাড়ার) আরাধনায় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তুষ্ট হইয়া আবির্ভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আবেশাবস্থায় কহিয়াছেন,—

"শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে॥"

এই কলিযুগে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁহার শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ১৬ ক্রোশ তথা নবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী দ্বীপ দর্শন ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে নগর-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে ধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নবদ্বীপের নয়টিদ্বীপ অর্থাৎ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, শ্রীকোল-দ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ প্রভৃতি যথাক্রমে কীর্ত্তনাখ্য, স্মরণাখ্য, পাদসেবনাখ্য, অর্চ্চনাখ্য, বন্দনাখ্য, দাস্যাখ্য, সখ্যাখ্য, শ্রবণাখ্য ও আত্মনিবেদনাখ্য-শীর্ষক নবধাভক্তির স্থান বিধায় এবং আত্মনিবেদনাখ্যস্থান মায়াপুরধামই সমস্ত দ্বীপসমূহের মধ্যমণি হওয়ায় অস্মদীয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তনাখ্য-স্থান গোদ্রুমদ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যাঙ্গের প্রাণস্বরূপ আত্মনিবেদনাখ্য স্থানে

তথা অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে পরিক্রমা-পঞ্জী সমাপ্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পরিক্রমা-রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার পূত আশীর্ব্বাদে প্রতিবৎসরই তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহামহোৎসব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত ও যাত্রিবৃন্দ যোগদান করায় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরম মনোহর হইয়া উঠে।

কোষ্ঠীগণনা ও নামকরণ

শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহা-জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি শিশু চৈতন্যদেবের জন্ম-সময়ে লগ্ন-রাশি প্রভৃতি গণনাপূর্ব্বক কহিলেন,—এই শিশুতে মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাঁহার জামাতা ও কন্যার খুবই সৌভাগ্য যে, এইরূপ একজন মহাপুরুষকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। এই মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্বকে প্রেমধর্ম্মের মন্দাকিনী-ধারা প্লাবিত করিবে ও সর্ব্বলোকের ধারণ-পোষণ করিবে বলিয়া তিনি এই শিশুর নাম রাখিলেন 'বিশ্বম্ভর'।

আবার বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সুবিচার করতঃ এই শিশু জন্মিবামাত্র সর্ব্বদেশের দুর্ভিক্ষ ঘুচিয়া জগৎ সুস্থির হইল বলিয়া 'বিশ্বম্ভর' নামকরণ কুলদীপ কুষ্ঠিতে লিখিবার বিধান দিলেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও কহিলেন যে, এই শিশু 'নবদ্বীপ-চন্দ্র' নামে অভিহিত হইবেন। তিনি শিশুর কোষ্ঠী-গণনায় ২৪ বৎসর গৃহস্থ-লীলার পর ২৪ বৎসর সন্ন্যাস-লীলার কথা জানিয়াও তাহা জামাতা ও কন্যাকে বলিলে পাছে তাঁহারা দুঃখিত হইবেন ভাবিয়া শিশু-পুত্রের সন্ন্যাস-লীলার কথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন না।

শচীদেবীর সন্তানগণের মধ্যে এই শিশু-পুত্র শেষে জন্মগ্রহণ করায় পতিব্রতা মহিলাগণ শিশুর নাম রাখিলেন 'নিমাই'। আবার নিম্ববৃক্ষের তলায় জন্ম হওয়ায় শচীমাতাও পুত্রের 'নিমাই' নামকরণ করিলেন। শিশুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণহেতু তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গ নামেও অভিহিত করা হইল। এই শিশুই পরে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে সুবিদিত হন। ক্রমে জগদ্বাসী জানিল যে, শচীদেবীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান শিশু নিমাই স্বয়ংরূপ ভগবত্তায় প্রকাশিত…অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভু !

অন্নপ্রাশনকালে নিমাইয়ের রুচিবোধ

অন্নপ্রাশনের সময় নিমাইয়ের সম্মুখে ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সামগ্রী ধরিবার নিমিত্ত উপস্থিত করিলে নিমাই কোন কিছু স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই-এর এইরূপ রুচিবোধ দেখিয়া সকলে বুঝিলেন যে, নিমাই ভবিষ্যতে পরম বৈষ্ণব ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবে। পরমার্থশিক্ষার চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নিমাই জানাইলেন—স্বল্পকাল স্থায়ী মানব-জীবনে শিশু বয়স হইতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিয়া নিরস্তকুহক পরতত্ত্ব বস্তুর অনুসন্ধান ও অনুশীলন করাই মনুষ্যত্ব লাভের সার্থকতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে তিনিই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহাকে জানাই, জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই তত্ত্ব সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

"কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়?"

জানু-চংক্রমণকালে সর্পধারণ-লীলা

একদিন শিশু নিমাই হামাগুড়ি দিয়া বাড়ীর মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় এক সর্প আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। শিশু নিমাই নাচিতে নাচিতে খেলাচ্ছলে সেই সর্পকে দুই হস্তে ধরিয়া তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিলেন। সর্পটি নিমাইয়ের হস্ত-স্পর্শে কুণ্ডলী হইয়া তাহাকে বেড়িয়া থাকিলে নিমাই সেই সর্পের উপরে শুইয়া আপন মনে খেলা করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া গৃহস্থিত মাতা শচীদেবী ও মিশ্র পুরন্দরসহ অন্যান্য সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলেন ও ভয়ে কম্পিত হইয়া 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে অনন্তদেব তাঁহার প্রভু শিশুরূপী নিমাইসুন্দরকে সেবা করিবার জন্য সর্পরূপ ধারণ করতঃ আসিয়া কিছুক্ষণ প্রচুর সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন। নিমাইয়ের পিতামাতা ও আত্মীয়গণ সর্পরূপী অনন্তদেবকে চিনিতে না পারায় সাধারণ সর্প মনে করিয়া সর্পদ্বারা নিমাইয়ের ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও গরুড়দেবের শরণাপন্ন হইলেন। সকলের আর্ত্ত-ক্রন্দনে সর্পরূপী অনন্তদেব সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। সর্পকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিমাই পুনরায় ধরিতে উদ্যত হইলেন, নারীগণ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং বিষ্ণু-

পাদোদক পান করাইয়া স্বস্তি-বাচন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার মাঙ্গলিকানুষ্ঠান করিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

সকলে ভাবিলেন—নিমাই সর্পের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া যেন নব-জন্ম পাইল। প্রকৃত প্রস্তাবে সর্পের উপরে নিমাইয়ের শয্যাগ্রহণ-ছলে অনন্ত-নাগের উপরে নারায়ণের শেষশায়ী-লীলার অবতারণা প্রকাশ পাইলেও তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলা-তত্ত্ব না জানাইলে কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।

দুই চোরের স্কন্ধে বসিয়া নগর ভ্রমণ

শিশু নিমাই একটু একটু হাঁটিতে শিখিয়াছেন,…দু'এক পা চলিতেছেন, আবার হামাগুড়ি দিতেছেন। এমতাবস্থায় নিমাই বাড়ীর অঙ্গনে ও বাড়ীর বাহিরে নানাপ্রকার খেলায় রত আছেন। নিমাইয়ের দিব্যাঙ্গ সর্ব্বদাই বহু মূল্যবান অলঙ্কার-দ্বারা সুশোভিত। এইভাবে নিমাই একদিন নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর বাহিরে খেলা করিতে থাকিলে দুই চোর ইত্যবসরে আসিয়া নিমাইয়ের অঙ্গের স্বর্ণ-রত্নালঙ্কারগুলি দেখিয়া তাহা চুরি করিবার জন্য মতলব আঁটিল। তাহাদের একজন নিমাইকে আদর করিয়া 'বাপ চল বাড়ী যাই'—বলিয়া ভুলাইয়া এবং অন্যজন নিমাইকে কাঁধে করিয়া নিজেদের কর্ম্মস্থানে গমনের উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল। একজন চোর শিশু নিমাইকে সন্দেশ দেয়, আর একজন চোর তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নানা প্রীতিপূর্ণ বাক্যে ভুলাইয়া রাখে। এদিকে মিশ্রের গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোথাও নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া মাতা-পিতা ও আপ্তবর্গ সকলে হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইয়ের খোঁজে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেথায় নিমাইকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া পাইবেন? নিমাইয়ের অলঙ্কারাদি চুরির উদ্দেশ্যে চোর দুইটি নিমাইকে ভুলাইয়া চুপি চুপি নিজেদের আস্তানার দিকে প্রস্থান করিয়াছে। নিমাইয়ের অলঙ্কারগুলির মধ্যে কে কোন্‌টি লইবে তাহা লইয়া পরস্পর জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্ নিমাইয়ের মায়ায় চোর দুইটি নিজেদের ঘর যাইবার পথ ভুলিয়া অবশেষে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আসিয়া তাহা নিজেদের ঘর মনে করিয়া তথায় নিমাইকে

কাঁধ হইতে নামাইল। নিমাই চোরের কাঁধ হইতে নামিয়াই তাঁহার গৃহদ্বারে অপেক্ষারত পিতার কোলে গিয়া উঠিলেন।

যে নিমাইয়ের মায়ায় জগৎ বশীভূত, চোরদ্বয় তাঁহাকে কি ভুলাইতে পারে? চোরদ্বয় ভগবান্ নিমাইকে ভুলাইতে গিয়া নিজেরাই ভগবন্মায়ায় পথ ভুলিয়া দিশাহারার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া নিমাইয়ের গৃহ-দ্বারেই উপনীত হইল। চোর দুইটী নিমাইয়ের বাড়ীর দরজার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ সেই গৃহ তাহাদের গৃহ নহে দেখিয়া এবং কোথায় আসিয়াছে তাহা ভগবন্মায়ায় চিনিতে না পারিয়া পাছে কেহ ধরিয়া ফেলে এই ভয়ে সেইস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। চোর দুইটি ভাবিল,—'এরূপ ভেল্কিতে কোনদিন পড়ি নাই। দৈবে চণ্ডীমায়ের কৃপায় আজ বাঁচিয়া গিয়াছি।' এইভাবে চোর দুইটী নিজের ঘরে উপনীত হইতে না পারায় তাহাদের চুরি করার উদ্দেশ্য সফল হইল না। মিশ্র পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকে দুইজন লোক নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল; তখন তিনি সানন্দে সেই দুইজন লোককে পুরস্কৃত করিবার ইচ্ছায় খোঁজ করিয়াও কোন সন্ধান পাইলেন না।

এমতাবস্থায় চোর দুইটির কাঁধে চড়িয়া ভগবান্ নিমাই যেন নগর ভ্রমণ করিবার লীলা প্রকাশ করিলেন। চোর দুইটির কোন সুকৃতি থাকায় ভগবান্ তাহাদের কাঁধে আরোহণ করিলেন। ভগবান্ কখন কাহাকে কিভাবে কৃপা করেন, তাঁহার কৃপা-শক্তি ব্যতীত কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। চোরদ্বয় চুরি করিতে গিয়া নিমাইকে স্কন্ধে বহন করার ফলে অজ্ঞাত-সুকৃতিই অর্জ্জন করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন চুরি করার ন্যায় পাপ-প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হয়। নিমাইয়ের অলঙ্কার অপহরণ-প্রয়াসী চোরদ্বয় দস্যু হইলেও নিমাইয়ের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়ায় চৌরকার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ নিমাইসুন্দরকে স্কন্ধে করিয়া চোর দুইটীর জন্ম সার্থক হইল।

"পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥" (চৈঃ ভাঃ)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীসদাশিব ও শ্রীরুদ্র

শ্রীরুদ্রের একাদশ ব্যূহ, যথা—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত। প্রায় সকল রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন ও দশবাহু। শাস্ত্র কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও বিধির ন্যায় জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোথায়ও কোথায়ও ভগবদংশরূপেও কীর্ত্তিত হওয়ায় 'শেষে'র ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ স্বাংশ শিব—ঈশ্বরকোটি এবং সংহারক রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। ভগবদবতার পুরুষাত্মস্বরূপ বলিয়া পর এবং বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অতাত্ত্বিক সাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ই সংহার-কার্য্যের নিমিত্ত গুণাবতার রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি-রুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে সর্ব্বকারণ-কারণ ও তমোগুণ-সম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনাম্নী শিবমূর্ত্তি আছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। নিয়তা ভগবৎস্বরূপভূতা অনপায়িনী এবং বশম্বদা শ্রীরমাদেবী যাঁহার প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অংশবিশেষ। যিনি যোনি অর্থাৎ মহামায়া বা মহদাদি তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী শক্তি।

শম্ভু দুইভাবে লীলা করেন। প্রথমরূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে সদা বর্ত্তমান; তখন তাঁহার নাম সদাশিব। আর দ্বিতীয়রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন; তখন তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া কথিত হন। শ্রীসদাশিব অংশী আর রুদ্র তদংশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই,—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব-অবতংশ॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস-প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব—মুই কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণনামে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥

শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশগুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে আছে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটী গুণ এবং পাঁচটিগুণের অংশও অধিক মাত্রায় আছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' একটি মূলতঃ পারমার্থিক শিক্ষাকেন্দ্র। ইহাতে পারমার্থিক শিক্ষার মূল উৎস রেখে ঘটমান-কালে সমাজ-জীবনে চলন্তিকার পথকে অনুকূল বাতাবরণের মধ্যে রূপায়িত করার যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় তদ্দ্বারা মানব-সম্প্রদায় এমন কি ইতর প্রাণীর প্রতিও যে-সহৃদয়তা বিদ্যমান তাহা সুচিন্তিত মনোভাব লইয়া বিচার করিলে আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

আত্মার অস্তিত্বকে বাদ দিয়া যেমন শরীরের স্বাভাবিক চলচ্ছক্তির বা চৈতন্যতার কথা ভাবা যায় না, সেইরূপ পারমার্থিক চিন্তাকে বাদ দিয়া সমাজ-জীবনের সার্ব্বিক কল্যাণের কথা কল্পনা করা অলীক চিন্তা-প্রসূ ব্যতীত কিছু নহে। আমরা যে-দেহের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেমন প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকি কিন্তু হঠাৎ এক অদৃশ্য শক্তিবলে শরীরে বায়ু নিস্পন্দন ঘটিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় তথা রক্তধারার প্রবাহও স্তব্ধ হইয়া যায়, যাহার ফলস্বরূপে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অবয়ব প্রভৃতি বাহ্যদর্শনে বিকৃতি না ঘটিলেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা আপনজনের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ছেদ হইয়া যায়--যে-কারণে সেই সাধের দেহকে ভস্মীভূত বা বিভিন্ন সমাজের পূর্ব্বধারানুযায়ী উহার অস্তিত্বকে বিলুপ্তির ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং এই যে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক উহার অন্তর্নিহিত কারণ কি ও তাহার পরিণতিই বা কি প্রভৃতি চিন্তাস্রোতকে বাদ দেওয়া যায় কি? আমরা চোখের কাছে কতজনের জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছি এবং সেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তনে যে আমিও আবর্ত্তিত তাহা কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ রাখি না। কিন্তু কেন? অথচ ইহা চিরন্তন ধারা তবুও নবনবায়মানরূপে বিদ্যমান। আবহমান-কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ধারা যেন বয়েই চলিয়েছে, তবুও কিন্তু আমাদের অতটা ভ্রূক্ষেপ হয় না—ভুল ভাঙ্গে না—কিসের একটা তরঙ্গের মধ্যেই আমরা যেন ভেসে চলছি! গড্ডালিকা-প্রবাহে আমরা উদ্বেলিত। কিন্তু কেন? জীবনভোরই তো খাওয়া-পরা নিয়া ব্যস্ত, তবুও এর শেষ নেই আমৃত্যু পর্য্যন্ত। আর এই মৃত্যুর পরে কি আমাদের বা আমার বলিতে কিছু থাকবে না? যদি না থাকে তো ন্যায়-অন্যায়ের গণ্ডীর খুব একটা বাধ্যবাধকতার কারণ নাই। কিন্তু যদি আমাদের কোন এক অস্তিত্বের পরিণতি থাকে তবে কিসের উপর তার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন ঘটবে তাহার অনুসন্ধানের অনুসন্ধিৎসা অবশ্যই বিচার্য্য বিষয়। আমরা মানুষ, সকলের শ্রেষ্ঠ জীব বা প্রাণী বলিয়া দাবী

করিয়া থাকি, আর যদি দূরদর্শিতা না থাকে তবে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই কতটুকু, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

তাই আমাদের চলার পথে সত্যদ্রষ্টার ইঙ্গিত পরিবহনকারী যাঁহারা, তাঁহাদের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা শৈশবকাল হইতেই জীবনের পর পর ধাপগুলিতে কোন না কোন লোকের সংস্পর্শে—অনুপ্রেরণায়—নির্দ্দেশনায়—ইঙ্গিতে প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে সহায়ের মাধ্যম খুজে নিয়ে সুষ্ঠু-ভাবে এগিয়ে যাওয়ার পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হইতেছি। সুতরাং এইরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে চল্‌তে গিয়ে যে-প্রাণবায়ুর অবিহনে অত্যন্ত প্রিয় এই শরীরটির অবস্থা মূল্যহীনরূপে দেখা দেয় সেই যে-জীবাত্মা তাহার সম্পর্কে অবশ্যই আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে জানতে হইবে, এতে কোন সন্দেহ নাই।

এরই অনুসন্ধান যুগিয়ে চলিতেছেন ভারতীয় চিন্তাধারার পথিকৃত আর্য্য-ঋষিগণের সুচিন্তিত আচার-প্রচারের জীবনাদর্শ। ত্রিকাল-সত্যদ্রষ্টা সেই মণিষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম যে-বিচার তাহা পরম প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবই জগৎকে যে-ধারায় বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তারই প্রতিধ্বনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণরূপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে দেখিতে পাই।

অসমোর্দ্ধ করুণাবিতরণকারী শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম ভগবৎ-প্রেমের উত্তাল প্লাবনে গৌড়ভূমি প্লাবিত করেন আর উহারই ফলস্বরূপে তাঁহার পরিকরবৃন্দ সেই ধারাকে সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। "মরণের যুগে অমৃতের বাণী" তাঁরা বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাই তাঁরা কি সমাজের সেবাকারী নহেন!

সমাজ-জীবনকে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন দিক দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন যদিও উন্নয়নকারীগণের দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যেকের এক নয় এবং অবদান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিকতার মূল্যায়ন অবশ্যই বিচার্য্য। এই অবদানের মধ্যে যাঁহাদের দান দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী তাঁহাদের স্বীকৃতি নিশ্চয়ই বরণীয়—এতে তর্ক অমূলক।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ অকাতরে স্ত্রী-পুরুষ, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কোন দেশকাল বা প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী না রেখে অকৈতব সত্যের বাণী নিনাদিত করিয়া আত্মচেতনায় সুপ্ত জীবকে যেন প্রভাতীর জাগরণি শুনাইতে ব্যস্ত। শুধু কি তাই? ইহজগতের সমাজ-জীবনকে কলুষতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বরূপ উপলব্ধি এবং দৈববর্ণাশ্রমের প্রসারতা তথা বৃত্তিগত অবস্থার মান নির্ণয়ে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করাও তাঁহাদের অন্যতম অবদান। মোট কথা একটি মহৎ সমাজ-জীবনের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা সুষ্ঠু ও মানবিক-ধারায় প্রসারতা লাভ করুক—ইহা তাঁহাদের কাম্য।

ইহজগতে মানবগণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীভুক্ত দেখা যায়। পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই, মানুষের ভাবগত অবস্থা দুই প্রকার ; যথা—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে অস্মিন্ দৈব-আসুর এব চ।
বিষ্ণু-ভক্ত ভবেৎ দৈব আসুরস্তৎ বিপর্য্যয়॥

এই যে অসুর ও দৈব-ভাবাপন্ন অবস্থা, এর মধ্যে আসুরিকগত যাহাদের অবস্থা তাহাদিগকে তত্ত্বনির্দ্দেশ করিয়া সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও শান্ত তথা শান্তির অমিয়-বাণী বিতরণপূর্ব্বক যে অনাবিল আনন্দ দান করিবার প্রয়াস তাহা কি সামাজিক (social work) কর্ম্মের একটি বিশেষ স্তর নহে ?

"Plane living and high thinking"—ভারতীয়দের যে সুমহান্ আদর্শ, যাহাদ্বারা সমাজকে সুষ্ঠু জনজীবন গড়িয়া তোলা সহজ-সাধ্য হয় এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতা বাদের দিকে এগিয়ে জীব যে চিরশান্তি লাভ করতে পারে, সেই বার্ত্তা সমাজ-জীবনে বিতরণ করা কি সমাজ-উন্নয়ন-মূলক কার্য্য নহে ?

'অহিংসা' ধর্ম্মের বাণী থাকিলেও প্রীতির বহিঃপ্রকাশ না ঘটিলে অহিংসার স্থায়ীত্ব ক্ষণস্থায়ী হয় কিন্তু যে-স্থানে প্রীতির কথা, প্রেমের কথা—যে-প্রেম নিত্য শাশ্বত ; সেই অমর-প্রেম জগদ্বাসীকে দান করাই মুখ্যতঃ তাঁহাদের লক্ষ্য। তদুপরি এই সমিতি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া শতশত আর্ত্ত ও পীড়িতদের ঔষধ-পথ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক সমাজসেবার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখিয়েছেন।

সংস্কৃতশিক্ষার্থীদের জন্য টোল (সংস্কৃত বিদ্যালয়) স্থাপন এবং দুঃস্থ, মেধাবী ছেলে-মেয়েদের বিনাব্যয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা ও বহিরাগত ধাম-দর্শনার্থীদের থাকা ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া অত্র সমিতি সরকারী কর্ম্মী ও সুধীসমাজে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সজ্জন সুধীগণের সমাগম বিপুল হওয়ায় অধুনা যে-সকল গৃহাদি রয়েছে তাহা তুলনায় ন্যূন হয়েছে। তজ্জন্য সমিতির কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তা করিয়া একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশাল কর্ম্মযজ্ঞে সহায়-সহানুভূতির উদ্দেশ্যে সজ্জন-মহানুভব ব্যক্তিগণকে আহ্বান জানান।

এতদ্ব্যতীত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক উর্দ্ধতন কর্ম্মিগণও বিভিন্ন সময় সমিতির প্রাণকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন উৎসবে আসেন।

পরিশেষে উক্ত সমিতি সম্পর্কে স্থানীয় এক সরকারী কর্ম্মী যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

GOVT. OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER, NABADWIP, NADIA.

I visited Devananda Goudiya Math in several times and found that this religious organisation is rendering good services in the field of Social Education with her different sectors, such as Charitable dispensary, Free Library services, Sanskrit Tol, organising Pry School, granting stipends to the poor meritorious students and preaching ideology of Lord Shri Gouranga to lift the people of all cast & creed to same platform, where there will be a peaceful society and no castism, no exploitation etc.

During last devasting flood, 1978, this organisation did some outstanding works by arranging shelter, food, medicine, clothes etc, for the flood victims and above all with consolation to the victims which was a dire necessity at that time.

A group of Volunteers headed by Sri Nabajogendra Brahmachari, Sri Nilmani Mukherjee, Sri Ramananda Brahmachari, Sri Jadubar Brahmachari, Satchidananda Brahmachari etc. under the guidance of Mahanta Maharaj (Acharjya) pull on the works of flood relief actively associated with the local workers & Block Officials.

The Holiness President Swami B. V. Baman Maharaj, General Secretary, and they are also willing to construct a two storied Yatrinivas consisting about thirty rooms. Room for Primary school, room for outdoor dispensary, room for Sanskrit tol & Reasearch Institute Hall etc. for the welfare of the public. Swami B. V. Trivikram Maharaj and Sri Nabajogendra Brahmachari are taking keen interest to make perfect Vaishnavas (Tyagi). This institution is progresing such a capacity which may spred-wing world basis organisation.

I am in much pleasure in observing all this deeds with best devotion.

Sd./ Kamalesh Roychoudhury

(*Seal*) *Exlention Officer* (*Social Education*)

Nabadwip Dev. Block. *29-4-79*

নির্য্যাণ-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত বিরহ সন্তপ্ত-হৃদয়ে জানাইতেছি অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীচরণাশ্রিত **শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী প্রভু** গত ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৮৫ (ইং ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৭৯), মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর স্মরণ করিতে করিতে ইহলীলা সম্বরণ করেন। দেহরক্ষার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে থাকেন, "এখানে তুলসী নিয়ে এস, গীতা-পাঠ কর, উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর।"—ইহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বশেষ অভিব্যক্তি।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে তিনি সমিতির কার্য্য-ব্যপদেশে গিয়াছিলেন। তথা হইতে কিছু ভক্তের অনুরোধে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সন্নিকটস্থ ভগবানখালি-জালপাই গ্রামে উপনীত হন। দুর্দ্দৈব-বশতঃ তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতৃবর্গ যথাযথভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন। কিন্তু অবশেষে তিনি সজ্ঞানেই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেখানেই দেহত্যাগ করেন; তাঁহার এইরূপ আকস্মিক পরলোকগমনে স্থানীয় গ্রামবাসিগণ তথা তাঁহার পূর্ব্বা-শ্রমের আত্মীয়বর্গও অত্যন্ত বেদনায় মুহ্যমান হন। এই সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীধাম-পরিক্রমা বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এই বিশেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার হঠাৎ মহাপ্রয়াণে সমিতির সেবকবৃন্দ এই অপ্রকটের বার্ত্তা জানিতে পারিয়া বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় অনুভব করেন।

এদিকে দেশ-বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমার জন্য সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। বিপুল সমারোহের সহিত তখন শ্রীধাম পরিক্রমা প্রায় সমাপ্ত হইতেছিল। ভুবন-মঙ্গলময় কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-দিবসে শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভু আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চনা করেন। তৎপরদিবস গোধূলীলগ্নে সাধারণ-মহোৎসব সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে এক মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদিলীপ চন্দ্র সিংহ মহাশয় অশ্রুভারাক্রান্ত বাষ্পপূরিত-নয়নে করুণ-বেদনার্ত্তকণ্ঠে জানাইলেন হৃদয়বিদারক সেই বিরহ-বার্ত্তা।

তখন সমস্ত মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ ও দেশ-বিদেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের সমক্ষে আনন্দ মুখরিত উৎসবের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক গভীর বিরহ-বেদনার তরঙ্গ। তাঁহার এই বিরহ-বেদনার প্রতিমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল উক্ত মহতী অনুষ্ঠান বিরহ-সভারূপে। তাঁহার ব্যথিত গুরুভ্রাতাবৃন্দ তথা গুণমুগ্ধসজ্জনগণ কীর্ত্তন করিলেন—তদীয় অশেষ মহিমার কথা। এই সভা করুণ ও বিরহ-ভারাক্রান্ত প্রাণকে যেরূপ ব্যথিত করিয়াছিল তাহা লেখনী প্রকাশে অসমর্থ। উক্ত বিরহ-অধিবেশন যেমনি অব্যক্ত, তেমনি প্রাণস্পর্শী।

শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু প্রভুর অন্তর্দ্ধানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হারাইলেন এক সুনির্ম্মল নিষ্কপট সেবক। তাঁহার তিরোধানে সকল বৈষ্ণবগণই বিরহ-বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার যে এইরূপ আকস্মিক তিরোধান হইবে তাহা মোটেই ভাবিতে পারা যায় নাই, তাই ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন মানসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৭৯) বৃহস্পতি-বার এক বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রচুর ভক্তবৃন্দ তথা অনেক বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি নিবাসী আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ ধরণীধর দাসাধিকারী প্রভু ঘোষণা করেন এই বিরহ-মহোৎসবের ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন। তাঁহার এরূপ উদার ও মহৎ সেবাপ্রবণতা বরণীয়। ঐদিন প্রাতঃকাল হইতে বিরহসূচক মহাজন-গীতিকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হইলে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউকে নিবেদিত বিভিন্ন অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণ তথা সহস্র সহস্র ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত পাদ শ্রীকৃপাসিন্ধুরপ্রভু পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য তদীয় জন্মভিটা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ওসমানপুর নামকগ্রামে তাঁহাদের নিজবাটীতে বিরহ-মহোৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তজ্জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয় তথা তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী- শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও তৎসহ আরও ৮।১০ জন ব্রহ্মচারী বৈষ্ণববৃন্দ এবং স্থানীয় অনেক মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রামানুজ স্বামীর আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের পরম-সুহৃদ পূজ্যপাদ কৃপাসিন্ধুপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব ১৮ই চৈত্র (ইং ১।৪।৭৯) রবিবার তদীয় আবির্ভাবস্থলীতে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধুপ্রভু ভগবানখালি-জালপাইগ্রামে যখন দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তখন উঁহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতেও কাতারে কাতারে লোকজন এসে উপনীত হন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ওসমানপুর গ্রাম হইতেও বহু লোক-জন আসিয়া এই বিগতপ্রাণা বৈষ্ণবপ্রবরের আকস্মিক তিরোধানে শ্রদ্ধা ও শেষবারের মত তাঁহাদের আপনজনকে দেখিবার অতৃপ্ত কামনা পূরণ করেন। তখন সকল গ্রামবাসীমিলিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর খট্টোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে গ্রামগুলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করেন। ইহার অগ্রভাগে পরিচালনায় ছিলেন শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত পূজ্যপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী প্রভু। তিনি তাঁহার বাল্য-ধর্ম্মজীবনের প্রথম সহযোগী ছিলেন। তাই আজ দয়ালহরিপ্রভু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নিঃসঙ্গ মনে করিতেছিলেন। তিনি আর কিছুতেই তাঁহার চোখের জল বহুচেষ্টা করিয়াও সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না—অব্যক্ত বেদনায় তিনি আজ শ্রান্ত-ক্লান্ত।

সেই স্মৃতির কথা স্মরণপূর্ব্বক অদ্যও (১৮ই চৈত্র) এক বিরহ-শোভা-যাত্রানুষ্ঠান গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অন্যগ্রামের অপরপ্রান্তপর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মধ্যাহ্নে বিবিধ উপকরণ সহযোগে ঠাকুরের ভোগসামগ্রী অর্পিত হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্ব্বক উপস্থিত বিপুল জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ হওয়ায় যৌবনের প্রথমপদক্ষেপেই সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসন্ধানের জন্য সাধুসন্তের সঙ্গাশায় গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে স্বামী নিগমানন্দের আশ্রমে যোগদান করতঃ বিভিন্নস্থানে বিচরণ করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার হৃৎ-পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। তিনি তাঁহার অনেক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাই শেষ পর্য্যন্ত ভগ্নমনোরথ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়

হইয়া উদাসমনে যত্রতত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে দৈবাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহার বীর্য্যবতী অপ্রাকৃতবাণী শ্রবণ করিয়া এবং সেই আচার্য্যসিংহের ব্যক্তিত্ব তথা প্রতিভা দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার চরণাশ্রয় ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রিত করেন। তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করিবার পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীগৌরাঙ্গবাণী প্রচার-কার্য্যের সহায়করূপে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ় নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার অকপট সেবাসৌষ্ঠবতা আদর্শস্থানীয়। তিনি কাহাকেও উপদেশ দিতে যাইতেন না। অথচ তাঁহার জীবনটিই ছিল উপদেশময়। তিনি আচার-আচরণের দ্বারাই উপদেশ দান করিতেন। তাঁহার জীবন ছিল সেবাময় জীবন। "সেবা সে' নিয়ম আমার এইমাত্র জানি, কিসে হিত হয় তাহা কভু নাহি জানি।"—ইহাই ছিল তাহার উপদেশ। তিনি সর্ব্বদা প্রশান্তচিত্ত এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি ছিলেন অমানী মানদ,—কাহার নিকট হইতে মানের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। পরন্তু "গুরুর সেবক হন মান্য আপনার"—এই মহাজনবাণী তিনি যথাযথভাবে পালন করিতেন। যিনি গুরুপাদপদ্মের একটু সাধারণসেবাও করিতেন অর্থাৎ তাঁহার সেবার প্রচেষ্টা করিতেন, তিনিই ছিলেন তাঁহার প্রাণের আপনজন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের মহিমা যাঁহারই মুখে শুনিতেন—তিনি মনে করিতেন 'আমি' তাঁহার 'কৃতদাস'। "অন্তর বাহিরে সম ব্যবহার"—ইহা তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু—নিরভিমানী সরল নিষ্কপট বৈষ্ণব। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রীয়, ক্রোধ বিবর্জ্জিত স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমার কথা বর্ণন করিবার সামর্থ আমার নাই। তদীয় বিরহে গৌড়ীয়-সারস্বত-বৈষ্ণবগণ এক অমূল্যনিধিকে হারিয়ে ফেললেন। জড়দৃষ্টিতে তাঁহাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত প্রাণ আজও উদ্বেলিত। তিনি অপ্রাকৃতস্থলী হইতে অশেষ অহৈতুকী কৃপা করুন ইহাই তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজে সকরুণ প্রার্থনা।

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর অপার কৃপায় শ্রীগৌরধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রভৃত উদ্দীপনার সহিত ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ হইতে ২৯শে ফাল্গুন, (ইং ১৪।৩।৭৯) পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে নববিধা ভক্ত্যঙ্গ—"শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণু-স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদনাদি" শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যাজিত হয় এই শ্রীধাম নবদ্বীপ নবধাভক্তির পীঠস্থানে।

অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবিমুখতা-হেতু জীব মায়াতে বদ্ধ হইয়া সংসারমার্গে অহর্নিশ চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপজ্বালায় ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইতেছে। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ)। বদ্ধজীব সংসার-কারাগার হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তাহা তাহাদের জানা নাই বা নিজ-চেষ্টায় সেই বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভও সম্ভব নহে। মুক্ত যিনি, তিনি বন্ধন-মোচন করিতে পারেন।

পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ ভ্রান্তবুদ্ধি ভোগপর বদ্ধজীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাহাদের অমঙ্গল হইতে উদ্ধারহেতু গুরু-বেদশাস্ত্রাদিরূপে আপনাকে জগতে প্রকটিত করেন। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥" (চৈঃ চঃ)। "গুরুকৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" (চৈঃ চঃ)। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঔদার্য্যলীলার প্রাকট্যবাসনায় তাঁহার নিত্যগৌরলীলা ইহ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব অঙ্গীকার-গ্রহণই নিত্য গৌরলীলাচমৎকারিতা। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৌরলীলা জগতে প্রকটিত করিয়া সেব্যকৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অন্যান্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র আশ্রিতবৎসলতা প্রদর্শন করিয়াছেন—অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরলীলায় আপামর-চণ্ডাল-পাপহত জীবগণকেও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি

প্রদান করিলেন। "সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে। এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বন্দনা করিলেন, "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে, কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজগণদ্বারা কৃষ্ণভক্তি জগতে প্রচার করাইলেন। "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥" ভারত-ভূমিতে মনুষ্যজন্ম হইল যার। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার।" (চৈঃ চঃ) পর-উপকার বলিতে শ্রেষ্ঠ উপকার অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করা।

'মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন', পরদুঃখে দুঃখী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ দীন-চেতা বদ্ধগৃহী জীবগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য তাহাদের গৃহে গমন করিয়া হরিকথার মাধ্যমে তাহাদের নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া সেই বস্তু ভগবানের সেবায় লাগাইয়া তাহাদের সুকৃতি অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করাইয়া পরম মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। গৃহমেধী জীবগণ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংসশীল বস্তুর প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাশীল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সেইসব গৃহকূপে পতিত গৃহমেধী জীব-গণকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের নিত্যকল্যাণের জন্য শ্রীধামাদি দর্শন, পরিক্রমাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসার-পরিক্রমাদ্বারা তাহাদের যে বন্ধন দৃঢ় হইতে সুদৃঢ় হইয়াছে—শ্রীধামাদি-পরিক্রমাদ্বারা তাহা ধীরে ধীরে শিথিলতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সপ্তাহব্যাপী ধামপরিক্রমায় গৃহিগণের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে ছুটী করাইয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকদর্শন, প্রসাদসেবন, পরিক্রমাদ্বারা পাদসেবন, ভক্ত্যাঙ্গ যাজন এবং গৌরবিহার-লীলাস্থলী দর্শন ও সেই সব স্থানমাহাত্ম্যাদি শ্রবণের সুযোগ-দ্বারা গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে পারমার্থিক-পথে অগ্রসর করাইয়া থাকেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবগোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন-অভিন্ন শ্রীগৌরধাম পরিক্রমা করিয়া বদ্ধজীবকে শ্রীধাম পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩।২১) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যেমন আচরণ করেন নিকৃষ্টগণ সেইরূপ অনুগমন করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে লোক অনুবর্ত্তী হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়

মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিক্রমা-সূচী অনুসারে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) এবং পরিশেষে **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) শ্রীমায়াপুর পরিক্রমান্তে পরিক্রমার সমাপ্তি হইয়া থাকে।

কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ হইতে পরিক্রমার শুভারম্ভ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বৈশিষ্ট্য—ইহাতে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন স্বানন্দসুখদাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রিয়সেবিকা "কমলমঞ্জরী" অভীষ্টদেবের সেবায় রত। বাহ্যে তিনি পুরুষাভিমানী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদরূপে সুপরিচিত। কলির দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন প্রকার অপসম্প্রদায়কর্ত্তৃক নানারূপ অবরতা হেয়তারূপ জঞ্জাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় সেই শুদ্ধ প্রেমধারার স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সেইসব জঞ্জাল দূর করতঃ শুদ্ধ ভক্তিধারাকে পুনরায় জগতে প্রবাহিত করিলেন। সুতরাং শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শুভকৃপাশীষ প্রার্থনা করিয়া পরিক্রমার শুভারম্ভ করিয়া থাকেন। ভক্তিপথের সমস্ত বিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের অভয় শ্রীচরণকমলে কৃপাযাচ্ঞা ও পরিক্রমার প্রথম দিবসের বৈশিষ্ট্য। এইরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অন্যান্য বিহারস্থলী দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের মহিমাদি শ্রবণের সুযোগ পাইয়া পরিক্রমার যাত্রিগণের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। অতি প্রত্যুষে নগরবাসীগণ যখন মায়ামোহনিদ্রায় মগ্ন ও অচৈতন্য, তখন পরমদয়ালু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শিবিকায় বহন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে অচৈতন্যগণের চৈতন্য সম্পাদনে নগরপরিক্রমায় বহির্গত হইতেন এবং পরিক্রমান্তে পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় পরিক্রমানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছিল এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় মহতী ধর্ম্মসভার মাধ্যমে বৈষ্ণবগণ শ্রীধাম পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা, বদ্ধজীবের পক্ষে চরম কল্যাণ লাভ করা

সম্ভব, সাধুসঙ্গের মহিমা, ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শচীসুত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-মহিমা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা-মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করা হয়।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ঐদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলাকথা-পাঠ-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ এবং পরে সন্ধ্যায় মহাসমারোহে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলা কীর্ত্তনাদির-মাধ্যমে তাঁহার শুভাবির্ভাবক্ষণে অভিষেক, আরাত্রিক প্রভৃতি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐদিন চন্দ্রগ্রহণ-যোগ থাকায় বৈষ্ণববৃন্দ নিশিজাগরণের মাধ্যমে শ্রীমহাপ্রভুর বিবিধ বৈশিষ্ট্য এবং অবদান সম্বন্ধে গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রোতাগণ হৃৎকর্ণ-সুখদায়ক সেই সকলতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অপার্থিব আনন্দে নিশি-জাগরণের ক্লেশ বা দুঃখ কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। পরে ছায়াচিত্রযোগে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পরদিবস আহূত অনাহূত-জনসাধারণকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্র প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আকণ্ঠ প্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা ছিল।

বহু ভাগ্যেরফলে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন ও পরিক্রমার সৌভাগ্য হয়। যদিও বদ্ধজীবের জড় চক্ষুদ্বারা শ্রীধাম-দর্শন হয়না, তথাপি সাধুসঙ্গে শ্রীধামের মহিমাদি শ্রবণমুখে এবং নিষ্কপটচিত্তে শ্রীধামে এবং ধামবাসিগণের কৃপার জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন এবং সেই কৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীনবদ্বীপধামের সেবা ব্যতীত বৃন্দাবন-সেবা-প্রাপ্তি এবং গৌরসুন্দরের সেবা বিনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবা-প্রাপ্তি কখনও সম্ভব নহে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বলিয়াছেন,— "আরাধিতা নববনং ব্রজকাননং তে নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে। আরাধিতো দ্বিজ-সুতো ব্রজনাগরস্তে, নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ॥

সংসারদুঃখে পতিত নিরাশ্রয় বদ্ধজীবের পরম আশ্রয়দাতা শ্রীচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা,—"সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য। দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি-পদাবলম্বনম্॥"

—শ্রীমতী উমা দেবী (দে)
চুঁচুড়া (হুগলী)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৫ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

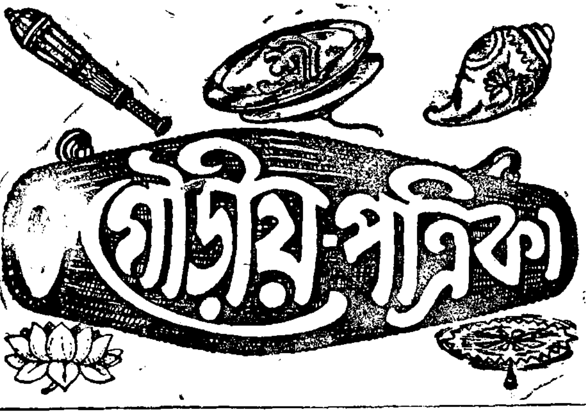

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩১শ বর্ষ } বাসুদেব, ২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৯৩ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ ; ইং ১০|৬|১৯৭৯ { ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্

(শ্রীমদ্রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিতম্)

বৃন্দাপ্রসাধিতোত্তুঙ্গকুড়ুঙ্গানঙ্গবেশ্মনি ।
কৃষ্ণখণ্ডিতমানত্বাল্ললিতা ভীতি কম্পিনী ॥১৬॥

বৃন্দাপ্রসাধিত উচ্চ অলঙ্কৃত অনঙ্গের গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-খণ্ডিতমানহেতু ললিতার ভয়ে বিশাখা কম্পমানা ॥১৬॥

বিশাখানর্ম্মসখ্যেন সুখিতা তদ্গতাত্মিকা ।
বিশাখাপ্রাণদীপালী-নির্ম্মঞ্ছ্য-নখচন্দ্রিকা ॥১৭॥

বিশাখা নর্ম্মসখীকর্ত্তৃক আনন্দিতা ও তদ্গতাচিত্তা। বিশাখার প্রাণ-প্রদীপদ্বারা নখচন্দ্রিকা নীরাজিতা ॥১৭॥

সখীবর্গৈক-জীবাতু-স্মিত কৈরবকোরকা।
স্নেহফুল্লীকৃত-স্বীয়গণা গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥

বিশাখা সখিগণের একমাত্র জীবনস্বরূপা, মৃদুমন্দহাস্যযুক্তা পদ্মকালিকা-সদৃশা। তিনি নিজগণের স্নেহকর্ত্তৃক প্রফুল্লিতা এবং গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥

বৃন্দারণ্য-মহারাজ্য-মহাসেক-মহোজ্জ্বলা।
গোষ্ঠ-সর্ব্বজনাজীব্যবদনা রদনোত্তমা ॥১৯॥

বিশাখা বৃন্দাবন-মহারাজ্যে প্রভূত শান্তিজলসিঞ্চনকারিণী, অত্যুজ্জ্বল-কান্তিবিশিষ্টা, উত্তম-দন্তযুক্তা এবং গোষ্ঠস্থিত সর্ব্বজনের উপজীব্যবদনা ছিলেন ॥১৯॥

জ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্ব্বলতা-তরু-মৃগ-দ্বিজা।
তদীয়-সখ্যসৌরভ্য-সুরভীকৃত-মানসা ॥২০॥

বিশাখা বৃন্দাবনবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বৃন্দারণ্যের সমস্ত লতা, বৃক্ষ, মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সখ্য-সৌরভে সৌরভান্বিতচিত্ত হইয়াছিল ॥২০॥

সর্ব্বত্র কুর্ব্বতি স্নেহং স্নিগ্ধপ্রকৃতিরাভবম্।
নামমাত্র-জগচ্চিত্ত-দ্রাবিকা দীনপালিকা ॥২১॥

বিশাখা সর্ব্বত্র স্নেহপরায়ণা, স্নিগ্ধস্বভাবা, নামমাত্র জগজ্জনের চিত্তদ্রব-কারিকা ও দীনহীনের পালনকারিণী ছিলেন ॥২১॥

গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রস্য সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকম্।
ধীরলালিত্যবৃদ্ধ্যর্থং ক্রিয়মাণ-ব্রতাদিকা ॥২২॥

গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্ব বিপদশান্তিপূর্ব্বক ধীরলালিত্য-বৃদ্ধির জন্য ব্রতাদি-ক্রিয়মাণা ছিলেন ॥২২॥

গুরু-গো-বিপ্র-সৎকাররতা বিনয়-সন্নতা।
তদাশীঃ-শত-বর্দ্ধিষ্ণু-সৌভাগ্যাদি-গুণাঞ্চিতা ॥২৩॥

বিশাখা গুরু, গো, ব্রাহ্মণের সৎকারপরায়ণা, নম্রস্বভাবা, সৌভাগ্যাদি-গুণান্বিতা ও শত শত আশীর্ব্বাদবৃদ্ধিশীলা ছিলেন ॥২৩॥

আয়ুর্গো-শ্রী-যশো-দায়ি-পাকা দুর্ব্বাসসো বরাৎ।
অতঃ কুন্দলতা-নীয়মানা রাজ্ঞ্যাঃ সমাজ্ঞয়া ॥২৪॥

দুর্ব্বাসার বরহেতু আয়ুঃ, গো, শ্রী, যশঃপ্রদানকারিণী বিশাখা রাজ্ঞীর সম্যগ্ আদেশে কুন্দলতা কর্তৃক আনিত হইয়াছিলেন ॥২৪॥

গোষ্ঠজীবাতু-গোবিন্দজীবাতু-জপিতামৃতা ।

নিজ-প্রাণার্ব্বুদশ্রেণী রক্ষা-তৎ-পাদরেণুকা ॥২৫॥

বিশাখা গোষ্ঠ ও গোবিন্দের জীবনস্বরূপা এবং অমৃতভাষিণী ছিলেন। নিজার্ব্বুদপ্রাণসমূহ তাঁহার পাদরেণুকর্তৃক রক্ষণীয় হউক ॥২৫॥

কৃষ্ণপাদারবিন্দোত্থমকরন্দময়ে মুদা ॥

অরিষ্টমর্দি-কাসারে স্নাত্রী নির্ব্বন্ধতোঽন্বহম্ ॥২৬॥

কৃষ্ণপাদপদ্মমধুময় ও শত্রুমর্দ্দনশীল সরোবরে বিশাখা নির্ব্বন্ধসহকারে সানন্দে প্রত্যহ স্নান করিতেন ॥২৬॥

নিজকুণ্ডপুরস্তীরে রত্নস্থল্যামহর্নিশম্ ।

প্রেষ্ঠনর্ম্মালিভির্ভঙ্গ্যা সমং নর্ম্মবিতন্বতী ॥২৭॥

বিশাখা স্বীয় কুণ্ডপুরতীরে রত্নস্থলীতে দিবানিশি প্রিয়তম নর্ম্মসখিগণসঙ্গে ভঙ্গীসহকারে পরিহাস বিস্তারকারিণী ছিলেন ॥২৭॥

গোবর্দ্ধনগুহালক্ষ্মীর্গোবর্দ্ধনবিহারিণী ।

ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রেমা ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রিয়া ॥২৮॥

বিশাখা গোবর্দ্ধন-গুহালক্ষ্মীস্বরূপা ও গোবর্দ্ধনবিহারিণী, ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রিয়া ও তাঁহার প্রতি প্রেমপরায়ণা ছিলেন ॥২৮॥

গান্ধর্বাদ্ভুতগান্ধর্বা রাধা বাধাপহারিণী ।

চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা ॥২৯॥

বিশাখা গান্ধর্ব্বা হইতেও অদ্ভুতগান্ধর্ব্বা, রাধারাণীর বিঘ্নবিনাশিনী, চন্দ্র-কান্তিবিশিষ্টা ও চঞ্চলকটাক্ষযুক্তা এবং রাধিকাবন্ধুর আরাধিকা ছিলেন ॥২৯॥

গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি-সুগন্ধীকৃত-গোকুলা ।

ইতি পঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ ॥৩০॥

বিশাখা গান্ধর্ব্বিকারূপে স্বগন্ধে গোকুল অতিশয় সুগন্ধীকৃত করিয়াছিলেন। গোকুলবাসিগণ এইভাবে পঞ্চনামদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেন ॥৩০॥ (ক্রমশঃ)

আসুরিক প্রবৃত্তি

অসুরগণ বৈষ্ণব অপরাধী

কলিকালে আমরা কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকু, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়ি। আমাদের অসুর-প্রবৃত্তি কখনই সৎ-সমাজ আদর করিবেন না। সাধুর সমাজ আমাদিগকে অনাদর করিতে শিখিলে আমরা অনুতপ্ত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তি হইতে অবসর পাইব। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া আমাদের কেহ কেহ নানাপ্রকার অযথা উৎপাতের আবাহন করি।

অসুরগণ শাস্ত্র-নিন্দুক

আমাদের অসুর-স্বভাবের সহিত সৎ-শাস্ত্রের কথার মিল না পাইলে আমরা শাস্ত্র-নিন্দা করি, কখনও কখনও তৎপ্রদর্শিত সত্য লঙ্ঘন করিয়া মহাভারত ছিঁড়িয়া ফেলি, সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি—শ্রীমদ্ভাগবত ছিঁড়িয়া ফেলি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রকে পঙ্কমধ্যে ফেলিয়া দিতে বলি। এইগুলিই আমাদিগকে বিষ্ণুভক্তি হইতে চিরকালের জন্য অসুর-সম্প্রদায়ে পাতিত করে। আবার, আমরা অসুর, এইকথা শাস্ত্রোক্তি-দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে নিজে নিজে অসন্তুষ্ট হই।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবকই দেবতা, তদিতর-সমূহ দেব-দ্বিজকুলে উদ্ভূত হইলেও অসুর

এখন দেখা যাকু, আমরাই দেবতা হইতে পারি, আমরাই অসুর হইতে পারি। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে আমরাই বৈষ্ণবের দাস, দেবতা, ব্রাহ্মণ; আর শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের অবমাননা করিয়া পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও—কশ্যপের সন্তান হইয়াও হরি-বিদ্বেষ-পূর্ব্বক কুপথে নরকে চলিয়া যাই, বিশ্রবাতনয় হইয়া সীতা-হরণে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই। অঘ-বক-পূতনা হইয়া কৃষ্ণ-বিদ্বেষ করি। হিরণ্যাক্ষ্য, হিরণ্যকশিপু হইয়া প্রাধান্য-লাভে যত্ন করি। জগাই মাধাই হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-কুলের কলঙ্ক হই। আবার নিত্যানন্দ হরিদাসকে মারিতে গিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজের নিজত্বের পুনরুপলব্ধি করি। এ সকল যজ্ঞ-ভঙ্গরূপ রাক্ষস-প্রবৃত্তি আমাদের ভাল নহে।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অসুর নিধন এবং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের তারতম্য

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২।১৬৩ শ্লোক পড়িলে ব্রাহ্মণ আমরা জানিতে পারি যে,—

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥"

[ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় বোধ করিবেন, তাহাতে প্রীতি লাভ করিবেন না এবং সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করিবেন. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সম্মান করিলে তাহাতে প্রীত হইবেন না বা অপমান করিলেও তাহাতে খেদ করিবেন না; মানাপমান সমান বোধ করিবেন। যেহেতু ইহ লোকে কোন ব্যক্তি অপমান করিলে যিনি খেদ না করেন, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে প্রতিবুদ্ধ হন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচরণ করিয়া বেড়ান; কিন্তু অপমানকর্ত্তা সেই পাপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।]

এই সকল কথা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আলোচনা করেন। অসুর স্বভাবসম্পন্ন হওয়া কেহই আদর করেন না। অসুরগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্ত্তৃক নিহত হ'ন। ভগবান্ অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য অনেকবার দেবতাগণকে পীড়ন করাইয়াছেন। তাহা অসুরগণেরই অকল্যাণের জন্য। কলিকালে বিষ্ণুভক্তি নিতান্তই বিরল। বিষ্ণুভক্তির নামে নির্ব্বুদ্ধিতা ও আসুরিক প্রবৃত্তি জীবের কখনই মঙ্গল উৎপাদন করে না। শ্রীআচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামীপাদ বলেন,—"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"

আর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

[বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।]

শাস্ত্র আরও বলেন,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ (পদ্মপুরাণ)

[ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হন না, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র বলিয়াই গণনীয়।]

গুরুর অবজ্ঞাকারী—কৃতঘ্ন, অসুর

যাহারা শ্রীগুরুদেবকে অমান্য করিয়া গুরুদেব শূদ্র—একথা বলেন, তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর অবজ্ঞাকারী কৃতঘ্ন অসুর। আমরা যেন কোন দিন আসুরিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণব-গুরুর চরণে অপরাধ না করি। আচার্য্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ গুরুস্ত্যাজ্য এব।"

আমরা অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমাদের যাবতীয় ধন, জন, পাণ্ডিত্য অচিরে বিধ্বংসিত হইবে।

শ্রী-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধিকারিগণ অসুর

শ্রীআলবন্দারু ঋষির স্তোত্র হইতে এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলি—

"মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাং।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না।"

শ্রীবকুলাভিরাম বা শ্রীশঠকোপ দাস শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হ'ন নাই। তিনি আলবন্দারু ঋষির পূর্ব্বপুরুষ। এই আলবন্দারু ঋষির শিষ্য কোটী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পূজিতচরণ ভগবদ্রামানুজাচার্য্য। এই সকল পড়িয়া শুনিয়াও যদি আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তিবলে ছয় গোস্বামীর কেহ শূদ্র ছিলেন, বলিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী-বংশে-জন্ম করিবার শ্লাঘা করিতে গিয়া যদি ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের যজ্ঞ-সূত্র অযোগ্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ছিঁড়িয়া দিবেন এবং সুশীতল চরণচ্ছায়ে আশ্রয়গ্রহণের কপটতা করিতে গেলে আমাদের গলদেশস্থ তুলসীমালিকা কাড়িয়া লইবেন এবং মূর্খতাবশতঃ নিজ-নামের সহিত "গোস্বামী" লিখন হইতে চিরদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হইব।

ক্রিয়াহীন জাতিগোস্বামিগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুর

গোস্বামি-কুলোচিত ক্রিয়া পরিহার করিয়া আমরা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই, তাহা হইলে শিশ্নোদর-পরায়ণ জানিয়া আমাদিগকে লোকে ঘৃণা করিবে। সামান্য কপর্দ্দকের লোভে ইন্দ্রিয়-তর্পণের পিপাসায় আমরা নিত্যকালের জন্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া যাইব এবং পিতৃকুলের তর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে ক্লেশ দিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

[যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর)

হে অন্তরঙ্গ ভক্তমহোদয়গণ ! কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে এই সূক্ষ্মপ্রভেদ দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষলাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদিগের যখন পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে ও তৎসঙ্গ লেশক্রমে কর্ম্মশ্রদ্ধা ও জ্ঞানশ্রদ্ধা দূরীভূত হয়, তখনই ভক্তির প্রাগ্‌ভাবরূপ ভক্তিবীজরূপা শ্রদ্ধা উদিত হয়। সে' শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্ম্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময়-ভাব কখনও হৃদয়ে আস্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিক্ত ও মিষ্টের প্রভেদ কেবল আস্বাদনদ্বারাই জানা যায়, বিচারদ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আস্বাদনান্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্ম্মাগ্রহিগণ যে হরিনামাদি করিয়া নৃত্য করেন, সে সমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত "দৈবাৎ সদ্‌ভক্তসঙ্গেন" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব-ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মাত্র, শুদ্ধভক্তি নয়। তাহাদের পুলকাশ্রু কেবল "ভোগ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক" প্রতিবিম্বমাত্র। তৎকালে তাহারা হয় স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিসন্ধি করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

বিপরীত তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চউপাসনা ও যোগমার্গের ঈশ্বর-প্রণিধানে লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটি উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের অনুগত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটী বৈষ্ণবশ্রেণী আছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নয়। ভক্তিসম্মত যে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন চারিটী শুদ্ধভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, যথা,—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাশ্চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।"

এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥"

পঞ্চোপাসনার্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। পাঁচটী উপাস্য দেবতারই যে কল্পিতমূর্ত্তি, তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনা সিদ্ধ হইলে চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই লভ্য হইবে। সেই সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাহাতে যে ভক্তি করা যায়, সে ভক্তি নিত্য নয়। বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস মাত্র, জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে ভক্তিবুদ্ধি করিলে কখনও ভক্তির কার্য্য হয় না। তাহাতে যদি কাহারও ভক্তিলক্ষণ পুলকাশ্রু দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক প্রতিবিম্ব মাত্র। পঞ্চোপাসকদিগের যেরূপ কল্পিত দেবমূর্ত্তিতে ভক্ত্যাভাস মাত্র হইয়া থাকে, যোগীদিগেরও বিরাড্ বা হিরণ্যগর্ভরূপ কল্পিত মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সেইরূপ পুলকাশ্রু হয়; সে সমুদায় প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস উন্নত হইয়া যে কখনও শুদ্ধভক্তিস্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না; যেহেতু তন্মধ্যে যে কর্ম্মজড়তা ও নির্ব্বিশেষচিন্তা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ তত্ত্বের সত্তালোপ হয়। নূতন করিয়া চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। সনক-সনাতন প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদিগণ এবং পরমজ্ঞানী শুকদেব যখন পূর্ব্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতঃ ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের

নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবনবলে তাঁহারা আমাদের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

অখিল তৃষ্ণাশূন্য মুক্তজীবসকল যাহা অন্বেষণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তিগণকেও যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী, শুদ্ধা ভক্তি যাহারা আস্বাদন করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয়? এ স্থলে উপলক্ষণে ইহাও নিশ্চিত হয় যে, যোষিৎসঙ্গ ও মাদকসেবনের দ্বারা যে ঔপাধিক সুখ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জগৎকে ভ্রষ্ট করিতেছে।

এখন ছায়া-ভক্ত্যাভাস বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ন্যায় ছায়া ভক্ত্যাভাস কুটিল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়, ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্ব্বদাই থাকে। ছায়াভক্ত্যাভাসের স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে,—

ক্ষুদ্রকৌতুহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল-দেশ-পাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা কচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা॥

ছায়া-ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎপরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। উক্ত ছায়া-ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতুহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী।

হরির প্রিয়কার্য্য, প্রিয়কাল, প্রিয়দেশ, প্রিয়পাত্রাদি-সঙ্গক্রমে কোন স্থলে হরিসম্বন্ধমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক স্বরূপতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেই হউক, অথবা দূরসম্বন্ধলব্ধ পঞ্চোপাসকেই হউক, ভাবচ্ছায়া কখনই প্রচুর ভাগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক ভাবচ্ছায়া একবার উদিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-ভর লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উন্নত হয়। পুনশ্চ শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তমভাবাভাসেরও ক্ষয় প্রাপ্তি হয়। ছায়া ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার,—

১। স্বরূপ-জ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস।

২। ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু-শক্তিজনিত ভক্ত্যাভাস॥

সাধক, সাধন ও সাধ্য—এতত্রয়ের যে স্বরূপজ্ঞান তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় নাই, অথচ সংসার-সমুদ্র পার হইবার বাসনা মাত্র জন্মিয়াছে, এমতস্থলে যে-ভক্তিলক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস; স্বরূপজ্ঞান হইবামাত্র ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধা ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও যতদিন শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় করতঃ স্বরূপজ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষা-গুরুপ্রদত্ত বস্তু-প্রভা উদিত হয় না। সুতরাং স্বরূপজ্ঞানাভাবে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি আচ্ছন্নভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্ব্বিশেষ ফলানুসন্ধান শিক্ষা করেন নাই এবং নিজনিজ ইষ্ট-মূর্ত্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্বৈভব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়াভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চো-পাসকান্তর্গত বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সবিশেষ বস্তুনিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক। তত্ত্বশিক্ষার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যতটা শুদ্ধবৈষ্ণবতার আশা থাকে, স্বীয় তত্ত্বশিক্ষার সহিত পঞ্চোপাসকের তত আশা নাই। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ যত কঠিন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের তত নয়। তবে যদি ভাগ্যক্রমে পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয় ও নির্ব্বিশেষ সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক মতে পুনরায় সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধভক্তি অন্বেষণ করিতে পারেন। 'ভক্তিসন্দর্ভ'-ধৃত দুইটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক

বৈষ্ণবের ছায়া ভক্ত্যাভাসের ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তিকথনে স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য ; যথা,—দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তে বৈ।

কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে যাঁহাদের প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আদি-বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—জন্মান্তর-সহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।

বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, শাক্তগণ ক্রমশঃ সৌরত্ব, সৌরগণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবগণ ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ সাদ্বতত্ত্ব বা নির্গুণ ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রবাক্যসমূহ-দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া-ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ ন্যূনতা হইতে স্থূলতা, লাভ করতঃ সৎসঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধা ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুশক্তিজনিত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্য। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-পদরেণু, বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্ত্তি, ক্ষেত্র, গঙ্গা, জয়ন্তী-তিথি প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞানবশতঃ ঐ-সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের স্থলবিশেষে মঙ্গল হয়। এমত কি, অপরাধ-রূপে তৎসংযোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয়। তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস। কোন ব্রাহ্মণ নিজবক্ষে ভগবন্মন্ত্রদ্বারা কবজ লিখিয়াছিলেন। কোন রাক্ষস ঐ ব্রাহ্মণকে আহার করিবার জন্য স্পর্শ করায় তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্তি উদ্দীপিত হন। কোন মূষিক তুলসী-সমীপে প্রদত্ত প্রদীপের বর্ত্তি অপহরণ-মানসে ঐ বর্ত্তি ধরিলে প্রদীপটা প্রজ্বলিত হইল। মূষিক তাহা দেখিয়া পলায়ন করে। মূষিক মৃত হইলে বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে যমদূতের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তুলসী-ক্ষেত্রে প্রদীপ-দানের ফল এইরূপ। কোন পরি-চারিকা জন্মাষ্টমীব্রত করিয়াছিল। ঐ দাসীর প্রভু সেই দাসীর সঙ্গ করায়, বৈষ্ণবসঙ্গের আভাসরূপ কার্য্যে তাহার ভক্ত্যাভাসজনিত ফলপ্রাপ্তি হয়। অন্যাভিপ্রায়ে ভগবন্মন্দির-মার্জ্জন-কার্য্যেও তদ্রূপ ফল লাভ হইয়াছে। অজা-মিলের কথা ত' প্রসিদ্ধই আছে। ভগবদ্ভক্ত্যাভাসের আভাসরূপ দৈবাৎ শিব-চতুর্দ্দশীপালনকারী ব্যাধেরও সদ্গতি শ্রুত হওয়া যায়। এইসমস্ত ইতিহাস মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে। শ্লোক উদ্ধার

করিতে গেলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়ে। ভক্ত্যাভাসের এবম্বিধ বিচিত্র ফল দৃষ্টি করিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এইসমস্ত ফল শুদ্ধা ভক্তির অতুল্য প্রভাব হইতেই জন্মে। জ্ঞান বা যোগ পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাইলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু ভক্তিদেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। তাঁহার প্রতি কেহ যেরূপেই হউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস আচরণ কর্ত্তব্যরূপে বিনীত হয় নাই। শুদ্ধা ভক্তিই আচরণীয়। যাঁহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং ছায়া-ভক্ত্যাভাসকে সদ্গুরু আশ্রয়পূর্ব্বক ভজনবলে অতিক্রম করতঃ শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্ববৈষ্ণবদাসের এইমাত্র সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন,—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদাত্তত্ত্ববিচারকৈঃ।
ভক্ত্যাভাসো দ্বিধা সোঽপি বর্জ্জনীয়ো রসার্থিভিঃ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উভয়প্রকার ভক্ত্যাভাস হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার-দ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া ভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিই জীবের আচরণীয়।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

—সানুনয় নিবেদন—

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কর্ম্মচারীবৃন্দের ধর্ম্মঘট ও অতিমাত্রায় বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্য নানারূপ প্রতিকূলতা তথা কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাহেতু পত্রিকা-প্রকাশনে বিলম্ব হওয়ায় সহৃদয় গ্রাহকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের সহায়-সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়। নিবেদন ইতি—

গৌরজন-কিঙ্কর—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

ভক্তপ্রবর-প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

শিশু বলে হের পিতা ঐ স্তম্ভ-মাঝে।
ভকত-বৎসল হরি ঐ বসে আছে॥
শিশুর এ-কথা শুনি অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া।
মুষ্ঠাঘাতে স্তম্ভটাকে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
ভীষণ গর্জ্জন করি অট্ট অট্ট হেঁসে।
দয়াময় বাহিরিল নরসিংহ বেশে॥
ভীষণ মূরতি হেরি দৈত্য কাঁপে ভয়ে।
ধরিলা তাহারে প্রভু অতি ক্রুদ্ধ হয়ে॥
লইয়া তাহারে প্রভু উঠিলা শূন্যেতে।
তথা গিয়া তারে রাখে আপন উরুতে॥
উরুতে রাখিয়া তারে নিজনখ দিয়া।
ভক্তিশূন্য দেহ তার ফেলিল চিরিয়া॥
পেট হ'তে নাড়ি সব বাহির করিল।
মালার মতন করি গলায় পরিল॥
ভক্তের উদ্ভব হয় সেই নাড়ি হতে।
তাই সে' নাড়ি পরে আপন গলাতে॥
ব্রহ্মার নিকটে দৈত্য যে-বর মাগিল।
অন্যথা না কৈল প্রভু সব রক্ষা কৈল॥
তবুত সেই দৈত্য অমর নাহি হৈল।
নরসিংহ-হস্তে তার মরণ হইল॥
হীনবুদ্ধি দৈত্যবর কিবা বুদ্ধি ধরে।
আপনাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উন্মত্ত হইল।
আপনার তত্ত্ব সব ভুলিয়া সে গেল॥
মোহে অন্ধ হয়ে সদা নিজে বড় মানে।
ভগবানে অতি তুচ্ছ ভাবে মনে মনে॥

জীবনিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলে গেল।
সেই দোষে প্রভু তার এ দুর্দ্দশা কৈল॥

এহেন মুরতি কেহ কভু নাহি দেখে।
ভয়ে ভীত হয়ে সবে স্তুতি করে তাঁরে॥
ব্রহ্মা-শিব-দেবগণ আর মুনিগণ।
কেহই না হইতে পারে তাঁর সমান॥

সম্বর সম্বর প্রভু তোমার এ-রূপ।
হেরিতে না পারি আর তোমার বিরূপ॥
ভুবন-ভুলান রূপ দেখা দাও হরি।
আমাদের মনস্কাম পূরাও শ্রীহরি॥

কিন্তু প্রহ্লাদ এবে নিঃসঙ্কিত মনে।
ভক্তিযুত হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে॥
বলে প্রভু দয়াময় মুই শিশু অতি।
বলিতে না জানি কিছু তোমার ভারতী॥

কৃপা করি কর যদি তুমি শক্তিদান।
তবে ত করিব আমি তোমার স্তবন॥
শিশুর এ-কথা শুনি দয়াময় হরি।
হাঁসিয়া কহেন তারে শান্তমূর্ত্তি ধরি॥

শুন ওরে প্রহ্লাদ প্রিয়ভক্ত মোর।
তোর লাগি হৈনু মুই হেন অবতার॥

ইচ্ছামত স্তব কর আমার আশীষে।
মনোমত বর চাহি লহ মোর পাশে॥

ভগবৎকৃপা পেয়ে ভক্ত চূড়ামণি।
অশেষে বিশেষ স্তব করিল আপনি॥
বলে, প্রভু যদি তুমি বর দিবে মোরে।
কৃপা করি উদ্ধারহ আমার পিতারে॥

না জানিয়া তব তত্ত্ব তোমারে নিন্দিল।
সেই হেতু তার প্রভু হেন গতি হৈল॥
হেন অভাজনে যদি কৃপা কর তুমি।
তবেত জানিব প্রভু কৃপাময় তুমি॥

প্রভু কহে শুন ওরে ভক্ত প্রহ্লাদ।
কেন তুমি মিছা ভয় গনিছ প্রমাদ॥
মোর হস্তে যেই প্রাণী নিধন হইল।
তার অধোগতি ওরে হয় কি কখন॥

প্রহ্লাদ বলে,—তবে এক বর কর দান।
জন্মে জন্মে পাই যেন তব পদে স্থান॥

প্রভু বলে শিশুকালে করিলি যে-সাধন।
তাহা দেখি বিস্মিত হইল ত্রিভুন॥

আমারে বাঁধিলি তুই ভক্তিডোর দিয়া।
তোর জন্য কাঁদে মোর বিগলিত হিয়া॥
জন্মে জন্মে হবি তুই মোর নিজজন।
অবশ্য পুরাব তোর মনের বাসন॥

এখন করহ তুমি স্বরাজ্য পালন।
অন্তিমেতে পাবে তুমি আমার চরণ॥
এই বলি প্রভু তবে স্বধামে চলিল।
ভক্তগণ হরি হরি বলিতে লাগিল॥
"এই ভাবে কত ভক্তজনে কর ত্রাণ।
পড়েছি ভীষণ কষ্টে কর পরিত্রাণ॥

প্রহ্লাদের থেকে মুই হই বড় দুঃখী।
শ্রীচরণছায়া দিয়ে কর মোরে সুখী॥

অল্পকাল কষ্ট পেয়েছে ভক্ত প্রহ্লাদ।
আজীবন কষ্ট পেয়ে গণিনু প্রমাদ॥

জন্ম-জন্মান্তর পাপ কত যে করিনু।
তার প্রতিফল এবে সদাই পাইনু॥
এ সঙ্কটে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই।
ত্বরা এসে তুমি মোরে দাওহে রেহাই॥

মায়াকুণ্ড-মাঝে সদা পড়ে আছি আমি।
সুশীতল পদ দিয়ে ত্রাণ কর তুমি॥
কত ভক্তে কতরূপে কৈলে তুমি ত্রাণ।
এবে তুমি মোরে প্রভু কর পরিত্রাণ॥

বাহিরে অন্তরে রহি কর ভক্তি দান।
যেন সতত হেরিতে পারি যুগল চরণ॥
প্রেমরসে ডুবে যেন তব গুণ গাই।
এসব যাতনা হ'তে তবে ত্রাণ পাই॥

আমি অতি হীনমতি অভাগীয়া নারী।
অন্তরের দুঃখ মোর জানাতে না পারি॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি হও অন্তর্য্যামী।
সকলিত জান প্রভু কি কহিব আমি॥

ভবাটবী মধ্যে আমি পড়েছি বিপদে।
উদ্ধার করহ মোরে রাখিয়া শ্রীপদে॥
ভবার্ণবে সদা আমি হাবুডুবু খাই।
তোমার করুণা বিনা কুল নাহি পাই॥

শ্রীচরণ-তরি দিয়ে কর মোরে পার।
তবেত জানিব তুমি দয়ার আঁধার॥

হস্ত বেষ্টনের মধ্যে রাখ যদি তুমি।
সকল বিপদে রক্ষা পাব তবে আমি॥

স্বজনাখ্যগণ সব কালসর্প সম।
দংশন করিছে সদা হৃদয়েতে মম॥

এ বিষের জ্বালা আমি সহিতে না পারি।
এ জ্বালা নিবৃত্তি কর নৃসিংহ-মুরারী॥
আর কত দিনে মোরে করুণা করিবে।
সংসার-যাতনা মোর কবে দূর হবে॥
এ সবের সঙ্গ হ'তে কবে মুক্তি দিবে।
সজ্জনের কাছে তুমি কবে নিয়ে যাবে॥
শুদ্ধচিত্তে হরিনাম করিব কখন।
অকপটে করিব আমি গৌর-ভজন॥
শ্রীগুরুর কৃপাবল কবে বা পাইব।
যুগলের সেবা আর কবে বা করিব॥
এ জীবন অস্তমিত হইতে চলিল।
দুষ্কর্ম্মের ফলে মোর কিছু না হইল॥
তুমি অতি দয়াময় এবে কৃপা করি।
মনের বাসনা মোর পুরাও শ্রীহরি॥
নতুবা আমারে তুমি তুলে নিয়ে যাও।
পরজন্মে ভক্তগৃহে জন্ম তুমি দিও॥
শৈশব হইতে যেথা ভক্তিশিক্ষা পাব।
প্রেমানন্দে যেথা আমি ভজন করিব॥
যেথা না থাকিবে মোর মায়ার বন্ধন।
সতত করিব আমি যুগল সেবন॥
অধম পতিতা বলে ঘৃণা না করিয়া।
কতদিনে উদ্ধারিবে শ্রীচরণ দিয়া॥
এমনস্থানে মোরে জনম দিও তুমি।
সেবা অধিকার যেন সদা পাই আমি॥
প্রভু তব পদযুগে এই নিবেদন।
অবশ্য ঘুচাবে মোর মনের বেদন॥"

—শ্রীমতী উষারাণী ভক্তিপ্রভা

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠার পর)

গৃহ-মধ্য হইতে পুঁথি আনয়ন-ছলে নিমাইয়ের বৈভব প্রকাশ

নিমাই ক্রমে ক্রমে চলিতে শিখিয়াছেন। একদিন পিতা মিশ্র-পুরন্দর নিমাইকে গৃহের ভিতর হইতে পুঁথি আনিবার জন্য বলিলেন। নিমাই পিতার আদেশমাত্রেই পুঁথি আনিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিমাইয়ের চরণে কোন নূপুর নাই, তথাপি নিমাইয়ের পাদচারণার তালে তালে নূপুরের ধ্বনি হইতে লাগিল। নিমাইয়ের শূন্যপদে নূপুরের শব্দ শুনিয়া তাঁহার পিতামাতা চকিত ও বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন। নিমাই গৃহ হইতে পুঁথি আনিয়া পিতাকে দিয়া খেলিতে গেলে পিতামাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ গৃহের মেঝেতে আরও অদ্ভুত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ;—

"সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ-চিহ্ন।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥" (চৈঃ ভাঃ)

শিশুর প্রতিটি চরণছাপে উক্ত অলৌকিক সৌভাগ্যরেখা ও চিহ্নসকল দেখিয়া মিশ্র পুরন্দর ও শচীদেবী বিস্ময়-বিস্ফারিত সজল নয়নে ও পুলকিত চিত্তে নিজেদের জন্ম সার্থক হইল মনে করিয়া বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। মিশ্র মহোদয় শচীদেবীকে কহিলেন,—বোধ হয় আমাদের গৃহস্থিত দামোদর-শালগ্রাম ঘরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাই এইরূপ নূপুরের ধ্বনি শোনা গেল ও এইসব চিহ্নাদি দৃষ্ট হইল। এইরূপ মনে করিয়া উভয়ে পরমানন্দে শালগ্রামের সেবা-পূজায় বিশেষভাবে নিরত হইলেন। প্রভু নিমাইকে তাঁহারা চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না দেখিয়া নিমাই মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

তৈর্থিক বিপ্রের নিকট নিমাইয়ের ভগবত্তার প্রকাশ

নিমাই সবেমাত্র পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। পরম সুকৃতিমান্ শ্রীবালগোপাল-উপাসক এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র তৈর্থিক বিপ্রকে যথোচিত সম্মান করিয়া মধ্যাহ্নে রন্ধনের জন্য দ্রব্য-সম্ভার আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া গোপালদেবকে নিবেদন করিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণ ধ্যানস্থ হওয়ামাত্র সর্ব্ব-ভূতান্তর্য্যামী শিশু-নিমাই আসিয়া বিপ্রের অন্ন এক গ্রাস ভক্ষণ করিলেন। শ্রীভগবান্ কেবল বিশুদ্ধ

ভক্তিদ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন। নিষ্কাম ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (গীঃ ৯।২৬)

কিন্তু বিপ্র তখন নিমাইকে শ্রীভগবান্ বলিয়া চিনিতে না পারায় হায় হায় করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের এই চাঞ্চল্যে বিপ্রের পাচিত অন্ন সেবা হইল না দেখিয়া জগন্নাথমিশ্র নিমাইয়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাড়না করিলে তৈর্থিক বিপ্র মিশ্রকে অনুনয় করিয়া শান্ত করিলেন। দ্বিতীয়বার সেই বিপ্র মিশ্রকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অন্ন রন্ধনপূর্ব্বক নিবেদন করিতে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে নিমাই শচীমাতার কাছে থাকিয়াও অন্তর্য্যামীসূত্রে তাহা জানিতে পারিয়া সকলকে তৎক্ষণাৎ মোহিত করিয়া বিপ্রসমীপে আসিয়া একমুষ্ঠি অন্ন গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বিপ্রের আর ভোজন হইল না। এবারও মিশ্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে বিপ্র মিশ্রকে নিবারণ করিলেন। বিপ্র তখন ভাগ্যে অন্ন নাই বলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের কাতর প্রার্থনায় বিপ্র উত্তম অন্ন পাক করিলেন। এইবার নিমাই শচীমাতা ও প্রতিবেশিনী নারীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিদ্রা-মগ্ন ছিলেন। সকলে ভাবিলেন, নিমাই নিদ্রিত থাকায় বিপ্রের নির্ব্বিঘ্নে ভোজন সমাপ্ত হইবে। কিন্তু এবারও যখন বিপ্র ধ্যানস্থ হইয়া অন্ন শ্রীগোপালদেবকে নিবেদন করিতেছিলেন, তখন নিমাই অন্তর্য্যামীসূত্রে তাহা জ্ঞাত হওয়ায় যোগনিদ্রা প্রভাবে সকলকে নিদ্রামগ্ন রাখিয়া নিজে বিপ্র-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সকলে নিদ্রিত থাকায় এবার নিমাইকে কেহ দেখিতে পাইলেন না। শিশু-নিমাই বিপ্রকে কহিলেন,—তুমি প্রতিবার ধ্যানস্থ হইয়া আমার মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে ডাকিতেছ। তোমার আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি প্রতিবারই আসিতেছি। তুমি আমাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ,—এইবার আমায় প্রত্যক্ষ কর।"—

সেইক্ষণে দেখে দ্বিজ পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-অষ্টভুজ রূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥

শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবনে দেখে—নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥" (চৈঃ ভাঃ)

অনন্তর নিমাইয়ের শ্রীহস্ত-স্পর্শে সেই তৈর্থিক বিপ্র সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন এবং নিমাইয়ের চরণে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই ব্রাহ্মণকে এই দৃশ্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া শিশুভাবে পূর্ব্ববৎ ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। এইভাবে তৈর্থিক বিপ্র একমাত্র অনন্য ভক্তি-দ্বারাই নিমাইয়ের ঐশ্বররূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। গীতায় শ্রীভগবান্ তাই জানাইয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীঃ ১১।৫৪)

ভক্ত তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এইবার অনন্যভক্তিবলে শ্রীভগবান্‌কে চিনিতে পারিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ নিমাইয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিপ্র ভাবাবেশে 'জয় বালগোপাল' বলিয়া হুঙ্কার করিতে থাকিলে সেই হুঙ্কার শ্রবণে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সকলে ব্রাহ্মণকে নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবান্ নিমাই শিশুকালে এইভাবে ভক্ত তৈর্থিক বিপ্রকে উদ্ধার করিলেন।

"অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥" (চৈঃ চঃ)

একাদশীদিনে ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য ভক্ষণ

একদিন নিমাই কেবলই ক্রন্দন করিতে থাকিলে তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য সকলে নানাভাব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিনাম শুনিলে নিমাই শান্ত হন ও হরিনাম গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে থাকেন। এদিন হরিনাম শুনিয়াও তিনি কিছুতেই শান্ত হন না। তাঁহার ক্রন্দনে সকলে ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে নিমাই বলিলেন,—আজ একাদশীদিনে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিতের নৈবেদ্য খাইতে দিলে তিনি সুস্থির হইবেন ও তাঁহার ব্যাধি দূর হইবে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিমাই ভক্ষণ করিতে চাহিতেছে শুনিয়া শচীমাতা দুঃখিত হইলেন। কিন্তু হিরণ্য-জগদীশ নিমাইয়ের এই অভিলাষ শ্রবণে সানন্দে জানাইলেন,—'এ' শিশুর দেহে নিশ্চয়ই গোপালদেব অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই কথা বলিতেছেন, নতুবা অদ্যই একাদশী তিথি এবং এই হরিবাসর-উপলক্ষে বহুতর নৈবেদ্যের আয়োজন হইয়াছে তাহা এই শিশু জানিবে কি প্রকারে?' অনন্তর হিরণ্য-জগদীশ নৈবেদ্য-উপহার তাঁহাকে অর্পণ করিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করিলেন। ভক্ত-নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্ এইভাবে গ্রহণ করিয়া হিরণ্য-জগদীশের কল্যাণ করিলেন।

"ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে॥"—(চৈঃ চঃ)

প্রতিবেশীদের গৃহে নিমাইয়ের চাঞ্চল্য

নিমাই ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন। কাহারও ঘরের দুগ্ধ চুরি করিয়া পান করেন, কাহারও ঘরে ঢুকিয়া অন্ন খাইতেন। যাহার ঘরে কিছু খাইবার সামগ্রী না পাইলে তাহার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া আসেন। কাহারও ঘরে শিশু থাকিলে শিশুটিকে কাঁদাইতেন। কেহ নিমাইয়ের এই সমস্ত উপদ্রব দেখিতে পাইলেই তিনি ছুটিয়া পলাইতেন। তাঁহার এই সব উপদ্রব দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা শচীমাতার নিকট নালিশ করিলে তিনি বলিলেন,—'নিমাই যাহাতে আর উপদ্রব না করে, সেজন্য এবার তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব।' ইহাতে প্রতিবেশিনীরা দুঃখিত হইয়া বলিল,—'দিদি, নিমাইয়ের সামান্য অত্যাচার আমাদের ভালই লাগে। তবে সে মাঝে মাঝে বড় দুরন্তপনা করে বলিয়া তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম। আমাদের দিব্যি রহিল—তুমি তাহার কোমল হস্ত বন্ধন করিবে না বা

তাহাকে প্রহার করিবে না। শচীদেবী নিমাইয়ের এই প্রীতি-মূলক অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণে হাসিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের চাপল্যে প্রতি-বেশিনীরা অভিভূত হইয়া অন্তরে বড়ই সন্তুষ্ট হইত। নিমাই কাহারও বাড়ী না গেলে বা কেহ কোনদিন নিমাইকে না দেখিতে পাইলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

"এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায়॥"—(চৈঃ চঃ)

চোর যাহার দ্রব্য চুরি করে তাহার ক্ষতি ও দুঃখ হয়। আর ভগবান্ যাহার দ্রব্য চুরি করেন, তাহার কল্যাণ ও সুখ হয়। জাগতিক দৃষ্টিতে নিমাইয়ের এই অপরের দ্রব্যাপহরণ অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধারণা হইলেও ভগবানের চুরি আর সাধারণ চোরে চুরি কখনই সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। চোর তাহার নিজের লাভের জন্য চুরি করায় সে মহাপাতকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আর ভগবান্ ভক্তের দ্রব্য চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাহার দিকে টানিয়া লয়েন। ফলে সংসারের আসক্তি ক্ষয় হওয়ায় ভক্ত নিত্যকালের জন্য ভগবচ্চরণে স্থান পাইয়া থাকেন। আর ভগবান্ অন্তর্য্যামীসূত্রে প্রতি জীব-হৃদয়ে বিরাজমান থাকায় প্রতি-জীবের সামগ্রী তাঁহারই, সুতরাং তাহা গ্রহণে কোন দোষে লিপ্ত হন না। তাহা ভক্তের দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করেন,—ইহাই তাঁহার ভক্ত-বৎসলতা। নিমাই পূর্ব্বে ব্রজের ঠাকুররূপে বাল-চপলতা বশে এইরূপ চুরি করিতেন। চৌর-চূড়ামণি ব্রজের ঠাকুর সম্পর্কে কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে,—

"ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকুলচৌরম্।
অনেকজন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥"

নিমাইয়ের হাতে খড়ি

শুভদিনে শুভক্ষণ দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের হাতে খড়ি দিলে তিনি দৃষ্টিমাত্রে সমস্ত অক্ষর শিখিয়া দিলেন। তাঁহার এই প্রতিভাদর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন। দু'তিন দিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত অক্ষর চিনিতে ও পড়িতে শিখিয়া কৃষ্ণের নাম-মালা লিখিতে শুরু করিলেন।

"শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম সুকৃতি দেখে সর্ব্ব-নদীয়ায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গা-ঘাটে বিপ্রগণ সকাশে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য

একদিন নদীয়ার কতিপয় বিপ্র গঙ্গা-স্নানের সময় নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে জগন্নাথমিশ্রের নিকট অভিযোগ করিলেন। মিশ্র তাঁহাদের নিকট শুনিলেন, নিমাই গঙ্গা-ঘাটে স্নানে গিয়াছে। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য মিশ্র কুপিত হইয়া গঙ্গাঘাট-পথে রওনা হইলে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্য শিশুগণ সহ গঙ্গার জলে শান্ত-শিষ্টের মত স্নান করিতে লাগিলেন। কুমারীগণও নিমাইয়ের চপলতার জন্য মিশ্রকে জানাইলে মিশ্র আরও ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইকে মারিতে ধাবিত হওয়ায় কুমারীগণ নিমাইয়ের প্রতি স্নেহবশতঃ তাড়াতাড়ি ঘাটে আসিয়া নিমাইকে পলাইয়া যাইতে বলায় নিমাই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে সে-স্থান ত্যাগ করিলেন এবং সঙ্গী শিশুদের বলিলেন,—'পিতা আসিলে তাঁহাকে জানাইবে যে, 'নিমাই স্নানে না আসিয়া পড়াশুনা করিয়া এই পথেই বাড়ী গিয়াছে।' অতঃপর মিশ্র ঘাটে আসিবামাত্র কুমারীগণ পলায়ন করিলে শিশুগণের নিকট জানিলেন যে, নিমাই স্নানে না আসিয়া বাড়ী গিয়াছে। তখন বিপ্রগণ নিমাইয়ের প্রতি বাৎসল্য স্নেহবশতঃ ক্রুদ্ধ মিশ্রকে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—

"কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা' স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে বসে।
কি করিতে পারে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন॥
কোটী অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবে তারে থুইবাঙ্ হৃদয় উপরে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

মিশ্র তখন তাঁহার পুত্রের প্রতি বিপ্রগণের প্রগাঢ় স্নেহ দেখিয়া কহিলেন,—'নিমাই শুধু আমারই পুত্র নহে, আপনাদের সকলের পুত্র-বোধে তাহার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিবেন—এই প্রার্থনা।' অনন্তর বিপ্রগণের সহিত কোলাকুলি করিয়া মিশ্র গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়াই দেখিলেন নিমাই পাঠশালা হইতে কালিমাখা অবস্থায় পুঁথি-পত্র লইয়া অন্যপথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গে আদৌ স্নান-চিহ্ন না দেখিয়া মিশ্র আশ্চর্য্যান্বিত

হইলেন। নিমাই পুঁথি-পত্র রাখিয়া স্নানের জন্য বহির্গত হইলে মিশ্র ও শচী-দেবী ভাবিতে লাগিলেন,—

"যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেই মত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ।
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥"—(চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গাস্নানরত নিমাই গঙ্গা-ঘাট হইতে পিতামাতার নিকট শুষ্কবস্ত্রে হাতে পুঁথি সহ সর্ব্বাঙ্গে ধূলায় ধূসরিত অবস্থায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এই অলৌকিকত্বে বিমুগ্ধ হইলেন। তথাপি তাঁহারা বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে পুত্র নিমাইয়ের এই অলৌকিকত্ব ভুলিয়া গেলেন।

নিমাইয়ের যজ্ঞসূত্র ধারণ

নিমাইয়ের যজ্ঞোপবীতের কাল উপস্থিত হইলে মিশ্র তাঁহার বন্ধুবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া শুভদিন ও শুভক্ষণ ধার্য্য করিলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদপাঠ, কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-মাধ্যমে তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণের ব্যবস্থা করিলেন। নিমাই সহসা সেই সময় সর্ব্বসমক্ষে বামনরূপ ধারণ করিলেন।

"হৈলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্যতেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নরজ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

সর্ব্বাগ্রে মাতৃদেবী নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিলেন। ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী সকলে দ্বিজপত্নীরূপ ধারণ করিয়া তৎকালে নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। সমবেত সকলে যথাশক্তি ভিক্ষা দিলেন। যজ্ঞোপবীতকালে নিমাইয়ের বামনরূপ-লীলা ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। সকলে 'জয় শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ভীষ্মের নির্য্যাণ

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সমাপ্ত। সেই কুরুক্ষেত্রভূমিতে দেখা যাইতেছে যে, এক জায়গায় শুভ্র কাশবন, সেই কাশবনের অভ্যন্তর হইতে কে যেন কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতেছেন। 'হে আকাশ, হে বাতাস, তোমরা যদি আমার প্রাণ-বল্লভের দর্শন পাও, তাহা হইলে আমার কথা বলিও, তিনি যেন একটীবার আমাকে দর্শন দেন'—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করিতেছিলেন; কিন্তু দেখা গেল সত্যিকার তাহা কাশবন নহে। তীরবিদ্ধ অবস্থায় ভীষ্মদেব উত্তরায়ণের অপেক্ষায় আছেন। তীরের পশ্চাদ্ভাগে যে-পালক লাগানো ছিল তাহাই দূর হইতে কাশবনের মত দেখা যাইতেছিল। ভীষ্মদেব ছিলেন ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রাপ্ত।

এদিকে যুদ্ধবিজয়ের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সুষ্ঠুভাবেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। একদা কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিকট হইতে বিদায় লইবার বক্তব্য রাখিলেন। কেহই তাঁহাকে বিদায় দিতে ইচ্ছুক না হইলে কৃষ্ণ কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন,—"মাত! আজ বহুদিন দ্বারকা ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি দ্বারকায় ফিরিয়া যাই।" মাতা কুন্তী বলিলেন,—"কৃষ্ণ, তুমি যদি সত্যই যাইতে চাও; তাহা হইলে আমাকে একটি বর দিয়ে যাও।" তদুত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন,— মাত! তুমিও আমাকে ভগবান্ মনে করিয়াছ, তাহা না হইলে তুমি আমার নিকট বর চাইতে পার? মা কুন্তীদেবী কিছুতেই ছাড়িবেন না, তাই বর চাইলেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ পুনর্ভবদর্শনম্॥

হে কৃষ্ণ! যে-সকল বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে তোমার দুর্ল্লভ দর্শন ঘটে। আমাদের সেই সমস্ত বিপদ যেন চিরদিনই উপস্থিত হয়; তাহা হইলে আমরা সর্ব্বদাই তোমার দর্শনানন্দ লাভ করিতে পারিব। কৃষ্ণ হাসিলেন। কুন্তীদেবীর বর প্রার্থনা শুনিয়া ভীম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সখেদে বলিলেন, 'মা! আমরা কত দুঃখ অতিবাহিত করিয়া অনন্তর একটু সুখানুভব করিতেছি; তুমি আবার সেই দুঃখকে আবাহন করিতেছ!'

তদনন্তর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক দ্বারকা-প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, যুদ্ধে যে-সমস্ত স্ত্রীগণ পতি-পুত্র হারাইয়াছেন, যে-সকল ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন—

স্ত্রীণাং মদ্ধত বন্ধুনাং দ্রোহো যোষা বিহোত্থিত।
কর্ম্মভি গৃহমেধীয়েনাহং কল্পো ব্যপহিতুম্ ॥

যুধিষ্ঠির মহারাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ দমন করা হয় তাহা হইলে যুদ্ধে স্ত্রীগণ কিছু নিহত হইবেন। স্ত্রী-বধ হেতু আমাকে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কি উপায়ে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, তাই সকল বিপদহারী মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। দয়াময় শ্রীহরি উপদেশ দিলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আহত হইয়া শরাশনে ভীষ্মদেব উত্তরায়ণের অপেক্ষায় আছেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব। যে-সমস্ত স্ত্রীগণ বিদ্রোহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও ইহা জানানো হউক। ভীষ্মদেবকে দর্শন করার অভিপ্রায় অবগত হইলে তাঁহারাও সেই স্থানে যাইবেন। যদি ভীষ্মদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন তাহা হইলে প্রকারান্তরে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের পরামর্শ মত সৈন্যসামন্ত সাজাইলেন। অশ্বারোহী পদাতিক ইত্যাদি বহু সৈন্য প্রস্তুত করা হইল। সকলে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে ভীষ্মদেবকে দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের বিরাট সৈন্য-বাহিনী দর্শন করিয়া ও ভীষ্মদেবকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী রমণীগণ হিংসাত্মক ভাব পরিহারপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির মহারাজের সহিত কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলেই ভীষ্ম-সকাশে উপনীত হইলেন। মাতা কুন্তীদেবী ভীষ্মদেবের শ্রীচরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলে ভীষ্মদেব চমকে উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে'? কুন্তীদেবী বলিলেন,—'আমি পাণ্ডব-জননী কুন্তী'। ভীষ্মদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন, মনে হয় প্রাণবল্লভের দর্শন পাব না! এরপর এলেন যুধিষ্ঠির মহারাজ। ভীষ্মদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে'? কুন্তীদেবী জানাইলেন, পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির। অতঃপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিলেন। পরপর সকলেই প্রণাম করিলেন। ভীষ্মদেব ভাবিতেছেন,

এদের সহিত কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু কই এলেন না তো! তিনি আরও ভাবিলেন,—কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিবেন না, কারণ আমি তাঁর সুকোমল শ্রীঅঙ্গে শরাঘাত করিয়াছি, তাই তিনি আমাকে দর্শন দিচ্ছেন না। সেই সঙ্গে তাঁহার মনে পড়ল, কোনও একদিন যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের প্রবল পরাক্রমে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য নিহত হইলে কৌরবাগ্রজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, পিতামহ! আপনি থাকাতে আমাদের পরাজয় হইল, নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের অধিক স্নেহ করেন * * * ইত্যাদি শ্লেষবাক্যে তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। ইহাতে ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের সম্মুখেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আগামী কল্যই অর্জ্জুনকে নিহত করিব"। ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন আনন্দিত হইলেন। কারণ অর্জ্জুন নিহত হইলে কৌরবদের জয় সুনিশ্চিত। পরদিবস যুদ্ধ-কাল সমাপ্ত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্মদেব বিরতি-শঙ্খ বাজাইলেন। তিনি শঙ্খ বাজাইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুনের রথকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিরতির শঙ্খ-নিনাদ শুনিয়া সকলেই অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছেন। এমন সময় কৃষ্ণ দেখিলেন, ভীষ্মকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র রথী অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। (রথী—অর্জ্জুন, সারথি হলেন কৃষ্ণ) তাই কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, সখা! এই কয়েক দিবস তুমি রথী হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিলে, এখন এই বিরতির সময় আমি রথী হই আর তুমি সারথি হও। অর্জ্জুন রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনের হস্তোপরি পদার্পণপূর্ব্বক রথে উপবেশন করিলেন। এদিকে ভীষ্মের বাণ আসিয়া দেখিলেন রথী অর্জ্জুন নাই, কৃষ্ণ আছেন। বাণ বিমুখ হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের ভীষণ বাণ স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিলেন (বাণের উদ্দেশ্য রথীকে বিনাশ করা।) এদিকে কৌরব-শিবিরে আনন্দোৎসব হইতেছে; কারণ তাহাদের ধারণা ভীষ্মের অব্যর্থ বাণে অর্জ্জুন অবশ্যই হত হইয়াছেন; অতএব জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তৎপরদিবসে অর্জ্জুন রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন বিস্মিত হইলেন। —এইসকল ঘটনা ভীষ্মের স্মৃতি-পটে জাগরিত হইতেছে, ঠিক এমনি এক সময় তিনি কাহার যেন সুন্দর, মৃদু-কোমল হস্ত-স্পর্শে হঠাৎ চমকে উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁরই বহু আকাঙ্ক্ষিত, চির-অভিলষিত দেব-দুর্ল্লভ সেই হৃদয়-বল্লভই স্পর্শপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান। সজলনয়নে তিনি কৃষ্ণের নিকট বারম্বার

সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে করুণাময়! আমি কত অন্যায়, কত অপরাধ করিয়াছি, তোমার সুন্দর-কোমল-শ্যাম-অঙ্গে আমি নিষ্ঠুর-শর সংযোজন করিয়াছি * * *।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিলেন, আপনারা যে-উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহা ভীষ্ম-সমীপে ব্যক্ত করুন। যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত বিনম্রভাবে স্ত্রীগণের বিদ্রোহের কথা ভীষ্মদেবের নিকট নিবেদন করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভীষ্মদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই যুধিষ্ঠিরাদির অনুগমনপূর্ব্বক জীবন-নির্ব্বাহ করিও। জানিও,যথা ধর্ম্ম তথা জয়। এদিকে উত্তরায়ণ সমাগত দেখিয়া তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, প্রভু কৃপা করে যখন দর্শন দিলে, তখন একবার তোমার ভুবনমোহন শ্যামরূপ দর্শন করাও। ভগবান্ সেইরূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে অপলক নয়নে দর্শন করিতে করিতে ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শাস্ত্রোক্ত দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্মদেব পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রয়াণে তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবান্ কৃষ্ণের ভুবনমোহনরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

যং যং বাপী স্মরণ-ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিত॥

অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকালে যে-চিন্তা করিয়া মরিবেন, তিনি সেই সেই গতিই প্রাপ্ত হইবেন। আমরা যদি মৃত্যুকালে সেই করুণাময় ভগবান্কে দেখিতে বা পাইতে আশাকরি, তাহা হইলে কাল-বিলম্ব না করিয়া সদ্য-সদ্যই ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া সৎপথে চলিতে পারিলে আমাদের চলার পথ সুগম হইবে।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মধ্বের সিদ্ধান্ত পঞ্চক

(ক) জীবেশ্বরে ভেদ

স্বষ্ট জীবের সহিত বিষ্ণুর অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভেদ। "ব্রহ্মই অবিদ্যা উপাধিবশতঃ জীবাদিরূপে প্রতীত হন", —ইহা দুষ্ট মত। ব্রহ্ম—পরম-মহৎ-পরিমাণ, আর জীব অণুপরিমাণ; ব্রহ্ম—সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত, আর জীব—দোষপূর্ণ; ব্রহ্ম—অনন্তগুণ, আর জীব—পরিমিতগুণ; ব্রহ্ম—নিত্যমুক্ত, আর জীব—সংসার-বদ্ধ;—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর অভেদ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। মুক্তিতেও জীব-ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বিরাজিত। তখনও জীব ভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর নিত্য-সেবা করিয়া থাকেন।

(খ) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ

বদ্ধজীব—সংসারে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, ইহাদের পরস্পর ঐক্য নাই। মুক্তজীব—মুক্তিতে একস্থানে প্রবেশ করেন মাত্র; তাঁহারা মুক্তাবস্থায়ও 'যোগ্যতানুসারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের পরস্পর সেবা-সুখাদির মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান। তবে যে কোথায় কোথায়ও মুক্তিতে সকলেই এক হয়, ("সর্ব্বে একীভবন্তি"—শ্রুতিঃ) শাস্ত্রে এইরূপ কথা লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যেমন যদি বলা হয়,সায়ংকালে গাভীসমূহ গোষ্ঠে একীভূত হইয়াছে। সেস্থানে যেমন 'একীভূত' শব্দের দ্বারা অত্যন্ত অভেদ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলের একস্থানে সমুপস্থিতি বা সম্মেলনই বুঝাইয়া থাকে, মুক্ত জীবগণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অথবা যদি বলা হয়, রাজন্যবর্গ এক হইয়াছে; এইরূপ উক্তিতে যেমন রাজন্য-বর্গের অত্যন্ত অভেদ কল্পনা করা অজ্ঞতামাত্র, পরন্তু এইস্থানে পূর্ব্বে রাজন্যবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, এখন 'একমত' হইয়াছেন বা একপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন—এইরূপ বুঝায়, তদ্রূপ মুক্তাবস্থাও জীবগণ সকলেই বিষ্ণুর সেবাতে একমত হইয়া বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

(গ) ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ : ঈশ্বর—জ্ঞানাত্মক নিত্য ও নির্ব্বিকার; কিন্তু জড়—জ্ঞানশূন্য, নশ্বর ও বিকারী। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বস্তুর কখনই অভেদত্ব সাধিত হইতে পারে না।

(ঘ) জীবে জড়ে ভেদ : জীব—জ্ঞ নাত্মক, তাঁহার সহিত অজ্ঞানাত্মক জড়ের ঐক্য হইতে পারে না।

(ঙ) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ : বিষ মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে, আর অমৃত জীবন দান করে। বিষ—তিক্ত, আর গুড়—মধুর, এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব বিশিষ্ট জড়বস্তুর মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয়; সুতরাং এরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্ত জড়বস্তু কখনই অভেদ নহে।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই সেবকবৃন্দ কম-বেশী পরিমাণে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তবে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর থানার সন্নিকটস্থ শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে এই উৎসব বাৎসরিক মহোৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপীত হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিভ্রাজক প্রচারক পূর্ব্ব হইতেই শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিতে গৌর-কথা প্রচার করেন ও উক্ত মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আবেদন জানান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল যাইবার পথে এই স্থানে এসে যবন-রাজকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এইস্থলে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা-উপলক্ষ্যে এই মঠে বাৎসরিক উৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়া থাকে।

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১০।৬।৭৯) রবিবার দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল-আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা-প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়। পরে পূর্ব্বাহ্লান্তে স্নান-যাত্রা-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি উপকরণ সহযোগে ভোগ নিবেদিত হইলে উপস্থিত সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও একটু আলোচনার বিষয় এই যে, উক্ত পিছলদা মঠের সন্নিকটস্থ কোটালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার পড়ুয়া মহাশয় এই মঠের নিত্য সেবা-পূজার জন্য ৫০০১৲ টাকা এবং অত্রস্থ শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে সাবড়া বেড়িয়া গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী গিরীবালা দাসী ৪৫০১৲ টাকা দান করেন। তাঁহাদের এইরূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা-প্রবণতা ধন্যবাদার্হ।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৯ই আষাঢ়, ১৩৮৬ (ইং ২৪।৬।১৯৭৯) রবিবার হইতে ১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৬ (ইং ৪।৭।৭৯) বুধবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬; ইং ১।৬।৭৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **৯ই আষাঢ়** (ইং ২৪।৬।৭৯), রবিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১০ই আষাঢ়** (ইং ২৫।৬।৭৯), সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১১ই আষাঢ়** (ইং ২৬।৬।৭৯), মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা**-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। **১২ই আষাঢ়**, ২৭ জুন, বুধবার হইতে **১৪ই আষাঢ়**, ২৯ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১৫ই আষাঢ়** (ইং ৩০।৬।৭৯), শনিবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

৬। **১৬ই আষাঢ়**, ১ জুলাই, রবিবার হইতে **১৮ই আষাঢ়**, ৩ জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১৯শে আষাঢ়** (ইং ৪।৭।৭৯), বুধবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।** পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অশুভ তৎপরতা ও সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের পূর্ব্বাভাষ পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা হেতু গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের দিন পূর্ব্ব-সূচীতে সেবা-পঞ্জী-অনুসারে দিবসের অগ্রভাগে করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, পরিশেষে মধ্যাহ্নে এই অনুষ্ঠান উদযাপিত করা হয়।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ১২ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭৯) বুধবার দিবা ৩টা হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুসজ্জিত রথে আরূঢ় করা হইলে সহস্র সহস্র নর-নারীর 'জয় জগন্নাথদেব কি জয়'—ধ্বনি নিনাদিত হইতে থাকে; সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সর্ব্বাগ্রে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেন। পরে ভক্তগণের কীর্ত্তন-ধ্বনি ও আকর্ষণ সহযোগে রথ ধীর-মন্থর গতিতে গুণ্ডিচা-মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রথখানি শহরের থম-থমে ভাবকেও প্রবল উল্লাসের স্রোতে ভাসাইয়া বিশেষ বিশেষ রাস্তা অতিক্রম করত জন-সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। গৃহের দ্বারে দ্বারে পুষ্প-উপায়ন প্রভৃতি লইয়া প্রভুর কৃপা লাগিয়া কতজন যে প্রতীক্ষমান তার যেন ইয়ত্বা নাই। অন্য দিকে বৈষ্ণব-গণ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে উদ্দণ্ড নর্ত্তন-কীর্ত্তনে বিভোর। এর মধ্যেই রথ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্‌ছে—সে দৃশ্য অভিনব—প্রাণবন্ত। তখন প্রায় ৬টা, ফাঁসিতলা ঘাটের উপকণ্ঠে শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপে উপনীত হন। এখানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অষ্টরাত্রি অবস্থান করিয়া নবম দিনে পুনঃ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্তজন-হৃদয়ে 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই',—এই যে ভাব, তাহারই অভি-ব্যক্তরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র ব্যতীতও বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন। এমন কি পুনর্যাত্রাকালেও সেই ভাবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। ব্রজরস-রসিকশেখর শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণের প্রীতিই রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮৬ { ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ

প্রদ্যুম্ন, ৮ শ্রীধর, ৪৯৩ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮৬; ইং ১৭।৭।১৯৭৯

৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্‌

(শ্রীমদ্রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিতম্‌)

হরিণী হরিণীনেত্রা রঙ্গিণী রঙ্গিণীপ্রিয়া।
রঙ্গিণীধ্বনিনাগচ্ছৎস্বরঙ্গধ্বনি-হাসিনী ॥৩১॥

বিষ্ণুশক্তিস্বরূপা বিশাখা মৃগনয়না, নৃত্যগীতানুরক্তা, রঙ্গিণীনামক হরিণীর প্রিয়া ও রঙ্গিণীর শব্দোত্থিত গীতে হাস্যযুক্তা ছিলেন ॥৩১॥

বদ্ধনন্দীশ্বরোৎকণ্ঠা কান্তকৃষ্ণৈককাঙ্ক্ষয়া।
নবানুরাগ-সম্বন্ধ-মদিরোন্মত্তমানসা ॥৩২॥

নবানুরাগসম্বন্ধরূপ সুরাপানোন্মত্তচিত্তে একমাত্র কান্ত কৃষ্ণকে প্রাপ্তির আশায় নন্দীশ্বর পর্ব্বতগমনে বিশাখা বিশেষ ব্যাকুলা ছিলেন ॥৩২॥

মদনোন্মাদি-গোবিন্দমকস্মাৎ প্রেক্ষ্য হাসিনী।
লপন্তী রুদতী কম্প্রা রুষ্টা দষ্টাধরাতুরা ॥৩৩॥

হঠাৎ মদনোন্মত্ত গোবিন্দকে দর্শনকরতঃ বিশাখা হাস্য, প্রলাপ, রোদন, কম্প, রোষ, অধরদংশন ও আর্ত্তি প্রদর্শন করেন ॥৩৩॥

বিলোকয়তী গোবিন্দে স্মিত্বা চারুমুখাম্বুজম্।
পুষ্পাকৃষ্টিমিষাদূর্দ্ধে ধৃতদোর্মূলচালনা ॥৩৪॥

বিশাখা গোবিন্দকে দর্শন করিবামাত্র মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া পুষ্প-আহরণ-ছলে সুন্দর মুখপদ্ম ঊর্দ্ধে ধারণকরতঃ বাহুমূল চালনা করিতেন ॥৩৪॥

সমক্ষমপি গোবিন্দমবিলোক্যেব ভাবতঃ।
দলে বিলিখ্য তন্মূর্ত্তিং পশ্যন্তি তদ্বিলোকিতাম্ ॥৩৫॥

বিশাখা গোবিন্দকে সম্মুখস্থ দর্শন করিয়াও যেন তিনি দৃষ্ট হন নাই এইভাববশতঃ পদ্মদলে তাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার নয়নভঙ্গী দর্শন করিতেছিলেন ॥৩৫॥

লীলয়া যাচকং কৃষ্ণমবধীর্য্যেব ভামিনী।
গিরীন্দ্রগহ্বরং ভঙ্গ্যা পশ্যন্তি বিকসদৃশা ॥৩৬॥

লীলানিবন্ধন যাচক কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া কোপনস্বভাবা বিশাখা ভঙ্গী-সহকারে বিকসিত নেত্রে গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনগহ্বর দর্শন করিতেছিলেন ॥৩৬॥

সুবলস্কন্ধ-বিন্যস্ত-বাহৌ-পশ্যতি মাধবে।
স্মেরা স্মেরারবিন্দেন তমালং তাড়য়ন্ত্যথ ॥৩৭॥

সুবলের স্কন্ধে হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া মাধব দর্শন করিতে থাকিলে পর মৃদুমন্দহাস্যযুক্তা বিশাখা সহাস্যপদ্মদ্বারা তমালকে তাড়না করিতেছিলেন ॥৩৭॥

লীলয়া কেলিপাথোজং স্মিত্বা চুম্বিত-মাধবে।
স্মিত্বা ভালাত্তকস্তুরী-রসং ঘ্রাতবতী সকৃৎ ॥৩৮॥

লীলাবশতঃ কেলিপদ্মকে হাস্যসহকারে মাধব চুম্বন করিলে ললাটস্থিত কস্তুরীরস বিশাখা একবারমাত্র আঘ্রাণ করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহা।
সখী-প্রণয়-সদ্গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভা ॥৩৯॥

বিশাখা মহাভাবোজ্জ্বল চিন্তারত্নকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত-বিগ্রহবিশিষ্টা ছিলেন। অধিকন্তু সখী-প্রণয়রূপ সদ্‌গন্ধদ্বারা সুগন্ধিযুক্ত ও সুপ্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥

কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতা গ্লপিতেন্দিরা ॥৪০॥

করুণতারূপ অমৃততরঙ্গে, যৌবনরূপ অমৃতধারায় ও সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতবন্যায় স্নাত হইয়া বিশাখা লক্ষ্মীদেবীকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥৪০॥

হ্রীপট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গী সৌন্দর্য্যঘুসৃণাচ্চিতা।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরা ॥৪১॥

লজ্জারূপা পট্টবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, সৌন্দর্য্যসিন্দূরকর্ত্তৃক অর্চ্চিত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণকস্তুরীদ্বারা বিশাখার দেহ বিচিত্রিত ছিল ॥৪১॥

কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ স্বেদ-গদ্‌গদ রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥৪২॥

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদ, রক্ততা, উন্মাদ ও জাড্য—এই উত্তম নয়টি রত্নদ্বারা বিশাখা অলঙ্কৃতা হইয়াছেন ॥৪২॥

ক্লৃপ্তালঙ্কৃতি-সংশ্লিষ্টা গুণালী-পুষ্পমালিনী।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাসঃ-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতা ॥৪৩॥

বিশাখা গুণরূপাসখিকর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছিলেন এবং ধীরাধীরা স্বভাবরূপ সদ্বস্ত্র ও পট্টবাসদ্বারা পরিষ্কৃত হইয়াছেন ॥৪৩॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লা সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকা ॥৪৪॥

বিশাখা প্রচ্ছন্নমানরূপকবরীযুক্ত, সৌভাগ্যরূপ তিলকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত ও কৃষ্ণনাম-যশঃ শ্রবণরূপ কর্ণভূষণ-পরিহিত ছিলেন ॥৪৪॥

রাগতাম্বুলরক্তৌষ্ঠী প্রেমকৌটিল্যকজ্জলা।
নর্ম্মভাষিত-নিস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতা ॥৪৫॥

রাগরূপতাম্বুলরঞ্জিত-ওষ্ঠযুক্তা, প্রেমকুটিলতারূপ কজ্জলান্বিতা নর্ম্মভাষণ-মণ্ডিতা ও মৃদুহাস্যরূপ কর্পূরদ্বারা বিশাখা সুবাসিতা ছিলেন ॥৪৫॥ **(ক্রমশঃ)**

কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্ব-কারণ-কারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যাবস্থ অব্যক্তপ্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূল-সূক্ষ্ম-পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডত্বের প্রতিকূল খণ্ডত্বভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক-পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ—কার্য্য-কারণ-বাদের অতীত

দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে-কারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগ্‌ধারায় যে-কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যে-স্থলে কার্য্য-কারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণতত্ত্ব খণ্ডন

ইতিহাসজ্ঞ তাঁহাকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের

'নাম-নামী অভিন্ন'-বিচারের উদ্দিষ্টবস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্তধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকামদুঘ। তাঁহার নাম রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন; এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান।

কৃষ্ণ—অজ ও স্বেচ্ছায় ভক্তের নিকট প্রকাশমান

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোম-ভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎ-প্রপঞ্চের স্থূল-সূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভূ‌র্ত ও বহির্ভূ‌র্ত—বহিরন্তরের মধ্যে অনুস্যূত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য, অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা। তিনি অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্ব্বদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবল যোগ্যতা লইয়া সুপ্ত নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে।

কৃষ্ণ—ত্রিবিধশক্তিমান্ ও অসমোর্দ্ধ

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ডভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গ-ন্যায় মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তন্মাত্রতা-ভাব ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান-লাভ ঘটে, তাহার সর্ব্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্যবস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮) বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

কৃষ্ণ—যাবতীয় রসের অধিদেবতা

কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত। কৃষ্ণ—বাল-**বালগোপাল** এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলে একমাত্র উপাস্য বালক। **কৃষ্ণ—জগদ্বন্ধু** তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রু-পুরীতে অরিগণকে 'মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বর-জ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভূতশুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় জাড্য আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তর-ধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতি-কথায়, বিচার-কথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিতি-কার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ সদানন্দময় মাত্র নহেন—আনন্দস্বরূপ

কৃষ্ণ—সদানন্দময়। মায়িক বিচারে ময়ট্-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে 'প্রচুর' বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতাও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানব-নীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভিজ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনাপূর্ব্বক মায়িক-বস্তুবিশেষ-রূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়।

কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তার সুযোগ লইয়া কাল্পনিকগণের যদৃচ্ছাজ্ঞান—কখনও 'কৃষ্ণ' নহেন

কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানব-ধারণার কারখানায় গড়া 'পুতুল' করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবাবিমুখতা হইতে দাম্ভিকতায় পরিণত করে বলিয়া, দণ্ডস্বরূপে জীব-ধারণায় 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা'-শব্দদ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কার্ষ্ণ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূল-সূক্ষ্ম পরিচয়ে খণ্ডকালে আলিঙ্গন করেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব-লাভের অধিকারী

বদ্ধজীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধার-লাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশ-ভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণি-বিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য, গীতা (৭।১৬) বলেন,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

— শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন,—গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই,—দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত; শ্রীগৌরলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ লীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা শ্রীগৌর ভজিব, আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না'—একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজিব, শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহা-দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলাই পরস্পর

ওতঃপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে শ্রীগৌর সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়; তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন! শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা-করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণ-স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্তমত বা তান্ত্রিকমতে কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়-কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ,—বলা যায় না। আগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে—এরূপ নয়; দুই প্রকাশই নিত্য।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

বীণা-স্তুতি

নারদ-মুনি বেড়ায় ঘুরে, বীণাখানি নিয়ে হাতে।
রাধা-প্রেমিকের গান সদাই বাজে তাতে॥
সুধাধারা বরষে গান হ'তে অবিরত,
শুনিয়া ভকত নাচে পাগলের মত;
গানের মাধুরী ভরিয়া আপন হিয়ায়,
কাঁদিয়া নিজে, জগত-জনেরে কাঁদায়;
কমলাসন, সহস্রানন বলে হরি হরি,
প্রেমেতে ধরেছে বীণা এমন মাধুরী;
বিশ্ব মেতেছে নামের এতই প্রভাব,
রসে ভরা নামে মাতাল হ'য়েছে সব;
শ্রবণ-যুগল বলে,—গেয়ে যা' তোরা নাম,
গান শুনে হোক্ ধন্য ধরাধাম;
কৃষ্ণ-নাম ফোটাব বদনে আমার আশ।
ধরিতে রাঙা-চরণ হৃদে অভিলাষ॥

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
কলিকাতা-৫৩

নৈতিকতা ও ভক্তি

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চবিষয়ভোগ-কল্পে পঞ্চভূতের সহিত সংযোগ তথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও গুণ—এই পঞ্চবিংশ ব্যাপারকে কেহ কেহ 'প্রপঞ্চ' নামে অভিহিত করেন! প্রাপঞ্চিক বিচারের সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া যে বিধিসমূহ অবস্থিত, তাহাতে বৈষম্য নিরাকৃত হইয়াছে। ঐগুলি পরস্পর সংঘর্ষণ-ধর্ম্মে অবস্থিত না হইয়া একসূত্রে গ্রথিত হইবার মানসে যে ধারা অবলম্বিত হয়, উহা 'ন্যায়' বা 'নীতি'র অনুকূল। তদ্‌বিপরীত ভাবকে 'অন্যায়' বা 'দুর্নীতি' বলা যায়। ন্যায়-রহিত দুর্নীতি যেখানে প্রবল, সেখানে কাম-ক্রোধ-মদ-লোভ ও মৎসরতা নামক শমতা-বিরোধী বৃত্তিসমূহ উদ্ভূত হয়। তজ্জন্য ঐগুলির উদ্দাম-বিক্রম হইতে

পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ন্যায় বা নীতির মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সুনীতি সৎ-কর্ম্মোদ্দিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদী বিচার করিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় জগতের সকল বিষয়ে ন্যায়ের অনুবর্ত্তিতাকেই 'প্রধান ধর্ম্ম' বলিয়া স্থাপন করেন। এই নৈতিক বিধিসমূহই আধ্যক্ষিক সমাজে সর্ব্বতোভাবে আদৃত ও পুজিত হয়। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বনে প্রকৃত প্রস্তাবে নীতি সম্পন্ন অর্থাৎ জাগতিক বিচারে পুণ্যবান্ ও সৎকর্ম্মনিপুণ, তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও উচ্চচিন্তা করিবার অবকাশ লাভ করেন। যাঁহারা আধ্যক্ষিক তাড়নায় স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে বহুমানন করেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচার পুণ্যবন্ত সামাজিকগণের অনাদরের বিষয় হয়। যাঁহারা সমাজনীতি অতিক্রম করেন, তাঁহাদের সংজ্ঞায় 'বর্ব্বরতা' ও 'অসভ্যতা' আশ্রয় করে। পরদ্রোহে, পরহিংসায় স্বার্থপুষ্ট হইলেও তাহাতে উন্মত্ত হওয়া প্রাজ্ঞজনের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাহাদের দুর্ব্বলা নীতি চিত্তবৃত্তিকে পরাভূত করিয়া হৃদয়-সাম্রাজ্য অধিকার করে, তাহারা কপটতা-বশতঃ বাহ্যে নৈতিক আচারের প্রশংসা করিয়া পাপজীবনের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাদৃশ ব্যবহার সমাজের অপর পক্ষকে নির্য্যাতিত করায় নীতির প্রাধান্য আধ্যক্ষিক-গণের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি ব্যক্তিবিশেষ নীতি লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে সামাজিকগণ ন্যূনাধিক বিপন্ন হন। তাঁহাদের দিকে লক্ষ্য করিতে গেলে নীতির আবশ্যকতা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ন্যায়-লঙ্ঘনে জগতে যে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা সকল জাগতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। শমতা-বিচারে উদাসীন হইলে আমরা উচ্চাবচভাব-সংস্থাপনে ব্যস্ত হই এবং তৎফলে নীতির প্রকৃত-ধারা মর্য্যাদাহীনা হয়। সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে গেলে নীতিবিগর্হিত কোন কার্য্যেরই পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে না। নীতি লঙ্ঘিত হইলে তদ্দ্বারা মানব নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সামাজিকগণ কেহই তাদৃশ ক্ষতিসাধনের সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্যক্তি-বিশেষের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অভাব-সাধন-তৎপরতা ইন্দ্রিয়-সুখপ্রার্থি সমাজ অনুমোদন করেন না। উহা 'অপকার' শব্দে কথিত হয়। তদ্‌বিপরীত ভাব 'উপকার'—যদ্দ্বারা উপকারকারী উপকৃত জনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সহায়তা করেন। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিরপেক্ষতা ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তি বা ক্লেশ বর্ত্তমান থাকে। জীবের দুঃখ তিন প্রকারে সাধিত হয়। আধ্যাত্মিক

তাপ, আধিভৌতিক ক্লেশ ও আধিদৈবিক তাপ জীবের ইন্দ্রিয় তর্পণের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ফলান্বেষী মানব-সম্প্রদায় তাপের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহাই স্থির করেন যে, নীতি-বিগর্হিত ক্রিয়া হইতেই জীবের বিষয়ভোগে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ভোগ-জন্য সুখাপ্তিকে অপর ভাষায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি এবং তদ্‌বিপরীত ভাব দুঃখাপ্তিকে পাপ-জন্য ফল বলিয়া গৃহীত হয়। পাপ-পুণ্যের বিচার 'অন্যায়' ও ন্যায় নামে দার্শনিক ভাষায় অভিব্যক্ত। এইসকল ফলভোগবাদিগণের বহুমাননের বিষয়। প্রপঞ্চে ভোগিসম্প্রদায় সুখ-দুঃখভোগের প্রার্থী হওয়ায় তাহাদের প্রাক্তন-কর্ত্তৃত্বের সদ্‌ব্যবহার ও অপব্যবহার-ফলে নৈতিক ও নীতিরহিত ফলদ্বয় লাভ ঘটে। জন্মান্তরবাদী একমাত্র জন্মেই পাপ-পুণ্যের সকল অনুষ্ঠান ও তাহার ফল সমাপ্ত হয়, বিশ্বাস করেন না। জন্মান্তর-বিশ্বাস-বিচারপর জনগণের জীবের কর্ত্তৃত্বধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ফলের অভ্যুদয় ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করে, বলিয়া থাকেন। দুর্নৈতিক অপেক্ষা নৈতিক জীবনের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা প্রত্যেক সভ্যমানব অনুমোদন করিতে বাধ্য আছেন। মানব ভোগরাজ্যে আপনার অধিষ্ঠান জানিয়া সুখভোগের অনবাপ্তি এবং দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ কামনা করেন, এজন্য তাঁহার বিচারে নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার অপরিহার্য্য বিষয়। কিন্তু স্বার্থান্ধ হইয়া তাদৃশ নীতিসংরক্ষণ অনেকেই অসমর্থ হন এবং পাপ-জীবনে প্রধাবিত হইয়া নীতি-শাস্ত্রের অসম্মান করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা নৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে পালন করেন, তাদৃশ সিদ্ধ মহজ্জনের উচ্চচিন্তার অবকাশ আছে, নতুবা 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' বিচার করিতেই তাঁহাদের কালক্ষয় হয়। সুতরাং তাঁহারা উন্নত রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। ন্যায়-জ্ঞান ও অন্যায়-জ্ঞান উভয়ের সামঞ্জস্য-প্রার্থী ফলভোগিসম্প্রদায় হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া একটী অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন করেন। সেই সম্প্রদায় আপনাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডরত বলিবার পরিবর্ত্তে 'জ্ঞানী' বলিয়া অভিহিত করিবার যত্ন করেন। কর্ম্মানুগত জ্ঞান কর্ম্মকাণ্ডেরই মিশ্রভাবময়। অর্থাৎ 'কর্ম্মমিশ্র-জ্ঞান' শব্দে অভিহিত। 'নৈষ্কর্ম্ম জ্ঞান' বা 'কেবল জ্ঞান'—'অখণ্ড', 'নির্ব্বিশেষ', 'একল' প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের আবাহন করে। বুভুক্ষু কর্ম্মিসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া তাঁহারা মুমুক্ষু নির্ব্বেদজ্ঞানিসম্প্রদায় নামে আপনাদিগকে অভিধান করেন।

জ্ঞানিসম্প্রদায়ের প্রারম্ভিক বিচারে ভোগের চিহ্ন একেবারে পাওয়া যায় না—এরূপ নহে। তাঁহারা ভোগপরিণতি লক্ষ্য করিয়া ভোগের অভ্যন্তরেই ভোগ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের নিকট কর্ম্মকাণ্ডের নীতি ও দুর্নীতি সমত্বে পরিগণিত হয় এবং তাদৃশ গণনা হইতেও তাঁহারা পরিশেষে পৃথক্ হইবার যত্ন করেন। জ্ঞানিদিগের নীতি ও কর্ম্মিসম্প্রদায়ের নীতির মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য আছে। কর্ম্মীর নীতির সত্যতা জ্ঞানীর অখণ্ড জ্ঞানে ভিন্নভাব ধারণ করে। তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইয়া নীতি-বিচার ও প্রাপ্য-নীতির ভেদ-দর্শন-রহিত হন। সেই স্থলে 'নীতি' শব্দের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে।

ইহার পরবর্ত্তী স্তরে ভগবৎ সেবকগণের সুদর্শন অবস্থান করে। ভগবদ্ভক্তগণ ভজনীয় বস্তুর ভক্তিতে নিত্যকাল স্থিত। ভক্তগণের নীতি ভোগপর কর্ম্মী বা ত্যাগপর জ্ঞানীর নীতির সহিত বৈষম্য স্থাপন করে। ভক্তের নীতি 'ভক্তি', কর্ম্মীর নীতি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহচর মাত্র। ভক্তের নীতি নিত্যা, কর্ম্মীর নীতি স্থান, কাল ও পাত্র-বিচারে ভেদভাবাপন্ন। কর্ম্মী কোনও একস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যাহাকে 'নীতি' বলিয়া স্থির করেন, উহাই অপর স্থানে স্থিত হইলে 'দুর্নীতি' নামে বিবেচিত হয়। কর্ম্মীর ধারণা প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের ধারণার সহিত পৃথক্। ভগবদ্‌ভক্ত নিত্য সত্যের পক্ষপাতী। কর্ম্মী তাঁহার আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনুবর্ত্তী মাত্র। ভক্তের বিচারে সদ্‌গুণসমূহ কখনই অনিত্য কর্ম্মীতে অবস্থিত হইতে পারে না। ভক্ত বলেন,—কর্ম্মী সর্ব্বদাই 'চঞ্চল' বলিয়া তাঁহার বাক্যে সর্ব্বদা আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কর্ম্মী নিজ মনোরথে আরোহণ করিয়া স্থান পরিবর্ত্তনে সিদ্ধহস্ত। জড়বস্তুর পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রাপঞ্চিক নীতির বিপর্য্যয় সাধন করে। অদ্য যাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণে বিচারিত হইল, স্মৃতির বিভিন্ন নীতি কতিপয় বর্ষপরে উহাকেই পরিবর্ত্তন করিবে। দেশবিশেষে শ্যালিকা-বিবাহ দুর্নীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, আবার উহাই অন্যদেশে ধর্ম্মসঙ্গত। পশুবধের সমর্থন থাকিলেও গোজাতির উপকারিতা, পবিত্রতা, ধনের অন্যতমতা প্রভৃতি বিচার যথায় প্রবল, সেখানে ইতর পশুবধের সহিত গবাদির হানি তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আপেক্ষিক ধর্ম্ম যেখানে বর্ত্তমান, তথায় উচ্চাবচ নীতিধারণায় গণনা বিচারগত বৈষম্যের সৃষ্টি করে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ বা পাপ বলিয়া পরিগণিত। যদি দুরভিসন্ধি-

মূলে স্বার্থপর বিচারক সত্যের আবরণে অধিকতর দুর্নীতির দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করে, তবে সেই স্থলে বাহ্য বিধির সাহায্যার্থ আপেক্ষিক সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা বিচার্য্য। স্বার্থান্ধ সালিশের নিকট বা একপক্ষের নিকট বিক্রীত সালিশ সত্যের আবরণে যেখানে দুষ্ক্রিয়া সাধনে সচেষ্ট, তথায় বাহ্য সত্য সাক্ষ্য দুর্নীতি-ফলই প্রসব করে। অনভিজ্ঞ-মূর্খজনগণ যদি প্রয়োজন-বিচার রহিত হইয়া ভারবাহিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধির কেহই প্রশংসা করিতে পারেন না। বিষয়-জ্ঞানের অভাবে অনেক স্থলেই এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাবশে অনেকেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এইশ্রেণীর নির্ব্বোধ জনগণ বলিয়া থাকেন যে, "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—শ্লোকটি নীতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; শ্রীসনাতন গোস্বামীর হরিভজনের সোপান-শুল্ক প্রদানকার্য্য নীতি-বিরুদ্ধ। যাহারা প্রয়োজন বিষয়ে খর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাহাদের মুখেই এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে অধ্যয়ন

নিমাইকে নবদ্বীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত মিশ্র লইয়া গেলেন। সান্দীপনী মুনির অবতার গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে পুত্রের মত আদর করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই অধ্যাপক গঙ্গাদাসের সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে এবং তাঁহার অনেক ব্যাখ্যা খণ্ডন করিলে গঙ্গাদাস অতীব পুলকিত হইলেন।

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি' করিলা পূজিত॥ (চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত তখন নিমাই মিশ্রকে ছাত্ররূপে পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জানাইলেন।

একাদশীতে অন্নগ্রহণে মাতৃদেবীর প্রতি নিষেধ

একদিন নিমাই তাঁহার মাতৃদেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিজ প্রার্থনামৃত দান যাঞ্চা করিলে মাতৃদেবী তাঁহাকে বলিলেন,—'যাহা চাহিবে তাহাই দিব—দিব।' তখন নিমাই বলিলেন,—'আজ হইতে একাদশীতে অন্ন খাইবেন না।' সধবা শচীমাতা তাহা শ্রবণে আনন্দিত চিত্তে কহিলেন,—

"শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥" (চৈঃ চঃ)

ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা স্ত্রীমাত্রেরই একাদশী ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া সকলেই তাহা পালন করেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নিজ সধবা মাতাকে একাদশী-ব্রত পালন করিতে বলায় একাদশীব্রত সধবা ও বিধবা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্র-বিধি জানিতে হইবে। এই একাদশীব্রত স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবশ্য পালনীয়। শুধু বৈষ্ণব নহে; শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য সকলেরই একাদশীব্রত-পালন কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সকল বর্ণের ও আশ্রমের নর-নারীগণের অষ্টমবর্ষ হইতে অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত একাদশীর দিন অন্ন (শস্য) ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। যাবতীয় পাপ একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, গরুড় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে সর্ব্বব্রত-সার একাদশীব্রত পালন একান্ত আবশ্যক বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর খণ্ডে স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে,—

"সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি সংযুতঃ।
একাদশীমুপসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

অর্থাৎ—"স্বীয় পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তিসহকারে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।"

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা

জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের বিবাহযোগ্য বয়স হইলে মিশ্র ও শচীদেবী পুত্রের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ

পিতামাতার এইরূপ মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অনিত্য সংসারে বিবাহ করিয়া আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না। তাই তিনি একদিন বিবেকের উদয়ে হরিভজনের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং 'শঙ্করারণ্য' নামে পরিচিত হইলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে মিশ্র ও শচীদেবী দুঃখে ক্রন্দন করিতে থাকিলে প্রতিবেশীগণ নানাভাবে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেনন,—

'স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্ব-গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠিতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই সেই সময় দাদা বিশ্বরূপের গৃহ-ত্যাগ-বার্ত্তাশ্রবণে মর্ম্মাহত পিতামাতাকে আশ্বাস দিলেন ;—

"শুনি' মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন॥
ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল-মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত' করিব তোমা দোঁহার সেবা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন॥"—(চৈঃ চঃ)

পিতা জগন্নাথমিশ্রের অপ্রকটে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান

নিমাই বিদ্যারসে দিবানিশি মগ্ন থাকিয়া নানাবিধ লীলার মাধ্যমে পিতামাতার আনন্দ-বিধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট হইলেন। মিশ্রের বিয়োগে শচীদেবী ও নিমাই বড়ই বিরহ-কাতর হইলেন। তিনি বিধিমত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পিতৃহীন নিমাইয়ের কিরূপ সেবা হইবে তাহা ভাবিয়া জননী শচীদেবী বড়ই ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন। এমতাবস্থায় মাতাকে প্রবোধ দিয়া নিমাই কহিলেন,—

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার কাছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

এই মত নিমাই ছলে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। নিমাইকে দেখিয়া ও তাঁহার মিষ্ট-ভাষণে মাতা দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং পুত্রের পরিচর্য্যায় অনুক্ষণ মত্ত থাকিলেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ

শচীদেবী পুত্র গৌরচন্দ্রের ক্রমশঃ বিবাহযোগ্য বয়স হইতেছে দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। এদিকে শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর জন্য যোগ্য-পাত্রের চিন্তায় রত আছেন। সেই সময় একদিন লক্ষ্মীদেবী গঙ্গা-স্নানে যাইলে দৈবক্রমে গৌরসুন্দর তথায় উপস্থিত হওয়ায় উভয়ে পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। লক্ষ্মীদেবী আপন-প্রভু গৌরসুন্দরের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন।

"হেন মতে দোঁহা চিনি দোঁহে ঘর গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥" (চৈঃ ভাঃ)

অতঃপর ঈশ্বর-ইচ্ছায় বনমালী আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ দিবার জন্য শচীদেবী ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের সমীপে যোগাযোগ করিতেই তাঁহারা উভয়েই আনন্দিত-চিত্তে সম্মত হইলেন। এক শুভক্ষণে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

"প্রভু-পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচী-গৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতেছি যে, আচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও—'ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারে না'—ইহা দেখাইয়া অংশী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ বিদ্যমান—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ-লীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ-লীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌর-গণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি

রাজা জনক ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য; সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী এই-দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়।" অতএব শ্রীগৌর-নারায়ণের শ্রীশক্তিই লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। শচীমাতা পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীর পরম অদ্ভুত রূপ-বৈভব দর্শনে বলিয়াছিলেন,—"এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার।"

বিবাহের পর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পতি-গৃহে পরম আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন গৃহস্থাশ্রমে অতিথি-সেবা করিতেন। কুড়িজন বা ততোধিক অতিথি কোন সময় সমাগত হইলে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী পরম সন্তোষে রন্ধন করিয়া অতিথিদের যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইতেন। গৃহস্থের অতিথি-সেবাই যে পরমধর্ম্ম—তাহা শ্রীগৌরসুন্দর গার্হস্থ্য-লীলায় শিক্ষা দিয়াছেন। উষঃকাল হইতে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী যত গৃহ-কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঈশ্বর-সজ্জার যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতেন এবং শচীমাতার সেবা পরম যত্ন-সহকারে করিতেন। আর পতি-সেবায় তো পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পতিসেবার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বলেন,—

"কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদতলে অনুক্ষণ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ-শিখা জ্বলে।"

শ্রীগৌরসুন্দর এইভাবে নানাবিধ লীলা করিতে করিতে বঙ্গ-দেশে যাইবার সঙ্কল্প করায় মাতার নিকট অনুমতি লইলেন এবং বঙ্গদেশে রওনা হইবার সময় মাতার সেবার দায়িত্ব লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর উপর অর্পণ করিলেন;—

"লক্ষ্মী-প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর॥" —(চৈঃ ভাঃ)

পূর্ব্ববঙ্গে অধ্যাপনাকালে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়োগ, তদনন্তর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ

শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে শিষ্যগণের সঙ্গে কিছুদিন বিবিধ-লীলা করিবার পর বঙ্গদেশে অধ্যাপনা-লীলা প্রকাশের জন্য গমন করিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যাপনা-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তপন মিশ্র নামক এক

সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ স্বপ্নে গৌরসুন্দরকে স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-কমলে শরণ গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্য-সাধন তত্ত্বসম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভজন করিবার উপদেশ দিলেন এবং কহিলেন ;—

"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥"—(চৈ: ভা:)

অনন্তর বঙ্গদেশে অধ্যাপনা-লীলায় হরিভজনের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বিপ্র তপন মিশ্র তাঁহার সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলেন। কিন্তু গৌরসুন্দর তপন মিশ্রকে বারাণসী যাইবার আদেশ করিলেন এবং তথায় তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইবে জানাইলেন।

এদিকে গৌরসুন্দর নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে চলিয়া আসায় তাঁহার বিচ্ছেদে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বড়ই দুঃখিতা হইয়া দিবারাত্র ক্রন্দন করিতে থাকেন। খাইতে বসিয়াও খাওয়া হয় না ;—দিবারাত্র পতি-চিন্তায় মগ্ন থাকায় ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইল। তথাপি নিজের ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ লইয়াই অনুক্ষণ শচীমাতার সেবা করিয়া যাইতেছেন। কয়েক-দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঈশ্বর গৌরহরির বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রভুর সমীপে যাইবার বাসনায় একদিন বিরহ-সর্পাঘাত প্রাপ্তিচ্ছলে অন্তর্দ্ধান করিলেন। গৌরসুন্দর অন্তর্য্যামী-সূত্রে লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর এই অন্তর্দ্ধান-রহস্য জানিতে পারিয়া বঙ্গদেশ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরলোকগতা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহে দুঃখিতা নিজ জননীকে নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ;—

"প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যা' আছে তা' খণ্ডিবে কেমনে॥
এইমত কাল-গতি কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে আর কোন্ কার্য্য দুঃখ তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর বা কে আছে ভাগ্যবতী॥
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া॥"—(চৈঃ ভাঃ)

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে জননী শচীদেবী কাশীনাথ পণ্ডিত-দ্বারা নবদ্বীপের বিখ্যাত রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সহিত যোগাযোগ করিয়া সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত গৌরসুন্দরের বিবাহ দিলেন।

"যেন কৃষ্ণ রুক্মিণী এ অনন্য উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌর-নারায়ণের ভূ-শক্তিই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। শ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্য লীলাবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্পর্কে বলিতে গিয়া তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-স্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তি স্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরনারায়ণের সেবিকারূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ব-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরবতারে 'সনাতন রাজপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূশক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুর শ্রীবিষ্ণু-

প্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপ বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেমভক্তি প্রচার কার্য্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'রাধা-কৃষ্ণের সেবিকা' বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, ভক্তিমতী ঈশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌর-সুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন *

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য জীবের ধর্ম্ম

জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের দাস। ভগবদ্দাস্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সুতরাং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কোন দেশ, জাতি, সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তি-বিশেষের সাধন-প্রণালী হইতে পারে না। মুসলিম হউক, খৃষ্টান হউক, ব্রাহ্মণই হউক, চণ্ডাল হউক, শাক্ত-শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, বদ্ধ হউক, মুক্ত হউক, আস্তিক হউক, নাস্তিক হউক, ভারতবাসী হউক অথবা কামাচ্‌কাট্‌-বাসীই হউক সকলেরই ধর্ম্ম—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্বভাবসিদ্ধ বস্তুর প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্ররূপে প্রকটিত সর্ব্বজ্ঞ ভগবদ্বাণীই উহার একমাত্র প্রমাণ। বাস্তব সত্যকে ইন্দ্রিয়াধিগম্য বলিয়া বিচার করিতে হইলে তর্কের বিচার স্বীকার্য্য। কিন্তু তর্কের দ্বারা সত্যের নিরূপণ হইতে পারে না। বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা চালিত হইয়া মানব বাস্তব-সত্য বা ভক্তির বাধক নানা ধরণের সাধন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লইয়া থাকে; সেই সকলের দ্বারা আত্মার সুপ্রসন্নতা সম্পাদিত হয় নাই।

---

* শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-প্রভুকৃত ১৩৪১ সালের ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় (অসমীয়া) 'কীর্ত্তন-পত্রিকা' হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। —শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্রগীয়তে ॥

—বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি মধ্যে আর অন্তেও শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই বাস্তব সত্যটি প্রচার করিতে গিয়া শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের নিকট বলিয়াছিলেন,— 'হে রাজন্! যে-সকল বিরক্ত ও একান্ত ভক্ত স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করে না ও যে-সকল আত্মারাম যোগীপুরুষ এই সকলে শ্রীহরির নামগুণ পুনঃপুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন। এই তিনটি পরম সাধন এবং সাধ্য বলিয়া একমাত্র আমিই বলি না, পূর্ব্বকালের আচার্য্যসকলও বলিয়া গিয়াছেন'।

অন্যান্য সাধন-প্রণালীতে সাধন ও সাধ্য বলিয়া দুটি পৃথক্ বস্তু রহিয়াছে। এই সমস্ত লাভ হইলে, সাধনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। ধর্ম্ম-কামীই ধর্ম্ম, অর্থ-কামীই অর্থ, কাম-কামীই কাম ও মোক্ষ-কামীর মোক্ষ লাভ হইলেই সাধনের পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে বা ত্যাগ করেন। কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানীর প্রাপ্য এই চতুর্ব্বর্গরূপ ফল তাহাও অনিত্য। অনিত্য সাধনের দ্বারা অনিত্য ফলই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিকামী-সকল শুদ্ধ ভক্তিকেই সাধ্যরূপে নির্ণয় করায় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সাধন ও সাধ্যরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ফল, শ্রীনাম-কীর্ত্তনই অন্য কিছু হয় না।

'অয়ি মুক্তকুলৈ'রুপাস্য মানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি' ॥

যে শুদ্ধ-চিৎস্বরূপ হরিনাম মুক্তগণের সেবামুখ জিহ্বায় স্বয়ং স্ফুর্ত্তি-প্রাপ্ত হন, যাঁহাকে তাঁহারা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিদ্বারায় নিরন্তর উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বতঃভাবে সেই শ্রীহরির পরম পবিত্র নামের শরণ গ্রহণ করিলাম।

শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কোন অপূর্ণতা নাই। চতুর্ব্বর্গের ফল শ্রীনামকীর্ত্তন হইতে আনুসঙ্গিকরূপে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এইগুলি নামের ফল হয় না।

প্রভু কহে মুক্তি কভু নহে ভক্তিফল।
অপরাধীজনের ইহা দণ্ড কেবল ॥

শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে যাইয়া এইরূপ অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের প্রত্যাশী হন না। তাঁহারা শ্রীনামকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভের জন্যই শ্রীনাম-

সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের ইহাই মুখ্যফল। এই কীর্ত্তনাখ্য প্রেমভক্তি লাভ করার জন্য সাধকের শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন সাধনের সহায় লইতে হইবে না। কিন্তু অন্য সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নির্দ্দোষ লাভের জন্য শ্রীনামকীর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

মন্ত্রতন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব॥

মন্ত্রে (স্বরাদি ভ্রংশের-দ্বারা) তন্ত্রে (ক্রম-লঙ্ঘনের দ্বারা) এবং দেশ-কাল পাত্রেতে বস্তুতঃ (দক্ষিণাদি-দ্বারা) যে ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীহরির শ্রীনাম-সঙ্কীনের দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের পরম উপাদেয়তা কীর্ত্তন করিতে গিয়া স্কন্দ-পুরাণ বলিয়াছেন,—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।

শ্রীহরিনাম মঙ্গলের মঙ্গল, মধুর হইতে মধুর এবং নিখিল শ্রুতির চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধা করিয়াই হউক বা হেলা করিয়াই হউক, নিরপরাধে একবার ~~মাত্র~~ হরিনাম কীর্ত্তন করিলে, সেই নাম তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তনকারীকে পরিত্রাণ করেন।

শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন কালাতীপাত নির্গুণ বস্তু। "গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেন তায়।" সুতরাং শ্রীনাম নিত্য কীর্ত্তনীয়। ইহা কলির ধর্ম্ম, কিন্তু অন্য কোন যুগের নয়, এমন বাক্য বলিতে পারা যাইবে না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চার যুগেই শ্রীনাম কীর্ত্তনীয়। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরেতে হরিভজনের উপায়স্বরূপে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের ব্যবস্থা হইলেও, কলি-কালে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র উপায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' কলিকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত এবং অন্য কোন সাধন ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কলিযুগে হরিনামত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার গতি কামনা করা হইলে নারীর উপপতি ভজনে কলুষিত

হওয়ার ন্যায় অবস্থা হইয়া থাকে। কলিযুগে শ্রীহরিরনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় মুনি-ঋষিগণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত ও বন্দিত হইয়াছেন ;—যথা ভাগবতে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্ব স্বার্থোঽপিলভ্যতে॥
কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহানগুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

'কৃষ্ণ' কীর্ত্তনের দ্বারা জীবকুল বন্ধনমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেন ; কলির ইহা মহৎ গুণ। আর কোন যুগেই এইরূপ মুখ্য-হরিকীর্ত্তন প্রচার হয় নাই।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতে শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলেও, প্রেমের ঠাকুর গোরার ধারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। 'সঙ্কীর্ত্তন' অর্থাৎ সম্যক-রূপে কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে অসম্পূর্ণতা নাই। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চরসাত্মক-কৃষ্ণের যে-কীর্ত্তন বৈধীভক্তির ভূমিকায় ব্যক্ত হয়, তাহাতে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে—সেই বৈধী-মার্গীয় দাস্যাদি ভাবভক্তির অনুশীলন নাই। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গাহিয়াছেন,—

সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥

চারি রাগমার্গীয় ভাবভক্তির অনুশীলন যখন কীর্ত্তনের বিষয় হয়, তখন কীর্ত্তনের সম্পন্নতা সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, ইহাকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তন করেন। অদ্বিতীয় রসগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটিত ব্রহ্মাদিরও দুল্লভ, ব্রজজনাশৃত উন্নতোজ্জ্বলা, ভাব চতুষ্টয়যুক্তা—এই রাগাত্মিকা ভক্তির সন্ধান-প্রদাতা শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনরূপে 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ' সজ্জনসমূহের দ্বারা সম্পূজিত থাকিবেন।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক পরিকল্পে তাঁহার অমন্দদয়দয়া জগতে অতুলনীয়। 'চারি ভাবভক্তি দিয়া সবারে নাচামু'—এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গিয়া তিনি পরম স্নেহশীলা বৃদ্ধা জননী এবং একান্ত অনুরক্তা যুবতীভার্য্যার

সুখময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হিন্দু-সমাজের বক্ষ হইতে কীর্ত্তন বিরোধী পাষণ্ড-ভাবসকলের উচ্ছেদ সাধন এবং তৎস্থানে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতে যাহা ভাগবতী-বিচারে অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ভক্তের ভাষায় এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

হরি বলে আমার গৌর নাচে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক কাঁপে॥

তাঁহার এই পাষণ্ড দলন অভিযান কিরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, কাশীতে প্রকাশানন্দ-বিজয় এবং পুরীতে সার্ব্বভৌম-বিজয়—এই দুই বিজয় স্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিরোধীদলগুলির প্রধান প্রধান পাণ্ডাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে দীক্ষিত করিয়া, তাহা প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এই কীর্ত্তন জয়যুক্ত করার মানসে তাঁহার অনুচর সকলকে আদেশ করেন,—

প্রভু বলে, সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বশাস্ত্র বহি-নাহি বলে আন॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই নাশ পায়॥
* * * *
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতিঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বৈ আর না বলিবা, বলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
* * * *
ভারত ভূমিতে মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

প্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জীবন সার্থকপূর্ব্বক, আচারবান্ ভক্তসকল—

'যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি॥

সেই সময় কেহ কেহ আসিয়া তাহাদের অত্যন্ত লাঞ্ছনা করিলেন, প্রহার করিলেন ; কিন্তু প্রভু অভিমানশূন্য, আজ্ঞাবহ ভক্তগণ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখীত না হইয়া বলিলেন,—

'হাতে ধরি, হরি বল, পায়ে ধরি,—হরি বল ;
মারিলি মারিলি, আবার নয় মারিবি,
একবার হরি হরি বল বদনে'।

পাষণ্ডীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভক্তের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলেন, ভক্তের কৃপা-লাভপূর্ব্বক শ্রীনামে বিশ্বাস হইল। তখন ভক্তিলাভ করিয়া বলেন,—

দেখি, নিতি নিতি এই হরিনাম,
নিতাই যায় রে গেয়ে।
মোরা মদ খেয়ে আমোদে থাকি,
শুনিনি মন দিয়ে॥
আজ কেন রে সেইই হরিনাম,
লাগে এত ভাল।
আগে কে জানিত নামে,
এত মধু ছিল॥

হরিনামে শ্রদ্ধা দেখিয়াই প্রভুর আনন্দ। তাহা—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না বলিহ আন॥
কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃৎ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে প্রশস্তি

জয় জয় গৌরজন ভকতিবিনোদ।
চিদানন্দময় তনু ভক্তপ্রাণামোদ ॥
জয় জয় ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
দ্রবাইল গৌর-প্রেমে জীবের অন্তর ॥
ভকতিবিনোদ জয় সপার্ষদবৃন্দ।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু ভক্তিরসানন্দ ॥
স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ রাধাকুণ্ড-তীর।
বিশুদ্ধ-ভজন-স্থান সমাধি-মন্দির ॥
জয় জয় নীলাচলে শ্রীভক্তি-কুটির।
শ্রীভক্তিবিনোদ-স্থান সমুদ্রের তীর ॥
জয় জয় শ্রীকল্যাণ-কল্পতরুরাজ।
ঠাকুর আনিল যাহা ধরণীর মাঝ ॥
শ্রীভক্তি-ভবন জয় গিরিধর-স্থান।
জয় তিরোভাব-তিথি ভক্তগণ-প্রাণ ॥
জয় গৌর-পাদপদ্ম-রস-মধুকর।
নাম-রসে ভাসাইলা জীবের অন্তর ॥
জয় উপদেশামৃত মধুর মুরতি।
জানাইলা জীবগণে নামের শকতি ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজ-প্রিয়জন।
গৌরনাম-প্রচারিতে যাঁর আগমন ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু গৌর-নিজজন।
হরিনাম মহামন্ত্র যাঁহার সাধন ॥
ভকতিবিনোদ-পদ ভরসা যাহার।
জয় গুণগান গাহে অধম সে ছার ॥
দয়া করি, শ্রীচরণ-সেবা-অধিকার।
দিও—দেব! ইহা ছাড়া আশা নাহি আর ॥

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা হারীতের বংশে কেশবাচার্য্য নামক একজন দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপরমবত্তুর বা শ্রীমহাভূতপুরী নামক গ্রামে শতাব্দীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস করিতেন। কেশব ও তদীয় পত্নী কান্তিমতী উভয়েই সদাচার-সম্পন্ন ও নানা সদ্‌গুণ-বিভূষিত ছিলেন। তাঁহারা একদা পুত্রকামনায় কৈরবিণী-সাগর-সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট স্ব-স্ব-মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলে ভগবান্ পার্থ-সারথি তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাসবাণী প্রদান করেন।

এই কালে সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ভক্তি-বিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল। পরমমঙ্গলময় শ্রীহরি জীবকুলকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় স্বীয় সঙ্কর্ষণ-শক্তিকে বিষ্ণুবিরোধ প্লাবিত-প্রদেশে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সদাচারনিষ্ঠ আসুরী কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা শ্রীকান্তিমতীকে আশ্রয় করিয়া মহাভূতপুরী গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দের চৈত্রশুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা-নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবদিচ্ছায় সঙ্কর্ষণ-শক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কাহারও মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশব-তনয়ের জগতে আবির্ভাব গণিত হয়।

কান্তিমতী প্রসিদ্ধ দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীশৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেন; কান্তিমতীর গৃহে এক পুত্ররত্নের আবির্ভাব হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ বালককে দর্শন করিতে আসেন এবং শিশুবরে শ্রীরামানুজ-লক্ষ্মণের সদৃশ লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইয়া বালককে 'লক্ষ্মণ' নামে অভিহিত করেন।

অতীব শৈশবকাল হইতেই লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব প্রতিভা লক্ষিত হইতে লাগিল। বাল্যকালেই লক্ষ্মণের ভগবদ্ভক্তির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সঙ্গম ও বৈষ্ণব-সেবায় অসামান্য লোলা পার-লক্ষিত হইত। কাঞ্চিপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত কাঞ্চিনগরীস্থ শ্রীবরদ-রাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন; কাঞ্চিপূর্ণ বৈষ্ণবের জাতিকুলের নিরর্থকতা প্রচারার্থ কৃপাপূর্ব্বক নীচশূদ্রকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই ভাগবতবর

প্রত্যহই শ্রীবরদরাজের পূজা-বিধানার্থ স্বীয় আবির্ভাব-ভূমি পুণামেলি হইতে কাঞ্চিপুরীতে গমন করিতেন। কাঞ্চিনগরীতে গমনকালে তাঁহাকে কেশবের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণকে দৃষ্টিমাত্রে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। মাতা-পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একদিন বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণকে স্বীয় গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজ-হস্তে তাঁহাকে উত্তম ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ সদ্ব্রাহ্মণ-তনয় লক্ষ্মণের এইরূপ ব্যবহার-দর্শনে স্বীয় বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি অত্যন্ত নীচ-শূদ্র; সুতরাং ব্রাহ্মণ-তনয় লক্ষ্মণের পক্ষে শূদ্রের সেবা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বালক লক্ষ্মণ অতীব দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র নহেন, বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরু; দেখুন, 'তিরুপ্পান আলোয়ার' চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।" বাল্য-কালেই লক্ষ্মণের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত সদ্‌বুদ্ধি বা বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধির আদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার কালে এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক মাতাপিতার আগ্রহে দারপরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণকে দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিত দেখিয়া কেশব দীক্ষিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর লক্ষ্মণ কিছুকাল জননীর সন্নিধানে সপত্নীক বাস করিয়াছিলেন। এই সময় লক্ষ্মণের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবল ইচ্ছা হয়; শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য নামে জনৈক অধ্যাপকের বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কাঞ্চিপুরী মোক্ষ-দায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম এবং ভূতপুরীর নাতিদূরে অবস্থিত। কাঞ্চির বর্ত্তমান নাম কাঞ্জিভরম, এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে স্থিত। চোলরাজগণের রাজ্যকালে কাঞ্চিপুরী বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র, সরস্বতী-সমার্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ-স্বরূপ ছিল।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যখন কাঞ্চিতে যাদবাচার্য্যের নিকট যথারীতি গুরু শুশ্রূষার সহিত বেদান্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন মন্ত্রশাস্ত্র-কুশল যাদব ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা কাঞ্চিরাজকুমারীর প্রেতাপনোদনার্থ কাঞ্চি-পুরাধিপতি-দ্বারা রাজগৃহে আহূত হন। যাদবাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রশক্তিপ্রয়োগ-

দ্বারা রাজকুমারীর প্রেতাপনোদনে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মরাক্ষস নানাপ্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদব পূর্ব্ব-জন্মে 'গোসাপ' ছিলেন, অজ্ঞাতসারে কোন বৈষ্ণবের পাত্রাবশেষ ভক্ষণ-ফলে বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন—ইহা জানাইয়া তদন্তেবাসী শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের পাদোদক পাইলে সে রাজকুমারীর দেহ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক রাজকন্যার দেহাশ্রিত ব্রহ্মরাক্ষসকে কৃপা করিলেন। এই ঘটনায় যাদবাচার্য্য ক্ষুণ্ণ-হৃদয় হইয়া স্বীয় শিষ্য লক্ষ্মণদেশিকের প্রতি মৎসর ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীলক্ষ্মণ স্বীয় অধ্যাপকের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন, এমন সময় যাদবাচার্য্যের জনৈক শিষ্য গুরু-সন্নিধানে আগমন করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" (১।৬।৭) মন্ত্রাংশ হইতে "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যাদবাচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে 'কপ্যাসং' শব্দে "কপির আসন" অর্থাৎ বানরের পৃষ্ঠভাগ বা অপানদেশ—এইরূপ অর্থ করেন, 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে শ্রুতিমন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থ হয়,—সেই হিরণ্ময়-পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় বানরের অপানদেশের ন্যায় রক্তিম-পদ্মতুল্য। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহার আন্তরিক ব্যথার আতিশয্য জ্ঞাপন করিল। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয়-দুঃখানলের অভিব্যঞ্জক দুই একটী অত্যুষ্ণ অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকের অঙ্গেও পতিত হইল। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণকে হঠাৎ বিনা কারণে এইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি 'কপ্যাসং' শ্রুতি-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নয়নদ্বয়ের রক্তিম-আভাকে বানরের অধো-ভাগের সহিত তুলনা করা অপরাধ-পরাকাষ্ঠার পরিচয়। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—মূঢ়, তুমি আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিতেছ, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! শক্তি থাকে ত দেখাও তুমি ইহা অপেক্ষা অন্য কি প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা

করিতে পার। শ্রীলক্ষ্মণ তখন 'কপ্যাসং' শব্দে বানরের অপানমার্গ বা অধোভাগ এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ= সূর্য্যঃ এবং 'অস্' ধাতু বিকসনার্থ সুতরাং 'আস' শব্দে 'বিকসিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ সূর্য্য-বিকসিত, 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে সমগ্র শ্রুতি-মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হয়,—'সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুর চক্ষু দুইটী সূর্য্য-বিকসিত পদ্মের ন্যায়।' যাদব লক্ষ্মণের এইরূপ অর্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলেন, এই বালক সামান্য নহে, ভবিষ্যতে ইনি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মতের একজন বিশেষ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন।

আর একদিন যখন যাদবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাবলম্বনে তৈত্তিরীয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (আনন্দবল্লী ২) মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ঐরূপ নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যায় নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। যাদবাচার্য্য এইরূপে পুনঃ পুনঃ শিষ্যের নিকট অপদস্থ হইয়া এবং তাঁহাকে স্ব-সম্প্রদায়ের একজন ভবিষ্যৎকালীয় পরম শত্রু জানিয়া লক্ষ্মণের প্রাণসংহারার্থ এক ষড়যন্ত্র করেন। একদিন ত্রিবেণীস্নানের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাতে লক্ষ্মণকে সম্মত করান। উদ্দেশ্য—হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে হিংস্র জন্তুদ্বারা লক্ষ্মণকে সংহার করাইবেন। যাদবের প্রস্তাবানুসারে লক্ষ্মণ গঙ্গাস্নানার্থ যাদবের সহিত গমন করিলেন। কাঞ্চি হইতে প্রয়াগ-আগমনের পথে বিন্ধ্যাগিরির সন্নিকটে লক্ষ্মণের মাতৃস্বসা-তনয় যাদব-শিষ্য গোবিন্দ যাদবের দুষ্ট অভিসন্ধি লক্ষ্মণের নিকট গোপনে প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ সেই স্থান হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। রামানুজ যাদবের ষড়যন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গন্তব্য-পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পথে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে থাকিলেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন। ঐ সময় মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকিলে যাদব ও তাঁহার সহযাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন; গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ বলিলেন যে, লক্ষ্মণ অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছেন জানিয়া তিনিও এখানে চলিয়া আসিলেন। যাদবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ লক্ষ্মণের অনেক অনুসন্ধান করিয়া

বিফলমনোরথ হইলেন; অবশেষে যাদব লক্ষ্মণের অপমৃত্যু নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক বৃক্ষমূলাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে থাকিলে কিছুকাল পরেই এক ব্যাধ-দম্পতির সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীলক্ষ্মণ এই ব্যাধ-দম্পতিকে তাঁহার সহযাত্রী জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহারা কোন একটী বৃক্ষ আশ্রয়পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিলে ব্যাধপত্নী ব্যাধের নিকট পিপাসাতুরা হইয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ ব্যাধ-পত্নীর জন্য জল আনিতে উদ্যত হইলে ব্যাধ লক্ষ্মণকে রাত্রিকালে কিছুতেই জল আনয়নার্থ অন্যত্র যাইতে দিলেন না। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ব্যাধ লক্ষ্মণকে জল আনিতে আদেশ করিলেন, লক্ষ্মণও নিকটস্থ একটী সোপানবিশিষ্ট কূপ হইতে অঞ্জলিদ্বারা জল উঠাইয়া তিনবার বারিদানে ব্যাধ-পত্নীর পরিতৃপ্তি করিলেন। চতুর্থবারে কূপ হইতে জল লইয়া উঠিয়া লক্ষ্মণ আর ব্যাধ-দম্পতিকে দেখিতে পাইলেন না! অধিকন্তু ভীষণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সন্নিকটে লোকালয় ও পথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট কাঞ্চিপুরীতেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ সমস্ত বিবরণ পরম ভাগবত কাঞ্চিপূর্ণের নিকট নিবেদন করিলে কাঞ্চিপূর্ণ বলিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ ব্যাধ-দম্পতিরূপে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিন অঞ্জলি জল পান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। কাঞ্চিপূর্ণ লক্ষ্মণকে প্রত্যহ ঐ শালকূপ হইতে জল আনয়ন করিয়া বরদরাজের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন।

এদিকে যাদবও শিষ্যগণের সহিত কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তথায় লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বাহ্যে আনন্দের ভাব দেখাইয়া লক্ষ্মণকে পুনরায় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ যাদবকে ভবিষ্যতে কৃপা করিবার জন্য অধ্যাপকের অনুরোধে সম্মত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন।

ক্রমে লক্ষ্মণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে শ্রীরঙ্গমে দিব্যসূরি শ্রীযামুনার্য্যও শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের বৈষ্ণবী প্রতিভার কথা শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মণকেই ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

অল্পদিন পরে বরদরাজ-দর্শন-মানসে কাঞ্চিপুরীতে আগমন করিয়া যামুনাচার্য্য যাদবাচার্য্যের সহিত লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ বা শ্রীলক্ষ্মণকে অন্য কোন সম্ভাষণাদি না করিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যামুন স্বীয় নগরে ফিরিয়া গিয়া নিজ শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চিস্থ বরদরাজের নিকট স্বরচিত 'স্তোত্ররত্ন' পাঠ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে পূর্ণাচার্য্যের মুখে যামুনাচার্য্য-রচিত অপূর্ব্ব স্তোত্ররত্ন শ্রবণ করিয়া যামুনমুনির দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন। পূর্ণাচার্য্যও সাদরে শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথে যামুনাচার্য্যের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উভয়েই ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের চিদানন্দ কলেবর যাহাতে কোন প্রকারে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য মহাপূর্ণ ভীষণ বিরহ-বেদনা মধ্যেও আপনাকে ও লক্ষ্মণকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীযামুন-কলেবরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি সঙ্কুচিত দেখিয়া বিদ্বৎ-প্রতীতিদ্বারা বুঝিলেন যে, এই মহাত্মার কোন তিনটী বিশেষ জগন্মঙ্গলকর মনোভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে; অনুসন্ধানদ্বারা সেই তিনটী মনোভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন,—(১) "আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবদিগকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড়-আম্নায়-পারদর্শী ও সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্ম নিরত করাইব"—এইরূপ বলিবার পরই শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলি ত্রয়ের একটী সরল হইল; লক্ষ্মণদেশিক দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—(২) "জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আমি পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব"—এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলি প্রসারিত হইল; লক্ষ্মণ তৃতীয়বারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—(৩) "পরাশর ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশপূর্ব্বক যে পুরাণ-রত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব"—ইহা উচ্চারিত হইবা-মাত্রই যামুনের অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি স্বাভাবিক ঋজুতা লাভ করিল। দর্শকবৃন্দ লক্ষ্মণের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলে এবং তাঁহাকেই

ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

লক্ষ্মণ কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যামুন-শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। লক্ষ্মণের অতি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবের প্রতি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্র-কুলে আবির্ভূত হইলেও লক্ষ্মণ আপনাকে তাঁহারই নিকট দীক্ষারূপ কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন করিবার জন্য কৌশলে কাঞ্চিপূর্ণের উচ্ছিষ্টপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কাঞ্চিপূর্ণকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন; বৈষ্ণববর কাঞ্চিপূর্ণও একটী প্রতিকৌশল সৃষ্টি করিলেন এবং স্মার্ত্ত-বিচারবিশিষ্টা লক্ষ্মণ-পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইলেন। কাঞ্চিপূর্ণের দ্বারা এইরূপ প্রত্যাখাত লইয়া লক্ষ্মণ তাঁহারই নিকট উপযুক্ত গুরু লাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বপ্ন-যোগে কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীবরদরাজের আদেশ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে জানাইলেন যে, শ্রীমহাপূর্ণই শ্রীলক্ষ্মণের গুরু হইবার যোগ্য। ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ-দেশিক দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গমনগরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই মথুরার নিকট অগ্রহার গ্রামে মহাপূর্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সেই স্থানেই শ্রীপূর্ণা-চার্য্যের দ্বারা যথাবিধি পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন হইলেন। পূর্ণাচার্য্য লক্ষ্মণকে দীক্ষিত করিয়া কাঞ্চিপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-স্বভাববিশিষ্টা ছিলেন; একদিন লক্ষ্মণ-পত্নীর কূপ হইতে জল তুলিবার সময় পূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল লক্ষ্মণবনিতার কুম্ভে পতিত হয়, তাহাতে লক্ষ্মণভার্য্যা গুরুপত্নীর নীচজাতিত্ব ও স্বীয় কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়া গুরুপত্নীর প্রতি যথেষ্ট মর্ম্মন্তুদ-রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলেন। মহাপূর্ণ এই কথা জানিতে পারিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আর এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত না হয়, তজ্জন্য লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারেই নিস্তব্ধভাবে রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ হঠাৎ গমন-বার্ত্তার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং এইরূপ গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিণী পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই একজন ক্ষুধার্ত্ত-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ-গৃহে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণপত্নীর

দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া তদীয় পত্নীর দুর্ব্ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ করেন। লক্ষ্মণদেশিকও এই সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে পত্নীর নিকট ভিক্ষুকবেশে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র, হরিদ্রা ও নববস্ত্র দিয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের গৃহে গমন করিয়া প্রকাশ করুন যে, আপনি আমার শ্বশুরালয় হইতে আমার পত্নীকে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে লইবার জন্য আসিয়াছেন।" লক্ষ্মণের নির্দ্দেশানুসারে সেই বিপ্রটী পুনরায় লক্ষ্মণ-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পত্রাদি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী এইবারে ঐ ব্রাহ্মণকে বহুতর সম্মান প্রদান করিয়া ভূরি ভোজন করাইলেন। এদিকে লক্ষ্মণও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মণ-বনিতা পতির নিকট ব্রাহ্মণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে লক্ষ্মণ তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরতরে বর্জ্জন করিবার কৌশলে পত্নীকে বলিলেন,—"তুমি যখন এবার ভ্রাতৃবিবাহোপলক্ষে পিতৃগৃহে যাইতেছ, তখন তোমার যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লইয়া যাওয়াই উচিত।" লক্ষ্মণ-পত্নী পতির কৌশল বুঝিতে না পারিয়া অধিকতর উৎফুল্লচিত্তে তাঁহার যাবতীয় বিলাসোপকরণ-সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন এবং অবিলম্বে বরদরাজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পুরঃসর বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" অনন্তর সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া বরদরাজের ইচ্ছাক্রমে অনন্ত-সরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ক্রমে তাঁহার দুই একজন করিয়া শিষ্য হইতে থাকিল। দাশরথি-নামক শ্রীরামানুজের এক ভাগিনেয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন; তৎপরে কুরনাথ বা কুরেশ রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে শ্রীকুরনাথকে 'রামাংশ' ও দাশরথিকে 'ভরতাংশ' বলিয়া বিচার করা হয়। (ক্রমশঃ)

মানহানি ও মানদানের তাৎপর্য্য

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈশুন্যব্রণপীড়িত মৎসর সমাজের কল্যাণোদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপ-প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মবঞ্চিত জনগণেরও প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিত-জনগণকে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিত-সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অসূয়াপর জনগণ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথাদ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহ্যগুণের দ্বারা তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব যতই স্থগিত করিবেন, ততই পাপপ্রবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। সুতরাং পাপ-চিত্ত জনগণ স্বীয় দুরভিসন্ধিমূলে 'বৈষ্ণবের মান নাই' এই উক্তিবশে মানব-জাতির সর্ব্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিমানে কতই না কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল! রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অম্বরীশ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার, অর্ব্বাচীন জনসাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের 'সর্ব্বাধমতা' এবং 'সর্ব্বসহিষ্ণুতা' এই অপরিহার্য্য গুণদ্বয় ঐসকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্দাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদির প্রার্থনায় শ্রীহরিদাসের নির্য্যাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম-মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুঝিতে পারেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তখন তিনি তাঁহার বিদ্রোহ

ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আনুগত্য প্রভাবেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাবস্থিতি লক্ষ্য করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের হেয়তা নাই, পরন্তু উপাদেয়তা বর্ত্তমান। ইহারই নাম—'সম্বন্ধজ্ঞান' বা 'দিব্যজ্ঞানলাভ' বা 'দীক্ষা'। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারাই জড়ভেদের হেয়ত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাদেয় রাজ্যে বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সম্যক্‌রূপ ক্ষয় হয় এবং দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য নয়ন-পথে পতিত হয়। অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মূর্খের অনুভূতিতে 'অমানী', 'মানদ', 'সহিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান হইয়া মূর্খের অর্ব্বাচীনা ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে 'অনভিজ্ঞ' মনে করিয়া যেরূপ 'সহিষ্ণু', 'মানদ' প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিদ্বজ্জনানুমোদিত নহে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সকলকে সন্মান প্রদান কর' এবং 'আপনি নিরভিমানী হও'—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণবগুরুবর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্দাম বৈষ্ণববিদ্বেষীদিগের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যে অনাস্থাবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও ভক্তবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুন্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আনুষ্ঠানিক কণ্ডুয়নের দ্বারা সুখলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং সহিষ্ণু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ-জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরুদেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থানত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

—কুমারী গৌরী বোস, বি-এ, বি-টি,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।

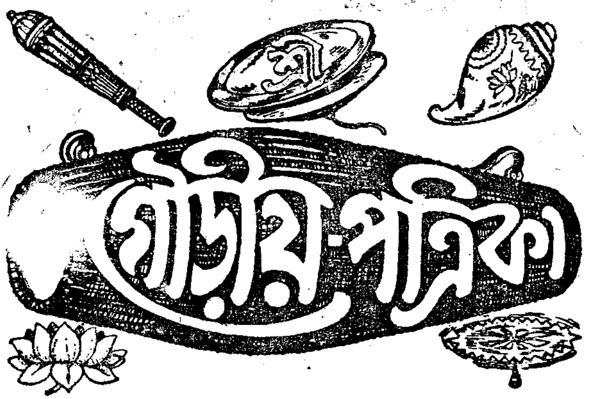

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৯ হৃষীকেশ, ৪৯৩ গৌরাব্দ | শুক্রবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮৬; ইং ১৭।৮।১৯৭৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্‌

(শ্রীমদ্রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিতম্‌)

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টা প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতা॥ ৪৬॥

বিশাখা দেবী অঙ্গসৌরভরূপ অন্তঃপুরে গর্ব্বরূপ পালঙ্কের উপর লীলায় নিবিষ্টা এবং প্রেমজনিত মতিভ্রমরূপ চঞ্চল হার মধ্যমণিদ্বারা শোভিতা ছিলেন॥ ৪৬॥

প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলীবন্ধ গুপ্তীকৃতস্তনী।
সপত্নী-বক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃশ্রীকচ্ছপীবরা॥ ৪৭॥

তাঁহার স্তনদ্বয় প্রণয়জাত ক্রোধরূপ ঘাঘরাদ্বারা গুপ্ত ছিল এবং সপত্নীর বদন ও হৃদয় শোধনকারী যশঃ ও শ্রীরূপ বস্ত্রাঞ্চলে উন্নত ছিল। ৪৭॥

মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজা ।
শ্যামা শ্যামস্মরামোদমধুলী-পরিবেষিকা ॥ ৪৮ ॥

শ্যামারূপিণী বিশাখাদেবী মধ্যতানাম্নী স্বীয় সখিস্কন্ধে লীলায় করপদ্ম ন্যস্ত করিয়া শ্যামকন্দর্পের আমোদমদ্য-পরিবেশনকারিণী ছিলেন ॥ ৪৮ ॥

সুভগা-বল্গুবিজ্জোলী মৌলীভূষণ-মঞ্জরী ।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডালি বতংসীকৃত-সদ্‌যশাঃ ॥ ৪৯ ॥

সুভগা মনোরম বিজলীখচিত মস্তকভূষণমঞ্জরী ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হইতে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত বিশাখার যশকে শিরোভূষণ করিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

বৈদগ্ধ্যৈক-সুধাসিন্ধুশ্চাতুর্য্যৈক-সুধাপুরী ।
মাধুর্য্যৈক-সুধাবল্লী গুণরত্নৈক-পেটিকা ॥ ৫০ ॥

বিশাখাদেবী রসিকতার একমাত্র সুধাসাগর, চতুরতায় একমাত্র সুধাপুরী, মাধুর্য্যে একমাত্র সুধালতা ও গুণরত্নের একমাত্র পেটিকা ॥ ৫০ ॥

গোবিন্দানঙ্গরাজীবে ভানুশ্রীবার্ষভানবী ।
কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীমতী রাধিকা গোবিন্দের কামপদ্মের সূর্য্যশোভারূপা এবং বিশাখাদেবী কৃষ্ণহৃদয়-কুমুদের আনন্দদায়ক চন্দ্রকিরণতুল্যা ছিলেন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসীবরা ।
কৃষ্ণচাতক-জীবাতু-নবাম্ভোদ-পয়ঃস্রুতিঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীমতী বিশাখা কৃষ্ণের মনরূপ-হংসের শ্রেষ্ঠা মানস-সরোবর এবং কৃষ্ণরূপ চাতকের প্রাণরক্ষক নব মেঘের বারিবর্ষণকারিণীরূপা ছিলেন ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধাঞ্জন-সুধাবর্ত্তিঃ কৃষ্ণলোচনয়োর্দ্বয়োঃ ।
বিলাসশ্রান্ত-কৃষ্ণাঙ্গে বাতালী মাধবীমতা ॥ ৫৩ ॥

বিশাখাদেবী কৃষ্ণের নয়নযুগলের স্নিগ্ধ-সুধাঞ্জন-শলাকারূপা এবং বিলাস-হেতু শ্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গে বসন্তবায়ু সদৃশা ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

মুকুন্দ-মত্ত-মাতঙ্গবিহারাপারদীর্ঘিকা ।
কৃষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারীধিঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমতী বিশাখা মুকুন্দরূপ মত্তহস্তীর বিহার নিমিত্ত পারবিহীনা দীর্ঘিকা সদৃশা এবং কৃষ্ণপ্রাণরূপ মহামৎস্যের ক্রীড়ার আনন্দ-সাগরতুল্যা ছিলেন ॥ ৫৪ ॥

গিরীন্দ্রধারি-রোলম্ব-রসাল-নব-মঞ্জরী ।
কৃষ্ণকোকিলসন্মোদি-মন্দারোদ্যান-বিস্তৃতিঃ ॥ ৫৫ ॥

তিনি গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণরূপভ্রমর সম্বন্ধে আম্রের নব মঞ্জরীরূপা এবং কৃষ্ণরূপ কোকিলের আনন্দদায়িকা স্বর্গীয়দেববৃক্ষোদ্যানের বিস্তার সদৃশ ছিলেন ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণকেলি-বরারাম-বিহারাদ্ভুত-কোকিলা ।
নাদাকৃষ্ট-বকদ্বেষি-বীর-ধীর-মনোমৃগা ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণকেলিহেতু শ্রেষ্ঠোদ্যান-বিহারে বকারিবীর ধীরকৃষ্ণের মনরূপ মৃগ বিশাখারূপ কোকিলার নাদদ্বারা আকৃষ্ট ॥ ৫৬ ॥

প্রণয়োদ্রেক-সিদ্ধোক-বশীকৃত-ধৃতাচলা ।
মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া ॥ ৫৭ ॥

একমাত্র প্রণয়োদ্রেকসিদ্ধিদ্বারা অচলা বিশাখা ধৃতা ও বশীকৃতা। মাধবের অতিশয় বশীভূতা ও প্রিয়া বলিয়া জগতে মাধবী নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্জে বিলসৎস্বর্ণযূথিকা ।
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভুতা ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণরূপ সুন্দর তমালবৃক্ষে বিশাখারূপ সুবর্ণযূথিকা বিলাসশীলা এবং গোবিন্দরূপ নবীন মেঘে বিশাখা অদ্ভুত স্থির বিদ্যুল্লতাসদৃশা ॥ ৫৮ ॥

গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা ।
শীতে শ্যামশুভাঙ্গেষু পীতপট্ট-লসৎপটী ॥ ৫৯ ॥

গ্রীষ্মকালে বিশাখা গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র, চন্দন ও চন্দ্রিকারূপা ; শীতকালে তিনি শ্যামের শুভাঙ্গসমূহে পীতপট্টবস্ত্ররূপে শোভিতা ॥ ৫৯ ॥

মধৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রীর্মধুরাকৃতিঃ ।
মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী ॥ ৬০ ॥

চৈত্রমাসে কৃষ্ণরূপ বৃক্ষের আনন্দে বিশাখা মধুরাকৃতি বসন্তশোভাস্থানীয়া এবং বর্ষাকালে তিনি শ্যামের আনন্দদায়িনী সুন্দর মল্লাররাগ শোভিতা ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণব-স্মৃতি

কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ই অর্থী এবং ভক্তগণই পরমার্থী

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ **স্মৃতিশাস্ত্র** নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া 'ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়'—মনে করেন, জ্ঞান-কুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই-সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানী জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়-সমূহকে পাপ-পুণ্যাতীত ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহার-কুশল কর্ম্মিগণকে **অর্থী** ও বিজ্ঞান-রত বিরাগ-বিশিষ্ট জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্ম-জ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ কামনা লক্ষ্য করিয়া **উভয়কে অর্থী** জানিয়া কামনা-রহিত শান্ত-বৈষ্ণবগণকে **পরমার্থী** সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতা মাত্র।

অর্থী—কর্ম্মি-জ্ঞানী ও পরমার্থী—ভক্তগণের স্মৃতিবিধান এক নহে

ভক্তের নিখিল চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ নিজ ফল-কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। **অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য** এবং **ভক্তের বিধান কৃষ্ণ-সেবার জন্য**। একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুভূতির ফল সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা।

হারীত-স্মৃতি ও পুরাণ-সম্মত ক্রিয়াই বৈষ্ণবের গ্রাহ্য

বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে 'হারীত'-মত (অপরগুলি হইতে) বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণসমূহে কথিত

বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণসমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব জীবনের জন্য বিধি বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' ও অন্যান্য স্মৃতি

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত **শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন।** তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটিয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য **'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'** নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, দেখা যায়।

স্মৃতির মূল উপাদান-গ্রন্থ এক হইলেও কৃষ্ণসেবা ও ফল-কামনাহেতু বিচারের পার্থক্য

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন **স্মৃতি লেখকগণের মূল অবলম্বন এক,** তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদী স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্য-রুচি ও বিশ্বাস নাই। এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

স্মার্ত্ত-বিধি-পালনে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্তমহাশয়ের বিধানের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নন। পরমার্থীগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষা-প্রভাবে যখন নিজ

সৎশাস্ত্র ও নিজমর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থীগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণ-সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান্ হইবেন না।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন, কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায়, বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত বিচার-রহিত **স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন—আমাদের বিশেষ অনুরোধ।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

মানবজাতির সকল শ্রেণীই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আলোচক

যে-কাল হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইকাল হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এই বিষয় দুইটীর আলোচনা হইয়া থাকে। যতপ্রকার লিখিত শাস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে দৃষ্ট হয়, সে-সমুদয়ই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আর্য্যজাতির বৈদিক-শাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল ও বৌদ্ধ-সমাজের বেদ-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান সমুদয়ই ইহার প্রমাণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ক যে মানবজাতির একটী প্রধান তত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিশাল আলোচনার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয়। যখন সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা ও সম্যক্ বিচার হয়, তখন ঐ বিষয়টি যে সত্যমূলক তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক

মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া কিছুদিবস পরে কোন ব্যক্তিই সমাগত হয় নাই; অতএব 'জীবের দেহ-বিয়োগের দ্বারা যে অস্তিত্বের অভাব হয় না'—এই প্রকার বিশ্বাসের প্রমাণ কি? এই বিশ্বাসের সাধারণতাই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিতে হইবে। উত্তর-কেন্দ্রস্থ কোন পুরুষ এবিষয়ে দক্ষিণ-কেন্দ্রস্থ পুরুষের সহিত বিবাদ করে না, বরং আত্মার অমরত্ব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যদিও অনেকানেক দুর্ভাগা ব্যক্তি কুতর্ক-সংস্কারে এবং অসদ্-আলোচনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অমরতা বিশ্বাসকে নিরস্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদের দ্বারা জগতের সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে না। আর্য্যপ্রদেশে 'চার্ব্বাক্' প্রভৃতি এবং অপরাপর দেশে 'সারডনেপ্লাসাদি' অনেক অনিত্যবাদী পাষণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আত্মার অমরতার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় নাই।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আলোচনার প্রস্তাবনা

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবের আনন্ত্যে নিশ্চয়তা প্রভৃতি যে-সমস্ত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ক তত্ত্বও প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই বিষয়ে বিচার লিপিবদ্ধ হইয়া পুরুষানুক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অখিল বেদও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিতেছে। এই সমুদয় বিষয় নিম্নে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ের আলোচনা যে বিশেষ রূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা লিখিত হইবে।

ভারতের ৮।১০ শতাব্দী পূর্ব্বেকার অবস্থা

এখন সহস্র বৎসর বিগত হয় নাই, আর্য্য-বিরোধিগণ আমাদের আর্য্য-ভূমিকে হস্তগত করিয়াছিল। তাঁহাদিগের ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও ধর্ম্ম এদেশের পক্ষে অতিশয় বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহোদয়গণের অধিকতর ক্লেশ হয়। তাহারা স্বভাবতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিষ্ঠুর থাকা-প্রযুক্ত এদেশের সমুদয় বিষয়ের হ্রাস হইতে লাগিল। যে-দেশে কবি-গুরু বাল্মীকি ও জ্ঞানিপ্রবর বেদব্যাস সুমিষ্ট সংস্কৃত-ভাষায় নানাবিধ ছন্দে কত কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন,

যে-দেশে হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিক নৃপতিসকল প্রজার সুখবৃদ্ধির জন্য আপনাপন শরীর ও ইন্দ্রিয়বল ক্ষয় করিয়া বার্দ্ধক্যের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যে দেশে সাবিত্রী, অরুন্ধতী, বৃন্দা প্রভৃতি মহিলাগণ সতীত্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ঐতিহাসিক যশাকাশের নক্ষত্ররূপে দেদীপ্যমানা হইয়াছিলেন, সেই ভুবনবিজয়ী ভারতভূমি * * * খড়্গধারী ব্যক্তিগণের হস্তে যে কতই দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রাচীনভারতের দুর্দ্দশাহেতু নানা অপধর্ম্মের উৎপত্তি

বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইল, জ্ঞান গুপ্ত হইল এবং আর্য্য-চৈতন্য একবারে শীত-কালের সর্পের ন্যায় সুপ্তপ্রায় রহিল। ব্রাহ্মণদিগের তর্কসকল সুদীর্ঘ পুস্তকের অন্তর্ভাগে স্থান গ্রহণ করিয়া তটস্থভাবে রহিল। ক্ষত্রিয়সকলের শৌর্য্য ও বীর্য্য কেবল শয়নাগারে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। অপরাপর জাতিসকল স্বীয় ধর্ম্মের আশ্রয়ের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া বেদ-বিধি ভঙ্গ করিতে লাগিল। যদিও এইপ্রকার আপৎকালে অনেকের পক্ষেই নিবৃত্তি ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয়, তথাপি কর্ম্মফলানুসারে আর্য্য-বংশীয় পুরুষেরা বেদ-ধর্ম্মের অতিক্রমণ করত অনেকপ্রকার স্বকপোলকল্পিত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ-শাসনে ভারতীয় যুবকদের অধঃপতন

ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের এতদ্দেশে আগমন হওয়ায় আমরা অনেক সুখ পাইতেছি। কিন্তু কোন ঘটনাই অমিশ্র সুখ দিতে সক্ষম হয় না। ইংরাজ-দিগের ভারতবর্ষাধিকার হওয়ায় যেমন আমাদের অধিক সুখ হইয়াছে, তদ্রূপই আমাদের কোন কোন বিষয়ে অমঙ্গলও হইয়াছে। ইংরাজেরা এ দেশে স্বীয় ভাষার দ্বারা অনেকপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন করত ও তাঁহাদের প্রকাশিত ধুম্রযান, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যন্ত্রসকল দর্শন করত একেবারে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইতেছে। আর্য্য-ভাষা ও তদন্তর্গত বিশাল এবং নির্ম্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। এ বিষয়ের প্রমাণ অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কোন একটি কৃতবিদ্য ইংরাজী-বিদ্যার অধ্যাপককে পরমপূজনীয় সর্ব্ববেদসার সাক্ষাৎ সামবেদরূপী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের

বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে হাস্য করিয়া উহাকে পুরাতন পুস্তক কহিয়া কোটরস্থ করিতে উপদেশ দিবে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের আধ্যাত্মিক পরম-রমণীয় অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত-সকলের সারবত্তা বুঝিতে না পারিয়া লাম্পট্যোদ্রেকী অসার পুস্তকের মধ্যে উহাকে পরিগণিত করে। আহা! কতদূর মূর্খতা! এ সকল বালকেরা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়া অনেক দল-বল সংস্থান করিয়া কয়েকটি উপধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে। সে যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রাকৃত বিজ্ঞান সকলই যে মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ঐসকল অপক্ক ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্বপ্নবৎ ভাণ বলিয়া স্থির করে। ইহাতে ইংরাজদিগের দোষ কি?

বাইবেলের নিবৃত্তি-মার্গ আচ্ছাদিত হইয়া সম্প্রতি বিজ্ঞান-প্রভাবে প্রবৃত্তি-মার্গের প্রাধান্য

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভাবের উদয় করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পাঠকবর্গ এই বিষয়ে অবগত হউন, যে ইংরাজ-সংসর্গে আর্য্যবংশীয় ব্যক্তিগণ নিবৃত্তি তত্ত্বকে অগ্রাহ্য বোধ করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটির মধ্যে 'সারমার্গ প্রবৃত্তি'—এইরূপ তাঁহারা স্থির করেন, নিবৃত্তি-মার্গকে পূর্ব্বকালে ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে-প্রকার সঙ্গ হয় তদ্রূপই জীবের বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বভাব হইয়া উঠে; ইহা ভুরিভুরি শাস্ত্রে কথিত আছে। ইংরাজেরা সম্প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনোবলের প্রাচুর্য্যে প্রবৃত্তি-মার্গকে ভগবদ্ধামের একমাত্র পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'সম্প্রতি'-শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের অবতার বা ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্ট স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্মে উভয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ স্বীকার করত তন্মধ্যে নিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা স্থাপনা করিয়াছেন।

যিশুর নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ

এক ব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে গুরো! অনন্তায়ুঃ পাইবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য?" যিশু কহিলেন, "যদি সাংসারিক ধর্ম্মসকল প্রতিপালন করিয়াও এপ্রকার প্রশ্ন কর, তবে শুন, তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর এবং আমার অনুগামী হও।" সে ব্যক্তি এই পরামর্শে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, "দেখ বিষয়ীলোকদিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ঘটনীয়।" পুনরায় কহিলেন, "যে মনুষ্য আমার পথানুগামী হইবার জন্য গৃহ, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতা, মাতা,

ভার্য্যা,কি শিশুবালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের অধিক লভ্য হইবে এবং তাহারা অনন্ত আয়ুর অধিকারী হইবে।"

বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ যিশুর মতবিরোধী

যিশুর এই প্রকার অনেক উপদেশ আছে। যিশু যে একজন বৈরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম শিক্ষিত হয়, তাহা খ্রীষ্টের উপদেশের সহিত ঐক্য হয় না, নতুবা খ্রীষ্টিয়ান জাতিসকল রাজ্য-লাভের জন্য প্রাণবধ ইত্যাদি স্বীকার করিত না। যুদ্ধ করা এক-প্রকার পশু-বৃত্তি বলিতে হইবে, অতএব বৈরাগ্যধর্ম্ম-বিরোধী, হইাতে আর সংশয় নাই।

প্রোটেষ্টাণ্ট লুথারের প্রবৃত্তি-মার্গ—যিশুর বিশুদ্ধ মত নহে

হে ভাগবতমহোদয়গণ! খ্রীষ্টের এই উপদেশে কি নিবৃত্তি-মার্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইল না? ইংরাজ মহাশয়েরা খ্রীষ্ট হইতে কি স্বতন্ত্র হইলেন না? কেবল যে প্রবৃত্তি-মার্গ শ্রেষ্ঠ, এরূপ সকল ইংরাজগণ কহেন না সত্য কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্তি-বিদ্বেষী, তাঁহারা 'লুথর' নামক কোন ধর্ম্মসংস্কর্ত্তার শিষ্য। 'লুথরে'র সময় হইতে তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গই উপাসনার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক 'প্রোটেষ্টাণ্ট' অর্থাৎ 'লুথরের' শিষ্যসমূহ সন্ন্যাসাবলম্বী 'পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বলেন। কিন্তু রুশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশে লুথরের মত বিশেষরূপে গ্রাহ্য না হওয়ায়, তথাকার পাদরীগণ কখন কখন আমাদের বৈরাগী ও মোহান্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-সম্ভোগে বিরত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে উপাসনা করেন। ঐ মতকে 'কেথলিক' অর্থাৎ খ্রীষ্টের যথার্থ মত বলা যায়। 'লুথর' খ্রীষ্ট-বাক্য-সকলের লক্ষণাদ্বারা স্বতন্ত্রার্থ করত নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লুথার-পন্থী ভারতীয় যুবকদের ঘৃণিত বিচার

আমাদের দেশে যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরিব্রাজক বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষৎ সকলের গৌণার্থের দ্বারা মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে 'লুথর'ও তদ্বৎ বাইবেল শাস্ত্রের গৌণার্থ করিয়া নিবৃত্তি-মার্গকে ভ্রমমার্গ কহিয়া প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নবীন ইংরাজী বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-ভক্তির দ্বারা আর্দ্রচিত্ত হইয়া এই প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। সন্ন্যাসী ও বৈরাগিসকলকে দেখিলে তাঁহাদের এই

বলিয়া দুঃখ হয় যে, আহা! এপ্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সংসারের উন্নতির পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। ইহারা যদি বিবাহাদি করিয়া ভূমি-কর্ষণাদি ক্রিয়া করিত, তাহা হইলে ভূদেবীর অনেক দুঃখের লাঘব হইত।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তারতম্য-বিচারের চারিটী প্রমাণ

এই প্রকার যাহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মুর্খ, এমত আমরা বর্ণনা করি না, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট মানব ভ্রমশূন্য হইতে পারে না; অতএব তাঁহাদেরও যে ভ্রম থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? প্রবৃত্তি-মার্গের পক্ষাবলম্বী বস্তুতঃ অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এই বিষয় বিচার করিতে হইলে শ্রীশ্রীভাগবতোক্ত চারিটি প্রমাণের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বনে লেখকের নির্ভীক আলোচনা আরম্ভ

"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।" (ভাঃ ১১।১৯।১৭)। অখিল শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও যুক্তি—এই চারিটি প্রমাণ অবলম্বন করিলে বিচার নির্ম্মল হইইবে। **আমরা বিচার-কালে কোন মনুষ্যের পাণ্ডিত্যে ভীত বা ভ্রান্ত হইব না। আমরা স্বাধীনতার সহিত বিচার করিব।** পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ কহিয়াছেন।—

স্বাধীনতা-রত্ন হয় ঈশ্বরের দান।
তাহারে ত্যজিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্॥

নির্ম্মল যুক্তি, শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা আমাদের নিতান্ত পূজ্য। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতসকলে যদিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিবেন, তথাপি তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে প্রবৃত্তি-মার্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজেরাও মনুষ্য। আমাদের নব্য মহোদয়েরা যে প্রাপ্ত সাধ্যভ্রমের বশীভূত হইয়া আর্য্য-প্রকাশিত নিবৃত্তি পথকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটিও তাহাদের বহু ভ্রমের মধ্যে একটী প্রধান ভ্রম। এক্ষণে মূল বিষয়ের বিচার করা যাউক। (ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহ-গীতি *

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে রচিত)

যে আনিল প্রেমধন (ভক্তি-) বিনোদ-ধারায়।
(সেই) সরস্বতী গুরু মোর কোথা গেলা হায় ॥
কাঁহা তীর্থযুগ, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম।
কাঁহা পর্ব্বত, পুরী, কাঁহা মোর বোধায়ন ॥
কাঁহা শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী উদার।
কাঁহা যতি পদ্মনাভ, সেবাপ্রাণ যাঁর ॥
কাঁহা কেশব মহারাজ, কাঁহা নরহরি।
কাঁহা স্বামী মহারাজ পৃথ্বী-প্রচারকারী ॥
কাঁহা শ্রীপরমানন্দ, কাঁহা তুর্য্যাশ্রমী।
কোথা গেলা শ্রীসাগর, ভাগবত স্বামী ॥
কোথা ভক্তিসুধাকর, ভকতিবিজয়।
গুরুসেবা বিনা যাঁরা কিছু না জানয় ॥
কাঁহা নেমি, বৈখানস, গিরি মহারাজ।
(প্রভুপাদ) সরস্বতী-পরিকর বৈষ্ণব-সমাজ ॥
কাঁহা মাধব মহারাজ শ্রীদয়িত-দাস।
শ্রীগুরুর জন্মস্থান যে কৈল' প্রকাশ ॥
কাঁহাচার্য্য মহারাজ বৃন্দাবনবাসী।
গৌর-হরিনাম নেন বসি অহর্নিশি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বহু পেয়েছিনু সঙ্গ।
দীন যাযাবর কাঁদে দেখি' সঙ্গ-ভঙ্গ ॥

---

* গীতিকার প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ **ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ** জগদ্গুরু পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম পার্ষদগণের মধ্যে তিনি একজন। তাঁহার রচিত বহু গীতি-কীর্ত্তনমধ্যে ইহা বিরহ-বেদনার অভিব্যক্তি। তদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ও সতীর্থগণের বিরহে তিনি ব্যথিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী পুরীধামে এই কীর্ত্তনটি করিয়াছিলেন।

—শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীনাম—নামী হইতে শ্রেষ্ঠ

বেদ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল শ্রীকৃষ্ণ-নাম। ওঁ তৎ সৎ প্রভৃতি অসম্প্রসারিত নাম সবেই হরি, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি সম্প্রসারিত নামরূপে প্রকাশিত। এই নামই তারকব্রহ্ম-নাম ও তাহাই সদা কীর্ত্তনীয়। যথা,—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলংমঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

—হে ভৃগুবর! শ্রীভগবানের নামসকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, বেদকল্পলতিকার সৎফল এবং চিন্ময়-ব্রহ্মস্বরূপ; শ্রদ্ধা অথবা হেলায়, অব্যক্ত অথবা অসম্পূর্ণরূপে যদি একবার মাত্রও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে সেই নাম মানুষমাত্রকে উদ্ধার করেন।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥
ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতং।
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলং॥
ন নাম-সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ সমঃ।
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন! যে-সকল মানব শ্রদ্ধা বা হেলা করিয়াও আমার নাম জপ করেন, তাহাদের নাম সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে জাগিয়া থাকে।

নামের সদৃশ জ্ঞান নাই, নামের সদৃশ ব্রত নাই, নামের সদৃশ ধ্যান নাই, নামের সদৃশ ফল নাই, নামের সদৃশ দান নাই, নামের সদৃশ শান্তি নাই, নামের সদৃশ পুণ্য নাই এবং নামের সদৃশ আশ্রয় নাই।

শ্রীভগবানের নাম-নামিতে অর্থশূন্য বর্ণের সমষ্টি হয় না, তাঁহার নাম ব্রহ্মস্বরূপার্থ প্রকাশক; নামাক্ষর সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ। যথা—

রমন্তে যোগিণোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ভাবভিধীয়তে॥ (পাদ্মে)

যোগিসকল সচ্চিদানন্দ ভগবানে রমণ করেন, এই অর্থ 'রাম' শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়। মহাভারতে শ্রীধরস্বামীর ভাঃ ৬।৯।৪২ টীকা—

কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

'কৃষ্ণ' শব্দটি কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ-প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, 'কৃষ্' ধাতু সর্ব্বাকর্ষণ সত্ত্বাবাচক ও 'ণ' নির্বৃত্তিবাচক; 'কৃষ্ এবং 'ণ' এই দুই-এর কার্য্যদ্বারা পরব্রহ্মই 'কৃষ্ণ' এই শব্দ অভিহিত হইয়াছে।

বৈদান্তিককুলশিরোমণি পরমভাগবত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন,—

চিদাত্মকাক্ষরাকারং নাম যথা নামিনঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য হংসশূকরাদিবপুশ্চিদ্রূপমেব তদ্বৎ॥

শ্রীনাম চিদাত্মক অক্ষরাকার। নামী শ্রীকৃষ্ণের হংস-শূকরাদি মূর্ত্তিসকল যেমন চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার নামও চৈতন্যস্বরূপ, কেহই প্রাকৃত নয়।

শ্রীজীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধা বিভূতম্।—শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত।

শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত—

নাম বিগ্রহ-স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥

কৃষ্ণের নামকে শব্দবুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়া পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি-মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্য বুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।

যে-জন বিষ্ণুর নামকে সামান্য শব্দ বলিয়া বিবেচনা করেন, সে নারকী।

বাচ্যবাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপ দ্বয়ং।
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে॥

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর এই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বাচ্য ও বাচক এ দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচক স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব আনন্দ বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি দেয় জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাম-বাচক স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ॥
নাম-নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হ'তে অধিক করুণ।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমহাভারতের আদিপর্ব্বে যে একটী লীলার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইবে। একদিন নারদ সত্যভামাদেবীর নিকট কৃষ্ণকে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। দেবী নারদকে কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে তাঁহার পরিমাণে রত্ন-ভিক্ষা চাহিতে বলিয়াছিলেন। নারদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তুলাদণ্ড আনা হইল। শ্রীকৃষ্ণকে এক পাল্লায় বসাইলেন আর অন্য পাল্লায় গৃহে যত রত্ন ছিল সবগুলি তুলিয়া দিলেন; কিন্তু পরিমাণে কম হওয়ায় ষোল হাজার মহিষীর শরীরে তাঁহাদের যত রত্ন-অলঙ্কার ছিল, তাহাও খুলিয়া খুলিয়া তুলিয়া দিলেন, তাহাতেও সমতুল্য না হওয়ায়, দ্বারকাবাসী সকলের রত্নালঙ্কার তুলিয়া দিলেন, তাহাতেও সমতুল্য হইল না দেখিয়া সত্যভামাদেবী ভীষণ চিন্তাযুক্তা হইলেন। নারদ কৃষ্ণের হাতে ধরিয়া লইবার জন্য উদ্যত হওয়ায় সত্যভামাদেবী কাঁদিয়া ব্যকুলা হইলেন। তখন উদ্ধব বলিলেন,—যাঁর এক-একটি লোমকূপে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, তাঁহার সমতুল্য রত্ন এই জগতে কিছু থাকিতে পারে কি? তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহার নাম ভারী। অর্থাৎ নামী হইতে 'নাম' শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনাদের রত্নালঙ্কারগুলি তুলিয়া লইয়া যান,—

এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী উপরে জগন্নাথ॥

বাস্তবিকে নামের তুল্য বস্তু নাই। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পরমভাগবত শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াং।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াং॥

জ্ঞান এবং সিদ্ধি তুলাদণ্ড ধরিয়া মাপা যায়, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেমকে তুলাদণ্ডের দ্বারা মাপা যাইতে পারে না।

শ্রীনাম কৃষ্ণের বাচক

আগেই বলা হইয়াছিল যে, শ্রীনাম-বাচক কৃষ্ণ এবং শ্রীনামী-বাচ্য কৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীনামের লক্ষ্য যখন কৃষ্ণ অর্থাৎ তৎসেবাপ্রাপ্তি হয়, তখন শ্রীনাম-কীর্ত্তন অভীষ্টফল প্রদান করিয়া কীর্ত্তনকারীর শুভবিধান করেন। শ্রীহরি-নামের লক্ষ্য যদি হরি না হইয়া হর অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে হরের সেবা হয় অথবা যদি 'হর' নামের লক্ষ্য, যেই হরি সেই হর—এই জ্ঞানে হরি হন, তখন আমার মুখ দিয়া,—

'নাম' বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাষ সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥

অপরাধময় কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের অভিনয় মাত্র; কীর্ত্তন হয় না।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেন ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে॥

অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা যখন কৃষ্ণের কৃপায় নির্গুণ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তখন তাহার সেবা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কীর্ত্তন যখন ব্যভিচার-দশালাভ করেন তখন অপরাধময় কীর্ত্তনের দ্বারা কীর্ত্তনের ফল লাভ হয় না।

'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন'—সঙ্কীর্ত্তন-শিরোমণি শ্রীগৌর-সুন্দরের ইহাই উপদেশ।

সুতরাং কীর্ত্তনে বাচ্য-বাচকের বিচার রহিয়াছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, আমি অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে

পারিব না। কল্পিত নামের কীর্ত্তন অকৃষ্ণ-কীর্ত্তন। বর্ত্তমান সমাজে অকৃষ্ণের কীর্ত্তন এইভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহার মূল উৎপাটন-পরিকল্পে বলিতে হইয়াছে,— 'বেদে যে কহিল নাম সেই নাম গাও।
কল্পিত ছড়া-নাম দূরে ফেলে দাও'।

বাজারে কৃষ্ণের নামাবলী কাপড় আছে, কালীর নামাবলী কাপড় আছে, ব্রহ্মোপাসকের (?) 'ওঁ তৎ সৎ' নামাবলী কাপড় আছে এবং কত যে কি নামের নামাবলী আছে তাহার সংখ্যা নাই। হরি-হরভেদ নাই ইহার অর্থ এইরূপ নয় যে, যেই হরি সেই হর; 'আমি ও আমার ভক্ত এক-স্বভাব। যেমন বায়ু আকাশের নাহি ভিন্ন ভাব'॥—এইরূপ।

হরি-হরে আকাশ-বায়ু অর্থাৎ আধার আধেয় বিচার আছে। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের, সেব্য-সেবকের বিচার আছে। 'সেব্য' বলিলে 'সেবকের' অবস্থানও বুঝায়। কার্ষ্ণ অর্থাৎ বৈষ্ণব বিষ্ণুর সহিত হরের অবস্থান আছে। সেব্য-ভগবান্ কৃষ্ণ এবং সেবক-ভগবান্ হর, দুইই সমজাতীয়, অভিন্নতত্ত্ব। সমজাতীয় বৈচিত্র্য আছে হরে, হরি হয় না। হরের মায়াবশ যোগ্যতা আছে, কিন্তু হরি মায়াধীশ। হরমোহন হরির সহিত মোহিত হরকে সমজ্ঞান করা অপরাধময় বিচার।

'ওঁ' 'ওঁ তৎ সৎ' প্রভৃতি অসম্প্রসারিত শ্রীনাম অর্থাৎ শ্রীনামের বীজীভূত অবস্থা, এবং রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি সম্প্রসারিত শ্রীনাম; এই সকল নামে শ্রীনামের পূর্ণ বিকাশ। প্রণবের (ওঁ) অর্থ—

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকৈক নায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।

প্রণবের 'অকারে' কৃষ্ণ, 'উকারে' রাধা ও 'মকারে' জীব। 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি সম্প্রসারিত নাম সম্বোধন বিভক্তিযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত। 'হরেকৃষ্ণে'র অর্থ 'হে হরে, হে কৃষ্ণ' শ্রীহরিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ নামকে সম্বোধনকারী হিসাবে জীবের অবস্থান আছে। সম্বোধনের উদ্দেশ্য ভক্তির কামনা—সেবার কামনা।

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

সেবা-প্রবৃত্তি ভুলে যাওয়ার জন্য আমাদের পতন, সেবা-লাভ হইলে আমাদের উত্থান। ইহা সেবা-লাভের জন্য—ভোগের জন্য হয় না। আমার এই সম্বোধন—আমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

ভক্তিরসভেদে শ্রীনামের বৈশিষ্ট্য আছে। যুগে যুগে আত্মধারণার তারতম্যে জগতে প্রকটিত শ্রীনামের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে শান্ত ও দাস্য ভাবোদ্দীপক—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরা ক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ।

এই নাম প্রচলিত ছিল। ত্রেতাযুগে শান্ত, দাস্য ও সখ্য ভাবোদ্দীপক—'রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন'॥

এই নাম প্রচলিত ছিল। দ্বাপরযুগে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবোদ্দীপক—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এই নাম প্রচলিত ছিল। এবং কলিযুগে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ-ভাবোদ্দীপক, পূর্ণ রসাত্মক—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইহাই শাস্ত্রেরও নির্দ্দেশ। আসামের তথ্য-কথিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক নাম, চারিনাম, পাঁচ নাম, অষ্টনাম ইত্যাদি যে নাম প্রচলিত আছে ও 'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম' বলিয়া যে নাম পশ্চিমবঙ্গের চৈতন্যব্রুব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, এই সকল কল্পিত নাম। এই সকল নামের কীর্ত্তনদ্বারা পিত্তবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও হরিভক্তির সম্ভাবনা মূলেতে নাই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥

(অনন্ত সংহিতা)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

ইহা শাস্ত্র-সম্মত নামাবলী। 'কলৌ নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা'—এই নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে অন্য আর কোন গতি নাই। ইহা গৌর-প্রকটিত পূর্ণ রসাত্মক নাম। ইহাই সকলের কণ্ঠের ভূষণ হউক। কল্পিত নামের কীর্ত্তনকারীসকল মনোধর্ম্মী, সুতরাং দুর্জ্জন। 'দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্ নাভ্যসেৎ পদম্'—দুর্জ্জনের পরিকল্পিত নামের অভ্যাস পরিহার করিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞাবাণী,—

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
হরিনাম মহামন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন।
সাধ্যের অবধি রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

'হরেকৃষ্ণ' যুগল-নাম। এই নাম-যুগলের বাচ্য ব্রজযুগল—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। উপরি-উক্ত ষোল নাম হরা, কৃষ্ণ এবং রাম এই তিন নামের সমষ্টি। 'হরা' শব্দ সম্বোধন বিভক্তিযুক্ত হইলে 'হরে' হয়। ইহার অর্থ,—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্ত্তিতা॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীরাধা কৃষ্ণের আহ্লাদ-স্বরূপিণী ও শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হরা। কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ পূর্ব্বে আংশিক পরিমাণে প্রকাশ করা হইয়াছে। রসগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতানুযায়ী ইহার অর্থ,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামকমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণ নামের অর্থ বহু নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥'

রাম-নামের অর্থ—

বৈদগ্ধিসার-সর্ব্বস্বমূর্ত্তি-লীলাধি-দেবতাং।
শ্রীরাধাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীরাধার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রমণ করেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম রাম। সুতরাং 'হরে' 'কৃষ্ণ' 'রাম'—এই তিন নামের বাচ্য 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ'। এস্থলে 'রাম'—দাশরথী রাম প্রযোজ্য নহেন। সীতাপতি 'রাম' অপেক্ষা এই 'রাম'-নাম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ (পদ্মপুরাণ)

হে বরাননে (পার্ব্বতী)! আমি মনোরম রামনামেই রমণ করি। এই রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের সমান ফলদায়ক।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

সহস্র বিষ্ণুনাম এক রামনামের সমান এবং রামনাম তিনবার কীর্ত্তন করিলে যে-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

সেইরূপে দেখা গেল যে, এক কৃষ্ণনাম, তিন রামনামের সমান।

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং॥ (প্রভাসখণ্ড)

শ্রীভগবান্ নিজমুখে পার্থকে বলিয়াছিলেন,—হে পরন্তপ! আমার নাম-সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণনামই' মুখ্যতম।

রসিক ভক্তসকল কলির এই পারকব্রহ্ম-নামের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়।

* * * *

কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা ঘুচাও মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্যকথা-দ্বন্দ্ব॥
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃৎ

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

রামানুজের পূর্ব্ব অধ্যাপক যাদবাচার্য্যের জননী যতীন্দ্র শ্রীরামানুজের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া যাদবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীরামানুজের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। যাদব স্বীয় মতের নিরর্থকতা পূর্ব্বেই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি নিজ-প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের মতকেই প্রবল রাখিতে বাধ্য হন; এক্ষণে স্বীয় ভক্তিমতী মাতার একান্ত ইচ্ছায় শ্রীরামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক পরিপ্রশ্নের পর তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হইল। শ্রীরামানুজের অসামান্যা কৃপায় যাদব মায়াবাদগর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের দ্বারা পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত ও যথাবিহিত ত্রিদণ্ড বৈষ্ণব-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি 'শ্রীগোবিন্দদাস' আখ্যায় ভূষিত হইয়া শ্রীরামানুজের আজ্ঞায় পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বৈষ্ণবগণের মাহাত্ম্য-সূচক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীগোবিন্দ-দাস বৈষ্ণবধাম লাভ করিলেন।

রামানুজের মাতৃস্বসা-তনয় গোবিন্দ জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি যাজন করিবার পরিবর্ত্তে মায়াবাদাশ্রয়ে শিবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীরামানুজ যামুন-শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের দ্বারা গোবিন্দকে মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামানুজ এই সময়ে শ্রীযামুনাচার্য্য ও পূর্ব্ব গুরুপদিষ্ট শাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীমহাপূর্ণের নিকট হইতে ন্যাসতত্ত্ব, পুরুষ-নির্ণয়, গীতার্থ-সংগ্রহ, ব্যাসসূত্র, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাপূর্ণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীরামানুজ পুণ্ডরীকাক্ষকে (শ্রীমহাপূর্ণ-তনয়) শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ শুনিতে পাইলেন যে, 'গোষ্ঠীপুর গ্রামে শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ নামে জনৈক মন্ত্ররহস্যবিৎ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন। তিনি যামুনাচার্য্যের একজন প্রিয়শিষ্য, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্ররহস্য ও তত্ত্ব-বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের তত্ত্বজ্ঞান-স্পৃহা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য রামানুজকে অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান করিয়া অষ্টাদশ-

বারের পর সরহস্যমন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গিয়াই তাঁহার চতুঃসপ্ততি সংখ্যক (৭৪) শিষ্যকে একত্র সমাবেশ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ-দ্বারা যুগপৎ সকলকে দীক্ষিত করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ লোকপরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ রুষ্ট হইলেন এবং রামানুজকে একদিন সমীপস্থ দেখিয়া তাঁহার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী জানাইলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য তদুত্তরে বলিলেন,—প্রভো, আমার ন্যায় একজন ঘৃণিত ব্যক্তির নরকলাভের পরিবর্ত্তে যদি আপনার কৃপায় সহস্র সহস্র নরনারীর মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় স্বার্থপরের অতটুক স্বার্থত্যাগ করিতে যাওয়া কি উচিত নহে? গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এইরূপ মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া নিজ-প্রিয়পুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত করাইলেন।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও গুরুসেবাদ্বারাই একমাত্র শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য জানা যায়, আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্য-গৌরবাদির অভিমান থাকিলে কখনও তাঁহার নিকট শাস্ত্রমর্ম্ম প্রকাশিত হয় না; জগতে এই শিক্ষা স্থাপনার্থ শ্রীরামানুজ নিরন্তর নিষ্কপট-গুরুসেবায় নিযুক্ত স্বীয় শিষ্য শ্রীকুরেশের নিকট শ্রীগীতার চরম শ্লোকের রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন এবং তাঁহার অন্য শিষ্য দাশরথির কিঞ্চিৎ আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দাশরথিকে বৈষ্ণবের পাচক-কার্য্যে নিযুক্ত ও ঐরূপ নীচ-সেবাদ্বারা তাঁহার অভিমান দূর করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করাইয়া পরে তাঁহাকে চরম-শ্লোকার্থ প্রদান করিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ—এই পঞ্চমহানুভব ভাগবত শ্রীযামুনাচার্য্যের পরম অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন; শ্রীরামানুজ ইঁহাদের সকলকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীযামুনমুনির দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য এখন শ্রীরঙ্গমে সৎ-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও সংরক্ষক-রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কতকগুলি অপস্বার্থপর-হৃদয় শ্রীরামানুজের এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা নানা অসদুপায়-দ্বারা আচার্য্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেও পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া

রামানুজের প্রাণ-সংহারে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চকগণকে করতলগত করিয়া আচার্য্যের আহার্য্য ভগবদুচ্ছিষ্টে বিষ মিশ্রিত করিবার পরামর্শ করিলেন। আচার্য্য দেবলগণকে নিন্দা করেন, রামানুজের অভ্যুদয় ও প্রচারফলে দেবলগণকে আর কেহ পূর্ব্ববৎ সম্মান করেন না, রামানুজকেই সমধিক সম্মান করিয়া থাকেন ও তদর্থেই শ্রীরঙ্গস্থ সম্ভ্রান্তজনসমূহ অকাতরে অর্থ-ব্যয় করেন,—এইরূপ কতকগুলি কথা বলিয়া অপস্বার্থপর লোকগুলি অর্চ্চকগণের কাণভারী করিল। শ্রীরঙ্গমের প্রধানার্চ্চক তাঁহার পত্নীর নিকটে আচার্য্য-সংহারের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনুমতি করিলেন। সরলা ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে এইরূপ ভূতক্লেশের সহায়তা স্থান পাইল না; তিনি বিষ-মিশ্র ভোজ্যপদার্থ রামানুজের সম্মুখে রাখিয়া ত্রিদণ্ডি রামানুজকে দণ্ডবৎ করিবার ছলে নিজ নখদ্বারা তাঁহার পদে কি যেন অঙ্কিত করিয়া রামানুজের হৃদয়ে সন্দেহ উৎপন্ন করিলেন। অশেষ বুদ্ধিশালী যতীন্দ্র ভোজ্যদ্রব্যের কিয়দংশ একটী কুকুরের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন এবং দেবলগণ তাঁহার বিনাশ-কামনায় নিযুক্ত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। আর একদিন শ্রীরামানুজকে বিনাশ করিবার মানসে রঙ্গদেবের অর্চ্চক স্বয়ংই নিজহস্তে শ্রীরঙ্গদেবের স্নানজলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে প্রদান করিলেন; কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথদেবের অপার কৃপায় উহা রামানুজের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

এই সময় 'যজ্ঞমূর্ত্তি' নামক এক মায়াবাদী দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী পণ্ডিত রামানুজের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে রামানুজকে কূটতর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলে আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে শ্রীযামুনাচার্য্য-প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়ে'র যুক্তি অবলম্বন করিয়া দিগ্বিজয়ীকে নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের শরণ গ্রহণ করিলে রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে শিখাসূত্র ত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় শিখাসূত্র ধারণ ও পঞ্চসংস্কারের সংস্কৃত করাইলেন এবং তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিলেন। তখন হইতে যজ্ঞমূর্ত্তি 'দেবরাট্' 'দেবমন্নাথ' নামে অভিহিত হইলেন শ্রীরামানুজ একটী সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেবরাট্‌কে সেই মঠাধীশরূপে স্থাপন করিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রীশৈল বা তিরুপতিস্থান-দর্শনে গমন-পথে 'অষ্ট সহস্র' নামক গ্রামে বরদাচার্য্য ও যজ্ঞেশ

নামক শিষ্যদ্বয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রের দৃষ্টান্ত-দ্বারা গুরু-বৈষ্ণব সেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন। বরদাচার্য্যের পত্নী অতিশয় সতী-সাধ্বী ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; এমন কি তিনি তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া গুরু ও বৈষ্ণব-সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বরদাচার্য্য-পত্নীর কৃপায় এক ধনাঢ্য বণিকের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হয় ও রামানুজের চরণাশ্রয় ঘটে। শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলের উপরে আরোহণ না করিয়া নিম্নদেশ হইতেই ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল দর্শন করিলেন। তদ্দেশীয় রাজা বিঠ্ঠল রাও শ্রীরামানুজের চরণাশ্রয় করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে 'ইলমণ্ডীয়' নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন; শ্রীরামানুজ উক্ত প্রদেশটী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া দেন। রামানুজ ঘটিকাচলে গমন করিয়া নৃসিংহদেব সন্দর্শন, তথা হইতে পক্ষীতীর্থে গমন ও স্নান-দর্শনাদি করিয়া কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে গোবিন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

আচার্য্য রামানুজ এবার শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শ্রীভাষ্যরচনার সঙ্কল্প করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়নের বৃত্তির অনুসরণে 'শ্রীভাষ্য' নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইয়া কাশ্মীরপ্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ (বৃজব্রো) হইতে উক্ত বৃত্তিরাজ আনিবার জন্য নিজ শিষ্য কুরেশের সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দ্বারা এই গ্রন্থটী আবদ্ধ থাকায় অপ্রচারিত ছিল। ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিকূলে অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ থাকায় ইহার প্রচারে কেবলাদ্বৈত-বাদ সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া পড়িবে—এই বিবেচনায় কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ গ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠে গমন করিয়া বোধায়নবৃত্তিখানি দেখিতে চাহিলে তত্রস্থ অদ্বৈতবাদিগণ পুস্তকখানির অনস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের নিকট মনোবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে রাত্রিকালে সারদাদেবী স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে উক্ত গ্রন্থখানি প্রদান করেন এবং গোপনে অতি সত্বর সেই স্থান পরিত্যাগের আদেশ করেন। কিছুদিন পরে সারদাপীঠস্থ অদ্বৈতবাদিগণ বোধায়ন-বৃত্তিটী দেখিতে না পাইয়া রামানুজই এই পুস্তক-খানি অপহরণ করিয়াছেন,—ইহা স্থির করিয়া বহু বলবান্ ব্যক্তিকে শ্রীরামানুজের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। উহারা একমাস কাল দিবারাত্র দ্রুতবেগে গমন করিবার পর কুরেশের সহিত রামানুজকে দেখিতে পান এবং

তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বোধায়নবৃত্তিটী কাড়িয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল বিবেচনা করিয়া রামানুজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন কুরেশ গুরুদেবকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তিনি একমাস-কালের মধ্যে প্রতি রজনীতে সমগ্র বোধায়ন-বৃত্তিটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি সমস্ত বৃত্তিটী লিখিয়া দিতেছেন। শ্রুতিধর কুরেশ পাঁচ-ছয় দিবসের মধ্যেই সমগ্র বৃত্তিটী তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে লিখিয়া শেষ করিলেন। রামানুজ কুরেশের এইরূপ অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীভাষ্য-রচনাকালে কুরেশকে নিজ লেখক করিয়া লইলেন। শ্রীভাষ্য রচনার পর আচার্য্য রামানুজ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর)

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশবভট্টের দর্পচূর্ণ

কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত কেশব ভট্ট একদা সরস্বতীদেবীর সাক্ষাৎ বরপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিপুল ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিভিন্ন দেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ন। গুজরাট, লাহোর, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তিনি অতীব অহঙ্কারী হইয়া উঠেন। তিনি নিজেকে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মনে করিয়া তৎকালে বিদ্যালোচনার শ্রেষ্ঠকেন্দ্র নবদ্বীপ শহরের পণ্ডিতদের সহিত তর্কযুদ্ধ করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। দিগ্বিজয়ীর আগমনে নবদ্বীপে সাড়া পড়িয়া গেল। দিগ্বিজয়ী যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই পণ্ডিতগণের নিকট জয়পত্র পাইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে জয়যুক্ত হইয়া অশ্ব-গজ প্রভৃতিতে পরম সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন। তিনি সরস্বতীদেবীর বরপুত্র শুনিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ীর আগমন-বার্ত্তা শ্রীগৌরসুন্দর শুনিতে পাইলেন। দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার হইয়াছে শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যদিগকে জানাইলেন,—'ঈশ্বর কাহারও অহঙ্কার সহ্য করেন না;

দিগ্বিজয়ীর বিদ্যার অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হইবে।' শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য অন্যথা হইবার নহে।

একদিন পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে গঙ্গা-তীরে শিষ্যগণ সহ উপবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর-সকাশে দিগ্বিজয়ী উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পণ্ডিত-প্রবর দিগ্বিজয়ীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করায় দিগ্বিজয়ী সন্তুষ্টচিত্তে আসন গ্রহণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী মনে মনে গর্ব্ববশতঃ গৌরসুন্দরকে কহিলেন,—'আপনার ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা শুনিয়াছি।' শ্রীগৌর-সুন্দর বিনীতভাবে উত্তরে জানাইলেন,—আমার ব্যাকরণ-অধ্যাপনা শিষ্য-গণ বুঝিতে পারে না। আপনার সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বখ্যাতি শ্রবণে আপনার নিকট কিছু কবিত্ব শুনিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। যদি আপনি কৃপাপূর্ব্বক গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেন, তাহা হইলে আমরা তাহা শুনিয়া পুলকিত ও পাপ-মুক্ত হইতে পারিব।

শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গার মহিমা শুনিতে চাহিতেছেন ভাবিয়া দিগ্বিজয়ী আরও অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। দিগ্বিজয়ী মনে মনে আশা করিলেন, এইবার কবিত্ব-স্ফুরণে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া জয়পত্র আদায় করিয়া লইবেন। দিগ্বিজয়ী তখনই সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার মহিমা-সূচক-শ্লোক রচনা করিয়া ঝড়ের মত শত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। দিগ্বিজয়ী-কণ্ঠে এই সমস্ত শ্লোক শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত আর সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্বিজয়ীর বর্ণনা শেষ হইলে শ্রীগৌরসুন্দর দিগ্বিজয়ী-রচিত শত শ্লোক হইতে একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ নিরূপণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ঝড়ের মত দ্রুত কথিত শত শ্লোকের মধ্য হইতে শ্রীগৌরসুন্দর একটী শ্লোক উদ্ধার করায় দিগ্বিজয়ী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কিরূপভাবে শ্লোক কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিলেন?' শ্রীগৌরসুন্দর উত্তরে কহিলেন,—'আপনি যেমন দেবতার বরে কবিবর হইয়াছেন, ঐরূপ দেবতার বরে কেহ শ্রুতিধর হইতেও পারে।' অতঃপর দিগ্বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিয়া দিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রথমতঃ শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন, —'আপনি বৈয়াকরণিক, অলঙ্কার পড়েন নাই; কাজেই কবিত্বের মর্ম্ম কি বুঝিবেন?' শ্রীগৌরসুন্দর কহিলেন,—'আমি অলঙ্কার না পড়িলেও শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত "মহত্বং গঙ্গায়াঃ"—শ্লোকাংশের দুইস্থানে

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এবং আরও বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম, পুনরুক্তি তিন দোষ অর্থাৎ একত্রে পঞ্চদোষে দুষ্ট হওয়ায় শ্লোকটির পঞ্চ অলঙ্কার থাকিলেও তাহা নষ্ট হইয়াছে।' শ্রীগৌরসুন্দর এইভাবে সমস্ত দোষগুলি একে একে বর্ণনা করিলে দিগ্বিজয়ীর মুখ ম্লান হইয়া গেল।

"শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥"—(চৈঃ চঃ)

দিগ্বিজয়ী দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন,—হয়তঃ সরস্বতীদেবীর নিকট তাঁহার কোন অপরাধ-ফলে দেবী কুপিতা হওয়ায় তাঁহার এইরূপ পরাজয় হইল। সেই রাত্রে দিগ্বিজয়ী পরাজয়ের গ্লানি লইয়া সরস্বতীদেবীর মন্ত্র জপ সহকারে ধ্যান করিতে লাগিলেন। স্বপ্নে তাঁহাকে সরস্বতীদেবীর দর্শন দিয়া কহিলেন,—'বিপ্র, শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ। আমি তাঁহার পাদপদ্মের নিরন্তর দাসী। আমি লজ্জায় তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হই না। তুমি এতকাল যে দিগ্বিজয় করিয়াছিলে, তখন আমি তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমাকে জয়যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুর সম্মুখে আমার বসিবার বা উপস্থিত থাকিবার যোগ্যতা নাই। ইঁহার আজ্ঞায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে। এতদিনে তোমার মন্ত্রজপের ফল পাইয়াছ, আমার প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছ। কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়াই বিদ্যার সার্থকতা। আজ ভগবান্ শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া বিদ্যার সার্থকতা লাভ কর।

তখন সরস্বতীদেবীর নিকট শ্রীগৌরহরিকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিনীতভাবে শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। প্রভু শ্রীগৌরহরির কৃপায় দিগ্বিজয়ীর হৃদয়ে প্রেমভক্তি, বৈরাগ্য ও বিজ্ঞান প্রকাশিত হইল। প্রভু কহিলেন,—

"দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥

এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"—(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশে ও কৃপাবলে দিগ্বিজয়ীর চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দর্পহারী ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর এইভাবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশব-কাশ্মীরীর দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব বর্দ্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ দিগ্বিজয়ীর জীবন সফল হইল। দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত দিগ্বিজয়ী কেশব-কাশ্মিরী কর্ত্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্পর্কে মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর-রচিত 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়,—"দিগ্বিজয়ী কেশব-কাশ্মিরীর কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া চৈতন্য-দেবের নিকট পরাস্ত হইয়া ভাগবতধর্ম্মের শিক্ষালাভ করেন। পরিশেষে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বেদান্ত কৌস্তুভাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎসম্প্রদায়ের প্রভূত পুষ্টি সাধন করেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি চৈতন্যদেবের প্রচারের ফল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।"

যৌবন-লীলা

পিতৃশ্রাদ্ধচ্ছলে গয়াধামে গিয়া ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

জননী শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দিতচিত্তে শিষ্যাদি সমভিব্যাহারে পিতৃশ্রাদ্ধক্রিয়ার্থে গয়া গমন করিলেন। গয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় দেহে

জ্বর প্রকাশ করিলেন। সঙ্গী শিষ্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবল জ্বর দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই জ্বর ত্যাগের নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা নির্ণয় করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে জানাইলেন যে, বিপ্রপাদোদক পান করিলে তিনি নিরাময় হইবেন। অতঃপর বিপ্র-পাদোদক পান করা মাত্রেই শ্রীগৌরসুন্দরের জ্বর ত্যাগ হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলায় বিপ্রপাদোদক পানের দ্বারা জড়দেহের রোগ দূরীভূত হওয়ায় বিপ্রের মহিমাই প্রকাশিত হইল। কিন্তু জড়দেহের রোগমুক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রেম লাভ ভক্ত-বৈষ্ণবের পাদোদকপানেই হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ভক্ত-পাদোদক পানের মহিমা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদ জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

অতএব সাধারণ বিপ্র-পাদোদক অপেক্ষা বৈষ্ণব-পাদোদকের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীগৌরসুন্দর অবশ্য সাধারণ যে-কোন বিপ্রের পাদোদক পান না করিয়া ভক্ত-বিপ্রেরই পাদোদক পান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্ত-বৎসল ও ভক্ত-মর্য্যাদা-রক্ষক। ভগবান্ কেবল-মাত্র তাঁহার একান্ত ভক্তের দ্রব্যই গ্রহণ করেন। আর শ্রীভগবানের মরমী তদ্গতচিত্ত ভক্ত ব্যতীত কেহ কি ভগবান্‌কে পাদোদক দিতে সমর্থ হয়? দ্বাপর-যুগে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আরোগ্য-কামনায় ব্রজদেবীরাই পদধূলি দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্ত বিপ্রের নিকট ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পাদোদক চাহিয়াছেন এবং ভক্তবিপ্র তাহা দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জীবের দেহ-দেহী ভেদ থাকায় পঞ্চভূতাত্মক দেহে ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আছেই। কিন্তু শ্রীভগবানে দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় তিনি স্বয়ং আসেন এবং স্বয়ং অন্তর্দ্ধান হন। শ্রীভগবানের নর-লীলায় নর-দেহ ধারণ আমাদের ন্যায় প্রাকৃত বোধ হইলেও তাহা প্রাকৃত নহে। শ্রীভগবান্

কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামক। শ্রীভগবানের চিন্ময় শরীরে কালকৃত ব্যাধি-জরা-মরণাদি থাকিতে পারে না। ভগবান্ গৌরসুন্দর লীলাভরে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ব্যাধিগ্রস্থের অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দর স্বেচ্ছায় জ্বরভোগ অভিনয় করিয়া ভক্তবিপ্রের পাদোদক পানে রোগমুক্ত হইয়া বিপ্রের মহিমা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাই এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে,—

"ঈশ্বর যে করে বিপ্র-পাদোক পান।
এ তাঁর স্বভাব বেদ-পুরাণ-প্রমাণ॥
যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভক্তবল॥"

ক্রমে গৌরসুন্দর গয়াতীর্থ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দৈবযোগে মহাভাগবত ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঈশ্বরপুরীপাদ গৌরসুন্দরকে দেখিয়া মহানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। দৈবযোগে ভগবান্ ও ভক্তের এই মিলনে উভয়ে প্রেম বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। ভক্ত ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে তাঁহার গয়া-আগমনের হেতু জানাইয়া শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান প্রসঙ্গে লোকশিক্ষার্থে কহিলেন,—

"প্রভু বলে,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ্ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটী পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত রসপান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"—(চৈঃ ভাঃ)

তীর্থে বৈষ্ণব-দর্শন বা বৈষ্ণব-সঙ্গই তীর্থ দর্শনের সার্থকতা। সাধুগণ পাপ-মলিন তীর্থকে পুনঃ পবিত্র করিবার জন্যই তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তীর্থ-প্রত্যাগত বিদুরকে শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

"ভবদ্বিধা-ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো !
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥"

পাপীদের সংসর্গে মলিনতা প্রাপ্ত তীর্থসমূহ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ বৈষ্ণবের পদরজে তীর্থীভূত হওয়ায় বৈষ্ণবের সেবাতেই পিতৃগণের কল্যাণ নিহিত। গৃহস্থ ভক্তদিগের পক্ষে বহু পিণ্ডদানের তথা প্রেত-শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের প্রয়োজন নাই। বিষ্ণু (বৈষ্ণবের)-সেবায় পিত্রাদি ও দেবতাগণ সকলেই পরিতৃপ্ত হন। এমতাবস্থায় কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধাদি নিরর্থক হইলেও এবং ঐকান্তিক গৃহস্থবৈষ্ণবের পিত্রাদি তর্পণের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মজড়দিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য বা পক্ষান্তরে ভক্তদিগকে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য গয়া-শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। গয়া-শিরে পিণ্ডদান বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণনা আছে যে, পুরাকালে ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর শ্রীবিষ্ণুর গদাঘাতে নিহত হইয়া নিজ-বাঞ্ছানুযায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণ পাদপদ্ম শিরোধারণপূর্ব্বক স্থাবর-দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর শিলারূপে গয়াধামে অবস্থান করিতেছেন এবং উক্ত গয়া-শিরে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষগণ পাপমুক্ত হইয়া থাকেন। তদনুযায়ী গয়ায় পিণ্ডদান-প্রথা প্রচলিত আছে। এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের পিতৃপুরুষগণ-উদ্দেশ্যে প্রেত-শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান নিছক অসুর-প্রকৃতির লোকদিগকে বিমোহিত করিবার ছলনামাত্র। শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময় পিতার যেমন জন্ম-মৃত্যু নাই তেমনি প্রেত-যোনি পাইতে হয় না। অসুর-স্বভাবযুক্ত দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন যে, মানব-মাত্রেই মৃত্যুর পরে প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হওয়ায় সেই প্রেত-যোনি হইতে উদ্ধারের জন্য অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদানপূর্ব্বক সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠানই বিধি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, মৃতব্যক্তির পুণ্য বা সুকৃতি থাকিলে কি তাহার প্রেতত্ব লাভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অশুভ তৎপরতা ও সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের পূর্ব্বাভাষ পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা হেতু গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের দিন পূর্ব্ব-সূচীতে সেবা-পঞ্জী-অনুসারে দিবসের অগ্রভাগে করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, পরিশেষে মধ্যাহ্নে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করা হয়।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ১২ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭৯) বুধবার দিবা ৩টা হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুসজ্জিত রথে আরূঢ় করা হইলে সহস্র সহস্র নর-নারীর 'জয় জগন্নাথদেব কি জয়'—ধ্বনি নিনাদিত হইতে থাকে; সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সর্ব্বাগ্রে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেন। পরে ভক্তগণের কীর্ত্তন-ধ্বনি ও আকর্ষণ সহযোগে রথ ধীর-মন্থর গতিতে গুণ্ডিচা-মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রথখানি শহরের থম-থমে ভাবকেও প্রবল উল্লাসের স্রোতে ভাসাইয়া বিশেষ বিশেষ রাস্তা অতিক্রম করত জন-সমূদ্রকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। গৃহের দ্বারে দ্বারে পুষ্প-উপায়ন প্রভৃতি লইয়া প্রভুর কৃপা লাগিয়া কতজন যে প্রতীক্ষমান তার যেন ইয়ত্তা নাই। অন্য দিকে বৈষ্ণব-গণ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে উদ্দণ্ড নর্ত্তন-কীর্ত্তনে বিভোর। এর মধ্যেই রথ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্‌ছে—সে দৃশ্য অভিনব—প্রাণবন্ত। তখন প্রায় ৬টা, ফাঁসিতলা ঘাটের উপকণ্ঠে শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপে উপনীত হন। এখানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অষ্টরাত্রি অবস্থান করিয়া নবম দিনে পুনঃ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্তজন-হৃদয়ে 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই',—এই যে ভাব, তাহারই অভি-ব্যক্তরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র ব্যতীতও বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন। এমন কি পুনর্যাত্রাকালেও সেই ভাবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। ব্রজরস-রসিকশেখর শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণের প্রীতিই রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৮৬ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৭ পদ্মনাভ, ৪৯৩ গৌরাব্দ সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮৬; ইং ১৭।৯।১৯৭৯ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং
শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্
(শ্রীমদ্রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিতম্)

ঋতৌ শরদি-রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্।
বরীতুং হন্ত রাসশ্রীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা॥ ৬১॥

অহো! শরৎ ঋতুতে রাসের সময় রাসের একমাত্র রসিকশ্রেষ্ঠকে স্পষ্টভাবে বরণ করিবার জন্য সখিগণকে আশ্রয়পূর্ব্বক রাসলক্ষ্মীরূপে বিশাখাদেবী বিহার করিতে থাকেন॥ ৬১॥

হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্।
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্তিধারিণী॥ ৬২॥

হেমন্তকালে কামযুদ্ধের জন্য ভ্রমণকারী রাজনন্দন কৃষ্ণকে পৌরুষে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তিনি জয়শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ৬২॥

সবত: সকল-স্তব্য-বস্তুতো যত্নতশ্চিরাৎ।
সারানাকৃষ্য তৈর্যুক্তয়া নির্ম্মায়াদ্ভুতশোভয়া ॥ ৬৩ ॥

সূর্য্য বা চন্দ্র হইতে ও সকল স্তবনীয় বস্তু হইতে দীর্ঘকালে যত্নপূর্ব্বক সার আকর্ষণ করিয়া তন্নির্ম্মিত শোভাসম্পন্না ছিলেন বিশাখা। ৬৩ ॥

স্বশ্লাঘাং কুর্ব্বতা ফুল্লবিধিনা শ্লাঘিতা মুহুঃ।
গৌরী-শ্রী-মৃগ্যসৌন্দর্য্য-বন্দিতশ্রীনখপ্রভা ॥ ৬৪ ॥

বিশাখাদেবী প্রফুল্ল বিধিতে স্বীয় শ্লাঘাকারী কর্তৃক বারংবার প্রশংসিত হইয়াছিলেন এবং গৌরী লক্ষ্মীর অন্বেষণীয় সৌন্দর্য্যদ্বারা তাঁহার নখপ্রভা বন্দিত হইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

শরৎসরোজ-শুভ্রাংশু-মণিদর্পণ-মালয়া।
নির্ম্মঞ্ছিতমুখাম্ভোজ-বিলসৎ-সুষমা-কণা ॥ ৬৫ ॥

তাঁহার মুখপদ্ম শরৎপদ্মে চন্দ্রের শুভ্রকিরণরূপ মণিদর্পণমালাদ্বারা নীরাজিত হইয়াছিল, উহাতে সৌন্দর্য্যের একটি কণামাত্র বিলসিত ছিল ॥ ৬৫ ॥

স্থায়ি-সঞ্চারি-সুদীপ্ত-সাত্ত্বিকৈরনুভাবকৈঃ।
বিভাবাদ্যৈর্বিভাবোঽপি স্বয়ং শ্রীরসতাং গতা ॥ ৬৬ ॥

স্থায়ী, সঞ্চারী, সুদীপ্ত সাত্ত্বিক, অনুভাব ও বিভাবাদি দ্বারা বিভাবিত ও তাঁহাতে স্বয়ং শোভমানা রসতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥

সৌভাগ্যদুন্দুভিপ্রোদ্যদ্ধ্বনি-কোলাহলৈঃ সদা।
বিত্রস্তীকৃত-গর্ব্বিষ্ঠ-বিপক্ষাখিল-গোপিকা ॥ ৬৭ ॥

বিশাখার সৌভাগ্যদুন্দুভির উত্থিত ধ্বনির কোলাহল সর্ব্বদা বিপক্ষীয় অসংখ্য অতিশয় গর্ব্বিতা গোপিকাদিগকে বিশেষভাবে ত্রাসিত করিত। ৬৭ ॥

বিপক্ষ-লক্ষ-হৃৎকম্প-সম্পাদক-মুখশ্রিয়া।
বশীকৃত-বকারাতি-মনসা-মদনালসা ॥ ৬৮ ॥

বিশাখা লক্ষ বিপক্ষদের হৃৎকম্প-সম্পাদনকারিণী, মুখশোভাদ্বারা বকারি কৃষ্ণের মন বশীভূত করিয়াছিলেন এবং তিনি মদনে অলসা ছিলেন ॥ ৬৮ ॥

কন্দর্পকোটি-রম্য-শ্রীজয়ি-শ্রীগিরিধারিণা।
চঞ্চলাপাঙ্গ-ভঙ্গেন বিস্মারিত-সতীব্রতা ॥ ৬৯

কন্দর্পকোটী রমণীয় শ্রীজয়ী শ্রীগিরিধারীর চঞ্চল অপাঙ্গভাবীদ্বারা বিশাখার সতীব্রত বিস্মারিত হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণেতি-বর্ণ-যুগ্মোরু-মোহমন্ত্রেণ মোহিতা।
কৃষ্ণদেহ-বরামোদ-হৃদ্য-মাদন-মাদিতা ॥ ৭০ ॥

বিশাখা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়ের প্রবল মোহমন্ত্রদ্বারা মোহিতা এবং কৃষ্ণদেহের শ্রেষ্ঠামোদজাত মনোরম মাদনে মত্তা ছিলেন ॥ ৭০ ॥

কুটিল-ভ্রূচলচ্চণ্ড-কন্দর্পোদ্দণ্ড-কার্মুকে।
ন্যস্তাপাঙ্গ-শরক্ষেপৈর্বিহ্বলীকৃত-মাধবা ॥ ৭১ ॥

কুটিল ভ্রূচঞ্চল প্রচণ্ড কন্দর্পরূপ ধনুতে বিন্যস্ত অপাঙ্গরূপ শরক্ষেপে বিশাখা মাধবকে বিহ্বল করেন ॥ ৭১ ॥

নিজাঙ্গ-সৌরভোদ্গার-মাদকৌষধি-বাত্যয়া।
উন্মদীকৃত-সর্ব্বৈক-মাদক-প্রবরাচ্যুতা ॥ ৭২ ॥

নিজাঙ্গের সৌরভোদ্গাররূপ মাদকৌষধিবায়ুদ্বারা একমাত্র মাদকশ্রেষ্ঠ অচ্যুৎকে বিশাখা উন্মত্ত করেন ॥ ৭২ ॥

দৈবাচ্ছ্রুতিপথায়াত-নাম-নীহার-বায়ুনা।
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চ-শীৎকার-কম্পিকৃষ্ণ-মনোহরা ॥ ৭৩ ॥

দৈবাৎ কর্ণপথাগত নামরূপ নীহারবায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত রোমাঞ্চ ও শৈত্য-দ্বারা কম্পিত কৃষ্ণের মনোহারিণী ছিলেন বিশাখাদেবী ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণনেত্র-লসজ্জিহ্বা-লেহ্যবক্ত্র-প্রভামৃতা।
কৃষ্ণান্য-তৃষ্ণা-সংহারী-সুধাসারৈক ঝর্ঝরী ॥ ৭৪ ॥

বিশাখার বদনপ্রভারূপ অমৃত একমাত্র কৃষ্ণনেত্ররূপ লসৎ জিহ্বাকর্ত্তৃক লেহনযোগ্য এবং তিনি কৃষ্ণের অন্য তৃষ্ণা বিনাশকারী একমাত্র সুধাসার নির্ঝর বা ঝর্ণারূপা ॥ ৭৪ ॥

রাসলাস্য-রসোল্লাস-বশীকৃত-বলানুজা।
গানফুল্লীকৃতোপেন্দ্রা পিকোরু-মধুর-স্বরা ॥ ৭৫ ॥

রাসনৃত্যে রাসোল্লাসে বিশাখা বলানুজ কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, গানদ্বারা উপেন্দ্রকে প্রফুল্ল করিয়াছেন এবং তিনি কোকিল হইতেও মধুর স্বরসম্পন্না ॥ ৭৫ ॥ (ক্রমশঃ)

পিতা, আচার্য্য ও গুরু

অন্তেবাসী—'পিতা', 'আচার্য্য' ও 'গুরু' শব্দে আমরা কি বুঝিব?

পিতার সংজ্ঞা

আচার্য্য—যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন তিনি **পিতা** নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন,—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ আহার-দাতা, অভয়-প্রদাতা, শ্বশুর-মহাশয়, জনক এবং সাবিত্র্য-সংস্কর্ত্তা—এই পঞ্চজনকে 'পিতৃ'সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সাত প্রকার পিতার উল্লেখ আছে,—

"কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ শ্বশুর, ভোজনদাতা, শিক্ষক, অভয়-প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বস্তুতঃ যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্যবুদ্ধিতে আমরা বাস করি, তাঁহারাই পিতা।

গরুড় পুরাণে পিতৃ-স্তোত্রে পিতৃগণ-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

আচার্য্য কাহাকে বলে?

যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জী-বন্ধন-সংস্কারের কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি **আচার্য্য**। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ-সংখ্যক শ্লোকে—

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

অর্থাৎ, শিষ্যকে যিনি বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই আচার্য্য।

বেদপাঠ ও আচার্য্যানুগমনের আবশ্যকতা এবং মনুষ্য ও পশুর পার্থক্য

শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূলবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া চেতনের সুষ্ঠু-ব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইবে, তাহা

হইতে উদ্ধারের জন্য **বেদের পঠন-পাঠন**। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে, মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে, মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে যেটুকু চিদ্ভাসের পরিচালনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-প্রসূত মানবেতর প্রাণিগণের চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে-কাল পর্য্যন্ত মানব গমন না করেন, তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব-জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্শ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব-স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজন। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবার রুচিলাভ করেন না, অথবা পুরুষ-পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র-পদবাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি।

পিতার আচার্য্যত্ব

অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক্ আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখাসমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞ্যবল্ক বলিয়াছেন,—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" অর্থাৎ এই দশ প্রকার সংস্কার-দ্বারা শুক্র-শোণিত-জাত দেহের পাপরূপ মল উপনাম প্রাপ্ত হয়।

বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয়, পাপ-প্রবৃত্তি ও শূদ্রতা

জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটি উপাধি। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটির নাম বাহ্য-শরীর, সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম মানস বা লিঙ্গ-শরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদ্-অনুভূতিমুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের ভোগ্য। শুদ্ধ জীবাত্মা প্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য হন, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা অভিজ্ঞ; সুতরাং সে-কালে নিজেকে ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড-প্রতীতি প্রবল থাকায় বদ্ধজীব পশুতুল্য শোকগ্রস্ত শূদ্র অভিমান করেন। তাহাতেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মতি-বিশিষ্ট হ'ন। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে তাহার

বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হন।

আচার্য্য-পিতার পুত্রের ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের উন্মেষ

পিতা বেদজ্ঞ আচার্য্য হইলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে **দশসংস্কার**-দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের অসুবিধারূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য-জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ **পরোক্ষ-জ্ঞান** লাভ করেন। বদ্ধজীবের স্থূলোপাধির জনক ও রক্ষকরূপে মাতা-পিতা এবং সূক্ষ্মদেহের পালকপালিকা-রূপে আচার্য্য ও বেদমাতা **প্রত্যক্ষ** ও পরোক্ষ-জ্ঞানে সন্তানকে সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতাক্রমে জীব নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত হন অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা আত্ম-বিচারে উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার **অপরোক্ষ-অনুভূতি**।

শ্রীগুরুতত্ত্ব ; শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় সেবক-ভগবান্

পূর্ব্বোক্ত উপাধিদ্বয় ব্যতীত স্বরূপভূত বস্তু জীবাত্মা উপাধি সম্পত্তি দ্বয়ের হস্ত হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে অবিমিশ্র জীবাত্মা ঐ সম্পত্তিদ্বয়ের অধিকারী বলিয়া আপনাকে অভিমান করেন। যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাস-ময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বলিয়া জানেন, তখনই তিনি যে অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ করেন, সেই ভগবৎ-পর বস্তুই **শ্রীগুরুদেব**। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু। তাঁহার সেবক জীবাত্মা নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য-বস্তু—সচ্চিদানন্দ ভগবান্। সেবকের নিত্য উপাস্য—ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্যবস্তু হইলেও তাঁহার লীলা-বিচিত্রতায় সেবকসাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন,—'বিষয়-জাতীয় সেব্যবস্তুই ভগবান্ চিচ্ছক্তিমান্', এবং আশ্রয়জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন রসে বিচিত্র-বিগ্রহ-বিশিষ্ট সেবক-ভগবান্। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব।

বদ্ধজীবের ত্রিবিধ জন্ম

বদ্ধজীবের স্থূলদেহের জনক, রক্ষক ও শুভ-চিন্তক—**পিতা**। সূক্ষ্ম-শরীরের জনক, পালক ও শুভানুধ্যায়ী—**আচার্য্য** এবং অবিমিশ্র নিত্য জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন-আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য-সহায়—**শ্রীগুরু**। স্থূলশরীরের জন্ম, সূক্ষ্ম-শরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ—এই ত্রিবিধ জন্মে বদ্ধ-জীবের যোগ্যতা আছে। জনক-সূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখতে পাই। **পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়।** মনু (২।২৬২) বলিয়াছেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥

[শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্রজন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে ; অতএব জন্ম ত্রিবিধ—'শৌক্র' 'সাবিত্র্য' ও 'দৈক্ষ'।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠার পর)

বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ দ্বিবিধ

পরের 'ভ্রম'কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সাধুবাক্য গ্রহণ করাই যে আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আচরণীয়—ইহার উদাহরণস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ আদরণীয় হইলেও, তাঁহার লিখিত নিম্নপ্রকাশিত যুক্তিবাক্য গৃহীত হইল। তিনি শ্রীগীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথা—'দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।' ধর্ম্ম বাস্তবিক দুইপ্রকার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল—ভুক্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল—মুক্তি।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বনের ঐহিক ক্রিয়া

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বন করিলে সংসারে অধিকতর উন্নতি হয়, যথা দুর্গোৎসব, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও বহুজনের অনুগ্রহের পাত্র

হওয়া যায়। পণ্ডিত-সকল প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বনপূর্ব্বক বহুগ্রন্থ-রচনা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া ও ভূততত্ত্বকে নানাভাগে বিভক্ত করত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তরলপদার্থের গুণ-সকল অন্বেষণ করত তদ্দ্বারা মানবের যে-কিছু ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করেন। তড়িত্তত্ত্বের বৃত্তির আবিষ্কার করিয়া বার্ত্তাবহাদি শিল্পের ভিত্তি পত্তন করেন। ধূম্রতত্ত্বের দ্বারা জলযান, ব্যোমযান ও স্থলযান-সকলের অনুভব করিতে থাকেন। বৃক্ষাদির গুণসকল অনুসন্ধান করত অপূর্ব্ব ঔষধি-বিদ্যার নির্ণয় করেন। সাংসারিক বিষয়েও তাঁহারা বহুতর কার্য্য করেন। সংসার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সভ্যতার নিয়ম স্থাপনা করেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, অর্থের দ্বারা জীবনোপায় ও অন্যান্য লাভ-স্থির, ঋণ-গ্রহণ ও দান-বিচারের দ্বারা অভাবের পূরণ, গৃহ, গ্রাম, নগর ও বিপণি-স্থাপন-দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের সঙ্কুলন ইত্যাদি বিধিসকল নিয়মিত হয়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যের দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি এবং ন্যায়পূর্ব্বক স্ত্রী-সম্ভোগের দ্বারা দেহ ও বল রক্ষা করিয়া থাকেন। শিল্পকারেরা প্রবৃত্তি পরবশ হইয়া কত কত অলঙ্কার, বস্ত্র, কাষ্ঠাসন, আলোকাধার, অপর দ্রব্যাধার এবং খাট, গৃহপালঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের সুখবৃদ্ধি করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি ও বিশেষতঃ গৃহ-পরিবারাদি এবং যশের প্রতি প্রবৃত্ত পুরুষ-দিগের এতদূর প্রেম জন্মায় যে, তাহারা অন্যান্য আক্রমণকারী পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধের দ্বারা রক্ত-পাতাদি করিয়া থাকে। এইসকল ন্যায়ানুগত প্রবৃত্তি, কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্যায় প্রবৃত্তিও অনেক আছে।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বনের পারলৌকিক ক্রিয়া

ইন্দ্রিয়পরবশ প্রবৃত্ত-পুরুষেরা স্ত্রীলোকে অন্যায় আসক্তি ও পান-ভোজনাদিতে গাঢ়-প্রেম ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীবন-যাপন করে। প্রবৃত্ত পুরুষেরা কেবল দৃষ্টজগতেই আবদ্ধ থাকে, এমত নহে; তাহারা ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ পারলৌকিক জগতেরও আশা করিয়া তত্তদ্ধৃতা দেবতাগণের উপাসনা করে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করত তাহারা ইন্দ্রপুরীতে অপ্সরাদির সহিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করত সুখী হইতে বাঞ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের আশার সমাপ্তি নাই। ভূ-দেবত্ব, স্বর্গের রাজ্য, ব্রহ্মপদ, শিবত্ব প্রভৃতি অনেক পদের বাঞ্ছা করে। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ-বিশ্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা তাহার মধ্যে এখানে কিছুই সংগ্রহ করি নাই, যেহেতু মহাশয়েরা সে-সমুদয় অবগত আছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবৃত্তিমার্গের ফল প্রত্যক্ষ—পশুতেও লক্ষিত হয়

প্রবৃত্তি-পথ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং তৎপথাবলম্বী পুরুষদিগের যে-সকল প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি বিচার-শক্তিতে বিভূষিত, অতএব তাহাদের নিকট প্রবৃত্তি-পথের ফল প্রকাশ হইবে, ইহাতে কথা কি? পশুগণের বুদ্ধি আবদ্ধ থাকিলেও তাহারাও প্রবৃত্তির ফল অবগত আছে। 'বিভর' নামক পশুর গৃহ-নির্ম্মাণ ও 'বাবুই' পক্ষীর বাসা-নির্ম্মাণ কেবল প্রবৃত্তির ফলমাত্র।

প্রবৃত্তিমার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ নিঃসন্দেহ

প্রবৃত্তি-পথে মানবজাতির অনেক সুখ আছে, ইহাতেই বা সন্দেহ কি? • • • অর্দ্ধভাষী বালক-বলিকাদিগের ক্রোড়ে গ্রহণ, ঘৃতাম্লাদির রসাস্বাদন, রমণীগণের নৃত্যস্থলে পদ-চালন এবং দুগ্ধফেনপ্রায় শয্যায় শয়ন ও ধুম্রযানাদিতে দূরদেশ ভ্রমণ যে অতিশয় আনন্দকর, তাহাতে সংশয় কি? জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পরমেশ্বর যে এই জগদ্রূপ পান্থ-নিবাসটিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস হয়; কেন না, জিহ্বার গঠনের সহিত উদ্ভিদপদার্থের যে কোমল সম্বন্ধ ও কর্ণবিবরের সহিত গীত-বাদ্যাদির যে প্রিয় অন্বয় ও চক্ষের সহিত দৃশ্যপদার্থ আলোকাদির যে সৌহৃদ্য, তাহা অচিন্ত্য-শক্তি পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ফল—ইহা কে না স্বীকার করিবে?

পার্থিব সুখমাত্রই প্রবৃত্তি সুখ

সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, সে-সকলই 'প্রবৃত্তি-সুখ'। প্রবৃত্তি সুখের বশবর্ত্তী পুরুষেরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সুখ যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থায় অনেক দুর্দ্দশা ঘটিত। কোথা বা নগর, কোথা বা রেলরোড, কোথা বা কৌনা, কোথা বা বিপণি ও কোথা বা মন্দিরাদি কি দৃষ্ট হইত? মানবজাতি পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতেই সুপ্তভাবে নিহিত থাকিত।

নিবৃত্তি-সুখের অস্তিত্ব এবং জীবতত্ত্ব কি?

এই প্রবৃত্তি-সুখ ব্যতীত জীবের পক্ষে আর একটি সুখ আছে। গম্ভীররূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিবৃত্তিরূপ সুখের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। নিবৃত্তিসুখ কাহাকে বলি, ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীব কে, ইহা প্রথমে

বিচার্য্য। এই মনুষ্যদেহে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সাতটি পদার্থ গোচর হয়। ইহাতে জীবের কি সম্বন্ধ? ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি পদার্থ প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক; কিন্তু জীব এতদতিরিক্ত পদার্থ, ইহাতে অনেক গাঢ়তর প্রমাণ আছে। দেহ বিয়োগ হইলে ঐ সমস্ত ত্বক, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থ দেহেতে অবস্থিতি করে; কিন্তু কাহার অভাবে যে সমুদয় শূন্য বোধ হয়, ইহা বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। চক্ষু শীতল হইয়া পুত্তলিকার চক্ষুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, হস্ত-পদাদি স্পন্দহীন হইয়া থাকে, বন্ধু-বান্ধবগণ হা-হুতাশ করত রোদন করিতে থাকে; কিন্তু বিযুক্ত দেহ আর কাহাকেও উত্তর দেয় না! আহা! এ বিষয়টি কতই গম্ভীর!! যে দেহ আপনার বেশবিন্যাস করত কত কত রমণীগণের মন হরণ করিতেছিল যে, চক্ষু অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা গতকল্য ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতীর দূরত্ব নির্ণয় করিতেছিল, যে-কর্ণ নানাবিধ মধুর স্বর-সম্বলিত 'নিধুবাবুর টপ্পা' শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছিল, যে-হস্ত গতকল্য খড়্গ, চর্ম্ম, বন্দুকাদি ধারণ করিয়া স্বদেশ-রক্ষা ও শত্রুদলন করিতেছিল, যে-পদ কয়েক দিবস হইল কাশীক্ষেত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল, সে-সমুদয় অদ্য কুকুর ও শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছে। এইসমুদয় বিচারপূর্ব্বক কোন্ মহাজন না আত্মচিন্তায় ব্যস্ত হন? পাষণ্ডগণেরাও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য-বিস্তারক বাক্য-সকল কহিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।

দেহ বা প্রাকৃত পদার্থ জীবাত্মা নহে

এই ত্বগাদি সপ্ত আবরণবিশিষ্ট দেহই যে জীব-পদবাচ্য, এমত হইতে পারে না। জীব স্বয়ং আত্মতত্ত্ব এবং জীবাত্মা নামে বিখ্যাত। প্রাকৃত পদার্থের সহিত জীবের যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ, তাহা কদাপি নিত্য নহে। প্রাকৃত পদার্থে যে-সকল 'রস' প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। প্রাকৃত কোন পদার্থ হইতেই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত পদার্থই স্বয়ং জড় ও দেহের উৎপাদক। কিন্তু জীবাত্মা দেহ হইতে বিলক্ষণ।

নিত্য-সুখই জীবাত্মার কাম্য; ভৌতিক দেহাবদ্ধতাই তাঁহার বদ্ধাবস্থা

জীবাত্মা সর্ব্বদা স্বভাবতঃ কোন এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডানন্দের লালসা করিয়া থাকে। প্রাকৃত পদার্থে ঐ আনন্দের কোন আভাস-মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং ভৌতিক দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের অনেক প্রকার

অকল্যাণ হইয়াছে। জীব প্রকৃতির অধীন হইয়া নিজ স্বাধীনতা-সুখকে অনুভব করিতে অশক্ত। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি ছয়টি আপৎ সর্ব্বদা জীবকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জীবের প্রবেশকে 'বদ্ধভাব' বলা হয়। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই এইপ্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত জীবগণকে "বদ্ধজীব" কহেন। ফলতঃ তাঁহারা কোন কোন মুক্ত জীবেরও আভাস প্রাপ্ত হন।

বদ্ধাবস্থাতেই ইন্দ্রত্ব ও শিবত্ব-লাভের স্পৃহা

ভৌতিক পদার্থে জীব যখন আবদ্ধ হইয়া সুখান্বেষণ করিতে থাকেন, তখন মায়া-প্রকৃতিস্থ প্রবৃত্তি-সুখ তাঁহাকে আতিথ্যে বরণ করত মোহিত করিয়া রাখে। এই অবস্থাস্থিত পুরুষেরা সাংসারিক পদার্থ সুখ, কল্পিত ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, ও শিবত্ব প্রভৃতি পদের আশা করিয়া চিরকাল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। জীব মনে করেন যে উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ও নানাবিধ উপকরণ ও সুন্দরী স্ত্রী, বালকাদি ও রেলরোড্, বার্ত্তাবহ ও সুনিয়মিত রাজ্য-শাসন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। আহা! কি কঠিন ভ্রম! যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা ও সমস্ত রাজনিয়মের অনুষ্ঠানে তাঁহার ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দেহান্তর না হইত, তবে অবশ্যই তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে জয় স্বীকার করা যাইত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবং ভক্তিহীন তার্কিকেরা এই সংসারের উন্নতির দ্বারা জীবের পরমায়ু বৃদ্ধি ও অনন্ত উন্নতির কল্পনা করেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মঙ্গল চিন্তা নিষ্ফল

আহা! তাঁহাদের ভ্রম কি গাঢ়তর! অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে ভৌতিক বিজ্ঞান-সকলের অনেকানেক উন্নতি হইতেছে। গ্রীসদেশে 'থেলিস' নামক পণ্ডিত যখন জল হইতে সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশ করেন, তখন মনুষ্য-মণ্ডলী বিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিধ আশা করিয়াছিল। বেকন, নিউটন, লামার্ক, গোয়েটী প্রভৃতি অনেকানেক নবীন তত্ত্ববাদী বহুবিধ চিন্তা-মণির প্রকাশ করিয়াও জীবের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চৌম্বকবিজ্ঞান, রেলরোড্, বন্দুক ও অনেকানেক শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তদ্দ্বারা মানব-জাতির সংসার-সুখের কি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের এরূপ যুক্তিতে নবীন-সম্প্রদায়ের সন্তোষ হইবে না, যেহেতু তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এতদ্বিষয়ে কুসংস্কারের দাস হইয়া রহিয়াছেন। রেলরোড্ ও জাহাজ

প্রভৃতির দ্বারা যে অনেক প্রকার বাণিজ্যাদি আর সাংসারিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস; যেহেতু সম্প্রতি দেশের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকাল হইতে তাহাই শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে তদ্দ্বারা যেমত কতকগুলি সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমত অনেক দুঃখেরও উদয় হইয়াছে।

আশা-আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের কারণ

'স্বল্পে সন্তোষ' একথাটিও বর্ত্তমানকালের অভিধানে পাওয়া যায় না; পৌরাণিকরূপে কথিত হইয়া থাকে। সন্তোষের লাঘব হওয়া কে না স্বীকার করিবেন? সন্তোষই জীবের অমূল্য রত্ন। আশার অবধি নাই। আশা মত্ত হস্তীর ন্যায় ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হয় না। আশাই জীবনের পরম শত্রু। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টির আধুনিক ইতিহাস এবং দুর্য্যোধন-রাবণাদির পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাঁহার দ্বারা আলোচিত হয়, তাঁহার আর আশার আশা থাকে না। সম্প্রতি যে সন্তোষের অভাবে আশার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, এস্থলে প্রবৃত্তি মার্গ-অবলম্বী পুরুষদিগের যে উন্নতির ভাব, তাহা নিকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই; আশা যে অনর্থকর, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥ (ভাঃ ১১।৮।৪৪)

'যাবতীয় পার্থিব জ্ঞানই অজ্ঞান'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি

যদিও পদার্থ-বিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা আমরা স্থাপন করি না, তথাপি তদ্বিদ্যার উন্নতির দ্বারা জীবের কি সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গম্ভীর বিচারকেরা এ-বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণি প্রদেশস্থ এক মহাপুরুষ অনেকানেক তত্ত্ব-বিদ্যার আবিষ্ক্রিয়া করত আপনাকে অনেক বিধির বিধাতা জ্ঞান করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার পুস্তকাগারে উপবেশন করত কহিলেন,—হায়! আমি সমস্ত পদার্থ-বিদ্যায় নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু আমি ফলতঃ কি শিক্ষা করিয়াছি! সামান্য মূর্খের সহিত আমার কি বিশেষ ভেদ আছে।" তখন তিনি অনেক আলোচনাপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার বিশাল জ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু আমি অদ্য জানিতে পারিলাম যে, কোনও একটি স্বরূপ-সত্য আমি জানি না"। এই বৃত্তান্তটি "এষ্ট" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

সুইডেনবর্গ নামক একজন মহাপুরুষও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নবীন-সম্প্রদায়ের বিদেশীয় গ্রন্থে ও পাণ্ডিত্যে অধিক আস্থা, এজন্য এস্থলে আমি বিজাতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটিমাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে, শুকবাক্য—

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা, যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্, মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ॥ (ভাঃ ২।২।২)

স্বামিকৃত-টীকা চ—শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ পন্থাঃ কর্ম্মফলবোধন-প্রকারঃ। কোঽসৌ? অপার্থৈরর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সাধকস্য ধীর্ধ্যায়তি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি যৎ। অপার্থত্বমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি সুখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিভ্রমন্নর্থান্ন বিন্দতি, তত্তল্লোকং প্রাপ্তোঽপি নিরবচ্ছং সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ।

[শব্দব্রহ্মরূপ বেদের পথ বা কর্ম্মফল বোধনের প্রকার এই যে, ইহা অর্থশূন্য 'স্বর্গাদি' নাম সৃষ্টি করিয়া 'আমি স্বর্গে সুখ পাইব' ইত্যাদি চিন্তায় বুদ্ধিকে বৃথা নিযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সুখ-বাসনায় শয়ান-পুরুষ যেমন স্বপ্নে সুখদর্শন মাত্র করে, প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষয়িষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেও উহারা ঐকান্তিক নিরবচ্ছ সুখলাভ করিতে পারে না।]

স্বাধীনতাই জীবের নিত্য-সুখ ও নিবৃত্তিমার্গেই মুক্তি—প্রবৃত্তিমার্গে নহে

কিন্তু 'জীবের নিত্য সুখ কি' এবিষয়ে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, স্বাধীনতাই জীবের নিত্য সুখ। প্রকৃতির অধীনতা-প্রযুক্ত জীবের দুঃখের উদয় হইয়াছে। এই মায়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির নামই মুক্তি। ইহাকে নিবৃত্তি-সুখ বলা হয়। প্রবৃত্তি-মার্গস্থিত পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলও লঙ্ঘনীয় নহে; অতএব প্রবৃত্ত পুরুষের মায়া হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্তি-মার্গের উন্নতিই তন্মার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য। কোন কার্য্যে বিপরীত ফল হয় না; সজাতীয় ফলই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তি কদাচ নিবৃত্তি প্রসব করিতে শক্ত হয় না। তবে যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রবৃত্ত-পুরুষের প্রবৃত্তির প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে তাহার শুভফল লাভ হয়। এই প্রকারে অনেক পুরুষ মায়ামুক্ত হইয়াছেন।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গুরু-নির্ব্বাচন

কর্ম্মপ্রাপ্য যত দেখি ভুবন-সকল ।
কর্ম্ম করি' পায় জীব, কর্ম্মই সম্বল ॥

পাপ-পুণ্য-ভেদে কর্ম্ম দুই জানি ।
পাপে দুঃখ, সুখ পুণ্যে বলে শাস্ত্রবাণী ॥

উর্দ্ধলোক লভে জীব পুণ্যকর্ম্ম-বলে ।
অধোলোকে লয় পাপ পাপীরে সবলে ॥

কিন্তু উর্দ্ধ অধোলোক উভয় ক্ষয়িষ্ণু ।
না পারে থাকিতে কেহ হইয়া সহিষ্ণু ॥

পুণ্য-পরিমিত কাল সুখে পুণ্যবান্ ।
লভিয়া স্বরগধাম্ করে অবস্থান ॥

কিন্তু হায় পুণ্যক্ষয়ে ইচ্ছা-প্রতিকূল ।
নিম্নলোকে লয় কাল করিয়া আকুল ॥

এইরূপ জীবে লই' অন্ধকার ধাম ।
বহু দুঃখ দেয় পাপ হায় অবিরাম ॥

প্রাপ্য দুঃখ ভোগ করি' ভোগী আরবার ।
পূর্ব্ব লোক পায় পুনঃ কর্ম্ম করিবার ॥

কর্ম্মফেরে গতাগতি লভি' বার বার ।
না লভে পরমগতি, না ছাড়ে সংসার ॥

ভোগ-আয়তন দেহে 'আমি' বুদ্ধি করি' ।
ভোগ করে সুখ-দুঃখ নানা যোনি ফিরি' ॥

কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু পশু, নর ।
কভু কর্ম্মফলে ফেরে হই জলচর ॥

জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে অনন্ত ভাবেতে ।
ভোগ-যোগ্য দেহ লভি' করে যাতায়াতে ॥

তা'র মাঝে দৈবে কোন অতি ভাগ্যবান্ ।
দেখিয়া করমগতি হয় সাবধান ॥
'অকৃত' অজ্ঞাত কোন তত্ত্বের লাগিয়া ।
শ্রীগুরু-চরণে যায় নির্ব্বেদ লভিয়া ॥

কর্ম্মবলে লভ্য নহে, অন্য সৃষ্ট নয় ।
সেই সে 'অকৃত' তত্ত্ব শাস্ত্রেতে কহয় ॥
বর্ণমদ, রূপমদ, ধন-বিদ্যামদ ।
যে পারে ছাড়িতে, সেই লভে সে-সম্পদ ॥

সেবোন্মুখ হই' তাই শ্রদ্ধাবান্ জন ।
কায়মনোবাক্যে লয় শ্রীগুরু-শরণ ॥
পতিতপাবন দেব করুণার খনি ।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব শিখায় আপনি ॥

সকল সন্দেহ নাশে যা'র আলোচনে ।
হৃদয়ের দৃঢ় গ্রন্থি কাটে ততক্ষণে ॥

ভোগ-অনুরাগ-গন্ধ-লেশ নাহি রয় ।
হৃদয় সরস হয়, আর সেবাময় ॥
সেবার মূরতি গুরু সেবাশিক্ষাদাতা ।
এ মরজগতে আনে বৈকুণ্ঠ-বারতা ॥

কুণ্ঠাধর্ম্ম যায় দূরে আনন্দ উদয়ে ।
ধন্য, অতি ধন্য শিষ্য হয় ত' নির্ভয়ে ॥

অলৌকিক গুরুতত্ত্ব বুদ্ধির অতীত ।
কেমনে চিনিবে বল অধম পতিত ?

শ্রুতিমাতা কৃপা করি' অধম সন্তানে ।
শ্রীগুরু-লক্ষণ বলে পরম যতনে ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেতে ।
পারঙ্গত গুরুদেব বিশেষভাবেতে ॥

অথবা সাক্ষাৎ শাস্ত্ররূপেতে বিরাজে।
সকল সিদ্ধান্ত পায় সেই, যেই ভজে ॥
কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ হয় স্বরূপ-লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যিনি যুক্ত সর্ব্বক্ষণ ॥
পরংব্রহ্ম সনাতন সকল কারণ।
সর্ব্বজীব-প্রভু কৃষ্ণ বেদের বচন ॥
হেন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু মহাশয়।
কৃপা করি' জীব-হৃদে শ্রীকৃষ্ণে স্ফুরয় ॥
গুরু-কৃপাবলে জীব মায়া জয় করি'।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণ গুরুপদ বরি' ॥
কিন্তু যদি কেহ বেদে নিষ্ণাত হইয়া।
পরব্রহ্ম কৃষ্ণসেবা রহেন ভুলিয়া ॥
কুল, বিদ্যা, তপাদির অভিমান-ভরে।
গুরু বলি' আপনারে গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
সেই লঘু বৎসহীন বন্ধ্যাগাভী-সম।
যে সেবে তাহারে ভ্রমে, লভে মাত্র শ্রম ॥
তাই বলি, শুন মন! হও সাবধান।
মর্ত্ত্যজীবে গুরুবুদ্ধি জানিবে অজ্ঞান ॥
অথবা শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি'।
অপরাধ না করিবে যাহে রোষে হরি ॥
শ্রীগুরু পরমবন্ধু লোক-পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥
কৃষ্ণসেবা- ভ্রান্ত জীবে কৃষ্ণ কৃপা করি'।
আসেন অবনী-মাঝে গুরুরূপ ধরি' ॥
সেই সে শ্রীগুরুপদে মোর নিবেদন।
চরণ-সমীপে রাখি' করহ শোধন ॥

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

কাঞ্চিপুরী হইতে বরদরাজের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক কুম্ভকোণম্, পরে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মাদুরা, তথা হইতে কুরুকাপুরী, কুরঙ্গনগরী, কেরল বা মালাবার ও তত্রত্য রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম্ বা ট্রিভ্যাণ্ড্রম্ এবং ক্রমে তথা হইতে উত্তর দিকে বিজয় করেন এবং দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, মগধগয়া প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। শ্রীরামানুজ দ্বিতীয়বার কাশ্মীরস্থ সারদাপীঠে উপনীত হন ; কথিত হয় যে, সারদাদেবী আচার্য্যের ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া রামানুজকে এই সময় 'ভাষ্য-কার' আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তখনও কাশ্মীরী কেবলাদ্বৈতবাদী ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রচারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিবার অভিলাষে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কূটতর্কাদি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অতঃপর শ্রীরামানুজ বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিয়া তৎপর দক্ষিণদিকে গমন করেন এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পঞ্চরাত্র-মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। অনন্তর কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল ও গারুড় পর্ব্বত-স্থিত অহোবল-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চরাত্র-বিধানমতে নৃসিংহমূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন এবং তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-মত-প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। তথা হইতে ক্রমে বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে আগমন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে তত্রত্য বিগ্রহ লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা প্রশমন করেন এবং সেই বিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া জানাইয়া সকলকে বিষ্ণু-পূজায় রত করেন। তৎপরে কাঞ্চিপুরে পুনরাগমনপূর্ব্বক নাথমুনির প্রকটভূমি বীরনারায়ণপুর দর্শনান্তে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন। শ্রীরঙ্গম এই সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া সমগ্র ভারতের নিকট সনাতন-ধর্ম্ম-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে শোভা পাইতে লাগিল। যতিরাজ কুরেশের দুই পুত্র ও গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্রমে পরাশর, বেদব্যাস ও পরাঙ্কুশ নামকরণ ও তাঁহাদের দেহে বিষ্ণুচিহ্নে চিহ্নিত করিলেন। আচার্য্যের কৃপায় বহুলোকের জীবন পরি-বর্ত্তিত হইল। ধনুর্দাস নামক শূদ্রকুলোদ্ভূত এক দুর্দান্ত মল্লবীর রামানুজের কৃপালাভ করিয়া অপ্রাকৃত-বুদ্ধির-উদয়ে ব্রাহ্মণোত্তম-রূপে সম্মানিত হইলেন। এই সময় শ্রীমহাপূর্ণ স্বয়ং 'মারণেরি নম্বি' নামক যামুনাচার্য্যের এক শূদ্রকুলে

প্রকটিত শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত সংকার করায় স্মার্ত্তসমাজ রামানুজের গুরু মহাপূর্ণকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে থাকিলে মহাপূর্ণ জানাইলেন যে, বৈষ্ণব কখনও জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন ; যাহারা বৈষ্ণবে জাতি সামান্য বুদ্ধি করে, তাহারা নিশ্চয়ই নারকী। শ্রীরামচন্দ্র তির্য্যগ্‌যোনিজ জটায়ুর সংস্কার বিধান করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির বিদুরের পূজা করিতেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-মত প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া প্রবল স্মার্ত্তাবলম্বী শৈব চোল-রাজ্যাধিপতি 'কৃমিকণ্ঠ' * রামানুজকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ধরিয়া আনিবার জন্য কয়েকটী বলিষ্ঠ রাজপুরুষকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। শ্রীআচার্য্যের গুরুসেবৈকনিষ্ঠ শিষ্য কুরেশ কৃমিকণ্ঠের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রামানুজকে না বলিয়াই রামানুজের গৈরিক বেশ-পরিধানপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠ-প্রেরিত দূতগণের সহিত গমন করেন এবং রাজসভায় গিয়া আপনাকে 'রামানুজ' বলিয়া প্রদান করেন। কৃমিকণ্ঠের অনুগত কুতার্কিকগণ কুরেশকে বৃথা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করান এবং নানাভাবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে থাকেন। যখন কুরেশ কিছুতেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও মায়াবাদাশ্রিত শৈবমত স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না, তখন কৃমিকণ্ঠের আদেশে তদনুগত কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি কুরেশের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এক ভিক্ষুকের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগত হইলেন। ইহার অল্পদিবস পরেই কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ও ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তণ্ডানুরের জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা বল্লাল রাও শ্রীরামানুজের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' নামে-পরিচিত হন এবং তৎসঙ্গে বহু বৌদ্ধগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীরামানুজাচার্য্য যাদবাদ্রিপতি-বিষ্ণুবিগ্রহের লুপ্তসেবা উদ্ধার ও তথায় বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া জনৈক শিষ্যের দ্বারা পাঞ্চরাত্র মতে সেবার সুষ্ঠুতার ব্যবস্থা করেন। 'চেনগামী' নামক স্থানে গমন করিয়াও তথায় স্বীয় মত প্রচার এবং একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরামানুজ কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীবরদরাজের কৃপায় কুরেশের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সন্দর্শনোপযোগী মহা দিব্য চক্ষু লাভ হইল।

---

* বৈষ্ণবাপরাধী চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন হয় ও ক্ষত-স্থানে কৃমি জন্মে। এই জন্যই তিনি বৈষ্ণব-সমাজে 'কৃমিকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ৬০ বৎসর শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া স্বয়ং ও শিষ্যগণের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য আচার্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্য্যের প্রকটকালেই তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর একদিন আচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া নিজ-প্রপঞ্চ-পরিত্যাগের ইচ্ছা জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু সারগর্ভ বাক্য ও ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যগণকে প্রচারের বিভিন্ন ভার প্রদান করিয়া ১০৫৯ শকাব্দার মাঘী শুক্লাদশমী শনিবার মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠ-বিজয় করিলেন। যতীন্দ্র শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যগণ শ্রীরামানুজের আদেশানুসারে শ্রৌত-পন্থায় শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট প্রচার করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর নাম একটী শ্লোকে এইরূপ গ্রথিত আছে,—

“বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি ॥”

এই কয়েকটী গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত আরও কয়েকটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রামানুজের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; যেমন—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুর সহস্র নাম-ভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ শংসনস্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি।

রামানুজ-সম্প্রদায় ও রামানন্দী সম্প্রদায়কে অনেকে গোলমাল করিয়া থাকেন রামানন্দিগণ রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের তত্ত্বতঃ বিচার-ভেদ রহিয়াছে। রামানুজের চতুর্দ্দশ অধস্তনিক শিষ্য-পারম্পর্য্যে রামানন্দের আবির্ভাব। আমরা শ্রীরামানন্দের জীবনী ও মতালোচনাকালে এসকল বিষয় বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করিব।

বড়গলে ও তেঙ্গলে-ভেদে শ্রী-সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বরবর মুনির সময় হইতে শ্রী-সম্প্রদায়িগণের মধ্যে এই দ্বিবিধ ভেদ লক্ষিত হয়। বরবর মুনি তেঙ্গলই আচার্য্য ছিলেন। ‘পড়নড়ই বিলক্কম্’-নামক তামিল-গ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের মত-বিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিচার ও তিলক-ধারণাদি আচার ভেদ-দ্বারা তেঙ্গলই ও বড়গলই সম্প্রদায়ের পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ নিয়ত পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। তাঁহাদের মতে পঞ্চ সংস্কার-বিহীন ব্যক্তি কখনও 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ বলেন যে, পঞ্চ-সংস্কাররহিত ব্যক্তি যদি উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় অদৃশ্য ও অসম্ভাষ্য জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবে; আর পঞ্চ-সংস্কারযুক্ত বৈষ্ণব যদি অন্ত্যজ কুলেও আবির্ভূত হন, তাহা হইলেও তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাস্যসূচক নাম, নারায়ণ-মন্ত্র এবং শালগ্রামপূজা দীক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও বিষ্ণুব্যতীত দেবতান্তরের পূজা শ্রী-সম্প্রদায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। রামানুজীয়গণ বলেন যে, ব্যাঘ্রের দ্বারা খাদ্যমান হইলেও বিষ্ণুভক্ত কোন দেবান্তরের আলয়ে গমনপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবেন না। শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ স্মার্ত্ত-বিচারকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীবৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধির ন্যায় আর ভীষণ অপরাধ অন্য কিছুই নাই। তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিকে নিরয়হেতু বলিয়া জানেন। শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্য পরম মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীশঠকোপদাসকে যেরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণের বিচার ও স্মার্ত্তগণের কর্ম্মজড়-বিচারের পার্থক্য সুষ্ঠু-রূপে উপলব্ধির বিষয় হয়।

মাতা-পিতা-যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥ (স্তোত্ররত্ন)

আমাদের কুলপ্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎপদযুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাঁহাদের মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই শঠ-কোপের শ্রীচরণ।

শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ একদণ্ডীর ন্যায় শিখা-সূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না। যথা শ্রীরামানুজপ্রোক্ত পুরাণ-বাক্য—

উপবিতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জল পবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৫ পৃষ্ঠার পর)

পুণ্যবান্ ও পাপীর কর্ম্মফল-অনুসারে গতি কি একই প্রকার হইতে পারে? মৃত ব্যক্তি যদি প্রেত-যোনি প্রাপ্ত না হইয়া গন্ধর্ব্ব-যোনি, দেব-যোনি বা কোন উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মমার্গীয় প্রেতশ্রাদ্ধের পিণ্ড কি তিনি পাইতে পারেন? কর্ম্মজড়দিগের প্রেত-শ্রাদ্ধে শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদানের বিধান না থাকায় উক্ত শ্রাদ্ধ পৈশাচিক-শ্রাদ্ধ বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়াছে। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ উপাধি বা অনাত্ম বস্তু হওয়ায় পরলোকে সূক্ষ্ম দেহের পরিতৃপ্তির কামনায় অমেধ্য দ্রব্যাদি-দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাধির শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে নিত্যকৃষ্ণদাস জীবাত্মার শ্রাদ্ধ হয় না। দেব, ঋষি, পিত্রাদি সকলেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কিঙ্কর হওয়ায় শ্রীভগবানের ভুক্তাবশেষ সকলেই আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ দ্বারাই শ্রাদ্ধকার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দেশিত সাত্বত-স্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ যে-কোনলোকে যে-কোনভাবে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের কল্যাণ লাভ হয়। শ্রাদ্ধবিধি সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে যে-কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীরই সারমর্ম্ম বিঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীপাদকে পূজ্য মহাভাগবতজ্ঞানে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরপুরীপাদ যে গৌরসুন্দরকে পূর্ব্বে নবদ্বীপে দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা সম্পর্কে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তন্মর্ম্মেই এইবার শ্রীগৌরসুন্দরকে কহিলেন,—'কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই।' ভক্ত ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে মনে মনে চিনিতে পারিয়াও ভগবানের আজ্ঞা ও প্রেরণায় গৌরসুন্দরকে এক শুভক্ষণে দীক্ষা প্রদান করিলেন। "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা"—অর্থাৎ 'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়'—শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের এই বাণীর সত্যতানুসারে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই ভক্ত ঈশ্বরপুরীপাদকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহাতে ভক্ত ঈশ্বরপুরীপাদই ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। সবনযোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র্যজন্মের পরে

তথা উপনয়নের পর শ্রীগৌরসুন্দর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্য ও যজ্ঞ-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদিগকে জানাইলেন। দীক্ষার ব্যাখ্যা-সম্পর্কে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কহিয়াছেন,—"দৈক্ষ্য জন্মের কার্য্য-যজ্ঞ-উপাসনা। উপাসনা অর্থে আরাধনা। 'উপ' পূর্ব্বক 'আস্' ধাতু ভাবে অন্+আ। ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তীকালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তব বেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে কার্য্য করি,—তারই নাম—উপাসনা। যাঁহার নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি তাঁকে উপাস্য বলে; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে-জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা,—সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।" ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই কলিযুগের জন্য কীর্ত্তন-যজ্ঞ একমাত্র শ্রৌতপথ বলিয়া উপদেশ করিলেন। মহাভাগবত সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, ইতরপন্থানুগামী, ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুবের নিকট দীক্ষা না লইয়া শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সতত হরিসেবানিষ্ঠ, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য এবং শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত হরিভজন হয় না। গয়ায় ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শনান্তে প্রেমাপ্লুত চিত্তে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরই শ্রীগৌরসুন্দরের আত্মপ্রকাশের সময় হইয়া আসিল। তিনি নিয়ত প্রেমভক্তিরসে মগ্ন থাকিয়া ঈশ্বরপুরীর স্থানে বিদায় লইয়া গয়া-বিজয়পূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারে ব্রতী হইলেন।

নৃসিংহমূর্ত্তিতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে দর্শন দান

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে ভক্তগণের ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীহরিনামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

একদিন ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিত মন্দিরে নৃসিংহদেবের পূজায় মগ্ন আছেন। শ্রীগৌরহরি ভাগীরথীর কূলে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ শ্রীবাস-ভবনে আসিয়া শ্রীবাসের গৃহের দরজায় লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির-অভ্যন্তরে ঢুকিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন,—'শ্রীবাস, তুমি যাঁহার উপাসনা করিতেছ, সেই তিনিই আসিয়াছেন—চাহিয়া দেখ।' শ্রীবাস সমাধিভঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন,—

"দেখে খরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন সপ্তসিংহ সার।
বাম কক্ষে তাল দিয়া করিছে হুঙ্কার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবাস ঠাকুর কম্পিত শরীরে স্তব্ধ হইয়া ঐরূপ দর্শন করিতে থাকিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সময় শ্রীবাসকে জানাইলেন,—'তোমার উচ্চ সংকীর্ত্তনে ও নাড়া তথা শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আমি এখানে সপরিবারে আসিয়াছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমি অবশ্যই করিব। তোমার কোন চিন্তা নাই।' শ্রীবাস আশ্বস্ত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে করজোড়ে ভগবান্ গৌরসুন্দরের নৃসিংহরূপের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সকলে আসিয়া গন্ধ, পুষ্প ও ধূপাদির দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণ-পূজা করিয়া প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীগৌরসুন্দর সকলের মস্তকে চরণ-কমল রাখিয়া সকলকে কৃপা করিলেন।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে প্রেমদান

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের ভ্রাতা, পত্নী, দাস-দাসী সকলকে কৃপা করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন,—'যবন রাজা সহ তাহার লোক-লস্কর, হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতিকে কৃষ্ণ-নামে মাতোয়ারা করিব। তোমার প্রত্যয়হেতু তোমার সাক্ষাতেই তাহা দেখাইতেছি।' এমন সময় সেস্থানে শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা চারি বৎসরের বালিকা 'নারায়ণী' আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে অবশেষ পাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন,—"নারায়ণী, 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন কর।" অমনি নারায়ণী শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি-মাত্র কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মত্ত নারায়ণীর আঁখিধারা দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন। এইভাবে শ্রীগৌরসুন্দর চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণীকে প্রেম-দান করিলেন। প্রসঙ্গতঃ প্রকাশ থাকে যে, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহধন্যা উক্ত নারায়ণীদেবীরই সন্তানরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় আবির্ভূ'ত হন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্য-লীলার পূর্ব্বার্দ্ধে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। পরমভাগবত শ্রীল

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-লীলার উত্তরার্ধ সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বে চমৎকারভাবে বিশদ্ বর্ণনা করিয়াছেন।

"অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥"—(চৈঃ ভাঃ)

'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"নারায়ণী-চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥"

বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারিগুপ্তকে আশ্বাস দান

শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ ধন-পুত্র-গৃহ ভুলিয়া গিয়া দিবানিশি তাঁহার সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকেন। সেই সময় যবন-শাসনে ভক্তগণ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় ভগবান্ গৌরহরি ভক্তগণের আতঙ্ক দূর করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ সহ হরিকথা শুনিতে শুনিতে বরাহ-অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া বরাহভাবে আবিষ্ট হইয়া ভীষণ হুঙ্কার করিতে করিতে পরমভক্ত মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। মুরারিগুপ্ত সম্ভ্রমে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দর বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড জলপাত্র দেখিয়া তাহা স্বানুভাবে দন্তদ্বারা উত্তোলন করিলেন।

"বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে মহাপ্রভু তুলিলা দশনে ॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি ॥" (চৈঃ ভাঃ)

গৌরহরির ঐ অপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর বরাহ-আকার দর্শন করিয়া মুরারিগুপ্ত ভীত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রভু তখন ভক্ত মুরারিকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—'আমি যে নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেছি, তাহা তুমি এতদিন জান নাই। আমি থাকিতে তোমার ভয় কিসের? মাভৈঃ, আমি তোমার

ঘরে আসিয়াছি, তুমি আমার স্তুতি কর।' মুরারি তখন নির্ভয় হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেন। মহাপ্রভু গৌরহরি মুরারির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বেদের সারকথা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীবাস-মন্দিরে ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি ধারণ

রাঢ় দেশে একচাকা গ্রামে আবির্ভূত শ্রীবলদেব বা স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীভগবানের দর্শনের উদ্দেশ্যে তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে এই সময় নবদ্বীপে নন্দন-আচার্য্যের ঘরে উপস্থিত হইলে তথায় অকস্মাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকেই নিজের ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। উভয়ের অপূর্ব্ব মিলন-দর্শনে ভক্তবৃন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উভয়ে কৃষ্ণ-কথা-রসে বিহ্বল হইয়া আনন্দধারায় প্লাবিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দপ্রভুকে কহিলেন,—'শ্রীপাদ, কল্য ব্যাস-পূর্ণিমা! তোমার ব্যাস-পূজা কোথায় হইবে?' নিত্যানন্দপ্রভু গৌরসুন্দরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া জানাইলেন,—'শ্রীবাসের ঘরে।' শ্রীবাস ইহাতে পরম আনন্দে সম্মতি জানাইলেন।

এইবার ব্যাস-পূর্ণিমার দিনে সকলে স্নান সমাপন করিয়া শ্রীবাসের গৃহে আসিলে ব্যাস-পূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজা বাসরে আচার্য্যের কার্য্য করিলেন এবং বিধিমত সকল কার্য্য করিয়া দিব্যগন্ধযুক্ত সচন্দন সুন্দর পুষ্পমালা লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে অর্পণপূর্ব্বক কহিলেন,—'শাস্ত্র-বিধি অনুসারে এই পুষ্প-মালা আপনি মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবে অর্পণ করিলে ব্যাসদেব তুষ্ট হইবেন এবং সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি ইহা ব্যাসদেবকে প্রদান করিয়া প্রণাম করুন।'

নিত্যানন্দপ্রভু তখন মালা হাতে লইয়া ভাবে বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ চারিদিকে চাহিতেছেন ও কি যেন মন্ত্র বলিতেছেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রত থাকায় নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে নিকটে দেখিতে না পাইয়াই এইরূপ ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীবাসের আহ্বানে শ্রীগৌরসুন্দর অকস্মাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটস্থ হইলে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মালা অর্পণ মাত্রেই শ্রীগৌরসুন্দর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন।

"চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈল নিতাই বিহ্বল॥"—(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক নিত্যানন্দপ্রভু মূর্চ্ছিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর পুনরায় পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর গাত্রে হস্তস্পর্শ করিতেই নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৃদয়ে উঠিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তগণও একযোগে মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের নাম কমলাক্ষ মিশ্র। ইঁহার পিতৃদেব কুবের মিশ্র শ্রীহট্টের লাউয়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি শ্রীহট্টে আবির্ভূত হইয়াও পিতা কুবের মিশ্রের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ইনি ইংরাজী ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৪ বৎসর কাল ধরাধামে প্রকট থাকিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সহায়করূপে গৌর-প্রেম-ধর্ম্ম জগৎবাসীকে জানাইয়াছেন। ইঁহারই সুধন্য আরাধনায় ও আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ নন্দ-নন্দন গোলোকধাম হইতে এই জগতে শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবানের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে ইনি জানিতে পারিয়া স্বগৃহ হইতে হুঙ্কার দিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। উক্ত গৌর-আনা-ঠাকুর অদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টায় উপবিষ্ট ভগবান্ গৌরহরির আহ্বানে শ্রীরাম-ভ্রাতা রামাইয়ের সহিত সস্ত্রীক আসিয়া একদিন মিলিত হন এবং তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া অন্তর্য্যামী গৌরহরি তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন। তদবধি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভগবান্ গৌরহরির একনিষ্ঠ সঙ্গীভক্ত হন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নবদ্বীপে অবস্থান করিতে করিতে একদিন অদ্বৈতপ্রভু গোপীভাবে মহানুরাগে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন এবং শ্রীবাস-অঙ্গনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের আর্ত্তি দেখিয়া গৌরহরি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অদ্বৈতপ্রভুকে বিষ্ণু-ঘরে বসাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গৌরহরি অদ্বৈত-প্রভুকে তাঁহার মনোভিলাষ জানাইতে আদেশ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা

দেখিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা জাগিতেছে।' অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার মনোবাঞ্ছা জানাইবামাত্রই শ্রীভগবান্ গৌরহরি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন ;—

"বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্যদলে মহাযুদ্ধ-পথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেইক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবনে॥
কোটী চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥"—(চৈঃ ভাঃ)

এদিকে নিত্যানন্দপ্রভু ভগবান্ গৌরহরির বিশ্ব-অঙ্গ প্রকাশ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু একসাথে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন।

"প্রভু প্রভু বলি স্তুতি করে দুইজন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন॥"—(চৈঃ ভাঃ)

জগন্নাথ ও মাধব নামক দুর্বৃত্ত দ্বিজদ্বয়কে উদ্ধার

একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সঙ্গী-ভক্ত নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস-প্রভুকে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণভজন শিক্ষা প্রদানের আদেশ করিলেন এবং দিবাবসানে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইবার জন্য কহিলেন। তাঁহারা প্রভুর আদেশ অনুসারে নগরের প্রতিঘরে ঘরে গিয়া জানাইলেন,—

"আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

তাঁহাদের কথা কেহ গ্রহণ করিল, কেহ বা তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করিল, কেহ বা তাঁহাদিগকে ঠক-জুয়াচোর বলিয়া তিরস্কার করিল। কিন্তু প্রভুদ্বয় ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বা কোনরূপ ভীত না হইয়া

অনবরত কৃষ্ণ-কথা বলিয়া চলিলেন। এইরূপ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তাঁহারা হঠাৎ নদীয়ার কোটাল জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই মাতোয়ালকে দেখিতে পাইলেন। জগন্নাথের পিতা রঘুনাথ রায় ও মাধবের পিতা জনার্দ্দন রায় পরস্পর সহোদর ভ্রাতা এবং প্রখ্যাত জমিদার শুভানন্দ রায়ের পুত্র বিধায় তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ কুলজাত মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। ঐরূপ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মিয়াও জগন্নাথ ও মাধব মহাপাপী ছিল। জগন্নাথ রায় জগাই' নামে ও মাধব রায় 'মাধাই' নামে পরিচিত। এমন পাপ নাই যাহা ঐ দুইজন করে নাই। ডাকাতি, চুরি, পরস্ত্রী-হরণ প্রভৃতি যত প্রকার অপকর্ম্ম আছে তাহা উহারা জন্ম হইতেই করিয়াছে। সমস্ত নদীয়াবাসী তাহাদিগকে দেখিলেই ভয় পায়। তাহারা মহাপাতকী জানিয়া নিত্যানন্দ প্রভু ভাবিলেন,—'প্রভু গৌরসুন্দর পাতকী-উদ্ধারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব এমন মহাপাপীদের উদ্ধার করিলে প্রভুর প্রভাব ও মহিমা লোকে জানিতে পারিবে। এইমত চিন্তা করিয়া কারুণ্য-হৃদয় নিত্যানন্দপ্রভু তখন হরিদাসপ্রভুসহ সেই দুই মাতোয়ালের কাছাকাছি যাইয়া তাহাদের ডাকিয়া প্রভুর আজ্ঞা মত কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভজন করিবার জন্য কহিলেন। কিন্তু ঐ দুই মাতোয়াল জগন্নাথ (জগাই) ও মাধব (মাধাই) তাঁহাদের দেখিয়াই মহাক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে তাড়া করিল। তাঁহারা প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। নিত্যানন্দপ্রভু আরও কহিলেন,—'প্রভু, জগাই-মাধাই পাতকীদ্বয়কে উদ্ধার করিয়া প্রেমভক্তি দান করিলে আপনার পাতকী-পাবন নামের মহিমা আমরা জানিতে পারিব।' প্রভু উত্তরে কহিলেন,—'তোমার দর্শন মাত্রেই তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে। অচিরেই কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।' প্রভুর কথায় সকলেই বুঝিলেন, এইবার এই দুই মহাপাপী উদ্ধার পাইবে। হইলও তাহাই।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক মহোৎসব

বিগত ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮ ৭৯) বুধবার দিবসে তুরাস্থ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিপুল উদ্দীপনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যানুগত্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী বিশেষভাবে উদযাপিত হয়।

ঐ দিবস সকাল ৬॥ ঘটিকায় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা উক্তমঠ হইতে বহির্গত হইয়া পার্ব্বত্য তুরাসহরের বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই সহর পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে** অগ্রভাগে রাখিয়া সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, সজ্জন-সুধীবৃন্দ যথাক্রমে অনুগমনপূর্ব্বক শোভাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করেন।

পরিক্রমান্তে উক্ত শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেপর মঠবাসী সেবকবৃন্দ যথাযথভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যথারীতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে পাঠমুখে আলোচনা আরম্ভ হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনীর-দ্বারোদ্ঘাটনকালে শ্রীকৃষ্ণ 'অজ' হইয়াও যে অপ্রাকৃত জন্মলীলা সংঘটন করেন তাহারই অনুবৃত্তি করেন শ্রীল আচার্য্যপাদ। তিনি বলেন, দেখিতে পাই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং............'

সুতরাং তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম উভয়ই দিব্য বা অপ্রাকৃত। তিনি অচিন্ত্য শক্তিমান পুরুষ। তাই তাঁর পক্ষে সবই করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্র বলেন,— 'কর্ত্তুমকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বর।'

অর্থাৎ, 'হয়'কে নয়, 'নয়'কে হয়—এককথায় যথেচ্ছা ভাবেই তিনি সব কিছুই করিতে বা করাইতে পারেন। তজ্জন্যই তো তিনি পরমেশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বরানাং যঃ পরমঃ—ঈশ্বরগণের মধ্যে যিনিশ্রেষ্ঠ (এস্থলে ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে) যখন তাঁহার স্বরাট-স্বতন্ত্রতা নিত্যস্থিত তখনও কিন্তু তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ভক্তজন-তন্ত্র। ভক্তবাৎসল্যতা হেতু কখন

কখন নিজের স্বতন্ত্রতা উপেক্ষা করিয়া ভগবান্ ভক্তাধীন স্বীকার করায় তাঁহার স্বতন্ত্রতার যেরূপ ব্যতীক্রম প্রতীয়মান হয়—তাহা প্রকৃততে ভগবানের লীলা-বৈশিষ্ট্য। 'এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।' সুতরাং তাঁহার লীলা বৈচিত্র্য কখনই বোধগম্য নহে।—এই হেন যিনি, তাঁহারই অলৌকিক পরমা পবিত্রা আবির্ভাব-তিথিবরা আজ সমুপস্থিতা, আমরা এঁকে পেয়ে ধন্যাতিধন্য, নগরবাসীগণও নিশ্চয়ই কৃতার্থ। তাই জানাই আমাদের উচ্ছ্বাসিত আহ্বান।' প্রভৃতি ভাববিহ্বলচিত্তে তাঁহার স্বভাব-সুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শকবৃন্দকে উদ্বেলি করিয়া তুমুল হরিধ্বনী ও উলুধ্বনীর মধ্যে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। অরুণের শিখাঘন নীলাভ আকাশে মিলিত প্রায় নিশীথের আগমনের প্রাক্কাল সন্ধ্যাদেবী সমাগতা, বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তুতিও সু-সজ্জিত। গোধূলী-লগ্নে আরতির শঙ্খ-ঘন্টা-ধ্বনি দুন্দুভি-নিনাদে গিরিশিখর তখন আলোড়িত —তার মধ্যেই কীর্ত্তন-মাধুর্য্যে আরাত্রিক রমণীয় ও মোহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল—সে যেন স্বর্গীয় আনন্দধারা গগন-প্রান্তে বর্ষিত হইয়া প্রেমের নির্ঝরণী-রূপে পৃথিবীর বুকে নিপতিত—আর সেই অমৃতধারা পান করার অভিপ্রায়ে কত কৌতুহলী ভগবৎ-প্রেমিক তৃষ্ণাত মধুপের ন্যায় উৎসর্গীত পুষ্পের রসাস্বাদনে পানরত।

আরতি অন্তে পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বসূচিত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়, ৬টা বেজে ৩০ মিনিট হইয়াছে, গারোপাহাড় জেলার ডিপুটি কমিশনার শ্রীসিং মহোদয় শ্রীমঠে উপনীত হন। তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাইলে তিনি উক্ত সভায় যোগদান করেন। শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রস্তাবানুক্রমে ও শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভুর সমর্থনে উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ শ্রীনিবাসদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সমর্থনে তথা উপস্থিত সুধীবৃন্দের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গারোপাহাড় জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীসিং মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় কেন্দ্রীয় বহুমুখী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ও বিশেষ অতিথিরূপে বৃত হন। বিধান সভার স্থানীয় সদস্য শ্রীমাণিক দাস মহাশয়, এই পার্ব্বত্য সহরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার-কল্পে উক্ত মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপনা হওয়ায় হৃষ্টচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করেন ও ইহার

সার্ব্বিক উন্নতি কামনা করত সমাজ-জীবনে ধর্ম্মীয় উন্মেষণা বর্দ্ধন হউক তজ্জন্য প্রার্থনা জানান। তাঁহার মতে, পুণ্যভূমি ভারতে ধর্ম্মচিন্তা বাদ দিয়া সমাজ-জীবনের সুশৃঙ্খল অবস্থা ও শান্তির আশা করা যায় না। কারণ ভারতবাসীর মজ্জাগত স্বভাবই হইল ধর্ম্মভিত্তিক-চিন্তা।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপাল মহাশয় নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাকের মত উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, মানব বা জীবজগতের গতানুগতিক যে-কোন কারণেই ঘটুক না কেন সেই দর্শনের ভিত্তিতে কোন সমাজ সুশৃঙ্খল এবং প্রকৃত শান্তির প্রতীক হইতে পারে না।

ডিপুটি কমিশনার শ্রীসিং মহাশয় তাঁহার দার্শনীক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিভিন্ন দর্শনের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নত সুক্ষ্ম দার্শনিক বিচার জগতকে দিয়া গিয়াছেন তাহার বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করান।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সৎশিক্ষার প্রসারতা কামনা করেন। বৈদিক আর্য্যগণ ধর্ম্মকে ভিত্তি রেখে শিক্ষার মান নিরূপণ করিতে আগ্রহী ছিলেন। কোন বস্তুর ধর্ম্মকে বাদ দিলে যেমন ঐ বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা যায় না—তদ্রূপ ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিলে মানুষের নৈতিক চরিত্রকেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইয়া দাড়ায়।

শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু বলেন, ধর্ম্মকে বাদ দিলে মানুষ ও পশুতে খুব একটা প্রার্থক্য থাকে না। পরন্তু ধর্ম্মাচরণহীন যাহারা, তাহারা অনেক সময় ইতর প্রাণী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যে-সমাজে ধর্ম্ম-চিন্তা বাদ দিয়া শুধু উদরপূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা নিয়াই ব্যস্ত সেরূপ সমাজ শুধু বাতুলতা আনয়ন করে। সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতার কথা শুন্‌লে আজ-কাল অনেক তথাকথিত নীতিজ্ঞগণ ক্ষিপ্ত হন। কিন্তু সম্প্রদায় বলিলে আমরা কি বুঝি? সম্যগ্ রূপে যাহা প্রদান করিতে সমর্থ তাহাই তো সাম্প্রদায়ীকতা। কিন্তু তাহার বিকৃত বা কদর্থ করিতে আজ-কাল আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। যদি কোন একটা বিশেষ গণ্ডির কথাই ধরিতে যাই তবুও তাহাতে নাসিকা কুঞ্চন করিবার কিছু নাই। কারণ যে-কোন নিষ্টাবান সাম্প্রদায়ীক কাহার প্রতি বিদ্বেষণা ভাব পোষণ করেন না। পরন্তু শাশ্বত শান্তি জীবগণ কি করিয়া লাভ করিতে পারেন তাহার

প্রচেষ্টার সোপান রচনা করিতে ব্যস্ত। এঁরা কোন দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত থাকিতে চান না বা থাকেন না। সম্যক্ রূপে বা নিশ্চিতরূপে লভ্য হইলে ক্ষণভঙ্গুরতার প্রাপ্যকে বহুমানন করিবেন কেন? এই মরণের যুগে অমৃতের বাণী বিঘোষণ করাই গৌড়ীয়গণের কৃত্য। এতে মাৎসর্য্যতা নাই—রয়েছে অমন্দোদয়দয়ার দিক্ দর্শন।

শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু বলেন,' সমস্যা-সঙ্কুল এই বিশ্বে নিয়তই আমরা কত জনের জন্ম-মৃত্যুর সাক্ষী হইতেছি, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এর হেতু ও পরিণতি কি তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করি কি? আমরা যতদিন পর্য্যন্ত বাস্তব সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিব না—ততদিন পর্য্যন্তই বিভেদের পসরা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি করিয়া চলিব। অথচ এই সংঘাত নিত্যত্বের জন্য নহে। শান্তি আমরা চাই ঠিকই, কিন্তু নিত্য শান্তির ধারে-কাছে যাইতে পারি না। অথচ অশান্তি না চাইলেও এসে যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? উহা যেদিন আমাদের যথাযথ ভাবনা হইবে, সেই দিন ধর্ম্মীয় জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে।'

সভার উপসংহারে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার অপারসীম দয়ার কোন তুলনাই হয় না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

অর্থাৎ, "অহো! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বকাসুর-ভগিনী রাক্ষসী পুতনা কৃষ্ণকে মারিবার আশায় অসাধ্বীভাবে কালকূট বিষ স্তনে মেখে কৃষ্ণকে পান করাইয়াও ধাত্রী-প্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব কৃষ্ণ বিনা আর কে শ্রেষ্ঠ দয়ালু আছে যে তাঁহার শরণাপন্ন হইব?" তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা বর্ণনাতীত। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্ম্ম-সচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

[যে-সকল মানব দেবগণকে বা আধিকারীক দেব-দেবীগণকে যে-ভাবে আরাধনা করেন, কর্ম্মাধীন ফলপ্রদানশীল দেবগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগ হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু ভবাদৃশ (মহাভাগবত) সাধুগণ সর্ব্বদাই দীনের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।]

সুতরাং কর্ম্মফলবাধ্য মানবগণ কর্ম্মফলভোগী দেব-দেবীগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ কর্ম্মফলানুযায়ী লভ্য লাভ করায় কর্ম্মবন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া জগতে আবর্ত্তন করিতে থাকেন। কিন্তু মহৎগণের করুণাকটাক্ষে অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তাধীন-ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আপামর জীবগণকেও কখন বা অহৈতুকী কৃপা দান করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ হইয়াও কৃপাপরবশ-বশতঃ ঐকান্তিক ভক্তগণের অভিলাষ পূরাণার্থে ভক্ত-তন্ত্রতা অঙ্গীকার করেন—ইহা তাঁহার অচিন্ত্য-লীলা-বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—সিন্ধু ও সৌবীর দেশাধিপতি রহূগণ দ্বিজবেশধারী মহর্ষি ভরতকে বলপূর্ব্বক শিবিকা-বহনে নিযুক্ত করেন। কিন্তু চলন্ত পথি-মধ্যে ভরতের মুখে তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া রহূগণের ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। সিন্ধু-অধিপতিকে সম্বোধন করিয়া আত্মগোপনকারী মহারাজ ভরত বলেছিলেন,—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

হে রহূগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।

অতএব ভগবৎকৃপা যেমন অত্যন্ত দুর্ল্লভ, অথচ ভগবৎগণের কৃপায় ইহা সুলভও বটে। সেই যে অচিন্ত্যমান পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তিনি ভক্তগণকে কৃপা করার জন্যই 'অজ' হইয়াও অপ্রাকৃত জন্মলীলা প্রকট করেন। এই যে জন্মলীলা—ইহা কখন প্রাকৃত নহে। যোগমায়া প্রভাবে ইহার সংঘটন লৌকিকতার ন্যায় হইলেও অলৌকিকত্বই ইহার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

[হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি সৃষ্ট দেহবৎ আত্মপ্রকাশ করি, অর্থাৎ আবির্ভূত হই। এবং সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মকে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।]

অথচ তিনি বলিয়াছেন,—"জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যম্‌......" এই যে অলৌকিক, ইহা কখন প্রাকৃত-চিন্তায় অনুভব-যোগ্য নহে। কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যু-রহিত নিত্য-বিগ্রহ এবং সমস্ত জীবের নিয়ামক হইয়াও নিজ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বেচ্ছায় যোগমায়া বিস্তার-পূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত বা প্রকাশিত হন। তাই শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় তিনি শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য রেখে জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

অতএব অদ্যকার আবির্ভাব-তিথিতে আজ তদীয় শ্রীচরণ-সরোজে হার্দ্দি প্রার্থনা এই যে, তিনি আমাদের অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করত কৃতকৃতার্থ করুন।

এর পর শ্রীল সভাপতি মহারাজ এই উৎসব-সম্পাদনায় স্থানীয় সজ্জন-গণের প্রভূত পরিমাণে সহায় সহানুভূতি এবং ভগবৎ তথা জনসেবায় নিষ্ঠা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষতঃ তুরাবাসী সুধীসমাজ ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য সমিতির পক্ষে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তদনন্তর, এই স্থানে শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবা পরিপাটিরূপে প্রকাশ করার জন্য শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত জেলাধীশ মাননীয় শ্রীসিংজী মহোদয়ও উক্ত পরিকল্পনায় উৎসাহিত করেন। তজ্জন্য তৎপর দিবস উহার ভিত্তিস্থাপনের দিন ধার্য্য হয়। এতৎসংলগ্ন-ভূমিতে একটি আদর্শ স্কুল ও সমিতির পক্ষ হইতে পরিচালিত যে-দাতব্য চিকিৎসালয় বর্ত্তমান আছে উহার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্যও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়-বস্তু শ্রবণে সহস্র সহস্র উপস্থিত জনসাধারণ হর্ষধ্বনী ও করতালি সহযোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে তুমুল জয়ধ্বনীর মধ্যে এই দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

তৎপর দিবস (ইং ১৬।৮।৮০) নন্দোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃ হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সহস্র সহস্র আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠ প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় প্রসাদ বিতরণ সমাপ্ত হইলে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। তখন বৈকাল ৫টা,

জেলাধীশ শ্রীসিংহ মহোদয় শ্রীমঠে উপনীত হন। তৎপর বিধান সভার স্থানীয় সদস্য ও বহু গন্য-মান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা-কার্য্য সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কৃত সমাধা হয়। এর পর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থান করেন জেলাধীশ শ্রীসিং মহাশয় ও স্কুলের ভিত্তিস্থাপনা করেন স্থানীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়। তদনন্তর অপরাহ্ণকালীন শ্রীভগবানের নিবেদিত ফল-মূল মিষ্টি প্রভৃতি প্রসাদ উপস্থিত জনগণকে বিতরণ করা হয়। এই সময় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীমাণিক দাস (বিধান-সভার সদস্য) মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই মহৎ প্রচেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় তজ্জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে বিনম্র আবেদন জানান। সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুজী স্থানীয় সজ্জন তথা সুধীবৃন্দ এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করায় যেরূপ অকুণ্ঠ সেবা-প্রবণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও অজ্ঞাতসারে সমিতির তরফ হইতে যদি কোনরূপ ত্রুটী হইয়া থাকে তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তদনন্তর শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনযোগে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উক্ত মহোৎসবে যাঁহারা সহানুভূতির উন্মুক্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের পাশে এসে সেবায় ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী যতীন্দ্রচন্দ্র চন্দ, এম, সি, ঘোষ (মেঘাবাবু), ননীগোপাল দে, অনিলকুমার দে, মুকুল দাস, নিশিকান্ত দেব, শঙ্করলাল ঝুনঝুন্‌ওয়ালা, নিমচাঁদ শর্ম্মা, সুখবীর রাই প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদুপরি আরও অনেকে আছেন। আমি সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই—তজ্জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

এতদ্ব্যতীত এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ দাস, শ্রীনিবাসদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ স্বরূপানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণ যেরূপ বিশেষ সেবাপ্রাণতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠানের দায়দায়ীত্ব সমাধান করিছেন তাহা আদর্শস্থানীয়।

—শ্রীকান্তদাস ব্রহ্মচারী

সাধু কথা

শ্রীধাম কি পরিচ্ছিন্ন বস্তু ?

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাঞি বিশ্রাম।

(চৈ চঃ আদি ৫ম)

অকিঞ্চনের লক্ষণ কি ?

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

কৃষ্ণভক্ত কি নীচ ?

শুনি ঠাকুর কহে, শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্ত হয় ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ)

শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ কি ?

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

অনর্থোপশমের উপায় কি ?

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

সাধনের বিঘ্ন কি ?

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১১শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৬ ; ইং ১৭।৯।৭৯

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ১৭শে পদ্মনাভ, ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭৯) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখা মঠসমূহে ১১শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন,—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৮ই আশ্বিন, ইং ৫।১০।৭৯ শুক্রবার—

প্রাতে মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৮৬ { ৮-৯ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

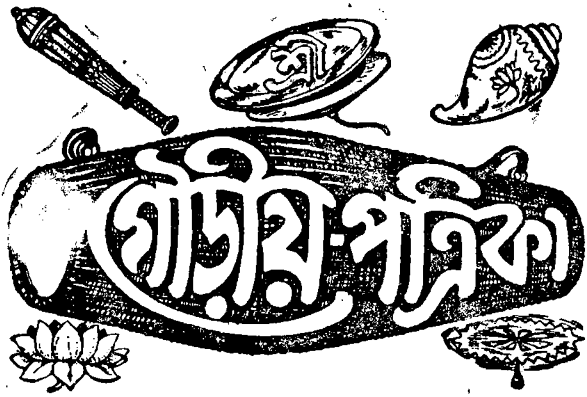

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৩ দামোদর, ৪৯৩ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮৬; ইং ১৮।১০।'৭৯ | ৮ম সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দাদাভিদ-স্তোত্রম্

(শ্রীমদ্রঘুনাথ-গোস্বামি-বিরচিতম্)

কৃষ্ণকেলী-সুধাসিন্ধু মকরী মকরধ্বজম্।
বর্দ্ধয়ন্তী স্ফুটং তস্য নর্ম্মাস্ফালন খেলয়া॥ ৭৬॥

পরিহাসশ্লাঘা-দ্বারা কৃষ্ণের কামকে স্পষ্টভাবে বর্দ্ধনকারিণী বিশাখা কৃষ্ণ-ক্রীড়ারূপ-সুধা-সমুদ্রের মকরীস্বরূপা ছিলেন। ৭৬।

গতির্মত্তগজঃ কুম্ভৌ কুচৌ গন্ধমদোদ্ধুরৌ।
মধ্যমুদ্দাম-সিংহোঽয়ং ত্রিবল্যো দুর্গভিত্তয়ঃ॥ ৭৭॥

তাঁহার গতি মত্ত হস্তীর ন্যায়, স্তনদ্বয় কুম্ভতুল্য গন্ধমদোৎসুক্যযুক্ত, দেহের মধ্যভাগ উদ্দাম সিংহের ন্যায় ও ত্রিবলী দুর্গভিত্তিসদৃশ। ৭৭।

রোমালী নাগপাশশ্রীর্নিতম্বোরথ উল্বণঃ।
দন্তা দুর্দ্দান্ত-সামন্তাঃ পদাঙ্গুল্যঃ পদাতয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

তাঁহার রোমসমূহ নাগপাশের মত শোভাময়, নিতম্ব দীপ্তিমান্ রথতুল্য, দন্তগুলি দুর্দ্দান্ত অধীনস্থ রাজার ন্যায় এবং অঙ্গুলীসমূহ পদাতিক সৈন্যের মত ছিল ॥ ৭৮ ॥

পাদৌ পদাতিকাধ্যক্ষৌ পুলকাঃ পৃথুকঙ্কটাঃ।
উরূ জয়মণিস্তম্ভৌ বাহূ-পাশবরৌ দৃঢ়ৌ ॥ ৭৯ ॥

তাঁহার পদদ্বয় পদাতিকদিগের অধ্যক্ষসদৃশ, পুলকসমূহ বিশাল বর্ম্মতুল্য, উরুদ্বয় জয়ের মণিময় স্তম্ভবৎ ও বাহুদ্বয় দৃঢ়-পাশশ্রেষ্ঠতুল্য ছিল ॥ ৭৯ ॥

ভ্রূদ্বন্দ্বং কার্ম্মুকং ক্রূরং কটাক্ষাঃ শাণিতাঃ শরাঃ।
ভালমর্দ্ধেন্দু-দিব্যাস্ত্রমঙ্কুশানি নখাঙ্কুরাঃ ॥ ৮০ ॥

তাঁহার ভ্রূযুগল ক্রূর ধনুকের ন্যায়, কটাক্ষ তীক্ষ্ণ শরতুল্য, কপাল অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় ও নখাঙ্কুরগুলি দিব্যাস্ত্র অঙ্কুশের মত ছিল ॥ ৮০ ॥

স্বর্ণেন্দুফলকং বক্ত্রং কৃপাণী করয়োর্দ্যুতিঃ।
ভল্লভারাঃ করাঙ্গুল্যো গণ্ডৌ কনকদর্পণৌ ॥ ৮১ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্ণচন্দ্রের ফলকের ন্যায়, হস্তদ্বয়ের জ্যোতিঃ যেন ছুরিকার মত, হস্তের অঙ্গুলীসমূহ মনসাবৃক্ষের ফলকযুক্ত অস্ত্রের ন্যায় ও গণ্ডদ্বয় স্বর্ণদর্পণ সদৃশ ছিল ॥ ৮১ ॥

কেশপাশঃ কটুক্রোধঃ কর্ণৌ মৌর্ব্বগুণোত্তমৌ।
বন্ধূকাধরবাগোঽতিপ্রতাপঃ করকম্পকঃ ॥ ৮২ ॥

তাঁহার কেশপাশ তীক্ষ্ণ ক্রোধের ন্যায়, কর্ণদ্বয় ধনুকের ছিলার ন্যায় উত্তম ও বন্ধূকপুষ্পরাগযুক্ত অধর অতিশয় প্রতাপশালী ও করকম্পনকারক ছিল ॥ ৮২ ॥

দুন্দুভ্যাদিরবাশ্চূড়া-কিঙ্কিণী নূপুরস্বনাঃ।
চিবুকং স্বস্তিকং শস্তং কণ্ঠঃ শঙ্খো জয়প্রদঃ ॥ ৮৩ ॥

তাঁহার দুন্দুভি প্রভৃতির ন্যায় রবকারী চূড়া, নূপুর ধ্বনির তুল্য কিঙ্কিণী, মঙ্গলময় স্বস্তিক তুল্য চিবুক ও জয়প্রদ শঙ্খসদৃশ কণ্ঠ ছিল ॥ ৮৩ ॥

পরিষ্বঙ্গো হি বিধ্যস্ত্রং সৌরভং মাদকৌষধম্।
বাণী মোহনমন্ত্রশ্রীর্দেহবুদ্ধি-বিমোহিনী ॥ ৮৪ ॥

তাঁহার আলিঙ্গন ব্রহ্মার অস্ত্রস্বরূপ, গাত্রের সৌরভ মাদক-ঔষধের ন্যায়, বাণী মোহনমন্ত্রশোভাময়ী ও দেহ-বুদ্ধি বিমোহিনী ছিল ॥ ৮৪ ॥

নাভী রত্নাদি-ভাণ্ডারং নাসাশ্রীঃ সকলোন্নতা ।
স্মিতলেশোঽপ্যচিন্ত্যাদি বশীকরণতন্ত্রকঃ ॥ ৮৫ ॥

তাঁহার নাভি রত্নাদির ভাণ্ডার, নাসিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠশোভাময়ী, মৃদুমন্দ হাস্য-কণা অচিন্ত্য-আদি বশীকরণ-তন্ত্রবিশেষ ছিল ॥ ৮৫ ॥

অলকানাং কুলং ভীষ্মং ভৃঙ্গাস্ত্রং ভঙ্গদায়কম্ ।
মূর্ত্তিঃ কন্দর্পযুদ্ধশ্রীর্ব্বেণী সঞ্জয়িনী ধ্বজা ॥ ৮৬ ॥

তাঁহার অলকাসমূহ ভীষণ ভঙ্গদায়ক ভৃঙ্গরূপ অস্ত্রবিশেষ, শ্রীমূর্ত্তি কন্দর্প যুদ্ধলক্ষ্মী ও বেণী সম্যগ্ জয়পতাকা সদৃশ ছিল ॥ ৮৬ ॥

ইতি তে কামসংগ্রাম-সামগ্র্যো দুর্ঘটাঃ পরৈঃ ।
ঈদৃশ্যো ললিতাদীনাং সেনানীনাং চ রাধিকে ॥ ৮৭ ॥

হে রাধিকে, এসব কামযুদ্ধের সামগ্রী তোমার পক্ষে ও ললিতাদি সেনানীগণের পক্ষে দুর্ঘট ॥ ৮৭ ॥

অতো দর্পমদাদ্ যূয়ং দানীন্দ্রমবধীর্য্য মাম্ ।
মহামার-মহারাজ-নিযুক্তং প্রথিতং ব্রজে ॥ ৮৮ ॥

অতএব তোমরা দর্পমদে মত্ত ও মহাকাম, মহারাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ব্রজে দাতৃশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ ॥ ৮৮ ॥

সুষ্ঠু-সীমন্ত-সিন্দূর-তিলকানাং বরত্বিষাম্ ।
হারাঙ্গদাদি চোলীনাং নাসামৌক্তিক-বাসসাম্ ॥ ৮৯ ॥

সুন্দর সীমন্তের সিন্দুর ও তিলকাদি-দ্বারা শ্রেষ্ঠ কান্তিযুক্ত হইয়াছ, হার-অঙ্গদাদি ও ঘাঘরা পরিধান করিয়াছ এবং নাসিকায় মুক্তা ও পরিধানে বস্ত্রদ্বারা তোমরা সুশোভিত হইয়াছ ॥ ৮৯ ॥

কেয়ুর-মুদ্রিকাদীনাং কজ্জলোত্তদ্বতংসয়োঃ ।
এতাবদ্ যুদ্ধবস্তূনাং পরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধতঃ ॥ ৯০ ॥

কেয়ূর মুদ্রিকা (আংটী)-আদি, কজ্জলোত্তৎ কর্ণভূষণসমূহের পরার্দ্ধেরও পরার্দ্ধ সংখ্যক যুদ্ধবস্তু সংগ্রহ করিয়াছ ॥ ৯০ ॥　(ক্রমশঃ)

হরিনাম মহামন্ত্র

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নাম-রূপাদির পার্থক্য

বস্তুর আদিম নিদর্শন সংজ্ঞা বা নাম। জড়বস্তুর রূপের সহিত, গুণের সহিত ও ক্রিয়ার সহিত বস্তুসংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে, অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অন্তরালে মায়া অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম-রূপাদির ব্যবধান বুঝিতে পারি। দ্বৈতজ্ঞান নিবন্ধন একই বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয়-মধ্যে মায়িক বা মাপিয়া লইবার উপযোগিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম,রূপ, গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িকভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধানঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। হরি-বস্তুটি অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির সৃষ্টবস্তু সমূহের অন্যতম নহে। পক্ষান্তরে হরি হইতেই প্রকৃতির উদয় মাত্র। হরি প্রাকৃতবস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত মাপিয়া লইবার যোগ্যতা-অবসর নাই। অপ্রাকৃত হরিনাম ও প্রাকৃত মায়িকবস্তুসমূহের নাম পরস্পর ভিন্ন পরিচয়াশ্রিত।

'মন্ত্র' হইতেই মনোধর্ম্মের ত্রাণ হয়

মনকে যাহা ত্রাণ করে তাহাই মন্ত্র। মন বাহ্যজগতের ভোক্তৃরূপে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বস্তুসমূহ উপভোগে সমর্থ। যে-অনুষ্ঠান মনকে বাহ্য-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে তাহা মন্ত্র। বাহ্য-বস্তুর ভোক্তা মন অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিযুক্ত হইলে তাহার বাহ্য-বস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-দেবগণ উপাস্য-বস্তুতে পরিণত হইলে তাহাদের বিষয়-ভোগ অর্থাৎ বাহ্যরূপ রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি গ্রহণ হয়। তাহারা সংযত হইয়া অন্তর-বস্তু সমূহের আনুগত্যে নিযুক্ত হইলেই মনের পরিত্রাণ হয়। মনের পরিত্রাণ সমূহই সাধন। মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। অসিদ্ধ মন নিগৃহীত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি। অন্তর-বস্তু সমূহের বহুত্ব ঐকান্তিকতার বিরোধী। বহুত্ব নিবন্ধন বহু বস্তুর সেবক হওয়া মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাত মাত্র।

'নাম' মুক্তের গ্রহণীয় ; বদ্ধের পক্ষেও মুক্তির জন্য নাম

অসিদ্ধজন অসংযত মনকে শাসন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধন-কার্য্যে রত বলিয়া সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্ত ভাবসমূহ তাঁহাকে যে-কালে উদ্বেলিত করে, সেই কালে অনর্থ হস্ত হইতে মুক্তি-লাভের

জন্য তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ। উন্নত অবস্থায় অনর্থ-নিবৃত্তোন্মুখ হইলে হরি-নিষ্ঠ মুক্তমন 'হরিনাম' গ্রহণে উপযোগী হন। **মুক্তানর্থ ব্যক্তিই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন।**

'মন্ত্র' অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে; নাম অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করায়।

'নাম' ও 'মন্ত্রের' পার্থক্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবের সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়-বাসনা-রহিত মুক্তকুল শ্রীরূপানুগত্যে হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। 'নামে' সম্বোধনের পদ; 'মন্ত্রে' (অবস্থিত) নামে চতুর্থ্যন্ত যুক্ত জড়াহঙ্কার নিরোধক সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট, সম্প্রদান-কারী অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

জপ্য 'মন্ত্র' অপেক্ষা কীর্ত্তনীয় 'নাম' শ্রেষ্ঠ

চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত স্বাহা, স্বধা বা নমঃ সম্বলিত মন্ত্রে 'নাম' আছে তথাপি তাহার সহিত 'নামে'র ভেদ এই যে, 'নাম' নাম-ভজনে সম্বোধনের পদমাত্র। **নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য বিভক্তি নাই।** নামের নিকট আত্ম-সমর্পণ বা অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ভাব-ব্যঞ্জনই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেকালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহার মন্ত্রজপই প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুই প্রকার,—মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে, নিজের জপের সফলতা হয় না। সেজন্য স্বল্প বা লঘু উচ্চারণযুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানস জপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকার্য্য মনে-মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপ দ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, পরের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু জপ বিচারে উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ মন্ত্র সিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজ স্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তনে 'জীবে দয়ার' প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। **যদি কীর্ত্তন না থাকে তাহা হইলে জাপক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে।** মন্ত্রের আকর্ষণ কীর্ত্তন-মুখেই হয়, পরে তাহাই শিষ্যের জপের অবলম্বন হয়।

জপ অপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

'জপকর্ত্তা' হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে ধরি॥

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চকরি করিলে গোবিন্দ সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥ (চৈঃ ভাঃ ২৮৪-২৯০)

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

উচ্চ 'নাম' কীর্ত্তনের উপদেশ

কীর্ত্তনের সংজ্ঞা নিরূপণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—

নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই যে (চৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩ অধ্যায়)—

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণগুণ 'নাম' বই না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে 'হাতে তালি' দিয়া॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

শ্রীনামের অসংখ্যাত উচ্চ কীর্ত্তন

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তনের কথা ক্রম-সন্দর্ভ ৭মস্কন্ধ ৫ অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন যে,—"নাম-কীর্ত্তঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। যত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।" সুতরাং চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম 'জপকার্য্য' কীর্ত্তন-যোগেই করিতে হইবে; ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই "সর্ব্বক্ষণ বল" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানসজপাদি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-যোগেই কর্ত্তব্য ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিমত।

'সর্ব্বক্ষণ বল' এই বাক্যে প্রকৃত অর্থ

'বল' এই বাক্য ও 'সর্ব্বক্ষণ বল' প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পুনরায় 'কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া' উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্ত্তন করিহ। 'সবে হাতে তালি দিয়া' উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্ত্তন এবং অনেকে একত্র হইয়া ঘরে এবং নগরে করতালি-সহ কীর্ত্তনের স্পষ্ট আদেশ থাকিতে অন্য মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপের ব্যবস্থা নিরাকৃত হইয়াছে।

চরণদাসীয়া প্রভৃতি শ্রীনাম-কীর্ত্তন বিরোধী মতের খণ্ডন

আধুনিক সারগ্রাহিতাহীন ভারবাহিসম্প্রদায়ের মহামন্ত্র কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্ত মূলে উদ্ভাবিত বলিয়া অগ্রাহ্য জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই সকল কুপ্রথা ও সিদ্ধান্ত বিরোধ হইতেই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে নবীন ছড়াসমূহের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়া কীর্ত্তনে মনুষ্যের রচিত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অসম্বন্ধ নামসমূহ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী। অনর্থযুক্তজীব মন্ত্র রচনা করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে প্রাপ্তব্য। যে গুরু-সজ্জায় সজ্জিত জীব নিজ অহঙ্কার বৃদ্ধির জন্য কল্পিত নাম মন্ত্র রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

জগৎ-সর্ব্বস্ব যুক্তিবাদীর মত

অনেক আধুনিক ও পুরাতন যুক্তিবাদী পুরুষ 'মুক্তি' বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রতিবাদ এই যে, "এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-সৃষ্ট, অতএব মানবের বাঞ্ছনীয়। জগদীশ্বর মানবদিগকে যুক্তি শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন। মানবগণ যুক্তিশক্তির পরিচালনার দ্বারা সমাজ তৎসম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা স্থাপন করত জগতে সুখভোগ করিতেছেন। অনেকানেক আবিষ্ক্রিয়া করত সুখ এবং সুখোপায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কালে কালে এই প্রকার উন্নতি হইতে হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটী অপূর্ব্ব ক্লেশ-রহিত ধাম হইয়া বিরাজ করিবে। মানবগণ তখন অনায়াসে সর্ব্বসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।"

জগৎ-সর্ব্বস্ব যুক্তিবাদীর মত খণ্ডনমুখে—
(ক) দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মার নির্দ্দেশ

এইপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিশ্বাসও যুক্তি-বিরুদ্ধ, যেহেতু ইহার বিপরীত স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ আত্মায় একটী অপ্রাকৃত আশা প্রতীয়মান হয়। হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থূল-দেহ ও মনোময় সূক্ষ্ম-দেহ নির্ভেদ করত আত্মার কোটরে প্রবেশ করিয়া একবার সমাধি অবস্থায় এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করুন। তাহা হইলে দেখিবেন যে, আপনারা পান্থ-নিবাসীর ন্যায় এই সপ্তাবরণ-বিশিষ্ট দেহেতে বাস করিতেছেন এবং স্বীয়-ধাম-গমনের গাঢ়তর আশা করিতেছেন। পুরুষোত্তম ধামাভিমুখ যাত্রিসকল যেমত পথ-মধ্যে কোন একটি গৃহেতে বাস করিয়া রাত্রিযাপন করত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আপনারাও এই প্রাকৃত দেহেতে অজ্ঞানরূপ রাত্রি যাপন করত জ্ঞানরূপ অংশুমালীর অপেক্ষা করিতেছেন।

(খ) দেহ-মন আত্মার পান্থনিবাস, তাহাতে আসক্তি বৃথা

পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া কোন্ মূর্খ তাহার উন্নতির চেষ্টা করে? যাত্রীরা কখনই করিবে না; তবে ঐ পান্থ-নিবাস-দ্বারা যাহাদের কার্য্যসাধন হয় এবং উহাদের অধিকারী ব্যক্তিরাই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যে-পুরুষ এই পাঞ্চভৌতিক পান্থ-নিবাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পালন-কর্ত্তা।

কর্ত্তব্যবিমূঢ় যাত্রিসকল এই পান্থনিবাসে আসক্ত হইয়া ইহার উন্নতি করে এবং ঈশ্বরও ঐসকল ব্যক্তির দ্বারা নিজ-কার্য্য সাধন করিয়া ল'ন। ইহাতে তাঁহার অসীম কৌশলের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেহেতু পান্থস্থিত পান্থাসক্ত ব্যক্তিগণ তদাসক্তিরূপ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডস্বরূপ তাহারা অকর্ম্মণ্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্ব-পাপক্ষয়রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহাদের আসক্তি গাঢ় হইলে তথায় বাস করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চনা করে।

(গ) পাঞ্চভৌতিক জগৎ অভাবদ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং চির-অপূর্ণ

জীব যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চিরনিবাসী নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা কহিলে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড যতই উন্নত হউক না কেন, কখনই ইহা নির্দ্দোষ হইবে না। কখই বিমল সুখ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এ'টিও সতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। পঞ্চভূত মায়া-জনিত; অতএব অভাব সঙ্কুল। অভাবই ইহার স্বভাব, অতএব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেও অভাবরহিত হইবে না এবং পূর্ণতা না হইলেও যে বিমল সুখ কখনই আশা করা যাইবে না এমত নহে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের যতই উন্নতি হউক না কেন, দেশ-কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদক গুণসকল কোথা যাইবে? ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ অনেক * * তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রাকৃত জগৎ ক্রমোন্নতিতে কখনও অপ্রাকৃত হয় না

কেহ কেহ এই ভূতসকল ক্রমোন্নতির দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ স্বীকার করেন। হায়! তাঁহারা যুক্তি করিবার সময় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধ্যান করেন না। যদি একবার হৃদয়-কন্দরে সেই পরমপুরুষ ভগবানের সচ্চিদানন্দ ভাবকে স্থান দান করেন, তবে আর এরূপ সঙ্কীর্ণ অসংস্কৃত তর্কের উদয় হয় না। পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি থাকিতে পারে। এই প্রাকৃত জগৎই যে ক্রমে অপ্রাকৃত হইবে, ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহার কি আর একটি অপ্রাকৃত জগৎ থাকিতে পারে না? যাঁহারা সমুদায় জগতের আদি বলিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেন ও একটি মহান্ চৈতন্যকে স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, অথচ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাই কেবল প্রাকৃত-জগৎ হইতে অপ্রাকৃত

প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিতে পারেন। সেশ্বরবাদী পুরুষেরা এ প্রকার কহিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাকৃত-জগৎ যে কোনকালে অপ্রাকৃতস্বরূপ হইবে, এরূপ কদাচ স্বীকৃত হইতে পারে না।

(ঙ) জীবের উন্নতি ও উপভোগের জন্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই

এ প্রকার প্রতিবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাও দৃষ্টি করুন। পরমেশ্বরকে বেদসকল সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগদীশ্বর যে মানবদিগকে উন্নত করিবার আশায় প্রথম সৃষ্টির পরেই এ জগতে স্থাপিত করিয়াছেন, এমত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব অকারণে আমাদিগকে যে ক্লেশময় দেশে স্থাপিত করিয়া বিপজ্জালে পতিত করিবেন, এরূপ তাঁহার স্বভাব নহে। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের চিরনিবাস অথবা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইত, তবে তিনি অবশ্যই নির্ম্মলরূপে ইহাকে সৃষ্টি করিতেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বিশেষ পরিণাম আশায় বসিয়া আছেন, এরূপ তাঁহার পক্ষে ঘটনীয় নহে।

(চ) সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কারণ ব্যতীতই কার্য্য করেন

সূত্রধরেরা কাষ্ঠ ও বাটালী ব্যতীত কোন বিষয় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মকারেরা লৌহ, হাতুড়ী ও অগ্নি ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না এবং কুম্ভকারেরা কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ ব্যতীত কিছুই গড়িতে পারে না, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কি তদ্রূপ অক্ষম পুরুষ? তিনি কি মানব-বুদ্ধি ও ফল-সৃষ্টি ব্যতীত এই জগৎকে উন্নত করিতে পারিতেন না? আহা! যে মহাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই এই সদসৎ জগৎকে উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে কি কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? যদি সমস্ত চৈতন্য, জড় ও যন্ত্রাদির নিয়ন্তা, তাঁহার সঙ্কল্প কখনই গৌণ-সিদ্ধ হইতে পারে না।

(ছ) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ অবশ্য স্বীকার্য্য

এই ব্রহ্মাণ্ডটি যে চিরকাল অসিদ্ধ ও অভাবপূর্ণ থাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, নতুবা ইহার অবস্থা এরূপ হইত না। জীবের প্রাপ্য আর একটি ধাম স্বীকার না করিয়া কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শাস্ত্রযুক্তি ও আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব সেই অদ্ভুত অপ্রাকৃত ধামের আশা করিয়া থাকেন। যথা, বামনপুরাণে—

শ্রুত্যৈ তদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্।
কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষয়মধ্বগম্॥
শ্রুতৌ চ—এষঃ ব্রহ্মলোক, এষঃ আত্মলোক ইতি।

এই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ স্বীকার করা অনাদি-সিদ্ধ বলিতে হইবে।

জীবের প্রাকৃত জগতে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা

এক্ষণে প্রতিবাদিগণ আর একটি কুতর্ক উঠাইতে পারেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পরমেশ্বর জীবগণকে সেই অপূর্ব্ব ধামে না রাখিয়া এই অসম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন? যদি জীবসকল তদ্ধামের যোগ্যরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তবে কি কারণে তাহারা তথায় থাকিল না? এ বিষয়েও বিশ্বাস ও যুক্তি প্রদান করিবে।

সমাধি-বৃত্তির দ্বারাই অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনুভূতি

হে ভাগবত মহোদয়গণ! আপনাদিগের আত্মার নিগূঢ় প্রদেশে আর একবার স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা এই তত্ত্বের বিচার করুন। **সমাধি ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বের কোন ভাব উপলব্ধি হয় না।** যে-সকল পুরুষ সমাধি-বৃত্তির দ্বারা আলোচনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মতত্ত্ব নিতান্ত দুরূহ। সমাধির দ্বারা জীব বাহ্য দ্বারসকল রুদ্ধ করত অন্তর্ব্বৃত্তি-দ্বারা অপ্রাকৃত ধামে বিচরণ করত অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সাক্ষাৎ দর্শন করেন। যখন আমরা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সন্নিকটস্থ হইয়া সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণ পরমপ্রেমে উৎফুল্ল হয়।

সমাধিযোগে পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুশোচনা

কিন্তু তখন আমাদের পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমাদের তখন ভোগেচ্ছার দ্বারা মায়া-স্বীকাররূপ যে অকার্য্য, তাহা স্মরণপথারূঢ় হইয়া আমাদিগকে বিলজ্জিত ও সন্তপ্যমান করে। আমরা তখন বিবেচনা করি; হায়! আমরা কেন এমত অপূর্ব্ব পূর্ণানন্দ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার ক্ষুদ্রানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলাম! এমত দয়ালু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য জড়সুখের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম! কিন্তু পরমেশ্বর কি দয়ালু! তিনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় ধামের সহিত আমার নিকট বর্ত্তমান আছেন, আমি যে অবস্থায় পতিত হই না কেন, তিনি স্ব-স্বরূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। আমার কেবল দৃষ্টিপাতের

প্রয়োজন। এইরূপ ভাব-সমাধিতে আমাদের মনে সততই উদিত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা যে, কোন কালে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বোধ হয়।

জীবের জগৎ-প্রবেশের কারণ নির্দ্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় হইতে বার্ত্তাসমূহের কেবল বীজ পাওয়া যায়, বার্ত্তা জানা যাইতে পারে না। ঐ বীজ হইতে যুক্তি-দ্বারা ও শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা সমগ্র বার্ত্তা সংগৃহীত হয়। মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।

এতাবৎ উপনিষৎস্বরূপ প্রভু-বাক্যের দ্বারা কি সংগৃহীত হয়? বোধ হয় যে, জীব কোন সময়ে নিজ-স্বভাব কৃষ্ণভক্তি বিস্মৃতিক্রমে ভোগেচ্ছাবশতঃ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কারারুদ্ধপ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি কালই দণ্ডকাল

অসম্পূর্ণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের দ্বারা জীব কাল-যাপন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কাল জীবের দণ্ড-কাল বলিতে হইবে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে অত্রস্থলে নানাবিধ দুঃখভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যতদূর প্রাকৃত উন্নতি হয়, আমাদের ততদূর বন্ধনের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতিতে আমাদের সুখের কারণ কিছুই নাই। জীবের এই পতিত অবস্থাটি যে নিশ্চয় সত্য, তাহা সর্ব্বদেশের শাস্ত্রবেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই বন্ধনের কারণ

খ্রীষ্টধর্ম্মে আমাদের পতন যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণই তাহার পতনের কারণ। কৃষ্ণের অধীনত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা স্বাধীন হইয়া ভক্তিসুখকে বর্জ্জন করে, তাহার আর মঙ্গল কোথায়? জীব কৃষ্ণদাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়তানের অর্থাৎ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ পাইতেছে, ইহা কোরাণেও স্বীকৃত। জীবের স্বতঃসিদ্ধ সন্তাপের মূলই সমুদায় বিবরণে দৃষ্ট হয়। যদ্যপি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের স্বীকার করত তাহা হইতে কোন বিশেষ সত্যের আবিষ্ক্রিয়া না করা যায়, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির দ্বারা কি ফল হইল? আমরা পশু হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলাম? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আরতি

জয় জয় গুরুদেবের আরতি শোভন।
যাঁহার দর্শনে হরে অবিদ্যা-বন্ধন॥
বিনোদ-কুঞ্জেতে নিত্য যাঁহার সেবন।
সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় ভক্ত-অলিগণ॥
ভক্তি-বেদান্ত-রসে সিদ্ধ যত জন।
রাধা-প্রিয়জন বোধে করেন আরাধন॥
গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপ করিয়া অর্পণ।
শঙ্খ-জল-বস্ত্র দিলা প্রীতির কারণ॥
কুসুম-অঞ্জলি কৈল, চামর ব্যজন।
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি করায় আনন্দিত মন॥
ঝাঁঝর-কাঁসর বাজে বাজে, করতাল।
বৃহৎমৃদঙ্গ ঘোষে মধুর রসাল॥
ভক্তগণ নাচে-গায়, করেন কীর্ত্তন।
গুরুর মহিমা-গুণ করে বিতরণ॥
সুচারু বদন শোভে কমল-লোচন।
তিলফুল জিনি' নাসা, উদার ঈক্ষণ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ, অরুণ-বসন।
আজানুলম্বিতবাহু ভাবেতে মগন॥
সুগন্ধি-ধূপেতে হয় জগৎ মোহিত।
প্রজ্ঞান-দীপশিখায় অজ্ঞান-দূরিত॥
শঙ্খজল-কৃপারূপ যাহারে বর্ষিল।
গুণময় চিত্ত-গুহা তাঁহারে শোধিল॥
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বস্ত্র যে-জন পরিল।
ভকতি-কুসুম-বীজ হৃদয়ে পশিল॥
অনুকূল-বায়ু এবে যাহারে বরিল।
মোহ-মায়া, ভবসিন্ধু পার করি দিল॥
শঙ্খনাদ-শব্দব্রহ্ম যাঁর কর্ণে দিল।
কৃষ্ণের চরণ-সিঁধু পান করাইল॥

প্রেমেতে ভাসিল ভক্ত, সবার আনন্দ।
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তি হয় গাহে দাসবৃন্দ॥
এইরূপ আরতি হয় নবদ্বীপ-পুরে।
'হরিজন' গায়, নিত্যকৃপা-আশা-তরে॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রী-সম্প্রদায়িগণের তীর্থস্থান

শ্রী-সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবগণের ১০৮টী তীর্থ 'অষ্টোত্তরশত বিষ্ণুমুখ্য স্থান' নামে খ্যাত। এই স্থানগুলির নাম ও স্থান-নির্দ্দেশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির ২য় সংখ্যা হইতে জানিতে পারেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত গুরুপরম্পরা

আচার্য্য শ্রীরামানুজ **বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। শ্রী-সম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈতমত সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তাঁহারা বলেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া জগতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ ভাষ্যের প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বৌধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈতমত পোষণ করিয়া জগতে সূত্র-ভাষ্য প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে-সময়ে বৌদ্ধবিশ্বাসে সন্তাড়িত হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন, সেইকালে বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রতি মায়াবাদিগণ অযথা আক্রমণ করেন। এমন কি, শ্রুত হয়, তাঁহারা বৌধায়ন বৃত্তিটি পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে নিরস্ত করিবার সঙ্কল্পে 'আত্মসিদ্ধি' 'সম্বিৎ-সিদ্ধি' ও স্বপ্রকাশ-সিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বৌধায়ন-মত বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তন্মতাবলম্বী দ্রমিড়াচার্য্য ও টঙ্কাচার্য্য নামক বিশেষবাদী-কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট হইয়াছিল। এতৎ-ব্যতীত গুহদেব, ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতী আচার্য্যগণ কয়েকখানি বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত-মতটী যে শ্রীরামানুজের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। রামানুজের

'শ্রীভাষ্য' ও 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা আলোচনায়ও উপরিউক্ত সত্যের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীআচার্য্য রামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"ভবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে॥"—অর্থাৎ ভগবান্‌ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটি বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রবিড়াদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। আমি তন্মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা করিব।

১ম পরাশর-নন্দন ব্যাস, ২য় বোধায়ন, ৩য় গুহদেব, ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ব্রহ্মানন্দী, ৬ষ্ঠ দ্রমিড়াচার্য্য, ৭ম পরাঙ্কুশনাথ, ৮ম যামুনাচার্য্য এবং ৯ম যতীন্দ্র শ্রীরামানুজ যথাক্রমে এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষবাদিগণের আক্রমণে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত লুপ্তপ্রায় হইলে সঙ্কর্ষণশক্ত্যাবেশাবতার শ্রীলক্ষ্মণদেশিক জগতে সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সেই প্রাচীন মত প্রচার করেন। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত সজ্জনসমাজে প্রচলিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই দুন্দুভিনাদে জগতে প্রচার করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম-ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল এবং সূক্ষ্ম-ভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম ও চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিৎরূপে পরিণত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণ-সমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ এই দুইটি কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ। শরীর, শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত ভোগ্য, নিয়াম্য এবং কার্য্যস্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক; জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদিগত কোন পার্থক্য নাই; আত্মাই স্বকর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তৎপরিচয়ে পরিচিত করান। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পরিচায়ক মাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশদর্শনে বোধগম্য হয়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলভোগের জন্যই যে শরীরের উদ্ভব ও অবস্থান, তাহাতেই

শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হয়। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। আত্মবিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। শরীর আত্মার নিয়াম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেননা আত্মা খণ্ড চেতন। খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর শব্দটির পরমাত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি। শরীর, আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সমানাধিকরণ্যে পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নিবন্ধন নহে। সমানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই বিভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে "অরুণবর্ণা, একবর্ষবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী, গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়" —এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা', 'একহায়ণী' ও 'পিঙ্গাক্ষী'—এই বিশেষণগুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরণ্যে, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবযুক্ত হইয়াও নিয়াম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ভাব নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদ-প্রাপ্তিই—প্রয়োজন যথা শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীবপরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেতিকর্ত্তব্যতাকপরমপুরুষচরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদি-রত্যর্থপ্রিয়স্তৎ-প্রাপ্তি ফলঃ।"

বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ'-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ-অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

একদিন নিত্যানন্দপ্রভু নগর ভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে ফিরিতেছেন, এমন সময় জগাই-মাধাই মাতাল অবস্থায় তাঁহার পথ রোধ করিয়া তিনি কোথায় যাইতেছেন এবং তাঁহার কি নাম জিজ্ঞাসা করিতেই নিত্যানন্দ প্রভু নিজের অবধূত নামের পরিচয় দিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট যাইতেছেন জানাইলেন ও তাঁহাদের কৃষ্ণনাম করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অবধূত নাম শুনিবামাত্র মাধাই কুপিত হইয়া মুটকী তুলিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মস্তকে আঘাত করিল। প্রভুর মস্তকে মুটকী ফুটিয়া ঝর্‌ঝর্‌ ধারায় রক্ত ঝরিয়া পড়িল। ইহাতে জগাইয়ের দয়া হইল। মাধাই পুনরায় নিত্যানন্দ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলে জগাই মাধাইয়ের হাত ধরিয়া ক্ষান্ত করিল। নিত্যানন্দ প্রভু তখন প্রেমাবিষ্টভাবে গদ্‌ গদ্‌ হইয়া হাসিতে হাসিতে ঐ দুই মাতোয়াল-দের 'কৃষ্ণ' কহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লোকে এই ঘটনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি প্রভু গৌরসুন্দরকে উক্ত ঘটনা জানাইলে প্রভু তৎক্ষণাৎ সে-স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন-ভক্ত নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত-ধারা পড়িতে দেখিয়া ক্রোধে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন,—

"রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র, প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দপ্রভু এমতাবস্থায় মহাপ্রভুর ক্রোধ প্রশমনের জন্য জানাইলেন,—'প্রভু, মাধাই মারিতে চাহিলেও জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। দৈবক্রমে দেহ হইতে রক্ত-ধারা বহিলেও আমি দুঃখ পাই নাই। আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্থির হইয়া এই দুইজনকে উদ্ধার করুন ও ইহাদের প্রাণ-ভিক্ষা দিন।' নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধে মাতোয়াল-দ্বয়ের প্রতি মহাপ্রভুর দয়া হইল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সুদর্শন চক্র নিবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জগাই নিত্যানন্দ প্রভুকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া প্রভু গৌরসুন্দর হৃষ্ট হইয়া জগাইকে—'প্রেমভক্তি হউক' বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

"প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিমু তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥" (চৈঃ ভাঃ)

এইভাবে ভগবান্ গৌরসুন্দর জগাইকে অনুগ্রহ করিলে মাধাইয়ের চিত্ত ততক্ষণে শুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। প্রভু জানাইলেন,—'নিত্যানন্দ-দেহ আমা অপেক্ষা বড়, তুমি নিত্যানন্দ-অঙ্গে আঘাত করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছ। অতএব নিত্যানন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' ভগবান্ নিজ ভক্তকে নিজাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ভক্তব্যতিরেকে ভগবান্‌কে পূজা করিলে ভগবান্ সেই পূজা গ্রহণ করেন না। এস্থলে মাধাইয়ের নিত্যানন্দ ব্যতীত গৌরসুন্দরে ভক্তি-নিষ্ঠা কেবলমাত্র ভক্তি-বিরোধেরই আবাহন করে। মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া মাধাই তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলে ক্ষমাবতার নিত্যানন্দ প্রভু জানাইলেন,—'প্রভু, আমার কোন জন্মে সুকৃতি থাকিলে তাহা নিশ্চিত-রূপে মাধাইকে প্রদান করিলাম। আপনি মাধাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কৃপা করুন!' অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভুর আলিঙ্গনে মাধায়ের সর্ব্ব-বন্ধন মোচন হইল। জগাই মাধাই উভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কহিলেন,—

"প্রভু বলে, তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে, আর নারে বাপ॥
প্রভু বলে, শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিনু মোচন॥" (চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর জগাইয়ের (জগন্নাথের) ও মাধাইয়ের (মাধবের) সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পাপ-মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিলেন ও দুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া মহাভাগবত করিয়া তুলিলেন।

"হেনমতে জগাই-মাধাই পরিত্রাণ।
করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবাস ঠাকুরের 'দুঃখী' নামক দাসীর 'সুখী' নামকরণ

সর্ব্ব-লোকনাথ গৌরচন্দ্র শ্রীবাস-অঙ্গনে নামাবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমরসে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। ভক্তগণ সহ প্রভুর এই আনন্দ-নৃত্য 'দুঃখী' নামে শ্রীবাসের জনৈকা দাসী প্রেমাপ্লুত নয়নে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁহাদের স্নানের জন্য পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল লইয়া আসেন। নৃত্য-কীর্ত্তন-কালে গঙ্গাজলের সুষ্ঠু সরবরাহ দেখিয়া একদিন প্রভু গৌরহরি শ্রীবাস ঠাকুরকে এই গঙ্গাজল কাহার দ্বারা আনীত হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস জানাইলেন,—'দুঃখী এই জল বহিয়া আনে।' তদুত্তরে প্রভু জানাইলেন,—'যে আমায় প্রেম-সুখ প্রদানের জন্য গঙ্গাজল বহিয়া আনে, সে দুঃখী নামের যোগ্য নহে। তাহাকে সকলে 'সুখী' বলিবে।' দুঃখীর প্রতি প্রভুর এই কারুণ্য দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে দুঃখীকে 'সুখী' বলিয়া ডাকিতে থাকিলেন। প্রেমভক্তিযোগেই দুঃখী ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

"কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবাস ঠাকুরের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বোপদেশ-কথন

একদিন নিশাকালে শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তনরত থাকাকালে শ্রীবাসঠাকুরের গৃহাভ্যন্তরে আচম্বিত ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। শ্রীবাস তাহা শুনিয়া কীর্ত্তন-মণ্ডপ হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র দৈব-ব্যাধিতে পরলোক গমন করিয়াছে। পুত্রের পরলোক-গমনে শ্রীবাস বাটীস্থ স্ত্রীগণকে ও অন্যান্য সকলকে ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্য নানাভাবে প্রবোধ দিলেন, কেননা তাঁহাদের ক্রন্দনে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনসুখ ভঙ্গ হইবে। শ্রীবাস সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া আরও জানাইলেন যে, কলরব শুনিয়া প্রভু বাহ্য পাইলে তিনি নিজেও গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন। শ্রীবাসের কথায় সকলে শান্ত হইলেন। এদিকে শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণ সহ স্বানুভাবানন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেও অন্তর্য্যামী-সূত্রে সবই অবগত আছেন। অন্যান্য ভক্তগণও পরম্পর এই ঘটনা জানিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের কীর্ত্তনভঙ্গ হইলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং মৃত শিশুটিকে সৎকার করিতে যাইবার সময় তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি মৃত শিশুটিকে শ্রীবাসের ঘর ছাড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত শিশু তখন প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে জানাইল,—

শিশু বলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই রস॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরি॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার।" (চৈঃ ভাঃ)

মৃত শিশু তারপর নীরব হইল। শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু শ্রীবাসের উক্ত মৃত পুত্রের মুখ হইতে উপরোক্ত তত্ত্ব কথা বলাইলে শ্রীবাস সহ ভক্তগণ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসুখে মগ্ন হইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীবাস-ভবন কৃষ্ণ-প্রেমময় হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ভক্তগণসহ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শিশুটিকে গঙ্গায় লইয়া গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন এবং শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—'তুমিতো জান যে ইহাই সংসারের রীতি। তোমার অনিত্য পুত্রের বিয়োগ হইয়াছে, এখন তোমার নিত্যপুত্ররূপে আমি ও নিত্যানন্দ রহিলাম।' প্রভুর শ্রীমুখে এই পরম কারুণ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ললিতপুরে দারীসন্ন্যাসীকে অনুগ্রহ

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য মনে ভাবিলেন যে, 'গৌরহরি আমার প্রভু হইয়াও জোরপূর্ব্বক আমার পদধূলি গ্রহণ করায় আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছি। তাই প্রভুর শরীরে ক্রোধ সঞ্চার করাইতে পারিলে প্রভু স্বহস্তে আমাকে সাজা দিলে তবেই আমার শান্তি হইবে। শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে আমি ভক্তিতত্ত্ব না মানিলে নিশ্চয়ই প্রভু কর্ত্তৃক শাস্তি পাইব।' এইমত চিন্তা করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য একদিন হরিদাস সহ শান্তিপুরে চলিয়া আসিয়া জ্ঞান-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ গৌরহরি অদ্বৈত প্রভুর এই সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন। তাই একদিন তিনি

নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া মায়াপুর হইতে শান্তিপুরের পথে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহারা শান্তিপুর যাইতে যাইতে মধ্যপথে ললিতপুরে এক সন্ন্যাসীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই সন্ন্যাসী তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব মনোহর রূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে নিতান্ত বালক ভাবিয়া তাঁহাকে 'ধন-বংশ হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কহিলেন,—উক্ত আশীর্ব্বাদ আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে, একমাত্র বিষ্ণুভক্তি আশীর্ব্বাদই অক্ষয় ও অব্যয়। তখন সন্ন্যাসী জানাইলেন—'আমার আশীর্ব্বাদের নিন্দা করিতেছ কেন? পৃথিবীতে জন্মিয়া ধন-সম্পদ, উত্তমা কামিনী এবং বিলাস-ভোগ যাহার না হইল তাহার জীবন বৃথা। বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদ-দ্বারা বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলেও টাকাকড়ি না থাকিলে কি করিয়া খাইবে?

তখন গৌরহরি উক্ত সন্ন্যাসীকে উপদেশছলে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন,—

"ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি সে খাইব।
নিত্যকর্ম্মে যাহা আছে সে আপনে মিলিব॥
ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন-বংশ তবে কেন মরে॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম্ম।
কোন্ মহাপুরুষ সে জানে এই মর্ম্ম॥
বেদেও বলয়ে স্বর্গ বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি সেহ হয় বেদের করুণা॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহ বেদ, বেদের কি দোষ॥
ধন-পুত্র পাই গঙ্গা-স্নানে হরিনামে।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥

যেতে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥
ভালমন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥" —(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট সন্ন্যাসী এবম্বিধ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তখন সন্ন্যাসীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন —আপনি এই বালকের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন না। তখন সন্ন্যাসী নিজ শ্লাঘা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভোজন করাইতে চাহিলেন। অতঃপর তাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়া ফলাহার করিতে বসিলেন। এই সময় বামাপন্থী সন্ন্যাসী কিছু আনন্দ গ্রহণের জন্য নিত্যানন্দপ্রভুকে বারবার জানাইলে সন্ন্যাসীর পত্নী সন্ন্যাসীকে তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন নিত্যানন্দকে আনন্দ বলিতে সন্ন্যাসী কি বুঝাইতেছেন তাহা জানিতে চাহিলে নিত্যানন্দ জানাইলেন,—'সন্ন্যাসী মদ্যকে আনন্দ বলিতেছে ও মদ্য আনিবে কি না জানিতে চাহিতেছে।' মদ্যের কথা শ্রবণ করিয়াই গৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং মদ্যপ সন্ন্যাসীর দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রভুদ্বয় সত্বর গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহের দিকে রওনা হইলেন।

এইমত মহাপ্রভু গৌরসুন্দর স্ত্রী-সঙ্গী ধর্ম্মধ্বজী দারী সন্ন্যাসীকে শুদ্ধ-ভক্তি-তত্ত্ব উপদেশ দিয়া অনুগ্রহ করিলেন।

"সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার॥
মদ্যপের ঘরে কৈল স্নান ও ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী না পাইল দরশন॥" —(চৈঃ ভাঃ)

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণে মতি হউক'—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ করে থাকেন। 'কৃষ্ণে মতি নষ্ট হয়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক'—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়। 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির

বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু।

* * *

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করবার উপদেশ দিয়াছেন।

চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মরূপে মুরারিগুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রভু গৌরসুন্দর কর্ত্তৃক দণ্ড পাইবার ইচ্ছায় কপট অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিলে শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে তাঁহাকে দণ্ড প্রদানদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে কয়েক দিন যাপনপূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবিধ অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

শ্রীবাস-মন্দিরে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম রূপ ধারণ-পূর্ব্বক একদিন 'গরুড় গরুড়' বলিয়া হুঙ্কার করিতে থাকিলে সন্নিকটস্থ মুরারি গুপ্ত গরুড়ভাবে আবিষ্ট হইলেন। গুপ্ত গরুড়ভাবে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখন গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভুর এই লীলা-দর্শনে ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন।

দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন

নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিত টোল স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন। তিনি জ্ঞানবন্ত তপস্বী হইলেও ভক্তিহীন দোষে ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন তাই। দৈবক্রমে একদিন শ্রীবাস ঠাকুর দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত শ্রবণার্থে উপনীত হইয়া তথায় ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেমভরে কাঁদিতে থাকেন। পণ্ডিতের পড়ুয়াগণ শ্রীবাস প্রভুর প্রেমস্ফূর্ত্তি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সেই স্থল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দেয়। এ যেন "গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ"—বাণীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গুরু দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁহার শিষ্যদের এইরূপ আচরণে কোন আপত্তি করিলেন না বা তাহাদের এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন না। পরে শ্রীবাসের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্তর্য্যামী বিশ্বম্ভর প্রভু এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলেন। একদিন দৈবক্রমে তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত পাঠকালে সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে শ্রীবাস ঠাকুরের নিগৃহীত হওয়ার সময় দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতিবাদ না করার ঘটনা স্মরণ করিয়া ক্রোধাবেশে ভক্তিহীন মূঢ় দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত-অধ্যাপনার অযোগ্য বলিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িবার জন্য ধাবিত হইলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত আকুমার সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতধর হইলেও ভক্তিহীন হওয়ায় ভাগবতের ভক্তিযোগের মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নহেন। শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভাগবত—ইহাতে ভেদবুদ্ধি থাকিলে ভাগবত-তত্ত্ব জানা যায় না। তাই প্রভু কহিলেন,—

"ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি সার॥" —চৈঃ ভাঃ

ভক্ত শ্রীবাস ঠাকুরের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত মহা অপরাধ করিলেও সুকৃতিবশে প্রভুর শাসন-বাক্য শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং সেইদিন তিনি লজ্জায় অধোমুখে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরে শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরহরির তত্ত্ব ও ভাগবত-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত নিজ অপরাধ বুঝিতে পারেন এবং শ্রীগৌরহরি ও শ্রীবাসঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভগবান্ গৌরহরি ও শ্রীবাসঠাকুর তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এইভাবে দেবানন্দ পণ্ডিত শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া ভাগবতার্থ পরিজ্ঞাত হন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই গ্রন্থ-ভাগবতরূপে অবতীর্ণ। তাই শুদ্ধ-ভক্ত ব্যতীত ,ভাগবতের মর্ম্মার্থ কেহ জানিতে পারেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।"

এই কোলদ্বীপে সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণু কোল বা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণকে দর্শন দেন এবং দংষ্ট্রাগ্র দিয়া হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন বলিয়া এই দ্বীপটী কোলদ্বীপ নামে অভিহিত। বর্ত্তমান কলিযুগে এই কোলদ্বীপেই ভগবান্ গৌরসুন্দর ভাগবতী দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ

ক্ষমা করেন বলিয়া এই স্থানকে 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলা হয়। মদীয় পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই স্থানে শ্রীকোলদেবের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বিগ্রহ ও শ্রীল প্রভুপাদের বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রবেশদ্বারে মনোরম নরহরি-তোরণের সম্মুখে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

মানহানি ও মানদানের তাৎপর্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোনও ব্যক্তির কল্পিত গুরুদেব বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে লঘুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগীকে কখনই কেহ 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ন্যায় রহিত আদেশকারী গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষকে কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই 'গুরু' বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্ব্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে 'গুরু'পদে বরণ করিলে যথেচ্ছাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাঁহারই 'অমানী' ও 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মান্য সমজাতীয় নহে। যাঁহারা সবই এক মনে করেন, তাঁহারা ভক্তিপথাশ্রিত নহেন, জানিতে হইবে। বিষ্ণু অপ্রাকৃত বস্তু; দিব্য-

জ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই জড়প্রতিষ্ঠাকেই 'শৌকরীবিষ্ঠা' বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে শৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্ব্বনাশ কামনা না করায় তাহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষ্ঠার বাহক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাই, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যের বাসনা এবং তদুদ্দেশে গৌণভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টাদ্বারা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঈর্ষামূলে ব্রহ্মচর্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঈর্ষামূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরও 'গুরু' সাজিয়া তাঁহাকে ঈর্ষামূলে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানদ ধর্ম্ম নহে। এইরূপ করিয়া তাঁহাদের অসম্মান করিবার প্রয়াস করিলে বা রূপ-সনাতনকে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিলে তাঁহাদের মানহানি করা হয়। এই সকল সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে সকলেই পরমার্থ বিদ্বেষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ রক্ষাকারীর এই সকল ব্যক্তির বিবর্ত্ত ছলনায় ঈর্ষা ও পরদ্রোহিতা পাপমূলক, সুতরাং কর্ম্মবাদির বিচারে পাপের শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞতার ছলনায় দৌরাত্ম্য চলিতে থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভায় পরস্পর ধর্ম্মবিদ্বেষের যে বিধি গঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা যদি ধর্ম্মজগৎ লাভবান হন, শুভানুধ্যায়িগণের তাহার প্রতিরোধ করা উচিত নহে। শিক্ষকের শিশুর মঙ্গলের জন্য তাড়না, ধর্ম্মপ্রচারকের সদ্ধর্ম্মানুসরণের জন্য শাসন, ধর্ম্মের প্রতিকূল বিচার পরিত্যাগরূপ অনুনয়-বিনয় কখনই সাধুহৃদয়ের বিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযাজনের ভাণে ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে বাধ্য করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্যতম। কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া মহাপ্রভুকে রাজবিত্তাপহারক পট্টনায়ক বংশ্য বাণীনাথের শুভানুধ্যানের বিরোধী মনে করিতে পারে, গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিতে পারে, জনসাধারণকে অসদভিপ্রায়ে বিপথগামী করিতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা ব্যতীত যাহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাঁহারা ইহাদিগকে অভিসন্ধি করিয়া দিতে পারেন।

দ্যূত, পান, স্থনা ও নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থার্জ্জন পরমার্থ-জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কিঞ্চন ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়ি-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চ্চা নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধী জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না বলিলে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া মৎসরতামূলে যে-সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহা শুদ্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের সাধুচেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডাদিবিধান সাধুদিগের সাহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়-পিপাসা উক্তিদ্বারাই খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু-চেষ্টা। তাহার লৌকিক প্রতিকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবান্ই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধুতে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতাময় অসাধুতায় পরিণত হইবে। সাধুদিগের প্রকৃত সম্মান আছে। অবৈধভাবে তাঁহাদের মৌনধর্ম্মের সুবিধা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন হইতে দেওয়া উচিৎ নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য, যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতে কোন উপকার করে না। কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দৌরাত্ম্য করা হয়। সাধুগণ অসাধুকর্ত্তৃক প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ায় অনেকে এরূপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃত দোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব-স্ব প্রভুর সম্মান করিবার জন্যই গৌণভাবে চেষ্টান্বিত হইয়া সেবার ভাণ করেন। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র কর্ত্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈস্বরে গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচার-প্রণালীদ্বারা সাধুতা ও সাধুগণ চিরদিনই আক্রান্ত। এই প্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্ম্মের নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

অধুনা কোন কোন গ্রাম্য বার্ত্তাবহ বা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে প্রকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাঠকগণ তাঁহার লেখনীতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেই অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে,

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সামাজিক দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতিকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করেন। পারমার্থিকগণ গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের বা তথাকথিত পণ্ডিতগণের বিচারে দুর্নৈতিক বলিয়া প্রচারিত হইলেও নীতিপরায়ণ শুদ্ধ-ভক্তগণ ইহার প্রতিবাদ করিবেন। স্মার্ত্তকুল নানাপ্রকারে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন ও করিতে উদ্যত আছেন, বা করিবেন, তাহার হস্ত হইতে ভাটী ভক্তগণ মুক্তিলাভ প্রার্থনা করেন। যাহারা সেই অনুগ্রহ করিতে বঞ্চিত, তাহারাই গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্রোহী এবং তাহাদের বিচারেই গুরু-বৈষ্ণবের সম্মানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অসম্মানিত করাই তাহাদের নীতি ও ধর্ম্ম। গুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাঁহাদিগকের অপরে আক্রমণ করিবে ও তাঁহাদের সম্মান হানি করিবে ইহাই পঞ্চষষ্টিতম ভক্তির সাধন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সমাজের শুভানুধ্যানের পরিবর্ত্তে দৌরাত্ম্য করিবার জন্যই খড়্গহস্ত ও হিংসাপরায়ণ। হিংসিত সাধুসমাজ নিজেরা প্রতি হিংসা করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের অসম্মান করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সুনীতি-সঙ্গত নহে। বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা, জনবল দ্বারা বিচারকগণের ধারণা বিপর্য্যয় করিবার জগতে এই সকল প্রথার আদর থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাগবতগণের গুরুদ্রোহীতার সাহায্য করা ভাগবতধর্ম্ম প্রচারক দ্বাদশবৈষ্ণবের তাৎপর্য্য ছিল না। তাঁহারা সকলেই গুরু-বৈষ্ণবের সেবক ও রক্ষক। যদি প্রকৃত বৈষ্ণবদাস গুরু-বৈষ্ণবের অসম্মান আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদ্রোহীর মতাবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি পরিশেষে নিজ কর্ম্মদোষে বিপাকে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অবৈধ অসৎকার্য্যের প্রশংসা করা নীতিসঙ্গত নহে। আবার পক্ষান্তরে ভাগবতের স্কন্ধে অবৈধভাবে দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। গুরু-বৈষ্ণবকে কায়-মনোবাক্যে সেবা করিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিগণকে নির্য্যাতন করিতে হইবে না। ত্রিদণ্ডি ব্যতীত পারমার্থিক হইবার অন্যের যোগ্যতা নাই। যথাযথ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বা ব্যক্ত, কেহ বা রাগানুগা প্রবৃত্তিবলে অব্যক্ত। তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া নহেন।

—কুমারী গৌরী বোস, বি-এ, বি-টি,

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীনাম কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য

কীর্ত্তন-কীর্ত্তনীয়, ভজন-ভজনীয়, উপায়-উপেয়, সাধন-সাধ্যের বিচার ধর্ম্মানুষ্ঠানে আছে। প্রাপ্তব্য বস্তুর নাম সাধ্য ও তৎপ্রাপ্তির জন্য যে-প্রণালী অবলম্বিত হয়, তাহা সাধন। সাধ্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া যে-অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে আসক্তির অসদ্ভাব হইয়া থাকে, অথবা তাহা একটি কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া নিত্য মঙ্গল লাভের অন্তরায় হয়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

কর্ম্ম যদি ধর্ম্মের জন্য কৃত না হয়, ধর্ম্ম যদি বৈরাগ্য উৎপাদন না করে এবং বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত সদৃশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন একাধারে সাধ্য ও সাধন। শ্রীহরি—সাধ্য এবং শ্রীহরির নাম—সাধন। শ্রীহরিনাম হরিই। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন বেদোক্ত মুখ্য সাধন। শাস্ত্রে গৌণভাবে নিম্নাধিকারীর পক্ষে সাধন-রূপে কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞানের কথা লিখিত আছে। কর্ম্মীর সাধ্য—স্বর্গাদি-লোক; যোগীর সাধ্য—কৈবল্য এবং জ্ঞানীর সাধ্য মোক্ষ। সাধ্য লাভ হইলে তাহাদের সাধনের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কারী কীর্ত্তন প্রবৃত্তি লাভ করিবার জন্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কীর্ত্তনকে ত্যাগ করার জন্য নয়। মৃত্যুর পরে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী তাহাদের সেই অনিত্য কাম্য ফলও পাইবে কিনা সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে এইরূপ সন্দেহের অবসর নাই। (তাহার শ্রীহরিপ্রাপ্তি হইয়াছে। কেননা তাহার নামে হরি। যাহাকে উকীল গ্রহণ করা হইল, তাহা যদি বিচার কর্ত্তাও হয়, তাহা হইলে মামলায় জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। হরিনাম সাধনও তদ্রূপ—উকীলও এবং হাকিমও।) শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপাদেয়ত্ব কীর্ত্তন করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনাম হয় প্রভু পূর্ণানন্দ তত্ত্ব।
উপেয় বা সিদ্ধি বলি যাঁহার মহত্ত্ব॥

উপায় হইয়া আবির্ভূত ধরাতলে।
উপায় উপেয় ঐক্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥

অধিকারী ভেদে যিনি উপায় স্বরূপ।
তিনি উপেয় অন্তে বড় অপরূপ।

সাধ্যের সাধন আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব তোমার কৃপায়।

পুনঃ কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান এইগুলি স্বতন্ত্র সাধন-প্রণালীও নয়। ভক্তির সহিত যুক্ত না হইলে এইগুলি তাহাদের প্রতিশ্রুত সেই ক্ষুদ্র ফলও দিতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণই ফল দেওয়ার অধিকর্ত্তা। সেই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥

এই সকল সাধনের অতিতুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা কেহ দিতে নারে বল॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হইবে

শ্রীনাম জপ্য ও কীর্ত্তনীয়ও। শ্রীনাম কোন গোপনীয় বস্তু নয়। শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া মানুষকে শ্রবণ করাইবার কথা। উচ্চৈস্বরে নামকীর্ত্তন করায় দুইপ্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। বক্তার ও শ্রোতার উভয়েরই মঙ্গল। সুতরাং জপ হইতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম-কীর্ত্তন কোন দেশ-কাল-নিয়মের অধীন নয়। যখন তখন ও যে কোনরূপে শ্রীনাম করতে পারা যায়। 'খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥' সঙ্কীর্ত্তন শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপে কীর্ত্তন করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

'দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

*　　*　　*　　*

অসাধুর সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
শব্দ বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥

*　　*　　*　　*

সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

সুতরাং শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রণালিতে দুটি বিচার পাওয়া গেল— একটি, কাহা হইতে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হয় এবং কাহার সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে হয়; অপরটি, অপরাধশূন্য হইয়া এই শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে। তাহা না হইলে, কীর্ত্তনে ফল হইবে না। প্রথম বিচারের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

অবৈষ্ণব কখনই শ্রীনাম-দানের অধিকারী হইতে পারে না। কুলগুরু হিসাবে কেহ অবৈষ্ণব হইতে নাম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তাহাকে পুনঃ বৈষ্ণবগুরু হইতে শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ফল পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান গুরুর পুত্র গুরু বলিয়া যাহা অবৈধ শৌক্র-গুরু-প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে, ইহা গুরু-ব্যবসায়ী কতগুলি লোকের ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয় নাই। পারমার্থিক বিষয়ে শুক্রের বিচার, দেহের বিচার, রক্ত-মাংসের বিচার প্রস্তাবিত হইতে পারে না। এইরূপ বিচারের অনুবর্ত্তন করিয়া যাহাতে মানুষ বিপথগামী হইতে না পারে, তাহার জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

মহাপ্রভুর এই আদেশ —এই গুরুর বিচার লঙ্ঘন করিয়া যাহারা যেই-সেই গুরুর মন্ত্র-গ্রহণ করিয়া গুরু-ব্যবসা অনায়াসে প্রচলনের সুযোগ দিয়াছেন

তাহাদের পারমার্থিক দুর্গতির চিত্র আমরা শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে দেখিতে পাই ; যথা,—

আসল কথা ছাড়ি ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার নষ্ট পূর্ব্বাপর॥

শাস্ত্রে ইহাও বলিয়াছেন,—

মহা-কুলোপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিত।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু স্যাদবৈষ্ণব॥

কুলশীল, শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞদীক্ষা সবই আছে, তথাপি যদি অবৈষ্ণব হইয়া থাকে, শ্রীহরির নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই তাহা হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হইবে না। অদীক্ষিত শৌক্র-ব্রাহ্মণ, হইলেও বৈষ্ণব নয়, এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও সদাচারী ব্যক্তি চণ্ডাল-বর্ণ হীন হইলেও তিনিই বৈষ্ণব পদবাচ্য ও গুরু হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। তাহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারেন। অসদ্ গুরু বরণ করিয়া থাকিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ সদ্গুরু গ্রহণ করা বিধি। 'গুরু ত্যাগ করা যায় না' বলিয়া অসদ্ গুরুকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা নাই।

'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ',—বৈষ্ণবের সঙ্গে যাহা কৃষ্ণ-কথার অনুশীলন হইয়া থাকে তাহা বীর্য্যবতী, তাহা হইতে একমাত্র চিদানন্দাভাস হইয়া থাকে। সেইরূপ না হইলে কীর্ত্তন ভেক-কোলাহলে পর্য্যবসিত হয় এবং অহঙ্কার, প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মধ্বজিতার কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ভক্তিলাভের অত্যন্ত অন্তরায়।

দ্বিতীয় বিচার—নিরপরাধে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। যেই সেই ভাবে নাম লইলে হইল, এইরূপ কীর্ত্তন-বিরোধী বিচার বহুকাল হইতে অজ্ঞ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধু-শাস্ত্রে কখনও সেইরূপ নাম-কীর্ত্তন করিতে বিধি-ব্যবস্থা দেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও দশটি নামাপরাধের বিচার পাওয়া যায়। যথা—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্নবিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ। (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ,—

১। সাধু-নিন্দা।

২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান করা।

৩। গুরুর অবজ্ঞা করা।

৪। বেদ ও বেদাধীন শাস্ত্রনিন্দা।

৫। হরিনাম মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মাত্র ভাবনা করা।

৬। হরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থ কল্পনা করা।

৭। হরিনামের বলে পাপবুদ্ধি।

৮। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগাদি শুভ-কর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান বুদ্ধি করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ।

১০। নামের মহিমা শুনেও নামে অবিশ্বাস ও প্রীতি রহিত।

এই দশ অপরাধ যত্নে পরিহরি।
হরি নামে কর ভাই ভজন চাতুরী॥

শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিসকল এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া নামকীর্ত্তন করিবেন।

কেহ কেহ অজামিলের আদর্শ লইয়া গুরুবাদ এবং নামাপরাধের বিচার শ্রীনাম-ভজন হইতে উঠাইয়া দিতে এগিয়ে আসেন। বলিতে অত্যন্ত দুঃখ হয় যে, বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণবাভিমানী লোক-সকল ঐরূপ মতবাদানুসারে এরূপ চিত্তপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের অসারতা প্রদর্শনকল্পে এই স্থানে শ্রীনাম-কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করা হইল।

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে পাপরাশির মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যেরূপ পাপ ও পাপের মূল বিনষ্ট করে, কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টাঙ্গযোগ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা সেইরূপে পাপ-উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অজামিল উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।

অজামিল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াও দাসীর সংসর্গে পতিত হইয়াছিলেন। এই অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার দশটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহার নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন। মৃত্যু সমুপস্থিতকালে, তিনি যমদূতকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত-চিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন। অজামিলের মুখে হরিনাম (অপরাধশূন্য সাঙ্কেতরূপ নামাভাস) শুনিয়া বিষ্ণুদূতসকল আসিয়া যমদূতের হস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইয়াছিল তিনি তাহা সবই শুনিয়াছিলেন। যমদূত ও বিষ্ণুদূত সকলেই অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিলেন। সংসারে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া তখন হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন। সেইখানে তিনি ঐকান্তিকভাবে শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করিলেন ও পরে সমাধি প্রাপ্ত হন। সেই বিষ্ণুদূতসকল পুনরায় আসিয়া রথে চড়াইয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যান।

শ্রীনাম-ভজনে নামাপরাধ, নামাভাস ও নামের বিচার আছে। শ্রীনামের অবস্থান পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে, নামাপরাধের অবস্থান ইতরব্যোম বা প্রপঞ্চে এবং নামাভাসকারীর অবস্থান পরব্যোমে ও ইতরব্যোমের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে। একদিকে অপরাধ অন্যদিকে নিরপরাধ, এই দুইর মধ্যে অপরাধ মুক্তিরূপ নামাভাস। 'কভু নামাভাস সদা নাম-অপরাধ'। এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ'॥ নামাপরাধে নামের সেবা হয় না, নামাভাসে নামের শুদ্ধ-সেবা হয় না ও নামের সেবায়ও অপরাধ অথবা অপরাধ রহিত আভাসমাত্রও হয় না। নামের সেবা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।' প্রাপঞ্চিক জীবের অনর্থযুক্ত ভোগময় অবস্থায় নামাভাস অথবা নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। অপরাধ-মুক্ত কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপ্রকাশ অবস্থায় যে-নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাই নামাভাস। নামাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ লাভ হইতে পারে। নামাভাসের ফলে

জ্ঞানীর লক্ষ্য জড়াতীত নির্ব্বিশেষ ভাবপর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীনাম উচ্চারণের ফলে জড়বিলক্ষণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বা সেবা লাভ হইয়া থাকে।

অজামিল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহু ভাগ্যের ফলে তিনি শ্রীহরিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন। পুত্রস্নেহে 'বিবশ' হইয়া তাহাকে 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিলেও যে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করার ফলে সাঙ্কেত্য—নামাভাস হইয়াছিল, যে নারায়ণ নাম বিষ্ণুদূত সকল নিজ প্রভুর নাম বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন, সেই নামের লক্ষ্য জড়পুত্র ছিল না নিশ্চয় অজামিল নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুস্মৃতি লাভ করিয়াছিলেন —ইহাই শ্রীধর স্বামীর বিচার। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃৎ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ২৮শে শ্রাবণ হইতে ৩০ শ্রাবণ, ১৩৮৬ (১৪ই আগষ্ট হইতে ১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৯) পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ প্রাঙ্গনে কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, কৃষ্ণকে লইয়া শ্রীবসুদেব যমুনাপার হইয়া গোকুলে গমন, মহামায়ার কংসকে প্রবঞ্চনা, পুতনাবধ, অঘাসুরবধ, কালীয়দমন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার গতিশীল পুত্তলিকাগুলির মাধ্যমে পরম মনোহর এবং চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী করা হইয়াছে। শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির এবং মন্দিরের বহির্ভাগ বিবিধ প্রকারের রঙ্গীন গমনশীল বিদ্যুৎমালা সমূহের দ্বারাও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নাট্যমন্দিরে শ্রীগুরুপরম্পরার আচার্য্যগণের, চতুঃসম্প্রদায়ের মূল ৪ জন আচার্য্যের এবং বিবিধ অবতারগণের তৈলচিত্রসমূহ বিবিধ প্রকারের মূল্যবান বস্ত্র ও মাল্য সমূহ-দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল, শ্রীল গুরুপাদ-

পদ্মের ভজন-কুটীর মনোহর ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী জীউর পরম মোহনীয় ভাবকান্তি দর্শক মাত্রকেই আকর্ষণ করিতেছিল।

২৮শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার অধিবাস-দিবসে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন এবং জয়ধ্বনির মাধ্যমে বিধিপূর্ব্বক অধিবাস কৃত্য সম্পন্ন হইলে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং রাত্রিকালে ছায়াচিত্রযোগে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষাণ প্রদান করেন।

২৯শে শ্রাবণ, বুধবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ব্রতোপবাস, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন, ভোগরাগ, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন, ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণান্তে আবির্ভাব-কালে মধ্যরাত্রিতে বিপুল উদ্দীপনার সহিত জয়ধ্বনি, উলূধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক অভিষেক, পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। ঐদিন স্থানীয় এবং বহিরাগত দর্শনার্থীগণের এত ভীড় হয় যে, মঠ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনুমানিক লক্ষাধিক লোক ক্রমশঃ এ উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রদর্শনী দর্শনের জন্য দিবা-রাত্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেকের পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী হৃদয়স্পর্শী ও দার্শনিক তথা রসপূর্ণ ভাষণ দান করিয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার শ্রীনন্দোৎসবের দিন নিমন্ত্রিত ও আগত সকল শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রিকালে ছায়াচিত্র মাধ্যমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ভক্তগণকে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন করান। মথুরানগরীর সর্ব্বত্রই শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব ও ভব্য প্রদর্শনী চর্চ্চার বিষয় হইয়াছিল। এই উৎসব ও প্রদর্শনীর সফলতা অর্জ্জনে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশেষশায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রজবাসী, শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসান্দিপনী ব্রজবাসী প্রভৃতি মঠবাসীগণের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীসুখানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয় পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৩ কেশব, ৪৯৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮৬ ; ইং ১৭।১১।১৯৭৯ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিদ-স্তোত্রম্‌

(শ্রীমদ্রঘুনাথ-গোস্বামি-বিরচিতম্‌)

তথা দর্দ্ধ্যাদি-গব্যানামমূল্যানাং ব্রজোদ্ভবাৎ।

অদত্ত্বা মে করং ন্যায্যং খেলন্ত্যো ভ্রমতেহ যৎ॥ ৯১॥

আর ব্রজে উৎপন্ন দধ্যাদি অমূল্য বস্তুর ন্যায্য কর আমাকে না দিয়া খেলা করিতে করিতে এখানে যে ভ্রমণ করিতেছ॥ ৯১॥

ততো ময়া সমং যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছত বুধ্যতে।

কিন্তৈকোঽহং শতং যূয়ং কুরুধ্বং ক্রমশস্ততঃ॥ ৯২॥

তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, আমার সহিত তোমরা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমি একা, তোমরা শত শত, কাজে কাজেই ক্রমে ক্রমে যুদ্ধ কর॥ ৯২॥

প্রথমং ললিতোচ্চণ্ডা চরতাচ্চণ্ড-সঙ্গরম্ ।
ততস্ত্বং তদনু প্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ সকলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৩ ॥

প্রথমে অতি চণ্ডা ললিতা প্রচণ্ড যুদ্ধ করুক, তার পর তুমি, তদনন্তর যুদ্ধ-প্রিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে যুদ্ধ করুক ॥ ৯৩ ॥

অথ চেন্মিলিতাঃ কর্ত্তুং কাময়ধ্বং রণং মদাৎ ।
অগ্রে সরত তদ্দোর্ভ্যাং পিনষ্মি সকলাঃ ক্ষণাৎ ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর যদি অহঙ্কারবশতঃ সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, অগ্রসর হও, আমি দুই বাহুদ্বারা তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিব ॥ ৯৪ ॥

ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সাটোপং নর্ম্ম-নির্ম্মিতম্ ।
সানন্দং মদনাক্রান্তমানসালিকুলান্বিতা ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণের পরিহাসময় গর্ব্বের কথা শুনিয়া মদনাক্রান্তমানসা বিশাখা আনন্দে সখীগণ-বেষ্টিতা ছিলেন ॥ ৯৫ ॥

স্মিত্বা নেত্রান্তবাণৈ স্তং স্তব্ধীকৃত্য মদোদ্ধতম্ ।
গচ্ছন্তী হংসবদ্ভঙ্গ্যা স্মিত্বা তেন ধৃতাঞ্চলা ॥ ৯৬ ॥

কটাক্ষবাণে মদোদ্ধত কৃষ্ণকে স্তব্ধ করিয়া হাসিয়া হংসগতিতে তাহারা যাইতে থাকিলে তিনিও হাসিয়া তাহাদের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন ॥ ৯৬ ॥

লীলয়াঞ্চলমাকৃষ্য চলন্তী চারু হেলয়া ।
পুরো রুদ্ধপথং তন্তু পশ্যন্তী রুষ্টয়া দৃশা ॥ ৯৭ ॥

লীলাভরে অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া সুন্দররূপে অবহেলাভরে চলিতে চলিত তাঁহারা সম্মুখে পথরুদ্ধকারী তাহাকে (কৃষ্ণকে) ক্রোধযুক্তনেত্রে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

মানসস্বর্দ্ধুনীং তূর্ণমুত্তরিতুং তরিং শ্রিতা ।
কম্পিতায়াং তরৌ ভীত্যা স্তুবন্তী কৃষ্ণনাবিকম্ ॥ ৯৮ ॥

মানসগঙ্গাকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শীঘ্র নৌকায় উঠিবার পর নৌকা কম্পিত হইতে থাকিলে ভয়ে তাঁহারা কৃষ্ণ-নাবিককে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

নিজকুণ্ডপয়ঃকেলী-লীলা-নির্জ্জিতমচ্যুতম্ ।
হসিতুং যুঞ্জতী ভঙ্গ্যা স্মেরা স্মেরমুখীঃ সখীঃ ॥ ৯৯ ॥

হাস্যময়ী বিশাখা দেবী নিজ কুণ্ডে (শ্যামকুণ্ডে) জলকেলি-লীলায় পরাজিত অচ্যুতকে (কৃষ্ণকে) উপহাস করিবার ভঙ্গীতে হাস্যমুখী সখিগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৯৯ ॥

মাকন্দ-মুকুল-স্যন্দি-মরন্দ-স্যন্দি মন্দিরে ।
কেলিতল্পে মুকুন্দেন কুন্দবৃন্দেন মণ্ডিতা ॥ ১০০ ॥

আম্রমুকুলস্রাবি মকরন্দগন্ধী মন্দিরে কেলিশয্যায় বিশাখা কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুন্দপুষ্পদ্বারা সুসজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

নানা-পুষ্প-মণিব্রাত-পিঞ্ছ-গুঞ্জা-ফলাদিভিঃ ।
কৃষ্ণগুম্ফিত-ধম্মিল্লোৎফুল্ল রোমস্মরাঙ্কুরা ॥ ১০১ ॥

নানাপুষ্প, মণিসমূহ, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাফলাদিদ্বারা কৃষ্ণ বিশাখা দেবীর চুলের খোপা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন সেজন্য বিশাখাদেবী আনন্দিত, রোমাঞ্চিত ও মদনাঙ্কুরিত হইয়াছিলেন ॥ ১০১ ॥

মঞ্জু কুঞ্জে মুকুন্দস্য কুচৌ চিত্রয়তঃ করম্ ।
ক্ষপয়ন্তী কুচাক্ষেপৈঃ সুসখ্যমধুনোন্মদা ॥ ১০২ ॥

মনোহর কুঞ্জে স্তনদ্বয়কে চিত্রিতকারী মুকুন্দের (কৃষ্ণের) হস্তকে কুচাক্ষেপে নিবারণকারিণী বিশাখা উত্তম সখ্যরূপ মধুদ্বারা উন্মত্তা হইয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

বিলাসে যত্নতঃ কৃষ্ণদত্তং তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ।
স্মিত্বা বাম্যাদগৃহ্লানা তত্রারোপিত-দূষণম্ ॥ ১০৩ ॥

বিলাসকালে বাম্যস্বভাব-বশতঃ বিশাখা হাসিয়া কৃষ্ণপ্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

দ্যূতে পণীকৃতাং বংশীং জিত্বা কৃষ্ণসুগোপিতাম্ ।
হসিত্বাচ্ছিদ্য গৃহ্লানা স্তুতা স্মেরালি-সঞ্চয়ৈঃ ॥ ১০৪ ॥

পাশক্রীড়ায় পণরাখা কৃষ্ণের সুগুপ্ত বংশী বিশাখা জয়লাভ করিয়া গোপনে গ্রহণ করায় হাস্যযুক্তা সখিগণ তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

বিশাখা-গূঢ়-নর্ম্মোক্তি-জিত-কৃষ্ণার্পিত-স্মিতা ।
নর্ম্মাধ্যায়-বরাচার্য্যা ভারতী-জয়ি-বাগ্মিতা ॥ ১০৫ ॥

বিশাখা দেবী গূঢ় পরিহাসোক্তিতে কৃষ্ণকে জয় করিয়া কৃষ্ণার্পিত মৃদু হাস্যযুক্তা ছিলেন, তিনি নর্ম্মাধ্যায়ে শ্রেষ্ঠা আচার্য্যা ও বাগ্মিতায় সরস্বতীকেও জয় করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥　　(ক্রমশঃ)

প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে

শ্রীগৌর-ভগবানের বৈকুণ্ঠ ও জড়-জগতের পার্থক্য

শ্রীগৌর-ভগবানের দুইপ্রকার রাজ্য। **প্রথম** প্রকার—তদ্রূপ-বৈভব গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামসমূহ এবং **দ্বিতীয়** প্রকার সৃষ্টি—দেবীধাম, ব্রহ্মাণ্ডাদি। বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি প্রকৃতির অতীত ভূমিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে। তথায় খণ্ডকাল প্রবেশ করিতে পারে না, প্রাকৃত গুণ অধিকার লাভ করে না, জড়বদ্ধ-জীবের নিন্দিত কামের গতি তথায় নাই। জড়জগতের স্বর্গাদি লোক-সমূহে গুণের ক্রিয়া, জীবের ফল-ভোগ ও কৃষ্ণ-প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর-ভগবান্ স্বীয় প্রকাশ নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপ মহাবৈকুণ্ঠ-স্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নিত্যপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন বলিয়া কাহারও বৈকুণ্ঠকে দেবীধামের মত স্থানমাত্র মনে করা উচিত নহে। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ও কালান্তর্গত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ও কালাতীত।

অপ্রাকৃত জগতে শূদ্রত্ব নাই

অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বস্তুগত নিত্য অস্তিত্ব নাই, পরন্তু তত্তদ্ভাব আছে মাত্র। প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বস্তুগত নশ্বর অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে **অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্য শূদ্রত্বের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে—এরূপ নহে।** জড়জগতের নশ্বর শূদ্রাভিমানের বস্তুগত সত্তা অপ্রাকৃত রাজ্যপ্রবেশে সহায়তা করে—মনে করিয়া, **অবৈষ্ণব প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়** প্রাকৃত-রাজ্যে ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করেন।

সহজিয়ারা নিন্দুক, শূদ্র ও পাপাচারী সুতরাং অবৈষ্ণব

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা করেন না বলিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে লোকে নিন্দা করে। যোগ্যতার অনাদরে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বা সদ্‌গুণের বিরোধী বলে মনে করে। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে অসৎ বা অশুভ কর্ম্ম—যাহাকে পাপ বলে, সেই পাপ অনুষ্ঠান করিয়া লৌকিক মর্য্যাদাহীন হয়। পাপিষ্ঠগণ প্রাক্তন কর্ম্মফলে শূদ্রাভিমানে প্রমত্ত হয়। পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে প্রাক্তন কর্ম্মফলে জড়বদ্ধজীব সগুণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মর্য্যাদাবান্ হন। **প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিত্ত**

বলিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিতে ভালবাসেন, শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করেন এবং প্রকারন্তরে পাপিষ্ঠ বলেন, সুতরাং **শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই ;** 'সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে'—এই কথা বিশ্বাস না করিয়া, পাপকর্ম্মে আসক্তি-প্রভাবেই তাঁহার মঙ্গল হইবে, মনে করেন।

ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণব হইবার যোগ্য—অন্যে নহে

ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃতরাজ্যে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া মিশ্রগুণ-সমূহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নির্গুণতা লাভ করেন ! তখনই তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ষড়্‌বিংশগুণ-সম্পন্ন বৈষ্ণব হন। ব্রাহ্মণের কর্ম্মাধিকার ও দক্ষিণা-গ্রহণাদি ফলকামনা নিরস্ত হইলে বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্যের বৃত্তিসমূহ উদয় হয়। বিষ্ণুর যথায় অবস্থান নাই, সেই মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জড় ভোগাতীত রাজ্যে বিষ্ণুকে লাভ করিয়া তাঁহার অনুশীলন করেন।

ব্রাহ্মণগণসাত্ত্বিক এবং শূদ্র তমোগুণাচ্ছন্ন ও পাপ-পরায়ণ

যে-কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতাই বিষ্ণু-সেবার আধার জ্ঞান হয়, তৎ-কাল পর্য্যন্ত জীব পাপিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে হীন জ্ঞান করেন এবং বিষয়-সেবা করিয়া হরি-সেবাহীন অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবাভিমান জানেন। **তমোগুণাচ্ছন্ন জীবই শূদ্র।** সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ। পাপবুদ্ধি বিশিষ্ট শূদ্র, স্বীয় পাপরূপ উপচারে কখনই বিষ্ণুসেবা করিতে পারে না। অবশ্য মিশ্রসত্ত্বাভিমানে জড়াভিনিবেশসহ পুণ্যবান্ সকাম বিপ্রত্বেও বিষ্ণুসেবা হয় না। **সেজন্যই বর্ণাভিমান-যুক্ত মানব বিষ্ণু-সেবার অধিকারী নহেন।**

হরিসেবক বা বৈষ্ণব হইবার উপায়

বর্ণধর্ম্মের সম্যক্ পালন করিতে করিতে তদভিমান নিরস্ত হইলেই অপ্রাকৃত হরিসেবায় অধিকারী হন। **শূদ্র স্বীয় পাপিষ্ঠতা ত্যাগ না** করিলে বৈষ্ণব হয় না, **ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় পুণ্য কায়-মনো-বাক্যে পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না।** ভগবান্ বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" (গীতা ৪।২০)—ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণকে গুণ ও কর্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-কাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত গুণসমূহের গ্রহণ—হরিসেবা প্রবৃত্তির দ্বারা হ্রাস না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মকাণ্ডাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-রাজ্যে

বিচরণ সিদ্ধ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্থিত বর্ণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই কেবলা হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই তৎকালে জীবকে জড়মিশ্র-সেবায় নিযুক্ত করে। তখন কর্ম্ম-মিশ্র-ভক্তিময় ব্রাহ্মণ ষড়্‌বিংশ গুণের অধিকারী হইয়া জগতে বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন ; কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম-মিশ্র ভজন ত্যক্ত হইয়া, হরিভজন আরম্ভ হইলেই শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

বৈষ্ণব শূদ্র নহেন, ব্রাহ্মণের গুরু— ইহার উদাহরণ

কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেক সকামী বিপ্রকে, শুদ্ধবৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, নবনী হোড় ঠাকুর শ্যামানন্দ প্রভৃতির প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করিতে দেখা যায়। আবার কর্ম্মত্যক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, হরিদাসগণের মহামহিম চরণকমল আশ্রয় করিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব-মূর্ত্তিকে স্বীয় লোকাতীত বিপ্রত্বের আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি শূদ্র হইতেন বা পাপিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে কখনই শ্রীল ঠাকুর নরহরি, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণদাস, শ্রীল গোস্বামী রঘুনাথ দাস, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিযুক্ত বিপ্রের গুরুত্বে বরিত হইতেন না।

শাস্ত্র ও সমাজ-মতে অব্রাহ্মণের হরিসেবায় অনধিকার

আমরা শূদ্রতা বা সকামবিপ্রত্ব ত্যাগ করিলেই হরিভক্তির দাতা-গ্রহীতা-রূপে বৈষ্ণবে পাপ-পুণ্যাধিকার নিদর্শনরূপ বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাই না। নতুবা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমিশ্রাভক্তির ব্যাজে বৈষ্ণবে শূদ্রত্বের (সংস্কার-রাহিত্যের) আবশ্যকতা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন ? **শাস্ত্রে বলেন, সমাজ বলেন, সদ্ধর্ম্ম বলেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার নাই।** সেজন্যই অবান্তর লক্ষ্যজীবী সকাম বিপ্রের মধ্যে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবার বৃত্তি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোত্থ শূদ্রতা ব্যতীত অপর গতি নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন না. কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিজন সেবার বিশিষ্ট অন্তরায়। প্রতিকূল বিচার না ছাড়িলে হরি-ভজনে উন্নতি হয় না।

— শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণ-বিস্মৃতির কারণ—স্বতন্ত্রতা, তাহার সদ্ব্যবহারে উন্নতি ও অসদ্ব্যবহারে জগতে প্রবেশ

এক্ষণে প্রতিবাদী প্রশ্ন করিবেন যে, জীব কি নিমিত্ত ঈশ্বরের দাসত্ব ভুলিয়াছিল এবং পরমেশ্বরই বা কি নিমিত্ত তাহাকে এইরূপ বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়, তাহা কদাচ সমাধি ব্যতীত বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব হে ভাগবত-মণ্ডলি! আপনারা আর একবার সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অন্তঃপুর ধামে প্রবেশ করুন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বস্বরূপ ভগবদ্দীপিকা তথায় অনবরত সঙ্কর্ষণ-মুখ হইতে শ্রুত হয়। যেরূপ সনকাদি ঋষিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে সাত্বতী শ্রুতি ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, আপনারাও তদ্রূপ শ্রবণ করুন। বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় আত্মা সঙ্কর্ষণ অনন্ত কহিতেছেন,—শ্রবণ কর, পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়। তিনি জীবের অনন্ত উন্নতি কল্পনা করত জীবের স্বভাবকে স্বীয় দাসত্বে পরিণত করিলেন। **কৃষ্ণ-দাসত্বই জীবে স্বভাব হইল।** দাসত্ব-সুখে জীব পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু জীবের যে অগত্যা দাসত্ব, তাহাতে জীবের কোন বিশেষ গৌরব না থাকায় অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। পরমকরুণাময় জগদীশ্বর জীবকে স্বাধীনতারূপ একটী অপূর্ব্ব রত্ন দান করিলেন। **ঐ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করত যেসকল জীব ঈশ্বর-সেবায় অধিকতর ভক্তি করিলেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থার অধিকারী হইলেন; কিন্তু যাঁহারা ঐ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করত ভোগ-বাসনা করিয়া দাসত্ব পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গুণবতী মায়াকর্তৃক আকর্ষিত হইয়া** মায়ার অপকৃষ্ট সেবায় রত হইয়া কখনও দুঃখ, কখনও সুখ-ভোগ করিবার জন্য **ভোগায়তন প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিলেন।**

জীব স্বয়ং তাহার বন্ধনের কারণ

এই বার্ত্তাটি পুরঞ্জ-উপাখ্যানে দৃষ্ট হইবে। যে-সকল পুরুষ পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা এই প্রকার

করিয়া যাঁহারা ভজনানন্দে কাল যাপন করেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ হইয়াও সুখী এবং যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশেষ বিচার করত এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের দুঃখ অপগত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ পান। যথা বিদুরোক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে—

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
আবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

হে ভাগবত মহোদয়গণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জীবের ক্লেশের করুণা কারণ জীব ব্যতীত আর কে হইল? পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অপার কৃপাপ্রকাশ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রাকৃত জগতেও আবির্ভূত হইয়া ব্রজলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণার অবধি নাই। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলার যে গম্ভীর তত্ত্ব, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? সংসারের মধ্যে যে-সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড আর্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া বেদসকল ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে জীবের কি যথার্থ মঙ্গল হইতে পারে?

প্রবৃত্তি-মার্গের হেয়ত্ব ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-বাক্য

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে (দ্বিতীয় শ্লোকে)—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥

[শ্রীবিদুর বলিলেন,—হে মুনে, লোকসমূহ জড়সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জড়সুখ অথবা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু তৎসমুদায় হইতে পুনর্ব্বার দুঃখলাভই হইয়া থাকে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, নির্ণয় করুন।]

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বাধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্-বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যার্থঃ,—জরামরণশূন্য যে দেবতাসকল, তাঁহাদের নিকট আসিয়া, উত্তম বর ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমন জানিয়া জরা-মরণ-বিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য, সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেন? আর গীত, রতি, প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরাসকল হইয়াছেন, তাহাকে আনিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেন?

নিবৃত্তি-মার্গস্বরূপ বৈরাগ্যের অপূর্ব্বফল ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব

এই সমুদয় তত্ত্ববিচার করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি-মার্গে অশ্রদ্ধা না জন্মায়? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া না বোধ করেন? বণিগ্‌বৃত্তির নীরস অস্থি-চর্ব্বণ করিয়া কোন্ জীবের রসতৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়? সিংহাসনস্থ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বীয় রাজমুকুট পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিতোষণ-তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়? কোন্ অস্ত্রধারী পুরুষ বা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনামের মালা গ্রহণ না করেন? আহা! বিরাগের কি আশ্চর্য্য ফল! অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য অট্টালিকা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, পরমা সুন্দরী যুবতীগণের কটাক্ষ, বহু ধনপূর্ণ অর্থভাণ্ডার, গো-মহিষাদি গৃহ-পশু-সকল কখনই গোস্বামী রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিবেকী পুরুষদিগকে বাধ্য করিতে পারে না। সমস্ত বঙ্গদেশের মন্ত্রিত্ব-পদ ও বহুজনকৃত সম্মান ও রাজার বিপুল স্নেহও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর ন্যায় কোন মহাপুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আহা! অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি অদ্ভুত মাধুর্য্য; যে ব্যক্তির অপ্রাকৃত চক্ষু সেই পরম রমণীয় দেশকালপরিচ্ছিন্ন ব্রজলীলা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার আর ক্ষুদ্র সংসার কোথায় থাকে? তথাপি দশমে রাসপঞ্চাধ্যায়ে—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কল-পদামৃত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ (ভাঃ ১০।২৯।৩০)

[হে কৃষ্ণ, তোমার সুমধুর ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিতা হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে যে, নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী রূপ-দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।]

এতদ্বিচারের দ্বারা বৈরাগ্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল।

বৈরাগ্য ও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ এবং জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি

কিন্তু বৈরাগ্য যে-কি পদার্থ তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয়। জ্ঞান কাহাকে বলি? অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ যে-জ্ঞানের দ্বারা স্থির হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলি।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা এবিষয়ে যদিও অনেক বিচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অতিজ্ঞান-দোষের ক্লেষ সহ্য করিতে হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ যে অনিত্য, তাহা তাঁহারা স্থির করেন, কিন্তু জীবাত্মার বিষয়ে তাঁহাদের একটী এরূপ গাঢ়তর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাত্মার লয়-স্থল আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সাধুপুরুষেরা ইহাকে **অতিজ্ঞান** বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানের পার্থক্য

জ্ঞান ও অতিজ্ঞানে বিশেষ ভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা পদার্থের সত্যতার নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু অতিজ্ঞান-কর্তৃক সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া কুট তর্কের উদয় হয়। ঔষধের দ্বারা রোগের নিবারণ হয়, কিন্তু বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা পুনরায় অন্যতর রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অদ্বৈতবাদী মহাশয়েরা যদিও সংসাররূপ বৃহদ্রোগের শান্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদরূপ আর একটি ততোঽধিক গুরুতর রোগের দ্বারা জীবকে আক্রমণ করত শান্তিপথের বিরোধ করেন। অনেকানেক বিজ্ঞ অদ্বৈত-বাদীর সহিত আমাদের বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বোধ হয়।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কথন—অতিজ্ঞানীর ভ্রান্তি

প্রথমতঃ তাহারা এরূপ কুতর্ক করেন যে, জীব যৎকালে প্রাকৃত ভ্রম হইতে স্বতন্ত্র হন, তখন তাঁহার ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন আবরণ না থাকায় জীবের ব্রহ্মত্ব সংঘটন অবশ্যই হয়। আহা! অদ্বৈতবাদী এত বিচার করিয়া মূল-বিষয়ে ভ্রান্ত হইলেন। অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এতদুভয় তত্ত্বের ভেদ করিয়াও রোগগ্রস্ত হইলেন; ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়! অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কাহাকে বলি? প্রকৃতির অতীত যে পদার্থ, তাহাই অপ্রাকৃত। প্রকৃতির যত প্রকার গুণ আছে, তাহা অপ্রাকৃত পদার্থে সম্ভব হয় না।

অপ্রাকৃত পদার্থের লক্ষণ ও অদ্বৈতবাদীর তৎসম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার

অপ্রাকৃত পদার্থ, জ্ঞান ও আনন্দ এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয়। ইহাতে আকৃতি, বিকৃতি, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসকল থাকিতে পারে না। দেশ ও কাল তথায় প্রভু হইতে পারে না। যথা, ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে, নবম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল-বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

[সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্ব নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগ-দ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সেখানে লৌকিক সুখ-দুঃখাদির হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।]

যে-পদার্থে দেশ ও কালের অধিকার নাই, তাহাতে আবরণ ইত্যাদির ভাব অসম্ভব, যেহেতু আবরণ ও ঐক্য এই দুইটি ভাব দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদীসকল সমুদ্রে পতিত হওয়ায় উহাদের জল নদীত্ব-ভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; এইপ্রকার উদাহরণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ জীবের চরমে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করেন। আহা! এই উদাহরণটী কি প্রাকৃত হইল না? তবে অদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান কোথায় হইল? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদি-গণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় "ঐক্য", "আবরণ", "অভেদ" এই সমস্ত বাক্য অপ্রাকৃত জীব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আরোপ করিয়া আপনাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, এ'কারণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। অপ্রাকৃত জগতের উদাহরণ সম্ভব নহে। অতএব তদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত আর জ্ঞান নাই।

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-নিরূপণে তর্কের স্থান নাই

আমরা যখন এই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সমাধি-যোগে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে একটু আনন্দ-স্বরূপ ভক্তিযোগের উদয় হয়। ঐ ভক্তিযোগই আমাদের নিত্যস্বভাব, উহার গাঢ়ত্বই আমাদের অনন্ত প্রাপ্য এবং **ভগবদ্দাস্যই আমাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ**। আমাদের বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে না, যেহেতু প্রাকৃত সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি একেবারে প্রাকৃতভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করা বৃথা।

(ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামীমহারাজস্য

বিরহতিথি-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুরৌ ভূয়শো ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-ভৃঙ্গো বসতু পাদপদ্মে-মরন্দে ॥

ভক্তির্মমোদেতি যদ্যপি ন ত্বয়ি লেশমাত্রী।
কৃপাময়তা তদপি তবাধিক-সংবিধাত্রী ॥

শারদকোটি-চন্দ্রকোজ্জ্বল-শ্রীমুখকমলম্।
গমনভঙ্গি-মনোহর-সুকোমল শরীরম্ ॥

সঙ্কীর্ত্তনোল্লসি-নৃত্য-কেলি-বিলাসকুশলম্।
পরমানন্দরসৈক-ঘন-বিগ্রহস্বরূপম্।

যদ্যপি দেবা ন পশ্যন্তি তে পদনখদ্যুতিম্।
প্রাপ্তুমিচ্ছামি বিলোক্য তদপি কৃপাদ্ভুতমূর্ত্তিম্ ॥

যতো যতো যামি ত্রিদিবে বাপি নিরয়ান্তরে।
তত স্ততো মামুদ্ধর বিচিত্র-সংসৃতি-ঘোরে ॥

গুরুদেব মতিং নয়তু তে চরণারবিন্দে।
বিরহ-সর্পদষ্টমুদ্ধৃত্য স্থাপয় পদদ্বন্দ্বে ॥

শ্রীগুরোঃ কৃপাপ্রার্থিনঃ
ঊর্দ্ধমন্থিনঃ

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

জনৈক দুগ্ধ-পানকারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনে বঞ্চনা

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে কীর্ত্তনরত থাকাকালে কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। একদিন একজন মাত্র দুগ্ধপান-কারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিবার অভিলাষে শ্রীবাসঠাকুরকে অনুরোধ করিলে শ্রীবাসঠাকুর গৌর-সুন্দরকে না জানাইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে গৃহের এক কোণে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন।

এদিকে গৌরসুন্দর মহানন্দে নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাথে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গৌরসুন্দর প্রেমানন্দ অনুভব না করিয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শ্রীবাস, আজ আমার নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রেমানন্দ হইতেছে না কেন? কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি কি এই কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইয়াছে?' প্রভু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীবাস ভীত হইয়া কহিলেন,—'কেবলমাত্র পয়ঃপানকারী এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আপনার নৃত্য দেখিতে শ্রদ্ধালু হইয়া এখানে উপস্থিত আছেন।' প্রভু গৌরসুন্দর তখন সেই দুগ্ধপানকারী সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণের শুদ্ধভক্তের প্রতি আনুগত্য না থাকায় তাহাকে প্রাকৃত জানিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার নির্দ্দেশ প্রদানপূর্ব্বক জানাইলেন,—

"মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি॥
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর উক্ত আজ্ঞা শ্রবণমাত্রে সেই ব্রাহ্মণ তখনই মহাভয়ে বাহির হইয়া গেলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রভুর সেবক হইবার আশা পোষণ করেন ও শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে ভগবান্ গৌরহরির চরণাশ্রয় করিয়া প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন।

বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ভোজনকারী ব্যক্তিও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যক্তি কখনই অপ্রাকৃত নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিবার যোগ্য হইতে পারে না। এক্ষণে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণও শুদ্ধভক্তির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনে বঞ্চিত হইলেন। শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক দ্রব্য তথা দুগ্ধাদি আহারকারী বা সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম দর্শনে সমর্থ হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে ভক্ত মীরাবাঈয়ের একটী ভক্তি-গীতি বর্ণিত হইল :—

"নিত্ নাহানেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই॥
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড়-বাঁদর হোই॥
তিরণ ভক্ষণসে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো বহুত রহে হ্যায় খোজা॥
দুধ পীকে হরি মিলে তো বহুত বৎস-বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে ন মিলে নন্দলালা॥"

চাঁদকাজী দমন

শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞায় নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। মুসলমানগণ সমস্ত নবদ্বীপে ব্যাপক সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুয়ানী কীর্ত্তন রহিত করার জন্য নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা কাজী মৌলানা সিরাজুদ্দিনের নিকট নালিশ করিল; আবার বহু পাষণ্ডী হিন্দুও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত হরিনামে বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া তাহা শাস্ত্র-বিপরীত মত বলিয়া বন্ধ করার জন্য কাজীর সমক্ষে অভিযোগ জানাইল। উক্ত মৌলানা সিরাজুদ্দিনের ডাক নাম চাঁদকাজী এবং জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত চাঁদকাজী তৎকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা আলা-উদ্দীন হুশেন শাহের শিক্ষক ছিলেন।

হিন্দু বর্ণ-বিদ্বেষী চাঁদকাজী তখন পাষণ্ডীদের অভিযোগ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াপুরে শ্রীবাসঠাকুরের গৃহে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণের খোল ভাঙ্গিয়া দেন এবং সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আজও সেই স্থান 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। কাজীর আজ্ঞানুসারে কীর্ত্তন বন্ধ না হইলে কাজী কীর্ত্তনকারীদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবেন ও জাতি লইবেন বলিয়া প্রতি ঘরে ঘরে শাসাইয়া গেলেন। ইহাতে ভক্তগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা জানাইয়া

প্রতিকার প্রার্থনা করিলে প্রভু তাহাদের কহিলেন,—'মাভৈঃ, কাজী কত শক্তি ধরিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আজ নিত্যানন্দ ও সকল ভক্তসহ আমি নিজে হরি-সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইব এবং কাজীর দরজায় উপস্থিত হইব। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী আমার সেবকের সেবকমাত্র। আমি স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন দলে উপস্থিত থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই।' প্রভুর এই নির্ভয়-বাণী শ্রবণে ভক্তগণ পুলকিত হইলেন। অনন্তর কাজীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসঠাকুর, গদাধর, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও লক্ষার্ব্বুদ লোক সমভিব্যাহারে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের পথে পথে নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিলেন।

"চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ-কোটি লোক যায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব-শরীরে হইল॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥"

মাধায়ের ঘাট, কোলাঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন ঘাটে লক্ষ-কোটি লোক হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত নবদ্বীপ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত দেখিয়া পাষণ্ডীগণ ভীত হইয়া পড়িল। কাজী কর্ত্তৃক প্রেরিত যে সমস্ত সিপাহি কীর্ত্তনে বাধা দিতে আসিয়াছিল, আচম্বিতে অগ্নির হল্কা লাগিয়া তাহাদের দাড়ি পুড়িয়া গেল। এইবার প্রভু লক্ষার্ব্বুদ লোকসহ কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কাজী ভয়ে ঘরের এক কোণে নিস্তব্ধ হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। সঙ্কীর্ত্তন দলের কিছু কিছু উদ্ধত লোক কাজীর পুষ্পোদ্যান সকল বিনষ্ট করিয়া দিল। কাজীর বাড়ীর দরজায় প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সত্যাগ্রহ সুরু করিলেন। চাঁদকাজীর বিরুদ্ধে শ্রীগৌরসুন্দর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন চালাইয়া তাঁহার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাইতে বাধ্য করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত এবম্বিধ অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের কাছে দুর্দ্ধর্ষ হিন্দু-বিদ্বেষী চাঁদকাজী নতি স্বীকার করিলেন। কাজী মাথা নত করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—'প্রথমে তোমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া লুকাইয়া ছিলাম। এক্ষণে তোমার শান্ত-মূর্ত্তি দেখিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম-সম্বন্ধে আমার চাচা বা খুড়া হওয়ায় তুমি আমার ভাগিনা হইতেছ। মাতুলের অপরাধ ভাগিনা যেমন গ্রহণ করে না, তুমি সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করিও।' প্রভু তখন কাজীর সহিত কথা-বার্ত্তা প্রসঙ্গে উপদেশছলে জানাইলেন,—'হিন্দুধর্ম্মে বেদ-পুরাণের আজ্ঞা-বাণী অনুসারে বেদমন্ত্র প্রভাবে পুরাকালে মুনিগণ মৃতপ্রাণীকে জীয়াইতে সমর্থ হইত বলিয়া যজ্ঞে গো-বধ করত পরে সেই গরুকে যুবা করিয়া বাঁচাইয়া দিতেন। ইহাতে গরুর জরদ্গব-দশা ঘুচিয়া পুনরায় তারুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইত। এবম্বিধ গোবধে গরুর অপকার না হইয়া বরং উপকার হইত। কিন্তু কলিকালে ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই শক্তি বা তপস্যা-প্রভাব না থাকায় গো-বধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া গাভী আমাদের দুগ্ধ প্রদান করায় মাতৃস্বরূপা এবং বৃষ আমাদের অন্ন উৎপাদনের সাহায্য করায় পিতৃস্বরূপ বলিয়া তোমরা তাহাদের বধ করিয়া অধর্ম্ম করিতেছ। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তনে তুমি বাধা প্রদান করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছ।' প্রভুর নিকট এইভাবে নানাযুক্তি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ কাজী ইসলাম-শাস্ত্র ও হিন্দুশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনান্তে বেদ-পুরাণের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকারপূর্ব্বক জানাইলেন ;—

"তুমি সে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয়॥

কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥

এইভাবে কাজী প্রভুর নিকট পরাভব মানিয়া সঙ্কীর্ত্তন করার জন্য সেই রাত্রে যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলেন।

কাজী হিন্দুদের ঘরে গিয়া খোল ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিলে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, এক মহা ভয়ঙ্কর নরদেহ সিংহমুখ আকৃতি-বিশিষ্ট ভীষণমূর্ত্তি কাজীর

বক্ষের উপর বসিয়া অট্ট অট্ট হাস্যপূর্ব্বক নখাঘাত করিয়া বলিতে থাকেন যে, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে বক্ষ বিদীর্ণ করিবেন। তখন কাজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অতীব ভীত হইয়া পড়িলে সেই মূর্ত্তি কাজীকে ছাড়িয়া দেন। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির নখ-চিহ্ন কাজীর বক্ষে বিদ্যমান থাকায় কাজী তাহা প্রভুকে দেখাইলেন,—

"এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়ে।
এই দেখ নখ-চিহ্ন আমার হৃদয়ে॥
এত বলি' কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল।" (চৈঃ চঃ)

অতঃপর কাজী শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করিলে শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন,—'তোমার মুখে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হওয়ায় তুমি পাপ-মুক্ত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছ। এক্ষণে নবদ্বীপে যেন সঙ্কীর্ত্তনে বাধা না আসে তাহার ব্যবস্থা করিও।' প্রভুর উক্ত নির্দ্দেশমত কাজী ঘোষণা করিলেন,—

"কাজী কহে, মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"—(চৈঃ চঃ)

ভাগ্যবান্ চাঁদকাজী শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। অদ্যাপি মায়াপুরের উত্তরদিকে বামনপুকুর নামক গ্রামে চাঁদ-কাজীর সমাধি ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উক্ত সমাধির উপর প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গোলোকচাঁপা ফুলের গাছ তখনকার স্মৃতি বহন করিতেছে। উক্ত কাজীর সমাধিক্ষেত্র হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকট পরম শ্রদ্ধার সহিত সমাদৃত হইয়া থাকে।

মহাপ্রকাশ-লীলা প্রকট করিয়া ভক্ত শ্রীধরকে শ্যামসুন্দর মোহন মূর্ত্তি প্রদর্শন

প্রভু শ্রীগৌরহরি সাতপ্রহরিয়া ভাবে একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীমুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নানাবিধ দিব্যমাল্য-গন্ধাদি উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন। আরও বহু ভক্ত গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার অভিষেক করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার শিরে ছত্র ধরিলেন,

কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, কেহ বা ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রভু শ্রীগৌরহরি স্তুত হইয়া ভক্তদিগকে অভিলষিত বর দিতে থাকিলেন। শ্রীধরকে ডাকিবার জন্য প্রভু ভক্তবৃন্দকে আদেশ করিলেন। ভক্ত শ্রীধর এতদিন থোড়-খোলা দিয়া প্রভু শ্রীগৌরহরির সেবা করিয়াছেন। থোড়-খোলা লইয়া শ্রীধর ও গৌরহরির সহিত কত কাড়াকাড়ি হইয়াছে। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ভক্তের দ্রব্য মাত্রেই ভগবান্ সানন্দে গ্রহণ করেন। খোলাবেচা শ্রীধরের মহাভাগ্যে ভগবান্ গৌরহরি তাহার খোলা গ্রহণ করিয়াছেন।

সারারাত্রি জাগিয়া শ্রীধর প্রেমযোগে উচ্চৈঃস্বরে হরি-কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। প্রভু গৌরহরির নাম শ্রবণমাত্রেই শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ তখন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে পর, ক্রমে শ্রীধর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখন মহাপ্রকাশ-লীলায় ভক্ত শ্রীধরকে কহিলেন,—শ্রীধর, আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর।' শ্রীধর চাহিয়া দেখিলেন,—

"মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে মোহনবংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বুল দেয় হাতের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা ফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে স্তুতি করে॥
প্রকৃতিস্বরূপ সব যোড় হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরম সুন্দরী॥—(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীধর বিশ্বম্ভরের মোহন মূর্ত্তি দর্শনে সুবিস্মিত হইয়া ঢুলিয়া পড়িলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ 'শ্রীধর উঠ' বলিয়া আজ্ঞা করিলে শ্রীধর চৈতন্য পাইলেন এবং প্রভুর স্তুতি করিলেন। প্রভু কহিলেন,—শ্রীধর, অষ্টসিদ্ধি চাহিলে তোমাকে তাহা দিব। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর।'

শ্রীধর মহাপ্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"শ্রীধর বলয়ে মুঞি কিছুই না চাই।
হেন কর প্রভু যেন তব নাম গাই॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভু শ্রীধরের এই অভিলাষ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে বেদ-গোপ্য প্রেমভক্তিযোগ প্রদান করিলেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীধরের বর শুনিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

"কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটী কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥"—(চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রকাশ-লীলায় ভক্ত মুরারিগুপ্তকে সপার্ষদ শ্রীরঘুনাথরূপে দর্শন দান

সাতপ্রহরিয়া ভাবে প্রভু গৌরহরি মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি সকলে প্রভুর সেবা-পূজায় নিবিষ্ট। প্রভু হঠাৎ তাঁহার স্বরূপ দেখিবার জন্য মুরারিকে আজ্ঞা করিলেন।

"মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীরামলীলার শ্রীহনুমানজীই এক্ষণে শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীমুরারিগুপ্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৈদ্য মুরারিগুপ্ত শ্রীগৌরহরির ঐরূপ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু এইভাবে মুরারিকে নিজ পরিচয় দিয়া উঠিতে বলিলে মুরারি উঠিয়া বসিলেন। প্রভু মুরারিকে কহিলেন,—"আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।" প্রভুর এই লীলা দর্শনে বৈষ্ণবগণ প্রেমযোগে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু মুরারিকে বর দিতে চাহিলে মুরারি জানাইলেন,—

"মুরারী বলয়ে প্রভু আর নাহি চাই।
হেন কর প্রভু যেন তব গুণ গাই॥
যে সে ঠাঁই প্রভু কেন জন্ম হয় মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥

জন্ম জন্ম সে সব তোমার প্রভু দাস।
তা' সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু মুই দাস ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিও তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভু শ্রীগৌরহরি মুরারির প্রার্থনামত বর প্রদান করিলে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ 'জয় গৌরহরি' বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিলেন। প্রভু সপার্ষদ শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তিতে মুরারিগুপ্তের রাম-নিষ্ঠার নিদর্শন প্রকাশিত হইল।

মহাপ্রকাশ-লীলায় লোকশিক্ষাকল্পে কীর্ত্তনীয়া ভক্ত শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে দণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক তথাকথিত প্রচ্ছন্ন কপটাপূর্ণ সমন্বয়বাদের নিরাস

শ্রীগৌরহরির এই মহাপ্রকাশলীলায় ভক্তগণ একে একে তাঁহার কৃপা-প্রসাদ পাইতে থাকিলেন। এই মহাপ্রকাশ-লীলায় প্রভু সকল ভক্তকেই কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিলেন না। তাই প্রভুর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া হইয়াও মুকুন্দ এই লীলার অন্তঃপটের তথা দ্বারের বাহিরে রহিলেন। মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এই দণ্ড দেখিয়া শ্রীবাসঠাকুর সবিনয়ে প্রভুকে কহিলেন,— 'প্রভু, আপনার প্রিয় দাস মুকুন্দকে কেন কাছে আসিতে না দিয়া দূরে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মুকুন্দের গান শুনিয়া কাহার হৃদয় না দ্রবীভূত হইয়া থাকে? সে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি বিধান করুন! আপনি তাহাকে না ডাকিলে সে আপনার সমক্ষে আসিতে পারিতেছে না। আপনি তাহার প্রভু, আপনার আজ্ঞা পাইলে সে আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

ভগবান্ গৌরহরি মুকুন্দের চরিত্র ভালরূপেই জানেন। মুকুন্দ তথাকথিত সমন্বয়বাদীদের পথ অনুসরণ করায় প্রভু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সমন্বয়-বাদীগণ সুবিধাবাদী হইয়া মায়াবাদ ও হরিসেবাকে গোঁজামিল দিয়া এক করিতে গিয়া লোক-বঞ্চনাময় মুখোসে আবৃত হয়। শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত ভাগবতধর্ম্মে লোক-বঞ্চনাময় কপটতার স্থান নাই। তথাকথিত সমন্বয়বাদী-দের উপদিষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিশিক্ষা কখনই এক হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়ের দৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ

চারিদিকে যেন শুধু হাহাকার, খাদ্যাদির অভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর দাম আগুন, বিদ্যুৎ মরিচীকা-সদৃশ। চারিদিকে শুধু দ্রব্যমূল্য বিভীষিকারূপ ধারণ করিয়াছে। কোথাও বা সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, রাজনৈতিক দলবাজী প্রভৃতির নিষ্পেষণে জনসাধারণ আজ বিভ্রান্ত—শ্রান্ত, ক্লান্ত।

হে সুধীমণ্ডলি! ইহার প্রতিকার নাই কি? হে দয়ার্দ্র'চিত্ত ভারতবাসী! এই ভীষণ দৃশ্য আপনাদের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু আকর্ষণ করে না কি? হে ডাক্তার, মোক্তার, প্লীডার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, শিল্পপতি, ট্রেডার প্রভৃতি মহাজনগণ আপনাদের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় কোথায়? আমার এই উচ্চ চীৎকার আপনাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিবে না কি? দয়ার্দ্রচিত্ত পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই এই দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বিবরণ ও এই সংবাদ দাতার পরিচয় জানিবারজন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। হয়ত' কোনও কোনও ধনবান ব্যক্তি চাঁদার খাতায় সহি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; স্বাস্থ্যবান পুরুষ হয়ত' তাঁহার শরীরের দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের সাহায্যার্থে উৎসুক হইয়াছেন; বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও বাগ্মী ব্যক্তিগণ হয়ত' সভাসমিতি-দ্বারা এই সকল কথা জনসাধারণের অবগতির জন্য ও তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য না জানিয়া কত উপায়ই উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ কেহ হয়ত' এই দুঃখে নরনারীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

> এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
> প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

প্রাণ, অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

কিন্তু আমার ভয় হয় প্রত্যক্ষ ও নশ্বর হরিবিমুখ স্থূল ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় তর্পণ করাই যাঁহারা "দয়া" বা "মঙ্গলবিধান" আখ্যা প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত অনেকেই আমার এই সংবাদে উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সুকৃতিবান দূরদর্শী ভ্রাতৃবৃন্দের সহানুভূতি পাইবই পাইব। তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের ঘোষণা করিতেছি। এ দুর্ভিক্ষ হরিনামের দুর্ভিক্ষ.—ভীষণ দুর্ভিক্ষ! যাহাতে আত্মার পুষ্টি ও তুষ্টি হয়—এমন যে হরিনাম তাঁহার দুর্ভিক্ষও চারিদিকেই।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

এই যে জীবের দুর্গতি—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখরাশি—ইহার মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিমুখতা বা অবিদ্যাবন্ধন। ইহাই জীবের আর্ত্তির মূল কারণ সংসার-তরুর বীজ। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি-সঙ্গে এই বীজ ধ্বংস করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন হরিনামের বন্যায়—

"জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥

কালের কুটিলগতিতে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকুল আবার দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত, আবার ঐ বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া ক্রমে পল্লবিত, পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া অসংখ্য তরুর ন্যায় বিশ্ব ভরিয়া ফেলিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, কলিহত জীবের দুর্গতির কথা। সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে অন্যাভিলাষীর কাতর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ, আকাশকুসুম কল্পনালুব্ধ স্বল্পবুদ্ধি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পরিণাম ও সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তি-পিশাচীর ভৃত্যগণের সর্ব্বনাশের কথা কোন চেতন ব্যক্তির চিত্তকে দ্রবীভূত না করে? কিনা,— মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥

কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি এ হরিনামের দুর্ভিক্ষ উপলব্ধি না করিতে পারেন? পরদুঃখদুঃখী অদোষদর্শী এক মহাজন এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্যই একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।
হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাতর-ক্রন্দনোত্থ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী যাহার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার কি আর জড়ের ন্যায়, শবের ন্যায় জাড্যভাব শোভা পায়? যদি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন আমাদের মরমে মরমে, শিরায় শিরায় শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক সাধন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত না করে, জীবে দয়াবৃত্তি উন্মেষিত না হয়, তবে কি আমরা মনুষ্যপদবাচ্য? ভাই ভারতবাসী! আর কতদিন অতি ক্ষুদ্র দয়া, তুচ্ছদয়া পশুদয়া—যাহা পশুতেও দেখা যায়—সেই অনিত্য, সেই নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া মানবোচিত দয়া সেই "অমন্দোদয় দয়া"—সূর্য্যের দর্শনে বঞ্চিত থাকিবে? কবে ভাই ভারত-বাসী, কবে ভাই বঙ্গবাসী! তোমরা বিরূপগ্রস্ত গোস্বামিব্রুবগণের আনুগত্য ছাড়িয়া স্বরূপগোস্বামীপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবে? আর কবে ভাই কুদর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুদর্শনের আনুগত্যে এই দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্রদর্শনে ব্যথিত ও দয়াদ্র্চিত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-বাণী শিরে বরণ করিয়া লইবে,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"

এখন আমার পরিচয় দেই। আমার নাম '**শ্রীগৌড়ীয়**'।—অপ্রাকৃত জগতের বা বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আমি এই উত্তম ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনকারী—"শ্রীগৌড়ীয়"। শুদ্ধা-পরাবিদ্যাবাণীর বাহকসূত্রে আমাকে প্রতি মাসে বৃহৎ ভারতবর্ষের বহুস্থানে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয়। সর্ব্বত্রই জীবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত। "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

তাই আমি জীবন্মৃতের চিত্র দেখাইয়াছি। তজ্জন্যই আমার এই কাতর আহ্বান। আমার বিশেষ পরিচয় ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রস্তাব সময়ান্তরে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা থাকিল। বিষয়টী গুরুতর। আপনাও ধীরভাবে উপায় উদ্ভাবন করুন্।

———

মণিময়-মন্দিরে পিপীলিকার ছিদ্রান্বেষণ

"মণিময়-মন্দির-মধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"

—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য বৃদ্ধমুনি শ্রীল পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যপাদ এই কথাটী তাঁহার 'তত্ত্বমুক্তাবলী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞের দূরদর্শিতা বর্ত্তমানকালে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে, শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য বৃদ্ধমুনি যে সত্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আজও শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনাঙ্কে লীলা-পরিপোষক খলগণের দ্বারা সেই অভিনয় অভিনীত হইতে দেখা যাইতেছে।—

"গুণিগণ-গুম্ফিত-কাব্যে মৃগয়তি খলো দোষং ন জাতু গুণম্।"

—খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভক্তগণগুম্ফিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর অপ্রাকৃত কাব্যে দোষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। উহারা শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় বধির। শ্রীভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, সেই ভগবদ্ভক্তে নিখিল-গুণের সহিত দেবতাগণ সতত অবস্থান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত (শ্রীস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য) তাহাতে ভগবদ্ভক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার মহদ্গুণ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সম্ভাবনা কোথায়? সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া অসদ্-বিষয়-সুখে বহির্ধাবমান হয়।

উলূকসদৃশ মৎসরচক্ষে ভক্ত-গুণিগণের গুণ দেখিতে না পাইয়া খলগণ তাঁহাদের বিরচিত অধোক্ষজ-কাব্যে দোষই দর্শন করিয়া থাকেন, কখনও গুণ দর্শন করিতে পারেন না। মণিময় মন্দিরের কোথায়ও ছিদ্রের অবকাশ নাই; কিন্তু পিপীলিকা তাহার স্বভাবজবৃত্তি অনুসারে ঐরূপ স্থানেও ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আচার্য্য মধ্বমুনি তাই পুনরায় বলিয়াছেন—

যে মৎসর হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং পশ্যন্তি নাম গণয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোচয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু॥

—যাঁহারা মৎসর অর্থাৎ পরোৎকর্ষ সহ্য করিতে অসমর্থ, সেই সকল পৈশুন্যধর্ম্মাশ্রিত-ব্যক্তিগণ মৎসরতা হেতু হতবুদ্ধি হইয়া বিমল বস্তুতে দোষই দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা গুণজ্ঞ তাঁহারা উহাতে গুণই দেখেন, দোষ দৃষ্টি করেন না; সেই সকল সাধুগণই এই গ্রন্থে পরিতুষ্ট হউন্।

আমরা আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির এই কথা সজ্জন-সমাজে সমাদৃত দেখিতে পাই।

খলব্যক্তিগণ তাহাদের ভেকতুল্য জিহ্বায় ও উলূকসদৃশনেত্রে ভূতানুকম্পিত সাধুগণের গুণকীর্ত্তন ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ-দর্শন করিবার যোগ্যতারহিত। এমন কি অপর সজ্জনগণের দ্বারা ঐসকল পরদুঃখ দুঃখি সাধুগণের যশোগান কীর্ত্তিত হইলেও উহা তাঁহাদের গ্রাম্যকথা-শ্রবণে অভ্যস্ত কর্ণপটহে বড়ই পীড়াদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং হতবুদ্ধিব্যক্তিগণের কর্ণ ও শ্রবণেন্দ্রিয় সমশীল অসাধুগণের গুণ-শ্রবণ ও কীর্ত্তন তথা 'সতাংনিন্দা'—এই নামাপরাধ করিবার জন্যই নৃত্য করিতে থাকে।

আমরা শ্রীগৌরহরির আদর্শে দেখিতে পাই যে. একদা ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিয়াছিলেন,—

"*　*　*　তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিয়া কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥"

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"*　*　ভক্তবাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

শ্রীগৌরবিদ্বেষি-জনের হৃদয়মরুতে জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল উপদেশ কল্যাণ-কল্পতরুর বীজ অঙ্কুরিত হয় না। সামান্য নীতিবাক্যেও—

"দুর্জ্জন মুখে গুণা দোষায়ন্তে"

—দুর্জ্জনের মুখে গুণও দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কারণ—"ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং"—বিষধর সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও দুঃসহ গরল উদ্গীরণ করে। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

"গুণী না হইলে গুণ জানিবে কেমনে?
নির্গুণ কদাপি নাহি চিনে গুণীজনে॥

বলীরে চিনিতে কভু না পারে দুর্ব্বল।
যেই হয় বলবান্ সেই বুঝে বল॥
পিকবর জানে ভাল বসন্তের গুণ।
কেমনে জানিবে তাহা বায়স নির্গুণ?
মাতঙ্গ বুঝিতে পারে কেশরী-বিক্রম।
কেমনে বুঝিবে তাহা মূষিক অধম?

প্রেমাম্র-মুকুল-সেবী অপ্রাকৃত-ভক্ত কবিগণের বিহার-স্থলী ও কৃষ্ণ-তোষণপরা সঙ্গীতধ্বনির মাধুর্য্য কিরূপেই বা বিষয়-বিষ্ঠা জগতের আবর্জ্জনা-ভোজী, দেহারামী-গেহারামী বায়সতুল্য নির্গুণ ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? মূষিকতুল্য অভক্তগণ তাঁহাদের অক্ষজবুদ্ধি-দ্বারা কিরূপেই বা গৌরসিংহের অনুগতজনের বিক্রম বুঝিতে পারিবেন?

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগতজনকে চিরকালই বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় তাহাদের আক্রমণের বস্তু মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমরা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তথা ভক্তিরত্নাকরের লেখকের লেখনীতে উহার নিদ্দের্শন দেখিতে পাই,—

"কৃষ্ণ না মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি॥"
"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"
"ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।
হরিদাস ঠাকুরের তুঞি কৈল অপমান॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

রামচন্দ্র খান অপরাধ-বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হৈয়া আগেতে ফলিল॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাপের চরমসীমায় উপনীত ব্রাহ্মণতনয়দ্বয়কেও মহাভাগবত করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্র খাঁকেও উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধী রামচন্দ্র খাঁ পতিতপাবন নিত্যানন্দের সেই কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবধূত নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিয়া গেল, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর উদ্ধার হইল না। বৈষ্ণবাপরাধিগণের কর্ণে নিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা প্রবিষ্ট হইল না। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু আসিয়াছিলেন পতিত রামচন্দ্র খাঁকে কৃপা করিতে কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ কৃপা গ্রহণ করা দূরে থাকুক নিত্যানন্দ প্রভুকে ত' তাঁহার গৃহে স্থান দিলেনই না অপিচ— "গোসাঞি যাঁহা বসিলা তা'র মাটি খোদাইল।

গোময় জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ॥

তবু রামচন্দ্রের মন না হইল পরসন্ন।" —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

বৈষ্ণবাপরাধের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বিস্তারিত বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া এতদিনে ফলপ্রসূ হইল—

"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।

একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধের উদাহরণ বহু বহু দেখিতে পাই। গোপাল চাপালের কথাও সকলেই জানেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।

জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।"—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ

'ভক্তিরত্নাকর', নরোত্তমবিলাস, 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, পাষণ্ডগণ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরামানন্দ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ করিয়াছেন। সুতরাং যেমন প্রপঞ্চে ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি লীলাপোষণকারি-অসুরগণ জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ যুগে যুগে আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদের লীলাপুষ্টি করিবার জন্য অসুরকল্পব্যক্তিগণেরও অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ইহা জগতের একটী চিরন্তন প্রথা। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা

এই কথার সাক্ষ্য প্রতি পদে দেখিতে পাইবেন। যখন আচার্য্যবিরুদ্ধে সমগ্র অনাচারি-সমাজ বিদ্বেষ করিয়া অন্ধতমিস্রে প্রবেশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়, তখনও আচার্য্য সত্যের সুদৃঢ়-ভিত্তিতে অস্খলিতপদে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে সত্যের সনাতনী বাণী বিঘোষণা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। ইহার দ্বারাই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব সুপ্রমাণিত হয়। জগতের সারমেয়তুল্য অনাচারি কোটিকণ্ঠের চীৎকার একদিকে, আর আচার্য্যের ভগবদনুপ্রাণিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কলুষদ্বিরদ-বিনাশকারিণী, উপদেশ-পীযূষবর্ষিণী বাস্তবকথা আর একদিকে। কেবলমাত্র অপরাধী বঞ্চিত ব্যক্তিগণ আচার্য্যের কথা অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স্ কাননের সুকল্যাণফল হইতে বঞ্চিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

"বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তাঁরা না মানিবে আমার চরিত॥"—চৈঃ ভাঃ অঃ ৪র্থঃ

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে আমরা এরূপ নানাভাবে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই বিদ্বেষটী আবার অন্য আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সোজাসুজিভাবে গৌর-বিদ্বেষ ও গৌরভক্ত-বিদ্বেষ হইত, এখন 'লোকদেখান-গোরা-ভজা' সাজিয়া মুখে গৌরনামের ভাণ দেখাইয়া গৌর বিদ্বেষ ও গৌরভক্তিবিদ্বেষ চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল গৌরবিদ্বেষী ধর্ম্মব্যবসায়ী মৎসর-সম্প্রদায় গৌরভক্তগণের উপর 'লাঠি সোটা' লইয়া পাশবিক অত্যাচার করিবার চেষ্টা দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ঐরূপ চেষ্টার ফলে ঐ সকল শুদ্ধভক্তদ্বেষিব্যক্তিগণের কোনও একটী অগ্রণী সবংশে নদীগর্ভে ধ্বংশ হওয়াতে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ—"শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"—এই ন্যায়াবলম্বনে এখন 'লাঠিসোটা' বাদ দিয়া কেহ কেহ লেখনীর দ্বারা আচার্য্যের উপর কিছু অত্যাচার করিয়া জীবিত থাকিতে পারা যায় কিনা তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতেছেন। আমরা অপর প্রবন্ধে তাহার দুই-একটী নমুনা দেখাইব।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখামঠ মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ পৌর্ণমাস্যারম্ভ পক্ষে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য দলে দলে সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত মঠের রক্ষক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ অনাহূত সকলকে পরম আদরের সহিত শ্রীমঠে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁহারই পরিচালনায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত প্রায় একমাসব্যাপী পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরিক্রমাকালীন শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের অপূর্ব্ব সেবানিষ্ঠা উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছে। মঠে অবস্থানকালে এবং পরিক্রমাকালীন পথে পথে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন এবং স্থান-মাহাত্ম্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবেশন করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়াছেন। পরিক্রমার সহযাত্রী ছাড়া, ইহা অন্য সাধারণের উপলব্ধির বিষয়বস্তু নাও হইতে পারে। তবে যাহারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও সাধুগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন তাহাদেরই একমাত্র ইহা বোধগম্য হইবে।

উত্তর ভারতের ধাম ও তীর্থসমূহ পরিক্রমা উপলক্ষে আসামস্থিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠের (বাসুগাঁও) রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী প্রভু প্রায় ৩৫ জন তীর্থযাত্রী এবং নবদ্বীপধামস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভু ২৭ জন যাত্রী লইয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠা-দিবস অন্নকূটের পূর্ব্বেই শ্রীমথুরাধামে উক্ত মঠে উপস্থিত হন। তাঁহারাও কয়েক দিবস ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিয়া তীর্থযাত্রীদের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময় যে-যে স্থান দর্শনলাভ হইয়াছে তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় ও দর্শনীয় বিষয় এবং বৈষ্ণবমুখে স্থানমাহাত্ম্যের

বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক বা ধর্ম্মবেত্তা নহি। সেই হেতু, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী নাও হইতে পারে। তবে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাকে একমাত্র ভরসা করিয়া সাহস করে লেখনী ধারণ করিয়াছি। এ একরূপ বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সামিল।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।

বর্ণনামুখে সর্ব্বাগ্রে শ্রীব্রজমণ্ডলের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। দ্বাদশবন—যমুনার পশ্চিমপারে (১) বৃন্দাবন, (২) মধুবন, (৩) তালবন, (৪) কুমুদবন, (৫) বহুলাবন (৬) কাম্যবন ও (৭) খদিরবন। পূর্ব্বপারে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) বেলবন, (৪) লোহবন এবং (৫) মহাবন (গোকুল)। পাঠানরাজ সেকেন্দার লোদীর রাজত্ব সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অনুমান ১৫১৪ খৃঃ কার্ত্তিক-মাসে ভট্টাচার্য্য সহ শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করেন এবং কৃষ্ণদাস রাজপুতকে সঙ্গে করিয়া এই দ্বাদশ বনযুক্ত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ উপবন—(১) রাস বা বিহার বন, (২) শ্রীরাধাকুণ্ড, (৩) শ্রীবদ্রীনারায়ণ, (৪) শ্রীবর্ষাণা, (৫) সঙ্কেত, (৬) নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, (৭) যাবট, (৮) কোকিলাবন, (৯) কোটবন, (১০) খেলনবন (সেরগড়), (১১) মাঠবন এবং শ্রীদাউজী (বিক্রপবন)। ইহাছাড়া আরও দ্বাদশ উপবনের উল্লেখ আছে। যথা—(১) আড়িং, (২) গোবর্দ্ধন, (৩) শেষশায়ী, (৪) গন্ধর্ব্ববন, (৫) উচাগাঁও, (৬) পরাসোলী, (৭) করালা, (৮) আঁজনখ, (৯) দধিগাঁও, (১০) রাতেল, (১১) পিয়াসো, (১২) পরমাদরা। বিভিন্ন পুরাণে বন, উপবনের বিভিন্ন নামকরণের বিবরণ পাওয়া যায়।

পঞ্চপর্ব্বত—(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ, (৩) নন্দীশ্বর, (৪) বড়চরণ পাহাড়ী (বৈঠানে), (৫) ছোট চরণ পাহাড়ী।

সপ্ত সরোবর—(১) মানস সরোবর (২) কুসুম সরোবর, (৩) চন্দ্র সরোবর (পৈঠোগ্রামে), (৪) প্রেম সরোবর, (৫) নারায়ণ সরোবর, (৬) পাবন সরোবর, (৭) মান সরোবর।

ছয়টী ঝুলনের স্থান—(১) গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, (২) সঙ্কেত, (৩) শ্রীরাধাকুণ্ড, (৪) করহলী গ্রাম, (৫) আঁজনোখে, (৬) শ্রীবৃন্দাবন।

ক্ষেত্রপাল মহাদেব—মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে বক্রেশ্বর, কাম্যবনে কামেশ্বর এবং নন্দগ্রামে নন্দীশ্বর। ইহা ছাড়া বৃন্দাবনে গোপীশ্বর মহাদেব এবং মথুরায় অন্য তিনজন ক্ষেত্রপাল আছেন। যথা,—রঙ্গেশ্বর, গোবাণেশ্বর ও পিপুলেশ্বর মহাদেব।

বট—(১) বংশী বট, (২) শৃঙ্গার বট, (৩) সঙ্কেত বট, (৪) নন্দবট, (৫) যাবট কিশোরী বট, (৬) অক্ষয় বট, (৭) ভাণ্ডীর বট, (৮) অদ্বৈত বট, (৯) শ্যামবট (শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বধারে)।

গঙ্গা—(১) মথুরায় কৃষ্ণগঙ্গা, (২) শ্যামকুণ্ডে পাতালগঙ্গা, (৩) গোবর্দ্ধনে **মানসী গঙ্গা**, (৪) আদিবদ্রি অলকা গঙ্গা, (৫) যাবটে পাড়ল গঙ্গা এবং (৬) কুশীতে গোমতী গঙ্গা।

সপ্ত বলদেব মূর্ত্তি—(১) বিলাস বনে, (২) আড়ীঙ্গে, (৩) নন্দগ্রামে, (৪) উঁচাগাঁও, (৫) নরীসেমরীতে (৬) জিখিন গ্রামে, (৭) ডোঁডাপাশে।

ছয়টী দানলীলার স্থান—(১) গোবর্দ্ধনে, (২) দানঘাটীতে, (৩) করহলাতে, (৪) কদম্ব খণ্ডীতে, (৫) গহ্বর বনে এবং (৬) সকরীখোটে।

"শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা" সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে ব্রজমণ্ডলের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইবার ধারাবাহিক ভাবে শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিক্রমা-বিবরণ লিখিতে ব্রতী হইলাম। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই লেখা সার্থকরূপ ধারণ করিবে। নতুবা আমার মত বদ্ধজীবের লেখনীতে শুধু দোষ-চতুষ্টয়ই প্রাধান্য পাইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা ভিক্ষা করিয়া সর্ব্বোজ্জ্বল-রসের আকর শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাভূমি শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিক্রমা-বিবরণ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিতেছি।

কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥"

শ্রীমথুরা-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

রাধাভাবদ্যুতি শ্রীগৌর-ভগবান ব্রজের দ্বাদশবন ভ্রমণ লীলা-প্রকাশকালে সর্ব্বপ্রথমে মথুরা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে এবং শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের আনুগত্যে আমরাও শ্রীমথুরা নগরী হইতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। মথুরানগরীর ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনপ্রসঙ্গে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ; অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ। দ্বারকা-লীলার অবসানে যদুকুল অপ্রকট-লীলা সংবরণ করিলে পর বজ্রনাভ ও তাঁহার মাতা উষাদেবী হস্তিনাপুরে চলিয়া আসেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে বজ্রনাভকে শূরসেন রাজ্যে (মথুরামণ্ডলে) অভিষিক্ত করেন। মুনি-ঋষিগণের আদেশক্রমে বজ্রনাভ চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাগুলির মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের লীলানুযায়ী নামকরণ করেন। অদ্যাপিও গ্রামসমূহের সেইসব নাম প্রচলিত রহিয়াছে। বজ্র শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরিদেব, গোপাল (শ্রীনাথজী), সাক্ষিগোপাল, বৃন্দাদেবী ও মহাদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তিকালে ভারতে ক্ষত্রিয়শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং দেশ বহুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ ক্রমে ক্রমে ভারতে প্রবেশ করে। শক, হূণ, গ্রীক আক্রমণের পর জৈন ও বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয় হয়। এরপর ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবেশ করে। ১০১৮ খৃঃ মামুদগাজনী কাবুল হইতে আসিয়া মথুরা আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। পাঠান বংশীয় ফিরোজ শা চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে মথুরা ধ্বংস করে। ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের যুদ্ধের পর মোগল বংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী অধিকার করে। তাহাদের সময় আবার মথুরা সহর নির্ম্মিত হয়। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় ১৫২৭ সালে কৃষ্ণদাস কর্পূর শ্রীমদন-মোহনজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৫৯০ সালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক শ্রীগোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৬১০ সালে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে বীরসিংহদেব বিপুল অর্থ ব্যয়ে আদি কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুনরায় ১৬৬৯ খৃঃ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ঐ মন্দির ধ্বংস হয় এবং আদি কেশবের মন্দির যে-স্থানে ছিল আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে সেস্থানে বাহ্য-দর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চভিটামাত্র

রহিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন স্থানে বিপুলাকার এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ঐ মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান যে আদি কেশবের মন্দির আছে, তাহা গোয়ালিয়রের কামদার কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের সময় ১৬৬৯ সালে শ্রীনাথজী গোপাল রাজপুতনার নাথদ্বারে চলিয়া যান এবং ১৬৭০ সালে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, গোকুলানন্দ, শ্রীরাধামাধব বিগ্রহাদি জয়পুরের মহারাজার সাহায্যে তথায় গমন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমদনমোহনজীউ করৌলিতে অবস্থান করিতেছেন। এই সমুদয় বিগ্রহগণ আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীপতি মহম্মদ সাহের সময়ে ১৭৪৮ সালে বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়। ১৭৫১ সালে নাদির শাহ মথুরা আক্রমণ করে এবং তাহার সেনাপতি আমোদ শাহ দুরাণী মথুরায় আওরঙ্গজেবের পর যাহা কিছু ছিল সমুদয় ধ্বংস করে। এইপ্রকারে মথুরা সহর চারিবার মুসলমান কর্ত্তৃক ধ্বংস হয় এবং চারিবার হিন্দুগণ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে শ্রীগোপীনাথ ও মদনমোহনের যে মন্দির আছে, তাহা কলিকাতার শ্রীনন্দকুমার বসু কর্ত্তৃক ১৮১৯ সালে নির্ম্মিত হয়।

"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মধুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা॥

শ্রীরামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মথুরা বা মধুপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা হর্য্যক মধুদৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাভারতের যুগে প্রবল যদুবংশীয়গণ আধিপত্য লাভ করেন। পিতা উগ্রসেনকে পরাজিত করিয়া কংস রাজা হইয়াছিল। এর পরবর্ত্তী ঘটনা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে পরিক্রমাপথে আমাদের দর্শনীয় স্থান—মথুরার চব্বিশ ঘাটের উল্লেখও সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের মথুরা-লীলায় পাওয়া যায়,—

মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যসিংহ পরমহংসকুলচূড়ামণি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের

১১শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যকুলতিলক পরমহংস-স্বামী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** ১১শ বর্ষ-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব বিগত ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭৯)

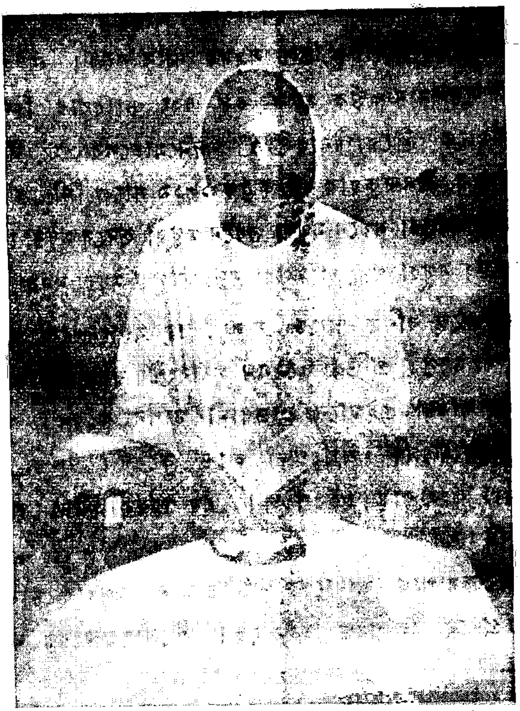

শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখ্য কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। তদুপরি সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহে এবং মঠাশ্রিত কোন কোন গৃহস্থ-ভক্তের গৃহেও এই অপ্রকট-তিথিপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীদামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়ম-সেবারম্ভ দিনে অদ্য হইতে একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে এমনি এক দিবসে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ আচার্য্যবর্য্য তাঁহার ইহলীলা সম্বরণপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঐদিন ছিল রাকা পূর্ণিমা। অরুণের রক্তিম আভা যখন স্তিমিত হইয়া গোধূলি-লগ্নের বার্ত্তা বহন করিতেছিল সেই সন্ধিক্ষণে সোমদেব যখন রাহুগ্রস্ত, জম্বুদ্বীপের ভক্তবৃন্দ যখন শ্রীহরি-কীর্ত্তনে মুখর, হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষদিনেও মানব যখন অবিশ্রান্ত কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জগতের অমন্দোদয়-দয়াকারী পরম কারুণিক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার আশ্রিতজনকে বিরহসাগরে নিপতিত করিয়া নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন। সেই সন্ধিক্ষণের অবস্থা আজও হৃৎনয়নে উদ্ভাবিত হইয়া কর্ণে ধ্বনিত হয়। সেই বিরহ-স্মৃতি যদিও অব্যক্ত বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু বিরহের স্মৃতি সেবাপ্রবণতা প্রাণকে উদ্বেলিত করে। ভক্তজন-চিত্তরঞ্জনকারী বিরহ-কাতরতা তখন অমীয়-ধারায় অপ্রাকৃত রসমাধুরীমা পানে সেবকগণ অলিকুলের ন্যায় কীর্ত্তন-গুঞ্জনে মত্ত, নামসেবা-রস পানে রত, তখন পার্থিব হর্ষ-বিষাদের কোন ছায়া স্পর্শ করিতে পারে কি? গম্ভীর অথচ উদাস প্রাণের আর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছিল—কত ভক্তগণ শ্রীসমাধি-মন্দিরের পাদদেশে সমবেত হইয়া উদাস দৃষ্টিতে নয়ন-বিগলিতধারায় তাঁহাদের ভক্তার্ঘ্য নিবেদিত করিতে-ছিলেন—তাহা দেখে আমার কঠিন প্রাণে ধিক্কৃত করিতেছিল, "কই আমি তো কোন সেবা করিতে পারিলাম না; সাধুর বেশে ভ্রমি দেশে দেশে কিন্তু সৎ বা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানে কতটুকু ব্রতী হইতে পারিলাম?" শ্রীল গুরুপাদপদ্ম আমার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রচুর অহৈতুকী কৃপাবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন ও করিতেছেন, কিন্তু পাষাণ জলে আর্দ্র হইয়া কি তরলতা প্রাপ্ত হয়? সেইরূপেই যেন হইয়াছে আমার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যতা। আজ মন্বন্তরের প্রায় শেষ প্রান্তরে এই মঠজীবন—হিসাবের দিন গুনিলে যোগ-বিয়োগের খাতায় বিয়োগের ভগ্নাংশই হয়তো বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও নিরাশায় নিরুদ্যম হইবার অবকাশ যেন না হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে-সেবা, যাহা যোগ্যগণ অবহেলায় করেন না—সেই সামান্যটুকু সেবাধিকার দান করিয়া যেন আমাকে কৃতকৃতার্থ করেন—ইহাই এই দিনে সজল-নয়নে আর্ত্তি নিবেদন করি; ভাষা না থাকিলেও ভাবের অভিব্যক্তি, যোগ্যতা না থাকিলেও কৃপার ভিক্ষারী। এই অধমের প্রতি তিনি অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক সেবার যোগ্যতা দান করুন—ইহাই আমার সকরুণ প্রার্থনা।

বিরহ-তিথি-দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-মহিমা-বন্দনা-বিরহসূচক প্রভৃতি মহাজন গীতিকীর্ত্তন পরিবেশিত হয়। পরে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জীবনাবলী (শ্রীগুরুচরিতামৃত) পাঠ হইলে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন করিলে বিভিন্ন মঠ হইতে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা অন্যান্য ভক্ত ও সজ্জনগণ এবং আগত ও রবাহুত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, যে-কেহই আসুক না কেন প্রত্যেককেই আকণ্ঠপুরিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কারণ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যতগুলি উৎসব করিয়াছিলেন, সমস্ত উৎসবেই তাহা ছিল রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায়। অর্থাৎ আগন্তুক সকলকেই তিনি মুক্তহস্তে প্রসাদ বিতরণের বিধান করিয়াছিলেন। তাই এই দুর্দ্দিনের বাজারেও তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিতে অকৃপণভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে।

এই দিন সন্ধ্যায় এক বিরহ-সভার আয়োজন হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি আচার্য্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন, "তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা জগতে বিরল। তিনি অন্যায়ের বিরোধিতায় যেমন কঠোর ছিলেন, সজ্জনগণের প্রতি তেমনি ছিলেন কুসুমের ন্যায় কোমল।" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ বলেন, "শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অকুতভয়ে শ্রীগৌরবাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের কথা প্রচারে ছিলেন নির্ভিক ব্রতী।" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যেরূপ নিষ্ঠা ছিল তাহা জগতে অতুলনীয়।" শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু বলেন, "স্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-সারস্বত-গগনে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মায়াবাদ-দলনে ছিলেন অভিজ্ঞ সৈনিক। তাঁহার বিরামহীন গৌরভজনের সেবা-নিষ্ঠা সাধক জীবনের আঁধারের পাথেয়-স্বরূপ।" এতদ্ব্যতীত এই সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ শ্রীল গুরু-মহারাজের দিব্য-জীবন তথা তাঁহার দয়া-বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে দিগ্‌দর্শন করিয়া তাঁহার অপার করুণার কথা বর্ণনা করেন। পরে কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

—শ্রীযজ্ঞবরদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৩ নারায়ণ, ৪৯৩ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬; ইং ১৬।১২।১৯৭৯ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

স্বনিয়ম-দশকম্‌

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্‌]

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥১॥

শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপগোস্বামী, গণসহ শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতি, গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরাপুরীর প্রতি, বৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তগণ ও ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার পরম অনুরাগ বর্ত্তমান থাকুক॥১॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্‌
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।

সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভি তন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥২॥

অন্য কোন ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বিভূষিত হইলেও সে-স্থলে বৈষ্ণবের নিকট হইতে প্রেমের সহিত রসের আস্বাদন করিয়াও ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু এ স্থানের অধিবাসী অতি নীচজাতি জনগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে তাদৃশজনোচিত বাক্যালাপ বিস্তার করিয়াই অবস্থান করিব ॥২॥

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্-যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি ।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥৩॥

আমি যদি ব্রজভূমিতে এই যুগল রূপের বিরহগ্রস্তও হই, তথাপি নিরন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুলনীয় ক্রীড়াসমূহের স্থলরাজি সুশোভিত ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় পরমবৈভবশালী যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আহ্বান বাক্যেও দ্বারকাপুরীতে ক্ষণকালের জন্যও নিশ্চয়ই যাইব না ॥৩॥

গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে ।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥৪

শ্রীরাধা চিত্তের উন্মাদনাবশতঃ দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক হৃদয়ে আলিঙ্গিত হইয়া সর্ব্বজনগোচরে প্রকাশ পাইতেছেন, এই কথা যদি কর্ণপ্রান্তে শ্রবণ করি, তাহা হইলে মনের অধিক বেগশালী গরুড় হইতেও দ্রুতগতিতে ব্রজপুরী হইতে উৎপতিত হইয়া উদ্ধতমনে সেই দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইব ॥৪॥

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা ।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতি-জনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥

শ্রীনন্দ মহারাজের এই নন্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিই হউন, কিম্বা আদিভাবযুক্ত হইন; সুনিপুণই হউন, কিম্বা অতিমন্দই হউন; প্রতিক্ষণে কারুণ্যপ্রকাশীই হউন, কিম্বা একান্ত কারুণ্যহীনই হউন এবং মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি অপেক্ষা পরতত্ত্বই হউন, কিম্বা মানবই হউন, পরন্তু ইনিই এই ব্রজে প্রতিজন্মে আমার পরম প্রভু হউন ॥৫॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥৬॥

যে-কপট ব্যক্তি শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ কর্ত্তৃক এবং বেদসমূহ দ্বারা উদ্‌ঘোষিতা ও সর্ব্বোত্তমা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে দম্ভবশতঃ অনাদরপূর্ব্বক কেবলমাত্র গোবিন্দকে ভজন করে, অপবিত্র তৎসমীপবর্ত্তিস্থানে ক্ষণকালের জন্যও আমি যাইব না, ইহাই আমার ব্রত ॥৬॥

অজাণ্ডে রাধেতি-স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥৭॥

যে-ব্যক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রেমভরে প্রণত হইয়া জনসমূহের প্রতি অমৃতবর্ষিণী 'রাধা' এই প্রসিদ্ধনামযুক্তা শ্রীগান্ধর্ব্বার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন, অহো! আমি কেবলমাত্র এই ব্যক্তির চরণকমল প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রীতিভরে সেইজল পান করিয়া প্রতিদিন নিরন্তর মস্তকেও ধারণ করিব ॥৭॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজনসমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেহদ্য কৃপয়া
স্বয়ংশ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥৮॥

আমি প্রিয়তম পুরুষগণ অর্থাৎ অপ্রকট শ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, পরন্তু প্রাণধারণে অত্যাগ্রহযুক্ত বলিয়া দুর্ব্বুদ্ধি, সদসদ্-বিচার শূন্য, সুতরাং পরম দুঃখসাগরে নিরবচ্ছিন্নরূপে নিমগ্ন হইয়া

দন্তসমূহদ্বারা তৃণধারণপূর্ব্বক কাতর বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে, অদ্য শ্রীরাধিকা স্বয়ং আমাকে নিজপাদপদ্মপ্রান্তে আকর্ষণ করুন ॥৮॥

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি জীবাদিপুরতঃ ॥৯॥

আমি নিয়মযুক্ত হইয়া ব্রজজাত ক্ষীর, অন্ন, বস্ত্র ও পাত্রাদি পদার্থসকল-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক দম্ভরহিতরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং প্রাণত্যাগকালে প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভৃতির সম্মুখে নিশ্চয় দেহত্যাগ করিব ॥৯॥

স্ফুরল্লক্ষ্মীলক্ষ্মী-ব্রজবিজয়িলক্ষ্মী-ভরলসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বাস্মরনিকর-দিব্যদ্ গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্যপ্রিয়তমজনস্যৈব চরমঃ ॥১০॥

আর আমি শ্রীরূপনামক প্রিয়তম জনেরই অনুগামী হইয়া কুঞ্জপ্রভৃতি স্থলে নির্জ্জনে প্রকাশমান-কান্তিবিশিষ্ট লক্ষ্মীবৃন্দেরও পরাভবকারী সৌন্দর্য্য-রাশিদ্বারা বিভূষিতবিগ্রহা শ্রীরাধিকা এবং কোটিকন্দর্পাধিক সমুজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যা শ্লাঘার সহিত সম্পাদন করিব ॥১০॥

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়মশংসি-স্তবমিমং
পঠেৎ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥১১॥

কোন এক ক্ষুদ্রজনকর্ত্তৃক বিরচিত এই যথোক্ত নিজনিয়মসূচক স্তবটি যিনি বিশ্বস্তভাবে পাঠ করেন, তিনি প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণে দৃঢ়রূপে সমর্পিত চিত্ত হইয়া ব্রজভবনে নিবাস লাভ করিয়া পরিচর্য্যাকালে সেই নিজানুভূত শ্রীরূপের সহিতই আনন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভজন করেন ॥১১॥ (সমাপ্ত)

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-নামক অসুর-যুগল ত্রিভুবন এবং দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া নগরাজ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুমায়া দুর্গার স্তব করেন—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

এই কথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সপ্তশতীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দেবগণের যে-স্তবে অধিকার, অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মানবের সেই পূজ্যার স্তবাদিতেও অধিকার। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে উভয় স্থানেই বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল পর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্ব।

বদ্ধাবস্থায় জীব কামনানুরূপ ফলভোগী, কিন্তু জীবাত্মা তাদৃশ ফলভোগী নহেন

ভগবদ্বিমুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কামনার আবাহন করেন। লৌকিক কামনা করিয়া দেবীর নিকট হইতে যে-ফল লাভ করেন, তাহাই বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে ভোগ করেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা তাদৃশ কোন ফলভোগী হন না।

বিবিধ উপাসকের বিবিধ ফল, এবং মায়ার হাত হইতে উদ্ধারের পথ

সপ্তশতী ভগবদ্গীতা বলেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

বিষ্ণুসেবা পরিহারপূর্ব্বক যাঁহারা বিষ্ণুমায়া-সেবা-নিরত জন, তাঁহারা কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অসমর্থ। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, বিষ্ণুমায়া-গঠিত দেবাদির পূজা করিয়া দেব-

লোক পূর্ব্বপুরুষের পূজায় পিতৃলোক এবং ভূতপূজা-প্রভাবে ভূতলোক লাভ করেন। গীতা আরও বলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

বিষ্ণুমায়া বদ্ধজীবের পক্ষে দুষ্পারা। বদ্ধজীবের গুণাত্মক অভিমান প্রবল হইলে তিনি আর তখন আপনাকে বৈষ্ণব জানিতে সমর্থ হন না; আবার ভগবানে প্রপত্তি-বিশিষ্ট হইলেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।

কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা অবৈধ

গীতা বলেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

অন্য দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত অভেদ-বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করিলেও তাদৃশ বিষ্ণুপূজা অবৈধ মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী ও অন্যান্য দেবীর তত্ত্ব-নিরূপণ

গৌতমীয় কল্পে ভগবানের সহিত দুর্গার এবম্বিধ অভেদোক্তি দেখা যায়—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গায়া দাসী তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।"

মায়াংশরূপা দুর্গা প্রাকৃত-রাজ্যে চিচ্ছক্ত্যাত্মক-দুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবোদ্দেশে দাসীস্বরূপে নিযুক্তা।

ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি আছেন তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক। **সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়া-শক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন।** তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক।

বিষ্ণুপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যদ্বারা দেবদেবীর পূজা ও পিতৃতর্পণ বিধেয়

বিষ্ণুযামলে লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্॥

বিষ্ণুকে পূর্ব্বে অন্ন নিবেদন করিয়া, পরিশেষে সেই নিবেদিতান্নের দ্বারাই বিষ্ণুভক্তজ্ঞানে দুর্গা-গণেশাদির পূজা বিহিত।

অনন্যশরণ বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারাই অপরাপর দেবতার পূজা করিবেন; বিষ্ণুর চরণামৃত দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণাদি বৈষ্ণবের বিহিত।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই হরিসেবার প্রতিকূলে কোন লৌকিক বা বৈদিক অনুষ্ঠান করেন না, যাহা কিছু করেন, তদ্দ্বারাই হরিসেবা করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপূজায় সর্ব্বদেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা হয়

ভগবানের সেবা হইলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়, সকল পিতৃলোকের তর্পণ হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা, ডালপালা, ফুল, ফল সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং যেরূপ প্রাণোপহার হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা সিদ্ধ হয়। যিনি স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিষ্ণুর অবশেষ দ্বারা পূজা করিতে পারেন। তবে সেখানেও ভোগাদির কামনা বর্জ্জনীয়। **ভগবানের অর্চ্চন করিয়া যিনি ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন না, তিনি ভক্তির অভাবে দাম্ভিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।**

বৈকুণ্ঠের দুর্গা-গণেশাদি বিষ্ণুর আবরণ-দেবতাগণ এবং তাঁহাদের পূজা-বিধি

পদ্মপুরাণে মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥

ঐন্দ্রপাবক যাম্যানি নৈঋর্তং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতলোকেঽস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ॥
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

[সত্য, অচ্যুত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি,—এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুনিগণ পূর্ব্বদিক্ অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ নৈঋর্তকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ এবং উত্তরদিক্ ঈশানকোণকে সপ্তম আবরণ বলিয়াছেন। সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরমধামে অন্যান্য যে-সকল নিত্য দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মায়িক-স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে ভগবৎসেবক-জ্ঞানে নিজ নিজস্থানে অভিষেকাদি দ্বারা পূজা করিবে।]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করিবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণুর-নির্ম্মাল্যদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে—

অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোর্চ্চয়েৎ॥
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ॥

ভগবৎপীঠাবরণ-দেবতা-মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং ভূতাদির পূজা করিবে না। মদ্য-মাংস দ্বারা পূজা করিবে না—

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসাং পূজনন্তু সুরাপান-সমং স্মৃতম্॥ (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব *

সম্প্রদায় কাহাকে বলে ও তাহার উৎপত্তি

সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিলেই আর্য্য-শাস্ত্রের নিন্দা করা হয়। আর্য্য-শাস্ত্র সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদ। অন্যান্য অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় সঙ্কীর্ণ মত-প্রচারক নন। জীবমাত্রেই যে একাধিকার প্রাপ্ত, এরূপ বলিলে না বিজ্ঞান, না ইতিহাস সন্তোষ লাভ করে। সকল জীবই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যে কতকগুলি জীব মূল বিষয়ে অধিকারের ঐক্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একটী সম্প্রদায়। তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র যে-উপদেশ প্রদান করেন, সে-উপদেশ অন্যাধিকার-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্বীকরণীয় নয়। এই অধিকার বিচারক্রমেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়।

---

* 'শ্রীসজ্জন-তোষণী, নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় ৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায়, গৌরাব্দ ৪০১, বাংলা ১২৯৩ সাল, শ্রাবণ মাসে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই প্রবন্ধটী যে উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার এই প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল। —প্রকাশক

—"বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা লিখিয়া একটী প্রবন্ধ সজ্জন-তোষণীতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'দৈনিক' নামক পত্রে ঐ প্রবন্ধটী সম্পাদকের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বুঝিতে পারি না, শরৎ বাবুই কি 'দৈনিকের' সম্পাদক, না তিনি অবৈধরূপে 'দৈনিকে'র প্রবন্ধটী নিজনামে প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, সে-কথা 'দৈনিকে'র সম্পাদক মহাশয়ই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ প্রবন্ধ আমরা সজ্জন-তোষণীতে প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রবন্ধটী পাঠ করিলে দুইটী কথা প্রতীত হয়। লেখক-মহাশয় আর্য্য-শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী। তিনি বিলাতীয় একেশ্বরবাদীদিগের সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্মের নিন্দাটী শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ বিশ্ববৈষ্ণবসভার প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ আছে। সেই ক্রোধের পরবশ হইয়া তিনি বৈষ্ণব-নিন্দা ও পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবমাননা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।"

ভক্তদিগের মধ্যে অধিকার-ভেদেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাই আর্য্য-শাস্ত্র ও আচার্য্যদিগের প্রধান গৌরব। একটী বিদ্যালয়ে যেরূপ দশটী বা বারটী শ্রেণী থাকে, আর্য্যদিগের পরমার্থ-বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কতকগুলি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়গুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকাতে যে আর্য্য-মহাবিদ্যালয়ের ঐক্য বিনষ্ট হয়, এরূপ নয়।

ইংরাজী 'সেক্টোরিয়ান্' ও শাস্ত্রীয় 'সাম্প্রদায়িক'-শব্দ এক নহে ; জীবের অধিকার-বিচারই শুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা

ইংরাজী ভাষায় যে 'sectarian' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ অন্য প্রকার। 'সেক্টোরিয়ান্' ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মকে এক বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া জানেন। 'সাম্প্রদায়িক' শব্দের অর্থ বিকৃত করিয়া যিনি সম্প্রদায়-ব্যবস্থার নিন্দা করেন, তিনি নিতান্ত শাস্ত্রান্ধ। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় গমনের অধিকার লাভ করিলেই, সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। এইরূপে সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায় গমন করিতে করিতে জীবগণ বহুজন্মে সর্ব্বোচ্চ সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। "অনেক-জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমিতি" ভগবদ্বাক্য অতিশয় স্পষ্ট। অধিকার লাভ করিলে তদুচিত সম্প্রদায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অধোগতি হয়। যে অধিকারে যে উপদেশ, সেই উপদেশই সেই অধিকারের মত এবং সেই মতই সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মত। যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত একই অধিকারে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার মিশ্র-মত হয়, বিশুদ্ধ-মত হয় না।

অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য-মত এবং অধিকারানুযায়ী শৈব-শাক্তাদি সম্প্রদায়-ভেদ—জীবের মঙ্গলজনক

গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত অধিকার-সিদ্ধ উপদেশকে সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। **অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য মত।** "সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ" ইত্যাদি ঋষিবাক্য দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, সম্প্রদায় নিন্দুক ব্যক্তিগণ নিতান্ত অনার্য্য ও শিষ্টাচারশূন্য। উপাসনা-কাণ্ডে যে শৈব, শাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে, সেই সমুদায়ই দেবদেব মহাদেব-বাক্য অথবা পূজ্যপাদ ঋষিবাক্য

দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত জীবগণের মঙ্গল-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **উপাস্য বস্তু মূলে এক, তাহাতে ভেদ নাই। কেবল উপাসকদিগের অধিকার ভেদে উপাস্য-বস্তুর পার্থক্য সিদ্ধ হইয়াছে।**

অধিকার-নিষ্ঠা জীবকে উন্নত করে

নিজ নিজ উপাস্য-বস্তুতে নিষ্ঠা প্রয়োগই প্রশস্ত। সেই উপাস্য-বস্তু ক্রমশঃ কৃপা করিয়া উচ্চাধিকার দান করিয়া তদাধিকারস্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হন। এই জন্যই ঋষিগণ সর্ব্বত্র অধিকার-নিষ্ঠাকে প্রবল রাখিবার জন্য তত্ত্বদর্শিকারের মতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়াছেন। শাক্তগণ যখন বিশুদ্ধ হন, তখন বামাচারের নির্ম্মাল্যাদি সেবন করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা জপ-যজ্ঞাদি দ্বারা শ্যামাপূজা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ যাঁহারা বৈষ্ণবাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদের ভগবন্নির্ম্মাল্য ব্যতীত অন্য নির্ম্মাল্য পাইবার অধিকার থাকিবে না।

নির্গুণ-নির্ম্মাল্য ব্যতীত দেবদেবীর সাত্ত্বিকাদি গৌণ-নির্ম্মাল্য বৈষ্ণবের অগ্রাহ্য

এই পত্রিকায় 'কুতর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত কালীপদবাবু লিখিয়াছেন যে, **সাত্ত্বিক ভাবে পূজা হইলে বৈষ্ণবগণ অন্যদেব-নির্ম্মাল্য পাইতে পারেন। এই বাক্য নির্দ্দোষ নয়। বৈষ্ণবগণের উপাসনা নির্গুণ। তাঁহারা সাত্ত্বিক পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী নন। নির্গুণ পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী।**

বিষ্ণুর প্রসাদ-নৈবেদ্য দ্বারা দেবদেবীর পূজা—গৌণ নহে

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবৎ-প্রসাদ শ্রীবিমলাদেবীকে অর্পিত হয়। সেই প্রসাদ সমস্ত বৈষ্ণবের গ্রাহ্য। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমিতি" ঋষিবাক্য দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা অন্য দেবতা ও পিতৃলোকের পূজার বিধান হইয়াছে। তাহাই অন্য দেবের নির্গুণ নির্ম্মাল্য। এসমস্ত কথা সাধারণে বিচার্য্য নয়। অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় গুরুদেবের নিকট ইহার বিধি ও তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

বিভিন্ন সঙ্ঘ, সভা, সমিতি প্রভৃতি সমস্তই সাম্প্রদায়িক, স্ব-স্ব-নিষ্ঠাই মঙ্গলজনক

হরিসভাগুলির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। বরং নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। হরিসভাগুলি নষ্ট হইয়া যাউক, এরূপ বাসনা আমরা

করি না। বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, ঐ সকল সভা সত্বরেই বিশুদ্ধ হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন্। অনার্য্য-সভার অনুকরণপূর্ব্বক অধিকার-তত্ত্বের বিরুদ্ধ-মত প্রচার না করেন। "হরিভক্তিদায়িনী", "হরিভক্তি-প্রচারিণী" প্রভৃতির নাম গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হরিভক্তির আনুকূল্য করাই প্রয়োজন। অন্যান্যাধিকারের মত-সিদ্ধ-কার্য্য তাহাতে না করেন—আমাদের এই প্রার্থনা। অন্যান্যাধিকারের আর্য্যসন্তানগণ হৃষ্টচিত্তে সমবেত হইয়া আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী, শিবসভা, কালীসভা, গণপতিসভা ও কর্ম্মাধিকার-অনুসারে যাজ্ঞিকসভা ও জ্ঞানাধিকার-অনুসারে আধ্যাত্মিক সভা—ব্রহ্মসভাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা সমৃদ্ধি করুন্। তাহাতে আমরা বিপুলানন্দ লাভ করিব।

হরিসভার একান্ত কর্ত্তব্য

হরিসভার সভ্যগণ অমিশ্রিত হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। এসম্বন্ধে অধিক বলিতে গেলে কেবল মনের উদ্বেগ ও লেখা বাহুল্য হইবে। আমাদের পরামর্শ এই যে, হরিসভার সভ্যগণ উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুগণের নিকট বিশুদ্ধ হরিভক্তি শিক্ষা করিয়া তাহাই আস্বাদন করুন। প্রথমে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা দেওয়া বিধি নয়। যদি বিশুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার করা তাঁহাদের অভিপ্রেত না হয়, তবে সভার নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক 'আর্য্য-সভা' বলিয়া নাম গ্রহণ করুন্, নতুবা মাছের দোকান শাক, শাকের দোকানে মাছ বিক্রয় করিলে যে ব্যবহার সাঙ্কর্য্য হয়, তদ্রূপই হইতে থাকিবে। শাকের দোকানে মৎস্য দেখিলে ব্রহ্মচারী যতিগণ যেরূপ কষ্ট-বোধ করেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ হরিভক্তগণ হরিসভায় গিয়া মনুসংহিতা পাঠ, হোম, যাগ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ ব্যাখ্যা, বাউল গান, হারমনিয়াম বাদ্য ও উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি রসগ্রন্থ সাধারণের নিকট পাঠাদিরূপ অধিকার-সাঙ্কর্য্য দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। যে-হরিসভায় এবম্বিধ সাঙ্কর্য্য নাই, তথায় মিশ্রমত নাই। তাহার কোন নিন্দাও নাই। সে-সভা আমাদেরই সভা। তাহার নাম 'বৈষ্ণবসভা' বলিলেই হয়। যে-সভায় অধিকার-বিচার-শূন্য মিশ্রমত আছে, সে-সভা যে হাস্যাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১১শ বর্ষ-পূর্ত্তি তিরোভাব-তিথিপূজায়

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

আজিকে শ্যামের শারদীয়া-রাস-পূর্ণিমা-রাকা রাতে,
শ্রীগুরুদেবের তিরোভাব-স্মৃতি জেগে ওঠে মোদের চিতে।
একাদশ বর্ষ আগে হেন শুভরাতে চন্দ্রগ্রহণ-যোগে,
সহসা মোদেরে ত্যজিয়া শ্রীগুরু চলে গেছে ব্রজলোকে।
সেদিন শ্রীমঠে শ্রীরাধারাণীর প্রসাদী মালিকা লভি',
শ্রীহরির রাসে পশিলা শ্রীগুরু মহাভাব-রসে মজি'।
শ্রীগুরু সেথায় হরি-সঙ্গিনী, সদা হরি-প্রেমে মাতোয়ালা,
রসরাজ-সাথে লীলারসে রসি' খেলিছে প্রাণের খেলা!
হেথা' মোরা আজ তাঁহার বিরহে কাঁদি সদা হাহাকারে,
ধ্যানের বস্তু হ'য়ে তিনি এবে রহে মোদের আঁখির আড়ে।
যিনি ব্রাহ্মণের অগোচর প্রভু,—তাঁর কি মরণ হয়?
নটের ন্যায় তাহা, মায়া-বিড়ম্বন,—মৃত্যু-লীলা-অভিনয়!
তাঁর পদ-কমল অতি দুর্লভ, কভুও সুলভ নয়,
লীলা হেতু তাঁর এ'মর-বিশ্বে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়!
আজো তাঁর স্মৃতি নদীয়ার মঠে বিজড়িত সব ঠাঁই,
ভক্তরা তাঁর অভীষ্ট-সেবায় ব্রতী তাঁরই করুণায়।
আজো তিনি আছে, পরেও থাকিবে অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে,
তাঁর সমাধি-মন্দির ঘেরিয়া সতত সঙ্কীর্ত্তন রটে।
সর্ব্বত্র তাঁর করুণা নেহারি' ভাবি তিনি প্রকট আজো,
তাঁর বাণী এবে আমাদের মনে দোলা দেয় অবিরত।
জানাইলা তিনি মোদের কৃত্য শ্রীহরি-উপাসনা শুধু,
মোদের সবার জীবনে মরণে শ্রীহরিই নিত্যপ্রভু!
স্বরূপজ্ঞানের অভাবে মানব হ'য়ে পড়ে মায়া-দাস,
অনিত্য আত্মীয়ে ভালবাসি' বৃথা করে জড়সুখে আশ।

প্রবাসতুল্য এ ধরায় হায়, কেহ তো কাহার নয়,
আয়ু ফুরাইলে এ দেহের সাথে ভোগ-সুখ হবে লয়!
এবে জড়বিজ্ঞান যতই উন্নত হতেছে ধরণী' পরে,
জড়সুখ-আশা ততই বাড়িছে মানবের অন্তরে।
হরি-প্রিয়জন শ্রীল গুরুদেবই পরা সুখ দিতে পারে,
শ্রীগুরু-সেবাই প্রয়োজন তাই জীবাত্মার মঙ্গল তরে।
শ্রীগুরু-চরণে পূর্ণ শরণে শ্রীহরির দর্শন মিলে,
নতুবা মানুষ পায় না হরিরে নিজের বুদ্ধি-বলে।
মোদের প্রভুর সকাশে শুনেছি হেন বহু উপদেশ,
বুঝেছি গুরুর করুণা ব্যতীত ঘুচে না এ ভব-ক্লেশ!
মোদের শ্রীগুরু সাধুদেরই শুধু করে নাই উদ্ধার,
পাপী-তাপীদেরও বাঁচিবার পথ জানায়েছে বার বার।
আমাদের প্রতি তাঁর করুণার প্রভাব আজিও রয়,
আমরা তাঁহার সন্তান,—এই আমাদেরই পরিচয়!
শ্রীহরির সেবা প্রকাশিলা তিনি এই মঠ-মন্দিরাদি স্থাপি'
প্রদর্শনী দ্বারা প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত ঘোষিলা ভারত-ব্যাপী'।
কুচক্রীদের কোপ হ'তে একদা বাঁচাইতে প্রভুপাদে,
সহিলা তিনি নিজে লাঞ্ছনা-পীড়ন অক্লেশে হাসিমুখে।
কত দুঃসাধ্য-কার্য্য সাধিলা প্রভুপাদ-সেবার তরে,
মর্ত্ত্যের বুকে তাঁহার অবদান র'বে যুগ যুগ ধরে।
তাঁহার মহিমা কহিতে আজিকে চোখে আসে জল ভরে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁর পদে, মাগি কৃপা নত শিরে।

তাং ২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৩ গৌরাব্দ ;
ইং ৫।১০।১৯৭৯
শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর

দাসানুদাস—
শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ
সাং বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য

সর্ব্বকালে তৈলঙ্গ দেশের অন্তঃপাতী 'বৈদূর্য্য-পত্তন্' নামে একটী নগর ছিল। বর্ত্তমানে সেই নগর 'মুঙ্গের পত্তন' বা 'মুঙ্গীপাটন' নামে পরিচিত। এই নগরে বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ আরুণি মুনি সহধর্ম্মিণী শ্রীজয়ন্তীদেবীর সহিত বাস করিতেছিলেন। কথিত হয় যে, ভাগবতে (১।১৯।১১) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত যে অরুণ মুনির নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি (আরুণি) সেই বংশীয়।

দ্বাপরাবসানে যখন ভাগবৎ-ধর্ম্মাকাশ কৈতব-কুজ্ঝটিকায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র মতে আকৃষ্ট হইয়া লোকসজ্ঘ জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে দূরে পাতিত হইতেছিল, তখন পরম করুণাময় শ্রীবিষ্ণু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে শুদ্ধ সনাতন-ভক্তিধর্ম্ম-সংরক্ষার্থ তাঁহার একটী শক্ত্যাবেশ অবতারকে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। পরম-বিষ্ণুভক্তপরায়ণ শ্রীমদ্ আরুণি ও পরম ভক্তিমতী শ্রীজয়ন্তী দেবীকে আশ্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যা-কালে সূর্য্যসমপ্রভ একটী বালকরত্ন সজ্জন-হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইলেন। আরুণি মুনি পুত্ররত্নকে যথাবিহিত বৈদিকসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ক্রমে শাস্ত্রাদি আলোচনার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। বালকবর অতি অল্পবয়সেই অত্যদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, অখিল কমনীয় কলা-কৌশল বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে সুপ্রবীণতা প্রকাশ করিলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যযুক্ পুরুষবর সূর্য্যসমপ্রভ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন এবং সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার প্রবণমনা হইয়া যথাবিহিত শাস্ত্রীয় বিধানে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনোৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজে নন্দগ্রামে আগমন করিলেন। সেইস্থানে 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তব' নামক পঞ্চবিংশতি পদ্যযুক্ত একটী সুমধুর স্তোত্র রচনা করিয়া স্তোপাস্যদেবের চরণে উপহার প্রদান করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট একটী পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সেইস্থানে ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। যেস্থানে আচার্য্য

পর্ণকুটীর রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন, সেইস্থান বর্ত্তমানে 'শ্রীনিম্বগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, একদা কোন এক জৈন যতি দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে শ্রীমথুরাপুরীতে আগমনপূর্ব্বক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৈদিক ধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই উক্ত জৈন যতির প্রবল উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য্য এই কথা জানিতে পারিয়া বিচারে উক্ত জৈন যতির মতবাদ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দিলেন। জৈন যতি পরাভূত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যখন উক্ত জৈন যতি ও আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ক্রমিক শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সূর্য্যের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আশ্রমগত অতিথির শ্রান্তি দূরীকরণাভিলাষে তাঁহার নিকট কিছু বিষ্ণু-প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জৈন যতিগণের সন্ধ্যা অথবা রাত্রি-কালে ভোজন করা নিষিদ্ধ, সুতরাং জৈন সন্ন্যাসী আচার্য্যের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। তখন আচার্য্য আশ্রমস্থিত একটী নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন হইয়া যতির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবকে ধারণ করিলেন। কাহারও মতে তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণপূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যসম-প্রভাযুক্ত বলিয়া অতিথি-যতির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্করূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য', 'নিম্বার্ক' বা নিম্ববিভাবসু' নামে খ্যাত হন; ইনি কোথায় কোথায়ও 'আরুণেয়', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র যেকালে মথুরামণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যের প্রাচীন গুরুগণের অভ্যুদয়কাল।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের গুরু-পরম্পরা এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভাষ্য যথা,—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্ গুরুবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টা "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি।" অর্থাৎ পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমার ঋষি, তচ্ছিষ্য শ্রীশ্রীমন্নারদ গোস্বামী, তচ্ছিষ্য শ্রীনিম্বার্ক।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের বেদান্ত-ভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে বিদিত। নিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এই পারিজাত-সৌরভের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামে আর এক ভাষ্য প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্ত-কৌস্তুভের "কৌস্তুভপ্রভা" নাম্নী একটী চূর্ণিকা রচনা করেন। (১) 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাষ্য ও গ্রন্থগুলি আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায়িগণ বলিয়া থাকেন। (২) গীতা-ভাষ্য, (৩) সদাচার-প্রকাশক—(স্মৃতিগ্রন্থ), (৪) দশশ্লোকী, (৫) সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, (৬) প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্ (বেদান্তগর্ভিতস্তোত্রম্)। উপরিউক্ত ষড়্গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), 'দশশ্লোকী', 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তব' ও প্রাতঃ-স্মরণ-স্তোত্রম্'—এই চারিখানি গ্রন্থই আধুনিক নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বাদিত্য-প্রণীত বলিয়া প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সনকাদি মুনি শ্রীনারদমুনিকে উপদেশ করেন, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ ও পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী কলিকালে শ্রীনারায়ণপ্রোক্ত ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সাত্বতসম্প্রদায় গঠন করেন। সেই সাত্বত সম্প্রদায় 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কথিত আচার্য্যপরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—(১) শ্রীনারায়ণ, (২) হংস, (৩) সনকাদি চতুঃসন, (৪) নারদ, (৫) নিম্বাদিত্যাচার্য্য, (৬) শ্রীনিবাসাচার্য্য (বেদান্ত-কৌস্তভাষ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার), (৭) ভাস্কর-ভট্টাচার্য্য (বেদ ও ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যকার), *(৮) বিশ্বাচার্য্য, (৯) পুরুষোত্তম আচার্য্য, (১০) বিলাস আচার্য্য, (১১) স্বরূপাচার্য্য, (১২) মাধবাচার্য্য, (১৩) বলভদ্রাচার্য্য, (১৪) পদ্মাচার্য্য, (১৫) শ্যামাচার্য্য বা শ্যামলাচার্য্য, (১৬) গোপালাচার্য্য, (১৭) কৃপাচার্য্য, (১৮) দেবাচার্য্য (বেদান্তসূত্রের 'বেদান্তসিদ্ধান্তজাহ্নবী' নাম্নী টীকার প্রণেতা), (১৯) সুন্দর ভট্ট, (২০) পদ্মনাভ ভট্ট, (২১) উপেন্দ্র ভট্ট, (২২) রামচন্দ্র ভট্ট, (২৩) বামন ভট্ট, (২৪) কৃষ্ণভট্ট (২৫) পদ্মাকর ভট্ট, (২৬) শ্রবণ বা শ্রবণেশ ভট্ট, (২৭) ভূরিভট্ট, (২৮) মাধব ভট্ট, (২৯) শ্যাম ভট্ট, (৩০) গোপাল ভট্ট,

* শ্রীভক্তিরত্নাকরধৃত কেশবকাশ্মীরীর গুরুপরম্পরায় ভাস্করভট্টের নাম উল্লেখ নাই। আর সমস্তই মিল আছে।

(৩১) বলভদ্র ভট্ট, (৩২) গোপীনাথ ভট্ট, (৩৩) গোকুল ভট্ট বা গাঙ্গল্যা ভট্ট, (৩৪) কেশব ভট্ট, (ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশব কাশ্মীরী নামে খ্যাত এবং 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থনির্ম্মাতা ; নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনুগগণের মতে ইনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার ; শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই কেশবকাশ্মীরীই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়েচ্ছু হইয়া পরে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অনূচানমানিতার অসারতা উপলব্ধি করিয়া দিগ্বিজয়বৃত্তি পরিত্যাগ করিযাছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, (৩৫) শ্রীভট্ট, (৩৬) হরিব্যাসদেবাচার্য্য (ইনি অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অম্বিকাদেবীকে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে), (৩৭) স্বভূদেবাচার্য্য, (৩৮) চতুরচিন্তামণিদেবাচার্য্য প্রভৃতি।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের বর্ণনা-মতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রন্থকার উদিত হইয়াছিলেন। (১) পরপক্ষগিরিবজ্রকার শ্রীমাধব-মুকুন্দ, (২) বেদান্তরত্নমঞ্জুষাকার শ্রীঅনন্তরাম, (৩) শ্রুত্যান্তসুরদ্রুম-কার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের স্থান নির্দ্দেশ

(১) সলিমাবাদ—কৃষ্ণগড়, উদয়পুর (আজমীড় হইতে যাইতে হয়), (২) বর্দ্ধমান—রায়পুর রায়গঞ্জমঠ (ইঁহারা বলেন, বর্দ্ধমান মঠই তাঁহাদের সকল মঠের আদি মঠ)—শ্রীবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ, হংসভগবান, রামজী, বলদেবজী, (৩) উখ্ড়া (অণ্ডাল ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন উখ্ড়া, ষ্টেশন হইতে মঠ একমাইল বর্ত্তমান মহান্তের নাম শ্রীব্রজভূষণশরণদেব), (৪) যুগলকিশোরমঠ—আড়ংঘাটা, আদিমহান্তের নাম শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেব এবং বর্ত্তমান মহান্তের নাম সনকাদি শরণদেব, (৫) চৈতুয়া—ঘাটাল হইতে তিন ক্রোশ দূরে নিমতলা, নিমতলা হইতে তিনক্রোশ চৈতুয়া—মঠের নাম বৈকুণ্ঠপুর মঠ—শ্রীবিগ্রহ (ক) রামলালা, (খ) গোপাল, (গ) রামলক্ষ্মণ-জানকী, (ঘ) ক্ষেত্রপাল শিব এবং (ঙ) বিহারীজী ; প্রথমে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের পৃথক্ মন্দির ছিল, এক্ষণে সেই সকল শ্রীবিগ্রহই শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে আছেন, বর্ত্তমান মহান্ত বলদেব দাস, (৬) আসমানপুর কুসুরী পোষ্ট অফিস, নদীয়া (আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে দুইক্রোশ দূরে), বৃন্দাবন হইতে এই মঠের মূল উৎপত্তি বলিয়া ইঁহারা বলেন—শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথজী, মহান্ত রামগোপাল দাসজী, (৭) কেন্দুলী—এই মঠ পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ের

অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়, তিন পুরুষ যাবৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হইয়াছে. এরূপ শুনা যায়, মহান্ত রাসবিহারী শরণজী, (৮) লোহাগঞ্জ (আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল, মুর্শিদাবাদ), শ্রীবিগ্রহ—গোপীনাথজী, মহান্ত মদনমোহন-শরণজী, (৯) বিনোদলালা—(আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট), (১০) বস্তানগর (রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে একক্রোশ)—ইঁহারা বলেন, বৃন্দাবন হইতে ইঁহাদের মূল—শ্রীবিগ্রহ মদনমোহনজী, (১১) উলসী (নাভারণ ষ্টেশন হইতে একক্রোশ—আসমানপুর, বস্তানগর ও উলসী মঠত্রয় শ্রীবৃন্দাবনের পরমার্থজী মঠের অন্তর্গত; তবে পরমার্থজী মঠ এখন মহান্তহীন, মহান্ত গৃহস্থধর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়), (১২) শ্রীধামবৃন্দাবনে পরমার্থজী মঠ, (১৩) শ্রীক্ষেত্রে লোকনাথের নিকট দুঃখিশ্যাম মঠ, কিছুবৎসর হইল মহান্ত দুঃখিশ্যামজীর ক্ষেত্রপ্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে, (১৪) কটকে গোপালজী মঠ, (১৫) বুন্দেলখণ্ডে অটলবিহারী মঠ, পোষ্ট অফিস—সাগর, জিলা সাগর, শ্রীবিগ্রহ—শ্রীঅটলবিহারী, (১৬) নিমকা থানায়ও একটী নিম্বার্কের মঠ আছে, ফুলেরা জংসন হইতে একটী ব্রাঞ্চ লাইনে নিম্কাথানা ষ্টেশন; জয়পুরের রাজার একহাজার নিম্বার্ক পল্টন ছিলেন—ইঁহারা কেহই গৃহস্থ ছিলেন না, কিন্তু বেতন লইয়া রাজার পল্টনের কার্য্য করতেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী মঠ রহিয়াছে। গোবর্দ্ধনের নিকট নিম্বগ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও আচার্য্যের পাদুকা পূজার ব্যবস্থা আছে। পাঞ্জাবের নিকট 'খাড়া' নামক স্থানেও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচারাদি

(১) কণ্ঠে তুলসীমালা ও ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমিগণের পক্ষেও শিখাসূত্রাদি সংরক্ষণীয়, চতুর্থাশ্রমিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন, দীক্ষাকালে পঞ্চসংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়; (২) চারি আশ্রমীর পক্ষেই কায়মনোবাক্যে জীবহিংসা পরিবর্জ্জনীয়, বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজনই প্রত্যেকের পক্ষে বিধি; (৩) অন্যদেবতা পূজা, অন্য দেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ; (৪) জন্মাষ্টমী, একাদশী, ব্যাসপূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়; (৫) বিদ্ধা একাদশী বা জন্মাষ্টমী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়; (৬) গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ করণীয়, প্রেতশ্রাদ্ধাদিকরণে মহান্ প্রত্যবায়।

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত সিদ্ধান্ত

আচার্য্য নিম্বাদিত্য চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুত্যনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীল সনৎকুমারের উপদেশ একায়ন-শাখার উল্লেখ (৭।১।২), পুরাণাদির পঞ্চম-বেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপা ভগদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১৯-২০।১), ভগবৎ-প্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।১), ভগবানের অন্য-নিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরম-মুক্তগণের নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্‌বিলাস-ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬।২), ভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২), প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশশ্লোকী—যাহা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হয়, তন্মধ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়.—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্র-সাধিতা॥

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তুর উদয় হইতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত-বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত-বাক্য এবং কোন উভয়-নিষ্ঠবাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্রবিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জীব-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২),—এই সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্যে জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ভাষ্য যথা—"অংশাংশি-ভাবাজ্জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোহংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"ত্যাদিভে

ব্যপদেশাৎ; "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা"—ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।" অর্থাৎ সূত্রকার জীব পরমাত্মার অংশাশী ভাব বা ভেদাভেদ ভাব প্রদর্শন করিতেছেন,—জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ'—ঈশ্বর' ও জীব' —উভয়ই অজ এবং নিত্য—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আবার তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্বশাখিগণ দাশ এবং ধূর্ত্তগণকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি করেন, অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ বা অংশাংশিভাব-সম্বন্ধ। দশশ্লোকী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—জীবজ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংপদবাচ্যত্বহেতু-জ্ঞানস্বরূপ, আর চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ—জ্ঞাতা-স্বরূপ। সূর্য্য যেমন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়াও জগৎ-প্রকাশক-স্বরূপ হইয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মযুক্ত। জীব অণু-চৈতন্য—বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন। জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, অণুত্ব প্রযুক্ত জীব মায়িক শরীরের যোগ-বিয়োগযোগ্য। জীব যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত, মুক্তাবস্থায় জীব তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। সেই জীব ত্রিবিধ -(১) মুক্ত, (২) বদ্ধমুক্ত ও (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত, তাঁহারা 'মুক্ত', যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত', আর যাঁহারা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা স্বীকার-পূর্ব্বক মায়াভোগ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বদ্ধ। মুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধজীবগণ আবার অবস্থাভেদে বহুপ্রকার। (১) মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। (২) 'বদ্ধমুক্তগণ পার্ষদ ও সাধকভেদে বিবিধ। (৩) বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। মায়া অনাদি, ভগবদ্বহির্ম্মুখতা প্রযুক্তই জীবের মায়াবন্ধ; সুতরাং একমাত্র ভগবৎ প্রসাদেই জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হন—অন্য উপায়ে অসম্ভব।

জড়-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—জড় বা অচেতন পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়া প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবদিচ্ছাতেই কালের ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন প্রকৃতির অতীত অবস্থায় চিদ্‌দ্রব্যবিশেষ, নিত্য বর্ত্তমান; প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থায়

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানান্তর্ভূত জড়দ্রব্যবিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকার দর্শনই মায়িক কাল। ছায়াধর্ম্মবিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকার-মাত্র। তাহা প্রধান ও অবিদ্যা-ভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদান-ভেদে নানা শব্দবাচ্য। বেদে "অজামেকাং লোহিত-কৃষ্ণশুক্লাং" এই মন্ত্রদ্বারা মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদিতরত্ব-ভেদ দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড়জগৎ এবং বদ্ধ জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন হয়।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। অশেষকল্যাণরাশি ভগবৎ-স্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপে পরম-ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি স্বরূপশক্তি বৃষভানুজার সহিত এবং বৃষভানুজার কায়-ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হইয়া জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত-করাদি রহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার' আকার অপ্রাকৃতকরাদিবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবগণদ্বারা নিত্য বন্দিত।

উপাসনা—অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মা-শিবাদিবন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনায় নিন্দা ও নরক-পাত শ্রুত হয়। উপাসনা বা ভক্তি দুই প্রকার—(১) সাধনরূপী অপরা ভক্তি এবং (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমা ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি-যাজনের দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

"শ্রীনিম্বাদিত্য হইতে নিমায়েৎ সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমায়েৎ সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নাম 'নিমাঞি'। নিমাঞি নামটী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু-গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'নিমানন্দ' আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। যথা তৎকৃত পদ্যে,—

> "ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
> **নিমানন্দাখ্যায়া** যোঽসৌ বিখ্যাত ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত (অ ন্বয়) পরিত্যাগপুর্ব্বক একটী (নব্য) সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'নিমানন্দ' নাম লইয়া 'নিমানন্দ-সম্প্রদায়' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বস্তুতঃ নিমানন্দ-সম্প্রদায় নিমায়েৎ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্।" (সজ্জন-তোষণী ৭ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদের যে পার্থক্য আছে, তাহা আমরা সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের তুলনাকালে পৃথক্ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আরুণি শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী সনৎকুমার শিষ্য নারদের নিকট যে-সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মতানুগত সম্প্রদায় বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এজন্য সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বের নাম এবং প্রচারিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বা তৎপ্রচারিত মতের নাম-গন্ধও নাই। অতএব নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায় কিছু-পূর্ব্বে—কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত, উপাসনাদির সহিত অনেকটা সাম্য হইতে এবং অন্যান্য বিবিধ কারণ হইতে অনেকে এই কথা মনে করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্‌বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের নাম ও সিদ্ধান্ত-সন্দর্ভ ও সম্বাদিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন নামোল্লেখ করেন নাই কেন? ইহারই বা কারণ কি? ইহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে, বোধ হয় 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' রচনার পরে এমন কি, বৃন্দারণ্য-গোবর্দ্ধনাদি স্থান-নিবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিগণের সময়েও বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য যে একজন সুপ্রাচীন সাত্বত দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেও প্রাচীন সাত্বত আচার্য্য শ্রীমন্নিম্বাদিত্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের সনৎকুমারের উপদেশ হইতে সংগ্রহ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু?

আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ বিচারক-ভেদে দ্বিবিধ শ্রেণী

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে গিয়া মোটামুটি দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত করিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপূর্ণ, বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পারা যায় না বিচার করিয়া স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার স্বরূপবিজ্ঞান তাঁহারই অনুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির চেষ্টাকে একটী উপমা-দ্বারা উপমিত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানা-প্রকার কল-কৌশল, অহমিকাময় গবেষণা ও নানাবিধ আরোহ চেষ্টা-দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যেরই স্বাভাবিক আলোকে বাস্তবসূর্য্যকে দর্শন এবং সূর্য্য-সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন।

আধ্যক্ষিক বিচারকের দ্বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ

প্রথমোক্ত আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন।

(১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানে একান্ত বিশ্বাসী

তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্য ও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার আদর্শ-সমূহ থাকিলেও তাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাঁহাদের বিশ্বস্ত অবঞ্চক বন্ধু মনে করিয়া শব্দপ্রমাণকে বঞ্চক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

(২) মুখে শ্রুতি স্বীকার-ছলনা, কার্য্যতঃ শ্রুতিকে ও প্রত্যক্ষ অনুমানের কিঙ্করীতে স্থাপন-চেষ্টা

ইহাদেরই দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ শব্দ বা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণকে মুখে 'বঞ্চক' না বলিলেও এবং তাহাদের সকলের সহিত মৌখিক

অশিষ্টাচার বা অসামাজিকতা প্রদর্শন না করিলেও বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই অবঞ্চক ও একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া অন্তরে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রুতিমাতাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেই শ্রুতিকেই বিশ্বাস (?) করেন—যে-শ্রুতি তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকুরী করিতে পারে। আর যে-শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মূর্ত্তিরূপে চিন্ময় প্রত্যক্ষ অনুমানের ও চাকুরী করিতে পারিল না, সেই শ্রুতির সঙ্গতিতে তাঁহারা গোঁজামিল দিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বিশ্বস্ত আত্মীয় ও প্রামাণিক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অসমোর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমানায় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া কৃষ্ণকে জন্মমরণশীল **ঐতিহাসিক** নায়করূপে দর্শন করেন। যেমন ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত ধাবমান্ অশ্বকে দেখিতে পাইয়া যদি মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবামাত্রই অশ্বের জন্ম এবং দৃষ্টির অন্তরালে গেলেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কয়েক সেকেণ্ডকাল পর্য্যন্ত অশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ইতিহাস কিম্বা যদি কোন অজ্ঞ বালক অরুণোদয়কালে সূর্য্যের আবির্ভাব এবং অস্তকালে সূর্য্যের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অস্তাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের মৃত্যুর ইতিহাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক—যাঁহারা কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক-নায়ক বিচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাক্ষ্যও প্রতারণাময়।

রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত **রূপক** মনে করেন। এই শ্রেণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও স্থূলভাবে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটী

রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন। ইহারা শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরন্তু রাবণের ন্যায় মায়াসীতা হরণের বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত শ্রুতিসতীর প্রতি যথেচ্ছাচারিতা করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন।

অধোক্ষজ লীলাপুরুষোত্তমে রূপকবাদের নিরর্থকত্ব

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে 'মিত্রতা' পাতাইয়া শ্রুতির সহিত ছিনিমিনি খেলিবার ঐরূপ প্রয়াস হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই রূপকবাদে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছাঁচে রূপ দেওয়া ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌগিক বিভূতি ও পরিভাষা-দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যেমন শাস্ত্র-বর্ণিত যমুনা তাহাদের মতে কোন অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু নহে, উহা মানবের দেহান্তর্গত সুষুম্না নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন মাত্র ইত্যাদি। এই রূপকবাদ যৌগিক বিভূতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ত্বের নানাপ্রকার জড়-কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর নিরর্থকতা

দ্বিতীয় শ্রেণীর আধাক্ষিক অর্থাৎ যাঁহারা মৌখিকতায় বা সামাজিকতায় শ্রুতির অতিমাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাহারা মাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও সতীত্বকে তাঁহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নিকট বলিদান করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, তাহারাই আধ্যাত্মিক (নির্ব্বিশেষবাদী)। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণব্রহ্ম বিচার করেন। ইহাদের আধাক্ষিক অধ্যাত্ম-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার মাত্র। অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে! দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, নাম-নামী, রূপ-রূপীতে জড়ভেদের ন্যায় ভেদ আছে। অল্পকথায় ভগবদ্বস্তু অনিত্য ও প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা! ইহাদের আধ্যাত্মিক-জ্ঞান আধাক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি। ইহারা যে মুখে কেবল শ্রুতির সহিত সামাজিকতা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই যে, যখন শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগত শাস্ত্রসমূহ সমস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।" "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং

তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য।" "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"—তখন ইঁহারা শ্রুতির সম্মান আর রক্ষা করিতে পারেন না। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী স্বতন্ত্রা শক্তিকে ইঁহারা অস্বীকার এবং ভগবানের নিত্য তনুতে অনিত্য প্রভৃতির আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির সতীত্ব-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বস্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তাহা ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণার মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অস্বীকার করেন। পূর্ণকৃষ্ণের পূর্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তুসমূহ চরমে অসম্যক্ নির্ব্বিশেষভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে—এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কল্যাণতম রূপের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্যের মুখকে 'অপিহিত' (আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট ও প্রচ্ছন্ন অভিযান মাত্র। কল্যাণতম রূপ-দর্শনের প্রার্থনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটী আবৃত্তিপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তমকে তাঁহার নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃসমূহ নীরজীকৃত করিয়া দর্শন করিতে চাহেন,—

অপিহিত সত্য—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ধারণা কল্যাণতমরূপই—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্ন পাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥ (ঈশোপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—অধোক্ষজ

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনকারী মূল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ **অধোক্ষজ** বিচার আশ্রয় করেন। "অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।"—যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যাহা

জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের বিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। অধোক্ষজ বিচারকগণ এরূপ অক্ষজ-কারাগারে কৃষ্ণকে নিক্ষেপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মপাত বরণ করেন না। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ ভূমিকারূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবতীর্ণ বাসুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে না—তাঁহারই যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জড়মায়ার দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের "বজ্র আটন ভস্কা বাঁধন" বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কপট উপাসক

যাঁহারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতিজ্ঞার কতকটা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আধ্যক্ষিক নায়কগণের শ্রাদ্ধ-ভোজে আকণ্ঠ নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাহাদের আধ্যক্ষিকতার উদ্গার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ সময়েও উপস্থিত হয়। এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষজ ও কার্য্যতঃ আকণ্ঠ আধ্যক্ষিক আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ', গীতার কৃষ্ণ', 'বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ', এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ' মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনঃকল্পনা হইতে প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অধোক্ষজত্বের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধারণা

আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ আধ্যক্ষিকতার আত্মবিক্রয় না করিলেও তাঁহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষত্বের মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দের যাহা মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তি বা একান্ত বিদ্বদ্রূঢ়ি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।"—এই শ্রুতিপর সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ ঐশ্বর্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে-পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল-শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন', তিনিই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষিরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাঁহারা মায়াধীশ—মায়াতীত পরম সত্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পথে

শরতের বৈকাল। মেঘনির্ম্মুক্ত মরিচীমালীর শেষ রশ্মিগুলি গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। অস্তগামিদিবাকরের গৈরিক রাগচ্ছটায় দশদিক একটা সুন্দর স্বচ্ছভাব ধারণ করিল। সহরের নিম্নেই গঙ্গা। আরও কিছুদূর এগিয়ে জানিলাম মণিপুর নামে এই পাড়াটি কথিত। উহারই বিপরীত দিকে অর্থাৎ বড় রাস্তার পশ্চিমদিকে গগণ-চুম্বি এক বিশাল মন্দির এবং পার্শ্বে আরও একটি ছোট্ট মন্দির। প্রবেশদ্বারও সুসজ্জিত—বিক্রমী-সিংহের কবলিত হস্তি সন্ত্রস্তভাবে পলায়মান ভঙ্গীতে অবস্থিত। তোরণের শীর্ষে অসুরকে দলনরত শ্রীনৃসিংহদেব।

প্রবেশদ্বারে ঢুকতে ডানদিকে তথ্যানুসন্ধান ও মুদ্রণালয়-বিভাগ দৃষ্ট হইল; বামে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তার পরই দ্বিতল যাত্রী-নিবাস. একটু এগিয়েই ডানের দিকে গ্রন্থাগার ও প্রকাশনী-বিভাগ। শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহ, মধ্য-প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। এরপর আরও এগিয়ে দেখ্‌লাম অন্য মন্দিরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সমাধি-পীঠে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি।

দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তথ্যানুসন্ধানের নিকট দৃষ্টি পড়ল—অনুসন্ধান অফিস। তাই জানবার আগ্রহে এগিয়ে উপস্থিত স্বামীজীকে নমস্কার জানাই—তিনিও প্রতিনমস্কার জানাইয়া প্রীতিস্বরে জানতে চাহিলেন আমার বার্ত্তা। পরে নানাপ্রসঙ্গে আলোচনান্তে কথা উঠল : তিনি বলিতেছিলেন—"আচ্ছা দেখুন, আমরা পাশ্চাত্য দেশসমূহের নিকট গর্ব্ব করি যে ভারতবর্ষ হইতেই পরমার্থের পূত-মন্দাকিনী-ধারা যুগে যুগে প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। এ যুগেও তাহার প্রত্যয়বায় হইবে না। বরং তাহার বিশেষ বিস্তৃতিই আশা করা যাইতেছে। আমার মনে হয় গৌড়ীয়মঠ এ যুগের পরমার্থধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচার-কেন্দ্র। কিন্তু সাধারণ তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি হিসাবে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব-বোধ বেশ সজাগ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা যেন তারা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না।"

আমি :—দেখুন ভগদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করা সম্পূর্ণ সুকৃতি-সাপেক্ষ। সে সুকৃতি যাহাদের আছে তাঁহারা অবশ্য সর্ব্বদাই গৌড়ীয়মঠের সেবা-লিপ্সু এবং সে-বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ও সচেষ্ট। তবে সাধারণভাবে দেশ-কাল বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, যে-আধুনিক ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষাতে পরমার্থের স্থান নাই! তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে পরমার্থ সম্বন্ধে সত্য ধারণা একরূপ বিলুপ্তপ্রায়। পাশ্চাত্যের সহিত সঙ্ঘর্ষের প্রতিক্রিয়ার ফলে এদেশটা যখন অত্যন্ত অনুকরণশীল হইয়া উঠিল তখন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত প্রোটেস্‌টান্ট্‌ চার্চ্চ-এর অনুকরণে ধর্ম্ম জিনিষটাকে রাজনীতি প্রভৃতির মত, সমাজ-শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা উপায়মাত্র মনে করিয়া সেই ভাবে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দুইটী মূল কথা হচ্ছে individualism এবং humanitarianism. সেই শিক্ষার ফলে দেশে যে দুইটী জাগতিক ধর্ম্মান্দোলন দেখা দিয়েছে তাহা হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ইহারা কিন্তু সতেজ হইয়া উঠিয়াছেন প্রচলিত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়া।

ব্রাহ্মান্দোলন যে একদিন এ'জাতির চিন্তাজগৎকে বিশেষ ভাবেই অধিকার করেছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। ফলে এদেশের মজ্জায় মজ্জায় অষ্টাদশ শতাব্দির হেতুবাদমূলক জড়ীয় পাশ্চাত্য utilita-

rianism এবং pantheism, ঢুকিয়া গিয়াছে। কারণ এই দুইটী মতই হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি। পরে এ দেশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধভাব দেখা দিলে শিক্ষিত সাধারণ-মুখে উক্ত মতগুলির নিন্দা করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা ঐ পন্থী। ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিমানের আবদারে মুখে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকেই পাশ্চাত্যের মানসপুত্র। তাই, যে আন্দোলন pantheistic ভাবে ভাবিত নয় কিম্বা humanitarian বেশে জগতের সামনে উপস্থিত না হয় তাহার মূল্য তথাকথিত সাধারণ শিক্ষিতেরা বুঝিতে পারেন না। অবশ্য এই দুইটী জিনিস এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে চিরদিন প্রচলিত আছে যদিও আকারটা তার আধ্যাত্মিক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—এই দুইটী বিষয়-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

তিনি :—তা'হলে আপনি কি ব'লতে চান যে বাস্তব সত্যের জগতে ওগুলির কোন স্থান নাই।

আমি :—দেখুন পূর্ণ সত্য বস্তুর কোন সীমা নির্দ্দেশ ক'রতে যাওয়া মানে তাঁহাকে অস্বীকার করা। সেই সম্বন্ধে এসব মতের যদি প্রয়োজনীয়তা কিছু থাকে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু কখনও অস্বীকার করেন না। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনাবশে এগুলিকে অমূল্য ব'লে, চালাতে গেলে সত্যের কষ্টি-পাথরে তাহা টেকে কই? আসল কথা মানুষ যদি শুধু humanই হ'ত তা' হ'লে শুধু humanitarian হয়ে ওঠা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হলে কোন ক্ষতি ছিলনা; কিন্তু তার মধ্যে divinity বলে একটা জিনিষও আছে। আর মহাজনেরা বলেন সেইটি হচ্ছে তার স্বরূপ—তার আত্মা। এই বস্তুটীকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করলে তাকে মানুষ নামে অভিহিত করাটা যে বৃথা হ'য়ে যায়। এই কথাই বাস্তব সত্যের উপাসকেরা বলেছেন জগৎকে। তাই যখন নিজের অহঙ্কারের আওতায় দাঁড়িয়ে যে মানুষ জাতীয়তা, আন্তর্জ্জাতীয়তা কিম্বা বিশ্বমানবতা প্রভৃতির নামে "সমস্ত জাতীয়তার" আশ্রয় নিজের আত্মাকে ফাঁকি দিতে চায় তখন আত্মধর্ম্মী ভক্ত জগৎকে বলেন—"সাধু সাবধান"।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ—এই ভাবেই জীবকে ক্ষণিক সাময়িক উত্তেজনায় না ভুলিয়ে নিত্যসত্য বিষয়ে তাহাকে সজাগ করিতে উদ্যোগী। শ্রীভগবানও

একদিন তাঁর ভক্তের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে জগৎকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কুল ও জাতি-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শ্রীঅর্জ্জুন যখন যুদ্ধ হ'তে বিরত হচ্ছিলেন তখন ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে জগৎকে বল্লেন, যদিও "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" তা হলেও তুমি অজ্ঞানেরি প্রশ্রয় দিচ্ছ। কারণ তুমি (অর্থাৎ জগৎ) আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ। "আত্মানং বিদ্ধি"। অদ্বয়-জ্ঞানের উপাসক গৌড়ীয় মঠও তাঁর নিত্য উপাস্যের অনুসরণে জগৎকে এই অমৃতময়ী বাণী শুনাতেই উন্মুখ। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত বধিরতার প্রশ্রয় দিলে নিজেরি দুর্ভাগ্য জ্ঞাপন করা হয়।

তিনি :—কিন্তু এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে শুধু ধর্ম্মের অনুশীলনে কি আমাদের উন্নতি সম্ভব ?

আমি :—দেখুন অধঃপতন জিনিসটা মূলে জাতিগতও নহে, সমাজ-গতও নহে—তাহা আত্মগত। যে জাতিয়তা কিম্বা সামাজিকতা আত্মধর্ম্মের অনুগ না হইয়া তাহার যতটা পরিপন্থী হয়, তাহা তত অধঃপতিত। এ-বিষয়ে আমরা যদি সরল ভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু না হইয়া বিশ্বমানবতা প্রভৃতি কতকগুলি মুখরোচক বুলির পেছনে ছুটি তা' হলে শুধু কল্পনার অনুশীলন বই আর কিছু হবে না। অবশ্য তা'তে মেটে কবিতার আলোচনা হ'তে পারে প্রচুর। আর একটা কথা জানবেন যে, আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধতা আনয়ন করে যাহাতে, তাদৃশী জাতীয়তা কিম্বা সামাজিকতার ধ্বংসই পরিণামে সত্য মঙ্গল আনয়ন করে। শ্রীভগবান্ তাই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সমর-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন ?

তিনি :—তা' হলে আত্মধর্ম্ম বলুতে কি বুঝ্ব ?

আমি :—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতিপৃষ্ঠায় কেবল সেই কথাই প্রচারিত হচ্ছে। তবে আপনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করে আমাকে কীর্ত্তনের সুযোগ-দানে বাধিত ও ধন্য কর্‌লেন। জগতে বস্তুর বিবিধ বিকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই ; যথা,—চিৎ ও জড়। সকল সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনেরা জড়কে অবর বা হীন বলে নির্দ্দেশ করেছেন এবং চিতেরি প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয়েছে। ভগবান্ পূর্ণচিন্ময়বস্তু। তাঁহার দাস অণুচিৎ জীবাত্মাও স্বরূপতঃ চিন্ময়। অতএব জড়ের সেবা কখনও তাঁহার ধর্ম্ম নহে। কারণ সৃষ্টিধারার মূল সূত্র সন্ধান করলে আমরা দেখি যে, ক্রমোন্নতিই তাহার লক্ষণ। জীবাত্মার স্বরূপ এইরূপ ; যথা :—

জ্ঞানস্বরূপং হরেরধীনং শরীর-সংযোগ-বিয়োগ-যোগ্যম।
অণুং হি জীবঃ প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তমনন্তমাহুঃ ॥

'সনাতন' বলিতে আমরা নিত্য বস্তুকেই বুঝি। যে-শাস্ত্র কিম্বা ধর্ম্ম সনাতনত্বের দাবি করেন, তাঁহারা নিত্য বস্তু ও নিত্য ধর্ম্মের অনুশীলন-তৎপর হইবেন। আত্মা নিত্য এবং তাহার একমাত্র শাশ্বত ধর্ম্ম পরমাত্ম-ভগবানের সেবা। ইহাই আত্মধর্ম্ম। ইহার পরিপন্থী যে-কোন ধর্ম্মে জীব নিযুক্ত হয়েন তাহাই অধর্ম্ম বা বিকৃত ধর্ম্ম। এই নিত্য সত্য কথাটী শ্রীগৌড়ীয় মঠ অনুক্ষণ আচার ও প্রচার করছেন।

তিনি :—তাহা হইলে জগতের আপেক্ষিক ধর্ম্মসমূহের স্থান কোথায়? এবং সে-সম্বন্ধে আমাদের কৃত্যই বা কি ?

আমি :—নিত্যবাস্তবের উপাসক শ্রীগৌড়ীয় মঠ কল্পনার প্রশ্রয় কখনও দেন না। ব্যবহারিককে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতের মধ্যে যে কাল্পনিক পার্থক্য মায়াবাদীরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব সে-কথা গৌড়ীয়ের সেবক জানেন। তাই তিনি তথাকথিত ব্যবহারিক জগতকে তাহার সত্য স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণ সত্যের ঐকান্তিক নিষ্কিঞ্চন সেবকের নিকট "আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।" শুদ্ধভক্ত জগতে আসিয়া চৌর্য্যের প্রশ্রয় দেন না। তিনি ভগবানের দুনিয়াকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁ'র সমাজ, জাতি, কুল, মান, জীবন, যৌবন সবই তাঁ'র প্রাণবল্লভের সেবায় উৎসর্গিকৃত জানেন। ইহাই শুদ্ধভক্তির ভিত্তি; যথা—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি বা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।

তবে এই ভাবের কথা আমরা জগতে অনেকের মুখেই শুনিয়া থাকি, যদিও কাজে দেখি ঠিক তার উল্টা ব্যবহার তাই গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য প্রভুরা জীবের প্রতি অসীম করুণা-পরবশ হইয়া ভগবানের জাগতিক সর্ব্ব-বিধ ঐশ্বর্য্য স্বীকারপূর্ব্বক তাহা কি প্রকারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার সুষ্ঠু আচার জগতে প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যবহারে বাহ্যত কতকটা ভোগসাম্য থাকার দরুণ লোকে নিজের মনের মাপকাটিতে সেইরূপ একটা কিছু ধারণা করিয়া বসেন। অন্তর্নিষ্ঠায় যে উহা একেবারে উল্টা তাহা তাঁহাদের পদপ্রান্তে না গেলে কাহারও বুঝিবার

সাধ্য নাই। আজকাল ভাবুকতার খেয়ালে পড়িয়া সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনায় এবং প্রচারে আমরা সেকালের কত না কাল্পনিক গুরুর আশ্রম সৃষ্টি করিতেছি, কিন্তু তাহা সত্য সত্য যে কি বস্তু, তাহা একবার দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করি না। কারণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পদপ্রান্তে যাইতে হইলে যে, দেহ মনের দাম্ভিকতা একটু দমন করিতে হয়।

যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া একটা কথা আমরা শুনিয়াছি, এবং ইহাই যে ভক্তির অনুকূল তাহা যুগে যুগে জগতে সকল আচার্য্যেরাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুক্তবৈরাগ্যের উপরেই যে তাঁহার প্রেমসৌধ স্থাপন করেছিলেন, একথাও সমস্ত গোস্বামিগ্রন্থেই দেখি। আর যুক্তবৈরাগ্য মানব-জীবনে কার্য্যত সম্ভবপর যে একমাত্র ঐকান্তিক গুর্ব্বাশ্রয়েই, তাহাও সকল মহাজনেই আচার ও প্রচারের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, চতুরাশ্রমের যে-কোনটিতে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় যে অপূর্ব্ব আদর্শ, শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রকট করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই দেবতারাও দর্শনলিপ্সু। কিন্তু হায়রে অহমিকার স্বেচ্ছাকৃত দাসত্ব, এ তীর্থপাদাশ্রয় হতেও বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে অনেক বাজে বিকৃত কথা তিনি অসুরজন-মুখে শুনিয়া আসিতেছেন এবং তাহা হইতে শ্রীমঠ সম্বন্ধে মনগড়া রকমের একটা ধারণা এতদিন পোষণ করিতেছিলেন। তবে তিনি বিদ্বান বুদ্ধিমানের মত সে-বিষয়ে একটা বাহ্য নিরপেক্ষতার ভাব পোষণ করিতে চাহেন শুনিয়াছিলাম যে তিনি নাকি অন্তরঙ্গ ভাবে রাগানুগামার্গো একটু ভজন-প্রয়াসী, অতএব সে-দিক্ দিয়াও তিনি যাহা বাহ্যাচার মনে করেন, সে-বিষয়ে একটু নিরপেক্ষতার আদর্শ পোষণ করা প্রয়োজন মনে করেন। বয়সও একটু বেশী হয়েছে। বলিলেন :—দেখুন এ বয়সে ওসব প্রচার-প্রসঙ্গে প্রাণ যেন আর সাড়া দেয় না। এখন কোনরূপে নিরিবিলি ভাবে ভগবানের নাম ক'রে দিন কটা কাটিয়ে দিতে পার্‌লেই হয়।

আমি :—আজ্ঞে সে-কথা শতবার প্রশংসনীয় এবং আপনার ন্যায় ধীরবুদ্ধি লোকেরই উপযুক্ত কথা। যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা নিবেদন করি। অবশ্য আপনি হয়ত সত্যই উপযুক্ত অধিকারী। কিন্তু

আমরা অনেক সময়ে ধৈর্য্যের অভাবেই ক্রম-পন্থা না মানিয়া উচ্চাঙ্গ ভজনের প্রয়াস প্রদর্শন করি, ইহাও ঠিক। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইলেও সত্য সদাজাগ্রত এবং তাহার পন্থাও ক্ষুরের ধারা হইতেও সূক্ষ্ম। ফলে বৃথা প্রয়াসের বিফল উদ্যমে পরিণামে পারমার্থিক বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পতনেরই সম্ভাবনা অধিক। অনধিকার-ভজনের আড়ালে ভোগবুদ্ধিই লুক্কায়িত থাকে। এই ভোগবুদ্ধির প্রশ্রয়ে, কৃত্রিম ভাবকেলির বাড়াবাড়ি যে অধুনা বৈষ্ণব নামে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

তিনি :—কিন্তু উপায় কি ?

আমি :—একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর ঐকান্তিক পদাশ্রয়ে শ্রবণ ও কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনই যে ভজনের প্রধান অঙ্গ, তাহা মহাপ্রভু ও সকল গোস্বামী প্রভুরাই বলিয়াছেন। তাই কীর্ত্তন-মুখে প্রচার বাদ দিয়া অন্তরঙ্গ ভজনের প্রয়াস সব সময়েই বিফল হয় ও নানা অপরাধ প্রসব করে। সাত্বত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে পারমহংস্য, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপৃষ্ঠা হইতে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু পরম করুণ বৈষ্ণব ঠাকুর বহির্ম্মুখ জগতের প্রতি অসীম কৃপা-পরবশে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনার্থও যত্ন করেন এবং মানদ-লীলার দৃষ্টান্তরূপে তিনি কোন আশ্রম ধারণ লীলাও প্রকট করেন।

তিনি :—তাহা হইলে দীক্ষাকালে যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ধারণের দ্বারা সাবিত্র ব্রাহ্মণোচিত বেশের নিয়ম এই ন্যায়ানুসারেই হইয়া থাকে ?

আমি :—হাঁ আপনি কতকটা ঠিক অনুমান করেছেন। তবে এই আচরণ-দ্বারা বৈষ্ণব ঠাকুর জগতে প্রকৃত কৃপা প্রদর্শনই করেছেন ; কিরূপে তাহা বলিতেছি। কলিযুগে যে ভাগবত-কৃপাই একমাত্র নিত্য ও সত্য পথের সম্বল তাহা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব চরণাপরাধী সে-বস্তু হতে স্বভাবতঃই বঞ্চিত। নিত্য কারুণ্যাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরও তাহাই প্রতিজ্ঞা। একালে জগতের কঠিন হৃদয় আশ্রমাভিমানিদিগকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলার অভিনয় করেন যাহাতে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর পায়। আর তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে আজ শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরও শুদ্ধ সাবিত্র ব্রাহ্মণ বেশে জগতে নিজকে প্রকট করিতেছেন যাহাতে সুকৃতিমান বর্ণধর্ম্মী তাঁহার চরণে অপরাধের অবসর না পান। কিন্তু যে পামর চোখ থাকিতেও অন্ধ তাহার এ যুগে মানব-জন্মই বৃথা। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (গভঃ-রেজিষ্টার্ড)
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ ; ইং ১৬।১২।৭৯.

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ২০শে মাঘ, ১৩৮৬ সাল (ইং ৪।২।৮০) সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ২২শে মাঘ (ইং ৬।২।৮০) বুধবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য—২০শে মাঘ, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্ণে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২১শে মাঘ, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২২শে মাঘ, বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৮৬ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।

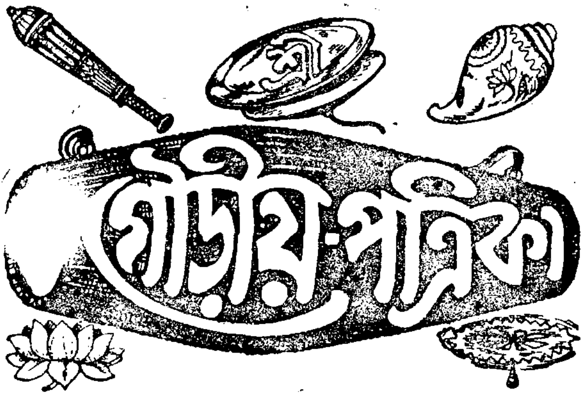

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ — প্রদ্যুম্ন, ১৩ মাধব, ৪৯৩ গৌরাব্দ; মঙ্গলবার, ৩০ পৌষ, ১৩৮৬; ইং ১৫।১।১৯৮০ — ১১শ সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিদ-স্তোত্রম্

(শ্রীমদ্রঘুনাথ-গোস্বামি-বিরচিতম্)

বিশাখাগ্রে রহঃকেলী কথোদ্‌ঘাটক মাধবম্।
তাড়য়ন্তী দ্বিরঞ্জেন সভ্রূভঙ্গেন লীলয়া॥১০৬॥

বিশাখাদেবী তাঁহার সম্মুখে রহঃ কেলী-কথা উদ্‌ঘাটনকারী মাধবকে ভ্রূভঙ্গের সহিত দুইটী পদ্মের দ্বারা লীলায় তাড়না করেন॥১০৬॥

ললিতাদি পুরঃসাক্ষাৎ কৃষ্ণঃসম্ভোগলাঞ্ছনে।
সূচ্যমানে দৃশা দূত্যা স্মিত্বা হুঙ্কুর্ব্বতী রুষা॥১০৭॥

ললিতাদির সম্মুখে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সম্ভোগ-চিহ্নগুলি নয়নরূপ দূতীদ্বারা সূচনা করিলে শ্রীমতী বিশাখা হাস্য করিয়া ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া থাকেন॥১০৭॥

ক্বচিৎ প্রণয়মানেন স্মিতমাবৃত্য মৌনিনী।
ভীত্যা স্মরশরৈর্ভঙ্গ্যালিঙ্গন্তী সস্মিতং হরিম্ ॥১০৮॥

কখনও প্রণয়মানের দ্বারা হাস্যকে গোপনপূর্ব্বক মৌনভাবে কামশরে ভীত হইয়া হাস্য করিতে করিতে শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করেন ॥১০৮॥

কুপিতং কৌতুকৈঃ কৃষ্ণং বিহারে বাঢ়-মৌনিনম্।
কাতরা পরিরভ্যাশু মানয়ন্তী স্মিতাননম্ ॥১০৯॥

বিহারকালে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ মৌনাদি লীলা করিলে কাতরা বিশাখা শীঘ্রই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্যযুক্ত করিতেন ॥১০৯॥

মিথঃ প্রণয়মানেন মৌনিনী মৌনিনং হরিম্।
নির্ম্মৌনা স্মরমিত্রেণ নির্ম্মৌনং বীক্ষ্য সস্মিতা ॥১১০॥

পরস্পর প্রণয়মানে মৌনী হরিকে কামমিত্রদ্বারা মৌনহীন দর্শন করিয়া মৌনিনী বিশাখা মৃদুমন্দ হাস্য করিতে থাকেন ॥১১০॥

ক্বচিৎ পথি মিলচ্চন্দ্রাবলী সম্ভোগদূষণম্।
শ্রুত্বা ক্রূরসখী-বক্ত্রান্মুকুন্দে মানিনী রুষা ॥১১১॥

কোন একদিন পথিমধ্যে খলস্বভাবা সখীর মুখে মিলিত চন্দ্রাবলী সম্ভোগ-হেতু দূষণের কথা শুনে ক্রোধে মুকুন্দের প্রতি বিশাখা মান করেন ॥১১১॥

পাদলাক্ষারসোল্লাসি-শিরস্কং কংসবিদ্বিষম্।
কৃতকাকুশতং সাস্রা পশ্যন্তীষচ্চলদ্ দৃশা ॥১১২

কংসারি কৃষ্ণের মস্তক বিশাখার চরণের অলক্তক রসোল্লাসী ছিল। শ্রীমতী বিশাখা শতশত কাকুবাদ করিতে করিতে ঈষৎ চঞ্চল সাশ্রুনেত্রে তাঁকে দেখিয়া থাকেন ॥১১২॥

ক্বচিৎ কলিন্দজা-তীরে পুষ্পাত্রোটন-খেলয়া।
বিহরন্তী মুকুন্দেন সার্দ্ধমালীকুলাবৃতা ॥১১৩॥

কোন সময় শ্রীমতী বিশাখা যমুনার তীরে পুষ্পচয়ন—ক্রীড়া সখিগণবেষ্টিতা হইয়া মুকুন্দের সহিত বিহার করিতেন ॥১১৩॥

তত্র পুষ্পকৃতে কোপাদ্ ব্রজন্তী প্রেমকারিতাৎ।
ব্যাঘোটিতা মুকুন্দেন স্মিতা ধৃত্বা পটাঞ্চলম্ ॥১১৪॥

সেখানে পুষ্পের জন্য প্রেমঘটিত ক্রোধে চলিয়া যাইবার সময় হাস্যের সহিত মুকুন্দ কর্ত্তৃক বিশাখার বস্ত্রাঞ্চল ধৃত হইলে বিশাখা লুণ্ঠিতা হন ॥১১৪॥

বিহার-শ্রান্তিতঃ কান্তং ললিতাঙ্গস্তমস্তকম্।
বীজয়ন্তী স্বয়ং প্রেম্না কৃষ্ণং রক্তপটাঞ্চলৈঃ ॥১১৫॥

বিহারকালে শ্রান্তিবশতঃ ললিতার দেহে ন্যস্ত-মস্তক কান্ত কৃষ্ণকে রক্ত-বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বিশাখা স্বয়ং বীজন করিতে থাকেন ॥১১৫॥

পুষ্পকলিপত্র-দোলায়াং কলগান কুতূহলৈঃ।
প্রেম্না প্রেষ্ঠসখীবর্গৈর্দোলিতা হরিভূষিতা ॥১১৬॥

পুষ্পরচিত দোলায় মধুর গান-কুতূহলে হরিকর্ত্তৃক ভূষিতা হইয়া বিশাখা প্রেষ্ঠসখীবর্গদ্বারা দোলিতা হইতেছিলেন ॥১১৬॥

কুণ্ড-কুঞ্জাঙ্গনে বল্গু গায়দালীগণান্বিতা।
বীণানন্দিত-গোবিন্দ-দত্ত-চুম্বেন লজ্জিতা ॥১১৭॥

রাধাকুণ্ডের কুঞ্জাঙ্গনে মনোহরা গায়িকা-সখিগণযুক্তা বিশাখা বীণাবাদনে আনন্দিত গোবিন্দদত্ত চুম্বনে লজ্জিতা হয়েন ॥১১৭॥

গোবিন্দবদনাম্ভোজে স্মিত্বা তাম্বুল-বীটিকাম্।
যুঞ্জতীহ মিথো নর্মকেলি-কর্পূরবাসিতাম্ ॥১১৮॥

পরস্পর নর্ম্মকেলিরূপ কর্পূর বাসিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বিশাখা গোবিন্দবদনকমলে তাম্বুল বীটিকা যোজনা করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

গিরীন্দ্রগহ্বরে তল্পে গোবিন্দোরসি সালসম্।
শয়ানা ললিতাবীজ্যমানা স্বীয়-পটাঞ্চলৈঃ ॥১১৯॥

গোবর্দ্ধনগুহায় গোবিন্দবক্ষঃশয্যায় আলস্যভরে শয়ন করিলে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে ললিতা কর্ত্তৃক বিশাখা বীজিতা হন ॥১১৯॥

অপূর্ব্ববন্ধ-গান্ধর্ব্ব-কলয়োন্মাদ্য মাধবম্।
স্মিত্বা হারিত-তদ্বেণহারা স্মেরাবিশাখয়া ॥১২০॥

অপূর্ব্ব রচিত গান্ধর্ব্বগীতকলায় মাধবকে উন্মাদিত করিয়া হাস্যপূর্ব্বক স্মেরমুখী বিশাখা তাঁহার (পণে) পরাজিত বেণু হরণ করিয়াছিলেন ॥১২০॥

(ক্রমশঃ)

গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠকুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্রের পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীনদীয়াচাঁদের আবির্ভাব-ভূমি উখড়া পরগণার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দশক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যে-স্থানে মহাদেব বারুইএর বরোজের নিকট কর্ত্তাভজাদলের আদিগুরু আউলেচাঁদশিশু পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে যাবতীয় ভ্রান্তিময় বিদ্ধ-মতবাদ নিরাস করিয়া জাগতিক জ্ঞানে বিভোর মানব-মতিকে পরমার্থ পথে চালিত এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আনীত বিশুদ্ধ ভক্তি-প্রবাহকে পুনরায় বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য ভক্তিপথের এক দ্রুত-গমনশীল পুরুষ আবিভূর্ত হন।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর-ছন্দের আদিলেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্মস্থান—'উলা' গ্রামের নির্দ্দেশ

তাঁহার আবির্ভাবের কয়েকবর্ষ পরেই **উলানগর** মহামারীতে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ উপলক্ষ করিয়া উলানগরে আবিভূর্ত নিত্যসিদ্ধ সাহিত্যিকবর বঙ্গভাষায় **সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বিজনগ্রাম' নামক একটী মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনা কাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।** এই উলাগ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার মধ্যে। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ মাইল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ লাইনের রাণাঘাট ষ্টেশনের অব্যবহিত পরেই যে **বীরনগর ষ্টেশন** তাহারই নামান্তর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন **উলাগ্রাম**। এই নগরীর যে স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জন্মভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব-গীতি গান করিতেছে।

ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল

সপার্ষদ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভীষণ কলিকল্মষহৃষ্ট জীবের ভোগ-বুদ্ধির বিপরীত প্রগতি-সেবার বিচার উন্মেষণার্থ যে-সময় প্রপঞ্চে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ-ত্রিশত বর্ষ পরে অর্থাৎ **৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৬০ শকাব্দ, ১৮৯৫ সম্বৎ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ও ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এবং বাংলা ১৮ ভাদ্র ত্রয়োদশী তিথিতে** সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত পুরুষরূপে শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের এক পরমপ্রিয় নিজ-জন আবিভূর্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ ও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়

ভুবনমঙ্গল অনন্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম স্বয়ং মহাবদান্য-লীলা বিস্তারের জন্য যে সুবিমলা ভক্তির পথে বিচরণ নিত্য-বিজ্ঞানসম্মত আনন্দলাভের নিদর্শন রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পরস্পর বিবদমান-শক্তিসমূহের বিকাশক্রমে বিমল প্রেমধর্ম্মের সুশীতল-রশ্মি হীনপ্রভ ও মলিনতা জলধিতে আবৃত হইবার আতঙ্ক জগজ্জীবকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল, সেই প্রেম-সূর্য্যাংশুকে সুবিমল-স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে অনাবৃত করিতে তাঁহার নিজ-জন পুরুষোত্তম-সেবাপর পুরুষবর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিষয়ের আশ্রয়বিগ্রহরূপে জগতে সমাগত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসক-কূলে আবির্ভূত হইলেও তাহার উৎসাদন-কল্পেই তাঁহার আবির্ভাব

যখন তিনি আগত হইলেন, লোকে বাহ্যদর্শনে দেখিতে পাইলেন যে, পঞ্চোপাসকের কুলে, পঞ্চোপাসকের গৃহে এক প্রপঞ্চাতীত উপাসক আসিয়াছেন। ভোগ-বিহ্বল দুর্ব্বলপ্রাণ মানব নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক যেরূপ নানাপ্রকার সদসৎ-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বে উদাসীন, শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ ও কৃত্যের আদর্শরূপে কোন ভগবচ্ছক্তি বা ভগবৎ প্রকাশতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইলেই জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি অপধর্ম্মের নিরাসকল্পে ঠাকুরের আবির্ভাব

মানস-চাঞ্চল্য বদ্ধজীবের কৃষ্ণেতর বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছা-চারিতার প্রশ্রয় দেয়। সৎকর্ম্মভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের বহির্ভাগে তাদৃশ যথেচ্ছা-চারিতাপূর্ণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বশৈলে গৌড়াকাশে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত কোন আদর্শ ঋক্ষ উদিত হইতে পারেন না—এরূপ ভ্রান্তির অপনোদন কল্পে—অধন্য দেশকেও ধন্য করিবার নিমিত্ত—অপূত ভূমিকেও পূত করিবার জন্য—অবদ্য কলিকালকেও নিরবদ্য সত্যযুগে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে, জগতের অকল্যাণসমূহ নিরাস করিয়া কল্যাণ আবাহনার্থ গৌড়-শশধর ও তৎ-পারিষদ নক্ষত্র-মণ্ডলীর উদয়-বিষয়ে ঐ ভাগ্যহীন দেশবাসী অযোগ্য, অপুণ্য জনগণেরই অধিক দাবী। তামস-তন্ত্র-প্লাবিত গৌড়দেশে যোগিপাল,

তোগিপালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির ছড়াগানের ঝিল্লিরবে মুখরিত তিমির-রাশিকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীমুখ-গাথার উজ্জ্বল আলোক সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করিয়াছিল। ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ পঞ্চপক্ষিসাধন, পঞ্চদেবাহন প্রভৃতি বিচার-সমূহ যে-দেশে, যে-কালে, যে-সকল কর্ম্মবীর-পাত্রপুঞ্জে প্রবল ছিল, সেই সময়ে, সেই দেশে, সেই সকল পাত্রের নিকট একজন অতিমর্ত্ত্য মূর্ত্তমঙ্গলের আগমন—অহৈতুক দয়াময় ভগবানের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্যে পর শ্রীল ঠাকুরই একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা-সংগোপনের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর নরোত্তম এবং প্রভু শ্যামানন্দ প্রপঞ্চে সেই প্রেম-বারিধারা-বর্ষণের দেবতাত্রয় হইয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের অনাবৃষ্টি-অল্পবৃষ্টি-বশতঃ জীবের হৃদয়-মরু প্রেমাঙ্কুর উদ্ভেদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং কালের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে অন্যাভিলাষী কর্ম্মিকুলের উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আসব সেবা, নৈতিক-উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদযোত্থ চেষ্টা, উৎকট তর্কপিপাসা, অবৈধ-জড়স্নেহোতি-কামনা প্রভৃতি আময়-সমূহের আনুষঙ্গিক ঔষধিস্বরূপ প্রেমার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা সময়োপযোগী বলিয়াই বিচারিত হয়। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দবস্তু পুরুষোত্তম তদানীন্তন প্রপঞ্চে **সচ্চিদানন্দ** সেবকের সেবা-বিধান অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পুনঃ প্রবাহকারী

শ্রীনিবাসাদি ত্রিধারা ব্রজবাসরত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবাস্রোতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অখিলরসামৃত-সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে শুষ্কতা,—নিরল্পতা প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটি অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া **কল্যাণ-কল্পতরুকে** সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। ঘন

তিমিরের মধ্যে উজ্জ্বল তারকাদ্বয় পূর্ণভাবে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। পশ্চিমগগনে সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইলে তারকামণ্ডলী নৈশ-তিমির-অপসারণে দর্শকগণের সাহায্য করে। প্রদোষকালেও কিছুকাল আলোকছায়া পথিকের ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। পুনরায় নিশানাথের আগমনে জীবের চিত্ত আশাভরে উল্লসিত হয়।

কৈবলাদ্বৈতবাদ-বিপথ হইতে উদ্ধারকারী ভক্তিবিনোদ

নিত্য-জীবনের সন্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্মকোলাহলমত্ত জীবগণ শান্তি-পিপাসায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের ঘোরতর তমিস্রে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিপথ—এরূপ সতর্ক করিবার লোকের অভাব হইলে প্রপঞ্চাগত সামাজিকগণ নানাপ্রকার মতবাদে বিপন্ন হন। ক্লেশ-তপ্ত জীব-নিচয় স্বগত সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত মতবাদীর উচ্চকণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া যখন কাল্পনিক শান্তির আকাশ-কুসুমের অনুসন্ধানে কৈবল্যের অনুসন্ধান করেন, তখন নিষ্কপট ভজনশীলের দৈন্যময় ক্ষীণস্বর কেবলাভেদবাদীর তারস্বরের যে অপ্রয়োজনীয়তার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহা কল্যাণকল্পতরুর সুকল্যাণ-ফল লাভের অনুকূল।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কুপথ হইতে একমাত্র রক্ষাকারী ভক্তিপথের প্রদর্শকরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভোগ ও ত্যাগের কণ্টক-ভূমিকায় জীবের সর্ব্বক্ষণ ক্লেশ পাইবার যোগ্যতা আছে। অসতর্ক খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানে অসমর্থ। এজন্য আশ্রয়ানুগত ভক্তির বিচারই আমাদের নিত্য অবলম্বনীয় হওয়া আবশ্যক। আময়োচিত ঔষধরূপে বৃন্দাবনীয় ভক্তিলতা পূর্ব্বশৈলেও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ববোধক উপাস্য-বিগ্রহগণ যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারাই নিরস্তকুহক সত্য-গ্রহণে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইহারই নাম সুকৃতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে সরণীজ্ঞানে যে-সকল পথিক পথহারা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বিপথে গমন করেন, তাঁহাদিগের জন্যই নিষ্কপট পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তদাশ্রিত জনগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া জীবকুলের প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত-পথে যাইবার ভক্তি-সরণী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই পথও দুর্গম-কণ্টকপূর্ণ বলিয়া আতঙ্ক পোষণ করায় জীবন-পথের পথিকগণের স্থানে স্থানে

বিপৎসঙ্কুলতা উপলব্ধি হইয়াছিল। সরল সহজ ভক্তি-সুপথের আশ্রয়ে পরম-লভ্য আনন্দ প্রয়োজন-তত্ত্ব অসমোর্দ্ধত্ব প্রতিপাদন করে, ইহা জানাইবার আদর্শ-জীবনের অভাব ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেইসকল অভাব কি পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন, শুদ্ধজ্ঞানোন্মেষে তাহাই লক্ষিতব্য বিষয়।

ঠাকুর জীবের বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জৈব ও জড়জগতের উদ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎ-সেবাই অভিধেয়, জড়ভোগ-বাসনা উহার অন্তরায়—এই সকল কথা আচার-প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। শান্তি, ভুক্তি ও আনন্দ—পরাশান্তি ও সুষ্ঠু কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত—ইহা জানাইয়া প্রয়োজন-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইতরকথা-কীর্ত্তনকারীব্যক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখাযায় যে, যাঁহারা অমন্দোদয়-দয়ার সন্ধান দিতে পারেন না, তাঁহাদের মহত্ত্বের আশা-ভরসা করা কল্যাণ-কামিগণের আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

ঠাকুরের কৃপা শিক্ষা ও জীবনী—তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবে কীর্ত্তনীয় ও তাহাই আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ যেরূপ কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাদৃশী কৃপার অসমোর্দ্ধতা প্রতিপাদন কল্পে আচার-প্রচার-মূলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কারুণ্য তাঁহার বার্ষিক (তিরোভাব)-আবির্ভাব-কালের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়। শাস্ত্র বলেন,—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বসতি স্থাপনপূর্ব্বক ভুক্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে শ্রবন, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবন, কীর্ত্তন ও স্মরণ-অনুষ্ঠানত্রয়ের ভগবান্ ও তদীয় জনগণকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে পরমগোপ্তা জগন্নাথের অবশ্য নিত্য কৃপাভাজন হইতে পারিব। যিনি আমাদিগকে এই ভবসাগরে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকৈতবে কৃপা বিতরণ করেন, সেই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিতের বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি আমাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারারূপে আমাদিগকে পরিচালনা করুন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত বচন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। (মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব্ব ৫।১২)

[যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিৎ হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত।]

অচিন্ত্য বিষয়ে যুক্তি যোগ করায় অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক এইরূপ দশম স্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৪) তিরস্কৃত হইয়াছে :—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্।

[হে প্রভো, যে-সকল জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথ-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল (ভক্তিশূন্য) জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসার-শূন্য স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।—তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।]

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের প্রকাশক

এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের মূল ; যথা, চরিতামৃতে—

বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থাপনা বা বিচার করিতে গেলে আমরা হয় নাস্তিক, নতুবা অদ্বৈতবাদী হইয়া যাইব। অতএব হে ভক্ত-মণ্ডলি! অপ্রাকৃত তত্ত্বে তর্ক করিবেন না, কেবল নির্ম্মল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হউন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। জীব অপ্রাকৃত, ও অপ্রাকৃত পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য এবং অপ্রাকৃত ধামই জীবের নিজালয়,—এরূপ সিদ্ধান্তকে জ্ঞান বলা যায়।

সংসার হইতে বৈরাগ্যের প্রয়োজন এবং তাহা প্রাপ্তির উপায়

ফলতঃ এই মায়াময় অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবের বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই বৈরাগ্য যে কি-প্রকারে সাধিত হয়, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মূর্খ লোকেরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের অসদ্ব্যবহার করত জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। তাহার ফল এই যে,—কারাগার হইতে অযথাকালে অন্যায়পূর্ব্বক পলায়ন করিতে চাহিলে যেমন পুনর্ধৃত হইয়া গাঢ়ভাবে পুনরাবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতী জীবগণ নানাবিধ কষ্টের সহিত গাঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। পরিত্রাণের ন্যায্য-বিধি আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব হয়? বৈরাগ্য অবলম্বনই ন্যায্য-বিধি,—ইহাতে সন্দেহ নাই।

বৈরাগ্যের প্রকৃত লক্ষণ

যে-সকল দুর্ব্বল পুরুষ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে, তাহারা লোক-সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছি—এরূপ বিশ্বাস করে। ইহাকেও প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, তৃতীয় শ্লোকে বিদুর-বাক্য,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

[প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্ম-নিরত, অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ করেন।]

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায় (৪১ শ্লোকে)—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানাদি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি॥

[হে অনঘ, তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই।]

তথাহি প্রথম স্কন্ধে, চতুর্থ অধ্যায়ে (১২ শ্লোকে)—

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে যং উত্তমঃশ্লোক-পরায়ণা জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্॥

[যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎ-পরায়ণ তাঁহারা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন—স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নহে। তাহা হইলে ঐ রাজা পরীক্ষিৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রজাবর্গের আশ্রয়স্বরূপ স্বীয় দেহ কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?]

নির্জ্জনে একাকী তপস্যা করা—স্বার্থপরতা, বৈষ্ণবতা নহে

সমস্ত জীবের উপকার-রূপ মুখ্যকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে-সকল লোক "একাকী তপস্যা" করিবার জন্য বনে গমন করে, তাহারা স্বার্থপর; অতএব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না,—এইরূপ প্রহ্লাদ নিজে স্তবে কহিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৪৪)—

প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠাঃ।

[হে দেব, নিজ মুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন, (কিন্তু) তাঁহারা পরার্থপর নহেন।]

এই সংসার-তরঙ্গে পতিত হইয়া যে পুরুষ ইহার প্রবাহসকল অকুণ্ঠভাবে সহ্য করত সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করে এবং অহরহঃ সর্ব্ব জীবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ ভগবানের নিকট আবেদন করেন, তিনিই বৈষ্ণব-পদবাচ্য মহাপুরুষ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের যথার্থ বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবতা

আহা! পবিত্র হরিদাসের অননুকরণীয় চরিত্র আলোচনা করিলে কোন্ দুর্ভাগা পুরুষের ভগবদ্ভক্তি উদয় না হয়? তাঁহার স্বজাতীয় পাষণ্ডেরা যৎকালে তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিয়া সজল-নেত্রে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন,—"হে জগদীশ্বর! হে গোপীজনবল্লভ! পীড়নকারী পুরুষেরা আপনার গম্ভীর লীলা অবগত না হইয়া আপনার দাসের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, তাহা আপনি বিশাল কৃপার দ্বারা রক্ষা করুন এবং উহাদের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের উদয় করুন, যাহা হইতে জীব আর অন্য জীবের প্রতি পীড়ন না করে।" আহা! ইহাই যথার্থ বৈরাগ্যের কার্য্য।

বৈরাগ্য দুই প্রকার—(১) লিপ্সার অভাব, আর (২) সংসার বর্জ্জন

পরমারাধ্য মহাপ্রভু বৈরাগ্য-বিষয়ে রামানন্দকে এই প্রকার কহিয়াছেন,—

যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি' বৈরাগী আচরে॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগ্য বলায়।
কেহ বাঘাম্বর পরি' দণ্ডাশ্রমে যায়॥

যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ, আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্ম-দান কর্ত্তব্য-সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥
ত্যাগ-শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ-শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি' কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
'ত্যাগ'-শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
'লিপ্সার অভাব', আর 'সংসার-বর্জ্জন'॥
লিপ্সা-হীন হওয়া, জান, হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জ্ঞান ভক্তবর॥

শুষ্ক-বৈরাগ্য নিরস, সুতরাং বৈষ্ণবতার হানিকারক

সংসার বিরক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য হয় সত্য কিন্তু কেবলমাত্র বিরক্তিকে **শুষ্ক বৈরাগ্য** কহা যায়। সংসারে বিরক্তি হইয়া যদি কোন পুরুষের সর্ব্বভূতে দয়া এবং 'কৃষ্ণে নির্ম্মল প্রেমভক্তি' উদয় না হয়, তবে সে বৈরাগ্যে কিছুমাত্র রস নাই। এই বিষয়টীতে অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাধন-কুশল হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া দূরে থাকুক, তাহাদের যে কিসে মঙ্গল হইবে, এইরূপ কোন প্রকার চিন্তা করেন না। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতার বিশেষ ক্ষতি হয়, স্বীকার করিতে হইবে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তোত্রে,—

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈরারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥
(ভাঃ ৩।৯।১২)

[হে প্রভো! আপনি নিখিল প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল বলিয়া আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হও, কিন্তু সকাম দেবগণ নানাবিধ উপচার দ্বারা উপাসনা করিয়াও আপনার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না।]

এই ব্রহ্মবাক্য অতিশয় গম্ভীর। সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্ব ইহাতে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সম্যক্ ভাষ্য হইলে আমাদের অদ্যকার প্রয়োজন

সফল হইবে। অতএব মহাশয়েরা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করত বিচার করুন। এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, অসল্লোক-কর্ত্তৃক অপ্রাপ্য অর্থাৎ সৎলভ্য যে সর্ব্বভূতে দয়া তদ্দ্বারা আরাধিত হইলে ভগবান্ যতদূর প্রসন্ন হন, স্বার্থপর হইয়া উপচিত উপচারের দ্বারা সুরগণেরাও তাঁহার যে আরাধনা করেন তদ্দ্বারা ততদূর প্রসন্ন হয়েন না; যেহেতু প্রচ্ছন্নভাবে ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত করেন।

ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কামনাই কপটতা বা ভণ্ডতা

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির যে কামনা, তাহাকে এই শ্লোকে কাম বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কাম যাহার হৃদয়ে বদ্ধ আছে, তিনি যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কেহ হন, তথাপি তিনি উপচিত উপচারের দ্বারা ভগবান্‌কে ততদূর প্রসন্ন করিতে পারেন না। ভণ্ডভাবে যদিও উপচিত উপচার ভগবান্‌কে অর্পণ করা যায়, তাহাতে তো কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই নাই; ইহা নিশ্চয় আছে, যেহেতু ভগবান্ অন্তর্য্যামী, অতএব বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি বিচার করেন না অর্থাৎ সাধকের অন্তর্বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ ভণ্ডতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সরলতা অবলম্বন করত পূর্ব্বোক্ত কোন পুরুষ ভগবান্‌কে উপচিত উপচারের দ্বারা আরাধনা করেন, তথাপি ভগবান্ ততদূর প্রসন্ন হয়েন না। **'আরাধনা' শব্দ অন্তর্বৃত্তিবাচক এবং বাহ্য নিষেধক।** অতএব 'আরাধনা' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভণ্ডতার প্রতিষেধ হইয়াছে।

"নাতিপ্রসীদতি"-বাক্যের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ ভক্ত সকাম হইলে কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করেন

'অতিশয় প্রসন্ন হন না' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সকাম হইয়া ভজনা করিলেও ভগবান্ প্রসন্ন হন অর্থাৎ কামনার ফলমাত্র দেন এবং কখন কখন বৈরাগ্যের উদয় করান। যথা—

অকামঃ সর্ব্ব-কামো বা মোক্ষ-কামো উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন]।

কিন্তু সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ার দ্বারা যে ভগবদারাধনা তাহাতে যতদূর তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয়, কামনাপ্রযুক্ত ততদূর হয় না। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম হইয়া যে-সকল জীব ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের আরাধনা সমাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতীক্ষা থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য পুনরাবৃত্তি ঘটনীয়, ইহাই জ্ঞাতব্য। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ন্যায় ভক্তিযোগ কদাচ বৃথা হয় না, অতএব স্বার্থযুক্ত ভক্তিযোগের পরিণামে নিঃস্বার্থ সর্ব্বভূত-দয়া উদয় হয়। **স্বার্থভক্তি ভক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ,** অতএব কালক্রমে ঐ পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং পরম-প্রেমরূপ ফলের জনক হয়। স্বার্থভক্তি সঙ্কীর্ণ, অতএব ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, তখন সর্ব্বভূত দয়ারূপ ভক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন কামনা করেন, তখন পরমেশ্বর তাহাকে মূর্খ জানিয়া স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদানের দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা দূর করেন।

সর্ব্বভূতে দয়াই ভক্তির লক্ষণ

সর্ব্বভূতে দয়ারূপী ভক্তিই জীবের স্বভাব; অতএব বৈরাগী পুরুষদিগের তাহাই প্রাপ্য। পরমেশ্বরে যতদূর দৃঢ়ভক্তির উদয় হয়, ততই জীবের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াই এই ভক্তির লক্ষণ। জীব কি-জন্য অন্য জীবের প্রতি দয়া করেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে কৃষ্ণভক্তিই ইহার হেতু এরূপ বোধ হয়। সমস্ত জীবের সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর লক্ষিত হন, অতএব তাঁহার প্রিয় জীবসকলের প্রতি আমাদের একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেমত কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের স্বভাব, তদ্রূপ কৃষ্ণের জীবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃবৎ সখ্যও আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য। অতএব **অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণ-চিন্তা ও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া আমরা যে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকি, তাহা অসম্পূর্ণ।**

বিষয়-রোগগ্রস্ত গৃহব্রত-সকল প্রকৃত বিরক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি অযথা অন্যায় ব্যবহার করিলেও তাঁহারা বিষয়-রোগীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগরূপ দয়া বিতরণে কুণ্ঠিত নহেন

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈরাগ্য-ধর্ম্মের কি-প্রকার ঐক্য হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। হে সাধুমণ্ডলী! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জগতে যত জীব আছে ঐ সকলের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করা ও তদ্বিষ বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবের মঙ্গলসাধন যদি আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হয়, তবে আমরা কি-প্রকারে সংসার হইতে দূরে থাকিতে পারি? ত্রিতাপে

তাপিত জীবগণ বনমধ্যে মুনিদিগের নিকট ঔষধি অন্বেষণ করিতে যান না যেহেতু তাঁহারা (তাপিত জীবগণ) যে রোগগ্রস্ত, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারাই সুস্থ অন্তঃকরণে গৃহমেধ-যাগ করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন এবং যে-সকল ব্যক্তির বৈরাগ্যযোগে তাঁহাদিগকে দুঃখী করেন, তাঁহারাই কোন বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই রোগ-বিশেষ। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই পাষণ্ডতা এবং ইন্দ্রিয়সুখই কার্য্য। যেমত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি শীতল জলকে সমাদর করিয়া অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়ী মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করত বাসনারূপ রোগের বৃদ্ধি করেন। বাতুলেরা যেরূপ সুস্থ অন্তঃকরণের লোকদিগের অবস্থায় দুঃখীত হয়, সংসারী পুরুষও বৈরাগী দৃষ্টে দুঃখীত হইয়া থাকেন। মদ্যপান করিয়া যে-সকল ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহারা যেমত মদ্যবিরত পুরুষদিগকে দুর্ভাগা জ্ঞান করে, সংসার-মধ্যে মুগ্ধ হইয়া অবিবেকী পুরুষেরাও তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষদিগের বৈরাগ্যকে দুঃখের কারণ জানিয়া ভাবিত হয়। হায়! এ' সমস্ত নির্ব্বোধ লোকের উপায় কি? যখন ইহারা নিজ রোগকে জানিতে পারে না, তখন তাহাদের শান্তি কিরূপে হইবে? আহা! কোন্ সহৃদয় বিবেকী পুরুষ ইহাদের অবস্থার পর্য্যালোচনা করত দুঃখ-সাগরে পতিত না হন? মহাত্মা ভাগবতসকল যদি ঐ সকল লোকের প্রতি কৃপা না করেন, তবে উহাদের আর ভরসা নাই। অন্যান্য লোকের কষ্ট স্বীকার করত বাতুলের ঔষধ বিধান না করিলে আর উপায় কি? বাতুলেরা যদিও উপকারীদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি হরিদাস কদাচও জগাই-মাধাইকে হরিনামামৃত পান করাইতে বিরত হইবেন না। **হে বৈষ্ণবগণ! যদিও অবিবেকী পুরুষেরা আপনাদিগকে কটুবাক্য কহে এবং সময় সময় মারিতে উদ্যত হয় তথাপি আপনারা স্বীয় কার্য্য হইতে বিচলিত হইবেন না।** সন্তানের যদি কোন অঙ্গে ক্ষত হয় এবং ঐ অঙ্গ ছেদন করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে ঐ বালকটী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটু-বাক্যাদি-দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা করিলেও দয়ালু পিতা কদাচ তাহার ইষ্টসাধনে বিমুখ হইবেন না। কৃষ্ণদাসেরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ কোন-প্রকারে নিরস্ত হইবেন না। (ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌরজন-মহিমা

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪।২২)

মর্ম্মানুবাদ

ধর্ম্ম আচরণ, শ্রীবিষ্ণু-পূজন,
এবং তীর্থ পর্য্যটন।
অনেক যাজন, বেদ-বিচারণ,
করে যদি কোনজন॥
পাবে না কখন, কদাপি সে-জন,
বেদের দুষ্প্রাপ্য ধনে।
শ্রীগৌর-ভকত, তাঁর প্রিয় যত,
চরণ-সেবন বিনে॥
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি, নাহি হয় মতি,
(তাই) ভকত চরণে আশ।
লইতে ভকতি, মাগে মূঢ়মতি,
সতত 'শ্রীগুরু'-পাশ॥

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী—
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাস

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীগণ যথাক্রমে বিষয়-বাসনা, মুক্তি ও সিদ্ধির আশায় শ্রীভগবানের পূজা করেন, আর ভক্ত কেবলমাত্র সেবা ও ভক্তির জন্যই ভগবানের ভজন-পূজন করিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ পথ ধরিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ ফল পাইয়া থাকেন। পথের প্রভেদ অনুসারে ফলের প্রভেদ হওয়ায় সকল ধর্ম্মের উপাসনাই সমান হইতে পারে না। জনগণের আপাত বহির্ম্মুখ মনোবৃত্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়া বহির্ম্মুখ সমন্বয়বাদীগণ খই-মিশ্রি এক করার মত আত্মধর্ম্মকে এক করিয়া থাকেন। সাধু ও চোর, পতিব্রতা ও বারাঙ্গনা প্রভৃতির মতাদর্শ যেমন সমান হইতে পারে না, তদ্রূপ মায়াবাদ প্রভৃতির মতাদর্শের সহিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত সমান হইতে পারে না। এখানে মুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া প্রভু তথাকথিত সমন্বয়বাদীগণকে শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে জানাইলেন,—

প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥
খড় লয়, জাঠি লয়, পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
এ খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভু এস্থলে মুকুন্দের প্রসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদীগণকে "খড় জাঠিয়া বেটা" বলিয়া উল্লেখ করিলেন। মুকুন্দ যখন যে-সম্প্রদায়ে যান, তখন সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষাই মান্য করিয়া থাকেন। তিনি কখনও ভক্তির আশ্রয় করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করেন, আবার কখনও অভক্তিপর মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া ভক্তি অপেক্ষা মায়াবাদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিকে জাঠি বা যষ্ঠি-দ্বারা প্রহার করেন। তাই মুকুন্দের ভক্তি-স্থানে অপরাধ হওয়ায় প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিতে নারাজ হইলেন। গোঁজামিলকারী সমন্বয়বাদীগণ 'সব সমান' বলিতে গিয়া ভক্তি ও অভক্তিকে এক করিয়া ফেলেন।

মুকুন্দ স্বীয় ইষ্টদেব গৌরহরির দর্শন পাইবেন না শুনিয়া দুঃখিত অন্তরে মনে মনে ভাবিলেন,—'আমার পূর্ব্বগুরুর উপরোধে ভক্তিস্থানে অপরাধ করিয়া এইরূপ সমন্বয়বাদ মান্য করায় ভগবান্ গৌরহরি তাহা জানিতে পারিয়াই আমাকে দর্শনে বঞ্চিত করিলেন। প্রভুর চরণে অপরাধী এই শরীর আর রাখিব না।' মুকুন্দ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলেন,—হায় 'শ্রীপাদ' আর আমি কি কখনও প্রভুর দর্শন পাইব না',—এই বলিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। মুকুন্দের ক্রন্দনে ভাগবতগণও ক্রন্দন করিতে থাগিলেন। এতক্ষণে প্রভু গৌরহরি মুকুন্দের অনুশোচনা ও কাতরতায় তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন,—"আর কোটী জন্ম পরে মুকুন্দ আমার নিশ্চয় দর্শন পাইবে।" প্রভুর শ্রীচরণকমল দর্শন পাইবেন শুনিয়া মুকুন্দ পরানন্দ-সুখে 'পাইব পাইব' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকিলেন। মুকুন্দের এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য দর্শনে প্রভু আনন্দিত হইয়া মুকুন্দের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইলেন এবং মুকুন্দকে তাঁহার সন্নিকটে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ মুকুন্দকে ধরাধরি করিয়া আনিলে মুকুন্দ স্বীয় প্রভুকে দর্শনমাত্রেই ঢলিয়া পড়িলেন।

প্রভু কহিলেন,—"মুকুন্দ, তুমি গাত্রোত্থান কর। তুমি বর্ত্তমানে ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে সমন্বয়বাদরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াছ। এমতে তোমার সঙ্গ-দোষসকল ক্ষয় হইল এবং তুমি সর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছ। কোটী জন্ম পরে তুমি আমাকে পাইবে শুনিয়া আমার বাক্য অব্যর্থ ভাবিয়া তুমি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে থাকায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার প্রিয় কীর্ত্তনীয়া হওয়ায় আমি ঐরূপ পরিহাস-বাক্য বলিয়াছিলাম। তুমি আমার প্রিয় দাস, তোমার শরীর অপ্রাকৃত ভক্তিময়।" প্রভুর নিকট এইরূপ আশ্বাস শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ মহানন্দে বাহু তুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নৃত্য করিতে থাকিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রভু আরও জানাইলেন,—

"ভক্তি-শূন্য জনে মুক্তি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥"—(চৈঃ ভাঃ)

অবশেষে মুকুন্দকে প্রভু তাঁহার একান্ত বল্লভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া যেখানে যেখানে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, সেখানে সেখানে মুকুন্দও তাঁহার কীর্ত্তনীয়া হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। প্রভুর অনুরূপ বর প্রদানে ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন।

গোঁজামিলকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদীগণ ভগবৎকৃপা (Divine grace) হইতে বঞ্চিত থাকেন। অনুরূপ সমন্বয়ের কথা শ্রীগৌরহরির ধর্ম্মের প্রচার্য্য বিষয় নহে। সমন্বয় অর্থে সম্যক্ অন্বয় বুঝাইলে কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াপদের পরস্পর সঙ্গতি রাখাই যুক্তিযুক্ত এবং তাহাতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় না। আর গোঁজামিলে কর্ত্তার স্থানে অন্য কোন পদের অপপ্রয়োগ করিলে পরস্পর সঙ্গতি না থাকায় তাহাতে সমন্বয় শব্দের ব্যভিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু যথাযোগ্য বিচারপূর্ব্বক যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত হইলে তাহাতে বিরোধ না হইয়া প্রকৃত সমন্বয় সাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে চিদ্‌সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সকল সাধনের মধ্যে যাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্ণীত তাহাই গ্রহণীয়। ভক্ত মুকুন্দ ভক্তি-বিরোধী কথায় সম্মতি দেওয়ায় তথাকথিত সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ায় প্রভু কর্ত্তৃক বাক্য-দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ

প্রভু শ্রীল গৌরহরি নবদ্বীপধামে নানাবিধ লীলা করিতে করিতে একদিন ভোগপর কর্ম্মজড়বাদী, স্মার্ত্ত, সমন্বয়পন্থী, নাস্তিক প্রভৃতি জনগণের উদ্ধারকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে পার্ষদগণের সমক্ষে বলিলেন,—

"করিলুঁ পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥
বলি' অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব্ব-লোকনাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত'॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর উক্ত হতাশা-ব্যঞ্জক হেঁয়ালী কথার ভাবার্থে সন্ন্যাস গ্রহণের আন্তরিক ইচ্ছা তৎস্থলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেবলমাত্র নিত্যানন্দ-প্রভু বুঝিতে পারিলেন ও দুঃখে অভিভূত হইলেন। প্রভু গৌরহরি

নিত্যানন্দকে নিভৃতস্থানে ডাকিয়া জানাইলেন,—'আমি জগৎ উদ্ধারার্থে অবতীর্ণ হইলেও আমি এক্ষণে গৃহস্থ থাকায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। আমি শিখা-সূত্র ও মস্তক মুণ্ডাইয়া সন্ন্যাস লইলে নিখিল জীব সমুদয় আমাকে সন্ন্যাসীজ্ঞানে প্রণত হইলে তাহাদের মঙ্গল হইবে।' প্রভুর মুখে সন্ন্যাস লইবার সরাসরি সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু আরও দুঃখিত হইলেন ও গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—'প্রভু, আপনি সর্ব্বলোকনাথ, যাহা ভাল হয় করুন।' নিত্যানন্দের এই কথায় প্রভু গৌরহরি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর স্বরূপদামোদর, গদাধর প্রভৃতি আপ্ত ভক্তবৃন্দের নিকট প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। প্রভুর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ভক্তগণ কঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রভু তখন নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—

"লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর' নাশ॥"—(চৈঃ ভাঃ)

সকল ভক্তগণকে একে একে প্রভু আলিঙ্গন করিয়া গৃহে গমন করিলেন। প্রভুর মাতাঠাকুরাণী শচীদেবী প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সংজ্ঞা পাইয়া শচীমাতা আঁখি-ধারায় ভাসিতে ভাসিতে গৌরহরিকে কহিলেন,—'বাছা, তোমার অগ্রজ বিশ্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তোমার পিতৃদেবও নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তুমি আমাকে এইরূপ সন্তপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া যাইও না। যদি ধর্ম্ম বুঝাইতেই নৃলোকে আসিয়াছ, তবে এই জননীকে ছাড়িয়া তুমি কেমন করিয়া ধর্ম্ম বুঝাইবে?" সন্তপ্ত জননীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে গৌরহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন,—"মাতঃ, তুমি পূর্ব্বে অদিতি, দেবহূতি, দেবকীরূপে পৃথিবীতে আসিলে আমিও সেইসময় তোমার ক্রোড়ে যথাক্রমে বামন, কপিল ও বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। এইমত তুমি জন্মে জন্মে আমার জননী হইয়াছ। তুমি মনোদুঃখ করিও না।" ইহাতে শচীদেবী কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

অতঃপর প্রভু সন্ন্যাসের জন্য গৃহত্যাগের সঙ্কল্প সম্পর্কে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ গোসাঞিকে ডাকিয়া কহিলেন,—"আমি কাটোয়া নগরে শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দকে এই সংবাদ জানাইও।" ক্রমে উক্ত

ভক্তগণ প্রভুর এই সঙ্কল্প জ্ঞাত হইলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিবসে প্রভু ভক্তদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকয়ে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তগণ প্রভুর উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া চলিয়া গেলে প্রভু নৈশ-ভোজনপূর্ব্বক শয়ন-গৃহে গমন করিলেন। মাত্র চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে জননীকে প্রবোধিয়া পদধূলি গ্রহণান্তে গৃহত্যাগ করিলেন।

প্রভু মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে কাটোয়া নগরে আসিয়া শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ গঙ্গা-পার হইয়া কাটোয়ায় প্রভু গৌরহরির পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। প্রভু গৌরহরি ভক্তবৃন্দসহ ভাবাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তাঁহার প্রেমভক্তি দর্শনে কেশব ভারতী আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—

"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগদ্গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥
তবে তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত-কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

প্রভু গৌরহরি শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক যাবতীয় সন্ন্যাসের সজ্জা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিত হইল। নাপিত তখন শ্রীগৌরহরির মস্তক মুণ্ডন করিতে বসিয়া গৌরহরির অপূর্ব্ব লাবণ্য দর্শনে প্রেম-বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইলে গৌরহরি সন্ন্যাসের স্থানে বসিয়া গত রাত্রে তাঁহার স্বপ্নে প্রাপ্ত সন্ন্যাসের মন্ত্র কেশব ভারতীর কর্ণে কহিয়া তাহা সন্ন্যাসের মন্ত্র কিনা বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

এইভাবে গৌরহরি লোকচক্ষে কেশব ভারতীকে গুরুরূপে বরণ করিলেও ছলে নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দিলেন।

"ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল॥"—(চৈঃ ভাঃ)

এইবার কেশব ভারতী শ্রীগৌরহরির প্রদত্ত মন্ত্রই তাঁহার কর্ণে দিয়া সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। এই সময় নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ সম্পর্কে চিন্তা করিবার কালে শুদ্ধা-সরস্বতীর কৃপায় ভারতীর কণ্ঠ হইতে "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম স্ফুরিত হইল এবং গৌরহরির বক্ষে হস্ত দিয়া কহিলেন,—

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইল ধন্য॥"—(চৈঃ ভাঃ)

তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ভক্তগণ 'জয় গৌরহরি' 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেশব ভারতীকে সর্ব্বভক্তগণ প্রণাম জানাইলেন। শ্রীগৌরহরিও গুরু কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকেশব ভারতী প্রেমোন্মাদে মাতিয়া উঠিলেন; যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত-বাণী—

"পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি'।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি'॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্বগণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরমসুখে গায় সব ভৃত্য॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বভক্তগণের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দেরও প্রভু বলিয়া সকলের নিকট মহাপ্রভু নামে খ্যাত হইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশের পর প্রভু ভাবাবেশে কাটোয়ায় কয়েক-দিন অবস্থানপূর্ব্বক বৃন্দাবন অভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পথ-মধ্যে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।২৩।৫৭) ত্রিদণ্ডীভিক্ষু সম্পর্কে শ্লোক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, যথা—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি ভিক্ষুকের উক্ত বচনের যথার্থ্যত প্রসঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরহরি আরও কহিলেন,—

"প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥"—(চৈঃ চঃ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই সর্ব্বকালে চতুর্থাশ্রম রূপে গ্রহণযোগ্য বিধায় শাস্ত্রাদিতে প্রশংসিত হইয়াছে। কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস বা সোঽহং প্রমুখ চিন্তাধারাপুষ্ট একদণ্ড সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ জানাইয়াছেন। স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

"শিখী যজ্ঞোপবীতি স্যাৎ ত্রিদণ্ডীসকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥"

অর্থাৎ, "ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য প্রেমোন্মাদে আবিষ্ট হইলেন এবং দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবন না যাইয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত-আলয় অভিমুখে গমন করিলেন।

ছত্রভোগ গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খানের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক রামচন্দ্র খানকে অবিদ্যা-বন্ধন হইতে উদ্ধার ও সেবা-সুকৃতি প্রদান

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলে তথায় শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটিয়া

পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আলয়ে শচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। মাতৃদেবীর সন্তুষ্টির জন্য প্রভু তখন মাতার ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মাতৃ-আজ্ঞামত নীলাচল যাইতে মনস্থ করিলেন। সেখানে কয়েকদিন কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিয়া জননীকে প্রবোধ দিয়া ও ভক্তগণকে আলিঙ্গন দিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ সহ নীলাচল অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে বারুইপুরের নিকটস্থ আটিসারাগ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে সারারাত্রিব্যাপি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মত্ত থাকিয়া অনন্তের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি দান-পূর্ব্বক জাহ্নবীর কুলে কুলে খড়দহ, পাণিহাটি প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রান্তে ছত্রভোগ গ্রামে উপনীত হইলেন। সেই ছত্রভোগে পুরাকালে ভগীরথ কর্ত্তৃক সগররাজার বংশধরদের উদ্ধারার্থে গঙ্গা আনিত হইলে গঙ্গানুরাগে মহাদেব বিহ্বল হইয়া গঙ্গায় পড়িয়া জলরূপে গঙ্গাদেবীর সাথে মিলিত হওয়ায় সেইস্থান 'অম্বুলিঙ্গঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ছত্র-ভোগস্থিত সেই মহাতীর্থ অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গিয়া মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া নিত্যানন্দ সহ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্নান সমাপন করিলেন। মহাপ্রভু তথাকার শতমুখী ধারায় প্রবাহিতা গঙ্গারকুলে উঠিয়া 'হরি' 'হরি' বলিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক প্রেমানন্দে অঝোর ধারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে সেই 'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' 'বড়াশী' গ্রাম নামে পরিচিত এবং সে-স্থানে গঙ্গাদেবী শুষ্ক হইয়া পুষ্করিণী প্রায় শোভমান। তখনকার সেই ছত্রভোগ গ্রামের জমিদার রামচন্দ্রখান দৈবক্রমে দোলায় চড়িয়া যাইতে যাইতে তথায় মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন। এদিকে প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া প্রেমানন্দে 'হা জগন্নাথ প্রভু' বলিয়া নয়নের জলে ভাসিয়া টলিয়া টলিয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর এই আর্ত্তি দর্শনে রামচন্দ্রখানের অন্তর বিদীর্ণ হইল এবং ভূমিতলে পতিত হইয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বাহ্যদশা পাইয়া দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী রামচন্দ্রখানের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া খানকে কহিলেন,—'বড় ভালই হইল; যাহাতে নীলাচলে সত্বর পৌঁছিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।' বিষয়ী হইলেও মহাভাগ্যবান্ সজ্জন রামচন্দ্রখান প্রভুর আদেশ পালনে সানন্দে সম্মতি জানাইলেন ও বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন,—'প্রভু আমাকে আপনার ভৃত্য-জ্ঞানে অদ্য এখানে কৃপাপূর্ব্বক সশিষ্য ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন। নীলাচল যাইবার পথে অনেক বিপদ থাকিলেও আম

রাত্রে অবশ্যই পার করিয়া দিব।' অনন্তর প্রভু হৃষ্টমনে রামচন্দ্রখানের ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শুভদৃষ্টিপাত দ্বারা সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। প্রভু সেখানে ভক্তগণ সাথে নৃত্য-কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিয়া রাত্রির তৃতীয় প্রহরে রামচন্দ্রখানের প্রেরিত নৌকায় চড়িয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছত্রভোগে মহাপ্রভু শুভবিজয় করায় ছত্রভোগ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২১ পৃষ্ঠার পর)

মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম তীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি, করিলা বিশ্রাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায়, সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ, ১৭শ পঃ)

আমরা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অনুগমনে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শুভারম্ভে শ্রীমথুরা-নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মথুরা-নগরীর রাজপথের দুইপার্শ্ব হইতে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া নানাভাবে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পরিক্রমার প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের আনুগত্যে মথুরার ঘাটের দর্শন ও বন্দনাদি করেন। বিশ্রাম ঘাটের উত্তর দিকের বারটী ঘাটকে 'উত্তরকোট' এবং ক্ষিণদিকের বারটী ঘাটকে 'দক্ষিণকোট' বলে।

বিশ্রাম ঘাট বা অবিমুক্ত ঘাট—কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ যেস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। অবিমুক্ত তীর্থ হইতে গমন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন। কোটিতীর্থ বা বোধি-তীর্থ—এইস্থানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে কোটিতীর্থ 'রাবণকুঠি' বলিয়া

উল্লিখিত হয়। বিশ্রাম ঘাটে—যমুনাদেবীর মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যমুনাদেবীর আরতি দর্শনে বহুলোকের সমাগম হয় ও যমুনা নদীতে প্রদীপ-দান ও সকালবেলা যমুনাদেবীকে দুগ্ধ প্রদানেরও প্রথা আছে। এস্থলে বলরাম ও কৃষ্ণের এবং শ্রীনন্দ ও যশোদা মায়ের মন্দির রহিয়াছে।

বিশ্রামতীর্থ বা বিশ্রাম ঘাটের পর নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন ও পরিক্রমণ করা হইয়াছিল।

প্রয়াগ ঘাটে বেণীমাধব, শ্রীবলভদ্র, শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ ও তিন্দুক ঘাট। (এই ঘাটে বাঙ্গালীরা আসিয়া স্নান করিতেন বলিয়া ইহা 'বাঙ্গালী ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ)।

সূর্য্যঘাট, **ধ্রুবঘাট**—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবের তপস্যার স্থান। **ধ্রুবটীলা** সপ্তমবর্ষীয় বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

কংস বধের পর কৃষ্ণ বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্রাম ঘাট নামে পরিচিত; মন্দিরে কুব্জা, কৃষ্ণ ও রাধারাণী বিদ্যমান। বিশ্রাম ঘাটের নিকট **দীর্ঘ বিষ্ণু মন্দির**। দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসের চানুর এবং মুষ্টিক মল্লের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকট করিয়া অক্রূরকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। **আদি বরাহদেব** চতুর্ভুজ বরাহবদন শ্রীবিগ্রহ। **শ্বেতবরাহ** আদি বরাহ মন্দিরের অল্প দূরেই শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীবরাহমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীবলরাম (দাউজী) মন্দির। শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির—মথুরার প্রসিদ্ধ মন্দির। শ্রীবল্লভভট্ট সম্প্রদায়ের পরিচালিত নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া দর্শনলাভ অসম্ভব।

শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল, শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

হে শম্ভো! মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। লোকে তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ করিবে।

ভূতেশ্বর—মথুরা সহরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের সন্নিকটেই পাতালেশ্বরী দেবী বা যোগমায়া

দেবী। সমভূমি হইতে নিম্নভাগে পাতালে প্রায় ৪০।৫০ সিড়ি ভেঙ্গে পৌঁছিলেই যোগমায়া দেবীর দর্শন লাভ হয়।

জ্ঞানকবরী—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধবকে জ্ঞান দান। সম্প্রতি এখানে শ্রীগুরুগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর মহাদেব—প্রবাদ আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। **রঙ্গেশ্বর মহাদেব**—মথুরার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। তিনি 'সিদ্ধমুখ রুদ্র' নামে খ্যাত আছেন, বীরভদ্র মহাদেব, পুত্রদা কুণ্ড, বৎসকূপ, কংসভবন, **শ্রীকেশবদেবের মন্দির**—শ্রীকেশব পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের মন্দির। আদি বরাহপুরাণে উক্ত আছে,—

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতোদেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দ্বাদশ অরণ্যসংযুক্তা পদ্মাকৃতি মথুরায় কর্ণিকারে ভক্তিক্লেশ-নাশন শ্রীকেশবদেব বিরাজিত। যেমন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে শ্রীমাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরাতে শ্রীকেশবদেবের নিত্য অধিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।" আওরঙ্গজেব এই মন্দিরের কোন অস্তিত্বই রাখেন নাই। এই মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে বিরাট এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন জন্মস্থানের উপরেই ভারতের বিখ্যাত ধনী বিড়লা-পরিবার "একল কৃষ্ণের বিপুলাকার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং দর্শকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য মসজিদ্ সংলগ্ন স্থানে কংসের কারাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'ভাগবত ভবন' নামে একটি বিরাট সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মীয়মান অবস্থায় আছে।

আদি কেশবের মন্দির—গর্ভমন্দিরে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শ্রীকেশবদেব, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালদেব। **মথুরার পূর্ব্বে পপুলেশ্বর মহাদেব** এবং উত্তরে—**গোকর্ণেশ্বর মহাদেব** দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। **রজকবধ-স্থান**—কংসের রজকের নিকট হইতে কৃষ্ণ-বলরাম উত্তমবস্ত্র না পাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রজককে বধ করিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার নিরস্ত করেন। **ধনুকভঙ্গ-স্থান**—শ্রীকৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রধনুসদৃশ এক অদ্ভুত ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়া ভঙ্গ করেন। **কুবলয়াপীড় বধস্থান**—কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর দন্তোৎপাটন করিয়া ও মাহুতকে নিহত করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেন। **রঙ্গস্থল**—এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ চানূরকে এবং শ্রীবলদেব মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে নিহত করেন। **মঞ্চস্থান**—এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করত স্বয়ং তদুপরি পতিত হইয়া কংসকে নিহত করেন। **কংসটীলা বা কংসখাঁলি**—এইস্থানে কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। উহা হোলি দরজার নিকট, টীলার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মন্দির আছে; কংসেরও মূর্ত্তি আছে। **কুব্জার মন্দির** কংসটীলার নিকট, অম্বরীষটীলা, চক্রতীর্থ, উগ্রসেন মন্দির, ঘণ্টাভরণ সোমতীর্থ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীগোপাল স্থান, শ্রীগোপালদেব এই স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত, সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সকল তীর্থের নামোল্লেখ অসম্ভব।

দামোদর মাসের কৃষ্ণ-অষ্টমী তিথিকে উপলক্ষ করিয়া মথুরাবাসী অগণিত ভক্তবৃন্দ যখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানদানাদি মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য "রাধারাণী কি জয়, মহারাণী কি জয়" ধ্বনি করিতে করিতে মনের আনন্দে ধাবমান, তখন আমরা বাসযোগে ভাণ্ডীর বন, মাঠবন, দাউজী প্রভৃতি পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া দাউজী হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে যমুনাতীরে গোকুল মহাবনের অন্তর্গত শ্রীব্রহ্মাণ্ড ঘাটে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হই।

মহাবন (গোকুল)

ব্রহ্মাণ্ডঘাট—এখানে আমরা যমুনায় স্নান করিয়া বাল্যভোগ 'পুরী' প্রসাদ গ্রহণ করিলাম, ঘাটের উপরেই মন্দিরে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন আলেখ্য প্রদর্শিত ছিল. মৃত্তিকা ভক্ষণের ছলে মা যশোদাকে কৃষ্ণ-মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান ব্রহ্মাণ্ডঘাট নামে খ্যাত।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট হইতে একমাইল দূরে মহাবন বা প্রাচীন গোকুল। পদব্রজে কীর্ত্তনানন্দে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম। যথা—নন্দ-যশোদা ভবন, নন্দ মহারাজের দণ্ড, দধিমন্থন স্থান, চৌরাশীখাম্বা, ধারণটীলা, পূতনা মোক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন সাতদিনের তখন পূতনা রাক্ষসীকে বধ করেন। এবং রমনরেতি নামক স্থানে পূতনার দেহ পতিত হয়। শকট-ভঞ্জনের স্থান—শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন তিনমাস। তৃণাবর্ত্ত বধ-স্থান, নন্দরাজের সিংহপৌরী

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থান, শ্রীকৃষ্ণ তখন ২ বৎসর তিন মাসের। যমলার্জ্জুন ভঞ্জন লীলাস্থলে দামবন্ধন-লীলা। ভক্তের সাধন ও ভগবৎকৃপা এই দুই ভক্তি-রাজ্যের মূল সোপান—"তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে।" শ্রীনন্দ মহারাজের গোশালা। রাধাদামোদর উদূখল-স্থান ইত্যাদি। কয়লোঘাট—এই ঘাট দিয়া বসুদেব স্বীয় পুত্র বাসুদেবকে কোলে করিয়া যমুনা পার হইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণস্পর্শ পাইবার জন্য যমুনার জল বৃদ্ধি হইয়াছিল। কাহারও মতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা দেবীকে কৃপা করিবার জন্য হঠাৎ শ্রীযমুনার জলে বসুদেব মহারাজের হাত হইতে পড়িয়া যান। যাহা হউক জলবৃদ্ধি দেখিয়া বসুদেব মহারাজ পুত্র-রক্ষার্থে ভীত হইয়া 'কোই লেও' 'কোই লেও' বলিয়াছিলেন। সেই হেতু কয়লোঘাট নামে পরিচিত।

গোকুল মহাবনে পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠে আমাদের পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইয়া মার্ত্তণ্ডদেবের হাত হইতে কিছু সময়ের জন্য রক্ষা পাইলেন; এখানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মিষ্টি প্রসাদ ও ঠাণ্ডা জল দ্বারা ক্লান্তি দূর করা হয়।

লোহবন—কংসের চর লোহজঙ্ঘকে শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বধ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ বলরাম গোচারণ করিতে করিতে এইস্থানে আসেন। একটি গুহার মধ্যে লোহজঙ্ঘাসুর ছিল। সেই গুহার মধ্যেই কৃষ্ণ ইহাকে বধ করেন। গুহাটি আমরা দর্শন করিলাম; সখাগণ ও গাভীদের তৃষ্ণা নিবারণার্থে কৃষ্ণ বাঁশী-দ্বারা এইস্থানে জল তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নৌকাযোগে গোপীগণকে যমুনা পার করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। কখন কখনও জলমধ্যেই নৌকা লইয়া গোপীদের সঙ্গে নানাপ্রকার লীলা বিলাস করিতেন। চতুঃসন এইস্থানে সময়ান্তরে তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে কৃষ্ণকুণ্ড।

রাভেল—লোহবনের দুই মাইল দক্ষিণে শ্রীযমুনাতীরে রাভেল গ্রাম। ইহা রাধারাণীর জন্মস্থান রাভেলের বর্ত্তমান নাম রাওল। শ্রীনন্দ মহারাজ কংসের উৎপাতে মহাবন গোকুল হইতে সট্টিঘরায় বা ছুটি করায় আসিয়া বাস করিলে শ্রীবৃষভানু মহারাজও রাওল বা রাভেল হইতে 'বসতি' গ্রামে বাস করেন।

"আগে এ বসতি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানু রাজা করিলেন বাস।
ষষ্ঠীকরা রাওল পর্য্যন্ত নর্ম্ম রহে।" (শ্রীভক্তিরত্নাকর)

রাভেলে রাধাতত্ত্ব বিষয়ক কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বৃষভানু রাজার তপস্যা, রাধারাণীর আবির্ভাব, কৃষ্ণস্পর্শে রাধারাণীর চক্ষুলাভ, রাধাপ্রেমের উৎকর্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব পরিবেশন করেন। অবশেষে শ্রীমতী রাধারাণীর জয়গান কীর্ত্তন করিতে করিতে রাধারাণী ও তাঁর অনুগত সখীগণের শ্রীচরণকমলে কৃপা-ভিক্ষাপূর্ব্বক আমরা আনন্দচিত্তে শ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রায় বেলা তিন ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বৃন্দাবন—কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে আমরা পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে ও অনুসরণে শ্রীধাম বৃন্দাবন-পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। ভারতের ভক্তসমাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকর্ষণে বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রীধামে আসিয়া ভীড় করেন। পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনের বনসমূহ কল্পবৃক্ষে শোভিত। এই কল্পতরুর নিকট ঐকান্তিক ভাবে যে-সকল প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। আমরা শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ-তলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করত কৃপাভিক্ষা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার অমর বাণী স্মরণ করিলাম—

"সংসার-সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধি বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি চৈতন্যচরণে শরণং প্রযাতু॥"

সেই চৈতন্যভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কথাই শ্রীল মহারাজ তাঁহার সমাধিপীঠে কীর্ত্তন করিলেন। বলিলেন গোপাল ভট্টের কথা, বেঙ্কট ভট্টের কথা, মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনের কথা, রূপ-সনাতনের সঙ্গে শ্রীগোপাল ভট্টের অবস্থান ও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর প্রতি সকল বৈষ্ণবগণের কৃপা, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও প্রকাশানন্দ যে একই ব্যক্তি নহেন সে-কথাও শ্রীল মহারাজজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে বহু মন্দির ও বহু দর্শনীয় স্থান আছে, তাহা সম্পূর্ণ বর্ণন করা সম্ভব নহে। তবে শ্রীল মহারাজের কৃপাতে আমরা যাহা দেখিলাম

উহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি। **কালীয় হ্রদ**—শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব বৃক্ষ হইতে ঝম্পপ্রদান, সৌভরী ঋষির দশ হাজার বৎসর তপস্যা, গরুড়ের মৎস্য শিকার, সৌভরী ঋষির গরুড়ের প্রতি অভিসম্পাত, রমণক দ্বীপে গরুড় ও কালীয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ, সৌভরী মুনির ৫০টি রূপ ধারণ, মান্ধাতার ৫০টি কন্যাকে বিবাহ ইত্যাদি বিষয় শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বর্ণন করেন। **শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সমাধি মন্দির** পরিক্রমা, গোস্বামী-গ্রন্থ-সমাধি (প্রাচীন হস্তলিপি) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, লীলাস্থান প্রকট, মথুরায় চৌবে গৃহ হইতে শ্রীমদনমোহনকে আনয়ন, নির্জ্জন বনে ঝুপড়ি বাঁধিয়া বিগ্রহসেবা 'তুলিয়া বনের শাক, তালবনে করি পাক" এই প্রকারে করিতেন। শ্রীমদনমোহনের সঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ কথা বলিতেন। মুলতান দেশীয় এক ধনী কৃষ্ণদাসের বহু নৌকা যমুনার জলে আটক করিয়া কৌশলে শ্রীমদনমোহন গোস্বামিপাদের নিকট সেবা আদায় এবং কৃষ্ণদাস কপূর্র বহু অর্থ ব্যয়ে শ্রীমদনমোহনের সুউচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৬৭০ সালে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংস হয়। তৎপূর্ব্বে মদনমোহন জয়পুরে চলিয়া যান। বর্ত্তমানে করৌলীতে তিনি আছেন। তাঁহারই প্রতিভূ বিগ্রহ ১৭৪৮ সালে স্থাপিত হয়। কলিকাতার শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক ১৮১৯ সালে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের লীলাকথা ও শ্রীমদনমোহনের কথা শ্রীল মহারাজজী কীর্ত্তন করিলেন। আমরা উল্লাসভরে শ্রীল সনাতন ও মদনমোহনের কথা শ্রবণ করিয়া কিছু সময় সমাধি প্রাঙ্গণে অবস্থান করিলাম। **শ্রীমদন-মোহনের মন্দির** শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি-মন্দিরের নিকটেই আছে।

দ্বাদশ আদিত্যটীলা—শ্রীকৃষ্ণের শীতহেতু দ্বাদশ আদিত্য বা সূর্য্যের আবির্ভাব। আকবর বাদশাহ ঘাটের এককোণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে জানিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের নিকট সংস্কার করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। আকবর বাদশাহ তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তির বিনিময়ে অপ্রাকৃত ঘাটের সেবা করিতে সমর্থ হইলেন না এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের অপার মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীসনাতনের কৃপা ভিক্ষা মাগিলেন। কাশীর এক ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার বিবাহের জন্য প্রার্থনামত শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ব্রাহ্মণকে চিন্তামণিসদৃশ মণি দান এবং পরে ব্রাহ্মণের চিত্ত পরিবর্ত্তন ও সনাতনে আত্মসমর্পণ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর—পুরাতন মদনমোহন মন্দির। মহাপ্রভুর আসন—সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অদ্বৈত আচার্য্যের স্থান। অদ্বৈত বট। শ্রীরাধাগোপীনাথজীউ। অষ্টসখীর মন্দির (ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পক বল্লীকা। রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা)।

রাসলীলাস্থলী, বিভিন্ন কুঞ্জ, যমুনাকুঞ্জ, সেবাকুঞ্জ, দানগলি, মানগলি, কুঞ্জগলি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বহু লীলাস্মৃতি ভক্তবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করিতেছেন। শ্রীল মহারাজ তাহার অফুরন্ত ভাষার দ্বারা যথাসম্ভব বর্ণন করেন।

সেবাকুঞ্জ—রাসেতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাধারাণী এই বনে আসিলে কৃষ্ণ ও রাধারাণীর সেবা করিতেন। **ললিতাকুণ্ড**—এই কুঞ্জের মধ্যেই অবস্থিত। রাসলীলাতে গোপীগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাঁহাদের পিপাসা দূরীকরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকুণ্ড প্রকাশ করেন।

ইমলিতলা—(সিদ্ধপীঠ) ইম্‌লি শব্দের অর্থ তেঁতুল। কৃষ্ণলীলার সময়কালীন এই ইম্‌লি বৃক্ষ। অজ্ঞাতসারে এই বৃক্ষকে আঘাত করার দরুণ বৃক্ষ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইয়াছিল। মুনিঋষিদের সিদ্ধস্থান। কে কিভাবে কৃষ্ণসেবার জন্য বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন তাহা অগোচর। শ্রীবৈষ্ণব-আনুগত্যে ধাম-পরিক্রমা ও দর্শন করিলে প্রকৃত ধাম দর্শন হয় ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করা যায়। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড হইয়া এই ঘাট দিয়া উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বসিয়া হরিনাম করিতেন, এইজন্য ইহাকে গৌরাঙ্গঘাটও বলিয়া থাকে। রাসলীলা হইতে কৃষ্ণ রাধারাণীর চিন্তা করিতে করিতে রাধার ভাব ও কান্তি লাভ করেন। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এইস্থানে আসিয়া কৃষ্ণলীলাস্মৃতি জাগরূকহেতু তাঁহার সেই রূপ হৃদয়ে ধারণ করিলেন—

"রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত বিগ্রহম্॥"

(ক্রমশঃ)

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, ভক্তিভূষণ

বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায়

বিরহ-মহোৎসব

গত ৭ই জানুয়ারী শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির আকর মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও আনন্দপাড়ায়, জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিজজন ও অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সুহৃদ ও সতীর্থ মহাভাগবতবর **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর** বিরহ-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আনন্দপাড়ায় ভক্তবৃন্দ গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন শেষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহসভাপতি শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে প্রভাতীসুরে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দপাড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে ও আয়োজিত তাঁহারই গৃহপ্রাঙ্গণে আহুত একটি সভায় গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা বিরহ-সূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর গুণ-কীর্ত্তনমুখে এক ঘণ্টাকাল একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই বৎসর উক্ত বিরহ-মহোৎসব একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রথমতঃ এই সম্মিলনকে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির মহামিলন-ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহ-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের অর্থাৎ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের বিশ্রস্ত সেবকত্রয়ের শুভাগমনে আনন্দপাড়ার উৎসব-প্রাঙ্গণে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। সেইসঙ্গে আমাদের প্রিয়জন ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবক ও প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের প্রচারপার্টিসহ আনন্দপাড়ায় শুভাগমনে উৎসব প্রাঙ্গণকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

ব্যবহারিক জগতে প্রবাদবাক্য আছে,—"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।" এই প্রবাদবাক্য যে পারমার্থিক জগতে অলীক তাহাও এই বৈষ্ণব সম্মেলনের দ্বারা প্রমাণিত হইল। সাংসারিক জীব মনে করেন, সাধুগণ শুধু নিজের প্রয়োজনেই গৃহস্থের গৃহে শুভাগমন করেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। "মহান্তের সভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাই তবু যা'ন পর ঘর।"

'সতাং পর্য্যটনং ধন্যং গৃহিণাং শান্তয়ে স্মৃতম্।
নৃণামন্তস্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ॥"

অর্থাৎ, গৃহিগণের শান্তি-নিমিত্তই সাধুগণের পর্য্যটন, সুতরাং তাহারা ধন্য। কেননা, সাধুজনই মানবসমূহের অন্তর তমোহারী হন, কিন্তু ভাস্কর বা সূর্য্য তাহা নহেন।

আশা করি, শ্রীপাদ গোপাল বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ এই সম্মেলনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব, সহ-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বিরহ-ব্যথিতচিত্তে আবেগভরে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর সেবানীরত্ব, শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিতজনের প্রতি লাল্য-পাল্যভাব, তাঁহার বৈষ্ণোচিত গুণাবলী ও অপার মহিমার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ আনন্দপাড়ার উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী ও পৃষ্ঠপোষক ও শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীগৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভুর বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর কথা আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে আলেখ্যগণের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর প্রায় ৪০০০/৫০০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিরহোৎসবে বিভিন্ন মঠ হইতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। উৎসবের অধিবাস-তিথিতে ও উৎসবদিনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করা হয়।

—শ্রীজিতকৃষ্ণদাস অধিকারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে** উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ (ইং ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০) সোমবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২রা মার্চ্চ) রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) **দ্বীপ দর্শন**, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী** পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৭।৮।৮৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮০), সোমবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৮০), মঙ্গলবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৭।২।৮০), বুধবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৮০), বৃহস্পতিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।৮০), শুক্রবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং মুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৮০), শনিবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৮০), রবিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩১শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৮৬ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩১শ বর্ষ | ১২ গোবিন্দ, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
২৯ মাঘ, বুধবার, ১৩৮৬; ইং ১৩।২।১৯৮০ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিশাখানন্দদাভিদ-স্তোত্রম্

(শ্রীমদ্রঘুনাথ-গোস্বামি-বিরচিতম্)

বীণাধ্বনিধুতোপেন্দ্র-হস্তাচ্চ্যোতিত-বংশিকা।
চূড়া-স্বান-হৃত-শ্যাম-দেহ-গেহ-পথ-স্মৃতিঃ॥ ১২১॥

বীণাধ্বনিদ্বারা কম্পিত উপেন্দ্রের হস্ত হইতে বিশাখা বংশী চ্যুত করেন এবং চূড়াধ্বনিকর্তৃক শ্যাম বিশাখার দেহ, গৃহ ও পথের স্মৃতি হরণ করেন॥১২১॥

মুরলী-গিলিতোত্তুঙ্গ গৃহধর্ম্ম-কুলস্থিত।
শৃঙ্গতো দত্ত-তৎ-সর্ব্ব-সতিলাপোঞ্জলিত্রয়া॥ ১২২॥

মুরলীদ্বারা বিশাখার অত্যুচ্চ গৃহধর্ম্ম ও কুলস্থিতি নষ্ট হইয়াছিল এবং শৃঙ্গধ্বনিতে তাহা সমস্তই সতিলজলাঞ্জলিত্রয় দেওয়া হইয়াছিল ॥১২২॥

কৃষ্ণপুষ্টিকরামোদি-সুধাসারাধিকাধরা।
স্বমাধুরীত্ব-সম্পাদি-কৃষ্ণপাদাম্বুজামৃতা ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণের পুষ্টিকর সুধাসার হইতেও বিশাখার অধর সুমিষ্ট ছিল এবং কৃষ্ণ-পাদপদ্মামৃত বিশাখার নিজের মাধুরীত্ব সম্পাদন করিয়াছিল ॥১২৩॥

রাধেতি নিজনাম্নৈব জগৎ-খ্যাপিত-মাধবা।
মাধবস্যৈব রাধেতি জ্ঞাপিতাত্মা জগত্রয়ে ॥ ১২৪ ॥

'রাধা' এই নিজের নামের দ্বারা বিশাখা মাধবকে জগতে খ্যাপিত করিয়াছিলেন এবং মাধবেরই রাধা এই বলিয়াই নিজেকে ত্রিজগতে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

মৃগনাভেঃ সুগন্ধশ্রীরিবেন্দোরিব চন্দ্রিকা।
তরোঃ সুমঞ্জরীবেহ কৃষ্ণস্যাভিন্নতাং গতা ॥ ১২৫ ॥

মৃগনাভির সুগন্ধশোভার ন্যায়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নাসদৃশ ও বৃক্ষের সুমঞ্জরীর তুল্য বিশাখা কৃষ্ণের আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১২৫॥

রঙ্গিণা সঙ্গরঙ্গেণ সারঙ্গরঙ্গিণীকৃতা।
সানঙ্গ-রঙ্গভঙ্গেন সুরঙ্গীকৃত-রঙ্গদা ॥ ১২৬ ॥

মৃগী যেমন রঙ্গভঙ্গের দ্বারা মৃগকে উত্তম রাগযুক্ত করে, বিশাখাও তেমন মাধবকে কামের রঙ্গ-ভঙ্গিমায় রাগযুক্ত করিয়াছিলেন ॥১২৬॥

ইত্যেতন্নাম-লীলাক্তপদ্যৈঃ পীযূষবর্ষকৈঃ।
তদ্রসাস্বাদ-নিষ্ণাত-বাসনা-বাসিতান্তরৈঃ ॥ ১২৭ ॥

গীয়মানাং জনৈর্ধন্যৈঃ স্নেহবিক্লিন্ন-মানসৈঃ।
নত্বা তাং কৃপয়াবিষ্টাং দুষ্টোঽপি নিষ্ঠুরঃ শঠঃ ॥ ১২৮ ॥

জনোঽয়ং যাচতে দুঃখী রুদন্নুচ্চৈরিদং মুহুঃ।
তৎপদাম্ভোজ-যুগ্মৈক-গতিঃ কাতরতাং গতঃ ॥ ১২৯ ॥

কৃত্বা নিজগণস্যান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে।
নিয়োজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ১৩০ ॥

তাঁদের রসাস্বাদে নিপুণ বাসনা-বাসিত অন্তরে ও স্নেহসিক্তচিত্তে ধন্যজন-গণকর্ত্তৃক গীয়মানা ও কৃপাবিষ্টা বিশাখাকে এই পীযূষবর্ষী নাম-লীলা-পদ্যদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক এই দুষ্ট, শঠ নিষ্ঠুর ও দুঃখীজন মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকাতরে প্রার্থনা করিতেছে যে, তাঁহার পাদপদ্মদ্বয়ই আমার একমাত্র গতি; তিনি সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী। তিনি করুণাপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার নিজগণের মধ্যে গণ্য করিয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করুন ॥১২৭-১৩০॥

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং
স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাম্।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং
ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি ॥ ১৩১ ॥

আমি কমললোচনা রাধাকে ভজন করি, মধুর মৃদুমন্দহাস্যযুক্তা রাধিকা-বদন স্মরণ করি এবং করুণার্দ্রা রাধাকে বলি যে, তিনি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই ॥১৩১॥

লীলানামাঙ্কিত-স্তোত্রং বিশাখানন্দদাভিধম্।
যঃ পঠেন্নিয়তং গোষ্ঠে বসেন্নির্ভর-দীনধীঃ ॥ ১৩২ ॥

লীলানামাঙ্কিত এই বিশাখানন্দদ-নামক স্তোত্র যিনি পাঠ করিবেন, সেই নির্ভর-দীনবুদ্ধিজন সর্ব্বদা গোষ্ঠে বাস করিবেন ॥১৩২॥

আত্মালংকৃতি-রাধায়াং প্রীতিমুৎপাদ্য মোদভাক্।
নিয়োজয়তি তং কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎপ্রাণপ্রিয়সেবনে ॥ ১৩৩ ॥

আনন্দাংশী কৃষ্ণ তাঁহার নিজের অলঙ্কারস্বরূপ, রাধাতে প্রীতি-উৎপাদন করাইয়া সাক্ষাৎ তাঁহার প্রিয়ার সেবায় পাঠককে নিযুক্ত করিবেন ॥১৩৩॥

শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলীমাত্রৈক-সেবিনা।
কেনচিদ্‌গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্রূপপাদপদ্ম-ধূলিমাত্র সেবাকারী কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক গ্রথিত পদ্যমালা তদাশ্রয়ীজন-দ্বারা আঘ্রাত হউক ॥১৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাস-গোস্বামী-বিরচিত স্তবাবল্যাং
শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী-বিরচিত শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্র সমাপ্ত ॥

বর্ষ-পরীক্ষা

কর্ম্মী ও জ্ঞানী—অধিরোহবাদী ; তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভক্ত ও ভগবানের অবতার

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরস্ত-কুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎ পার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহ-বাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যে-কালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদি অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্ভক্তি-ধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ্ বস্তু ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদিকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

গুরু-করণ ও গুরু-শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য একবর্ষ-কাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে একবর্ষ-কাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত অক্ষজ শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরস্তকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য—শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্ম-বাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবা-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন?

শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের প্রাথমিক অক্ষজ-দর্শন

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে-কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব

নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিজবৃত্তি—দেখিতে পাইবে? শিষ্য অসংখ্য ফল-ভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু-বিশেষ বলিয়া মনে করেন।

এক বৎসর-কাল অধোক্ষজ গুরুর সঙ্গ-ক্রমে ভোগী শিষ্যের শিষ্যত্ব-লাভের অধিকার জন্মে

শিষ্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী-বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ-ক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরু-কৃপা-লাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর-কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করেন। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে কেবল নিরস্তকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পা'ন। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্ম-সমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা-কালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে-কালে জীব কর্ম্ম-ভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে-কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরস্ত-কুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, শিষ্যব্রুব-জীব এক বৎসর কাল তাঁহার সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে।

শ্রীগুরুর প্রতি নিত্যদাস্যই শিষ্যের লক্ষণ, নচেৎ অতিবাড়ি হইয়া পতিত গুরুদ্রোহী হইতে হয়

আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না; সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। **যে-কালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই**

তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন।

শ্রীগুরুর পতন বা গুরু-ব্রুবত্ব লাভ

যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, **শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ** করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপন করিবেন না।

গুরু শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ এক বৎসরে স্থাপিত না হইতেও পারে

তাহা হইলেই জানা যায় যে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষকাল-পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেরও অভক্ত শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

— শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র কাহারা ?

রমণী-নৃত্য দর্শনে যে পুরুষদিগের আনন্দের উদয় হয়, **মাদক-সেবনের** দ্বারা যাহারা ইন্দ্রত্ব ভোগ কল্পনা করে, **জীব-মাংস-ভক্ষণের** দ্বারা যাহারা জিহ্বার তৃপ্তি বোধ করে এবং **দ্বেষ-হিংসার** পরিচালনা-দ্বারা যাহারা সুখবোধ করে, তাহারাই যথার্থ কৃপার পাত্র। হে ভাগবত বন্ধুগণ! আপনারা তাহাদের পিতৃ, ভ্রাতা ও বন্ধু। আপনারা যদি তাহাদিগকে

কলহ-ভয়ে স্বেচ্ছাচারে পরিত্যাগ করিবেন, তবে তাহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? তাহারা মত্ত হইয়া বিষয়পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে। আপনারা তাহাদিগকে 'অভয়' প্রদান করুন। যেহেতু (ভাঃ ৩।৭।২১)—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥

[হে অনঘ! জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ মায়াভিনিবেশ-জনিত বিপর্য্যয়-বুদ্ধি হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার **অভয় প্রদানের** (দয়ার) কলা পরিমাণ অংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই, অর্থাৎ তুলনা হয় না।]

জীবের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবের সংসার-স্বীকার— কামভোগ বা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য নহে

দুর্ভাগা পুরুষদিগের মঙ্গল-সাধনার্থে সাধুগণ সংসার-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। সুতরাং সাধুগণেরও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি অনেক অনুগত জীব থাকে। তাহাদের নিত্য কল্যাণ-সাধন ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সাধু-সংসারের যথার্থ তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়-প্রীতি অথবা কাম-ভোগ অথবা **ধর্ম্মার্জ্জন** এই সমুদায় বৈষ্ণব-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যথা ভাগবত প্রথম স্কন্ধে (২য়, ৮-১২)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৯॥
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥১০॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয় জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মেতি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥১২॥

[যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রম ॥৮॥ বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম ধর্ম্ম,

ত্রৈবর্গিক অর্থ তাহার ফল নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই ॥৯॥ বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, কিন্তু যতদিন জীবন থাকে ততদিনই কামের ফল, অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবজ্‌জিজ্ঞাসাই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, আর নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ॥ ১০ ॥ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাহাকেই পদার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন ॥ ১১ ॥ অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনি অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীগণ শাস্ত্র-শ্রবণজনিত সুকৃতিলব্ধ এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ও বিষয়ভোগ-ত্যাগশূন্য সেবাফলে স্বীয় শুদ্ধ-হৃদয়ে সেই পরমাত্মস্বরূপ তত্ত্ববস্তুকে দেখিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥]

সংসারে অবস্থিতি করত লোভকে পরাজয় করিয়া পরোপকার ব্রতের দ্বারা হরিতোষণই জীবের জীবনের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর সংসার—বন্ধনের হেতু, পরন্তু বৈষ্ণবের সংসার—মোক্ষের কারণ

যদি বলেন, এই প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে মায়াজালে আবৃত হইতে হয়, তবে শ্রবণ করুন। যথা, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (২২।৩৭)—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥

[হে বিদুর! শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, শত্রুজাত বা শীতোষ্ণাদি-জনিত ক্লেশ হরি-পদাশ্রিত ব্যক্তির কিরূপে পীড়া জন্মাইতে পারে?]

কর্ম্মজড়, জ্ঞানজড় ও তর্কজড় ব্যক্তিরা এই স্থলে অনেক বিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সংসারী লোকেরা প্রবৃত্তি-মার্গে যে সংসার স্বীকার করে, তাহাতে এবং বৈষ্ণব-সংসারে ভেদ কি হইল? অর্থাৎ যখন উভয় সংসারেই উপযুক্ত উদ্যমের দ্বারা ধর্ম্ম, বিদ্যা ও অপরাপর কর্ম্ম-সকল সর্ব্বোতভাবে চেষ্টিত হইল, তবে প্রবৃত্তিমার্গীয় কি জন্য নিন্দনীয় হয়? বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই সংশয়ের অর্থ অনায়াসে করিতে পারেন। প্রবৃত্তি-মার্গীদিগের সংসার আত্ম-সুখের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব তাহার ফল বন্ধন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সাধুদিগের সংসার শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রীতি-সাধনের ব্যবস্থাপিত হওয়াতে তদ্দ্বারা বন্ধনের সম্ভাবনা নাই।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গতা বা নির্জ্জন-ভজন

শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (২৩।৫৫)—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতো ধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

[হে দেব ! অজ্ঞানতাবশতঃ অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ, তাহা সংসার বন্ধনের কারণ ; (কিন্তু) সেই সংসর্গই আবার সজ্জনের সহিত কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্ব (অর্থাৎ বিমুক্তির কারণ) হইয়া থাকে।]

অর্থাৎ, যে-সকল পুরুষেরা অসৎসঙ্গে কাল যাপন করেন, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসার হইয়া থাকে। **যাঁহারা সাধুসঙ্গে বাস করেন, তাঁহাদের নিঃসঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়।**

সাধু নিজ-সঙ্গ দান করিয়া অসাধুর মঙ্গল-বিধান করেন

এস্থলেও অনেক বিরোধের সম্ভাবনা। তবে কি অসৎলোকের নিকট গমন করা ও তাহার সহিত সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ ? এরূপ হইলে অসৎ-লোকের কিরূপে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা ? এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, যেরূপ চিকিৎসক বিসূচিকা রোগগ্রস্ত পুরুষের চিকিৎসা করিবার সময় সংক্রামক পীড়ার দোষ নিবারণের জন্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পীড়িত-লোকের নিকটস্থ হন ও তাহার সেবা করেন, সাধু বৈষ্ণবগণও হরিনামরূপ মহৌষধি দ্বারা সাবধানপূর্ব্বক অসাধু লোকদিগের অমঙ্গল দূর করেন।

সঙ্গ কাহাকে বলে ? এবং তাহার উদাহরণ

এস্থলে 'সঙ্গ' শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিলেই সমুদায় সংশয়-নিবৃত্তি হয়। **সঙ্গী ব্যক্তির স্বীয় ভাবকে আলিঙ্গন করাকে 'সঙ্গ' কহা যায় ;** যথা, কোন ব্যক্তি লম্পটতাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া কোন লম্পটের নিকট গমন করিলে তাহার লম্পট-সঙ্গ দোষ হইয়া উঠে। কিন্তু যে-ব্যক্তি লম্পটতার অনর্থত্বে বিশ্বাস করিয়া তদ্বিষয় হইতে কোন লম্পট পুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করে, তাহাকে লম্পট-সঙ্গ কহা যায় না। পক্ষান্তরে, লম্পট পুরুষের এক প্রকার সাধুসঙ্গ হইয়া উঠে। অতএব, নিকটস্থ হওয়াকেই সঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 'সঙ্গ' শব্দের এইপ্রকার অর্থ স্বীকার করত সাধুগণ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, অথচ তাঁহাদিগকে সঙ্গ-দোষ ভোগ করিতে হয় না। সাধুদিগের সংসার তদ্রূপ সঙ্গ, অতএব তাহার ফল বিরাগ ব্যতীত আর কি হইবে ?

পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসার এক নহে

অসাধুদিগের সংসার নিতান্ত হেয় এবং তাহাদের জীবনও মৃত্যুতুল্য। যথা, ভাগবতে (৩।২৩।৫৬)—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরগায় কল্পতে।
ন তীর্থ-পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যাহাদিগের কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত না কৃত হয় এবং যাহাদের ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে কৃত না হয় এবং যাহাদের বিরাগে কৃষ্ণ-সেবা না থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। অতএব সাধুদিগের সংসারই কৃষ্ণ-সেবা। সাধু-সংসার ও পাষণ্ড-সংসারে অনেক ভেদ আছে। পরম মহান্ ও পরমাণুতে যে-প্রকার ভেদ আছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে যে-প্রকার তারতম্য ও অন্ধকার ও আলোকে যে-প্রকার বিরোধ ভাব, পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে তদ্রূপ বৈপরীত্য জানিবেন।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক ভণ্ড প্রবেশ করায় বৈষ্ণবগণ দোষী নহেন

এই পবিত্র বৈষ্ণব-সংসারের মধ্যে অনেক ভণ্ড লোকও প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সংসারের অপযশ হইতে পারে না। অনেক কৃত্রিম পদার্থ ঘৃতের নামে বিক্রয় হয় বলিয়া ঘৃতকে অপদস্থ করা পীড়িতান্তঃকরণের চিহ্ন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সাধু, তিনি ভণ্ডসকলকে বিশ্বাস না করিয়া যথার্থ সাধুর উপযুক্ত সমাদর করিবেন। অনেক ভণ্ড সাধুদিগের বেশ ধারণ করত ভ্রমণ করে, তজ্জন্য সাধুগণ তিরস্কৃত হইতে পারেন না। **কালনেমী প্রভৃতি দুষ্টলোকে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক কুকার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবদিগের দোষ হইতে পারে না।** কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই এই অভদ্রকালে ভণ্ড বলিয়া সাধুদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন।

সাধু বেশ দেখিবামাত্রই 'ভণ্ড' মনে করা উচিৎ নহে

মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই বৃহদ্দোষে সর্ব্বদাই কলুষিত থাকেন। কোন সময়ে মিথিলাস্থ কোন একজন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত আমাদের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটি স্নিগ্ধ, সুধীর, তিলক-মালাযুক্ত বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইলেন। ঐ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র

আমাদের (মৈথিলী) ওঝা পণ্ডিত মহাশয় যাগাগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"হাম্ জানতা হ্যায়, যেতনা রাম ফটাকা ও বলদ-দাগানেওয়ালা হ্যায়, ওসব নেহাত ভণ্ড হ্যায়।" এই প্রকার অভদ্র ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া আমি ওঝা পণ্ডিত মহাশয়কে নত-ভাবে কহিলাম, "হে পণ্ডিত মহাশয়! আপনি বৈষ্ণব দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যে ব্যক্তি সমাগত হইল, তাঁহাকে আপনি জানেন কি না?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। হে সভামহাশয়গণ! এক্ষণে বিচার করুন্ যে, ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারে ভ্রম ছিল কিনা! ঐ ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ আলাপ হওয়ায় পরে জানিলাম যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কৃপা হয়। মহদতিক্রম যে একটি ভয়ানক বিষয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব-চিহ্ন দেখিবামাত্র যে ভণ্ড বোধ হয়, ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু ওঝা মহাশয়ের মত যত-লোক আছেন, তাঁহাদের সাধুসঙ্গের ভরসা নাই; অতএব তাহারা আপনাদিগের বিশেষ কৃপাপাত্র। ভণ্ডতা আশঙ্কা করিয়া আমরা কদাচ আগন্তুক ব্যক্তিকে নিন্দা করিব না। **বৈষ্ণববেশ ধারণ করিলেই যে ভণ্ড হইবে, এমন নহে। বেশধারীদিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট মহাপুরুষ আছেন,** অতএব যে-কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে যথার্থ ভণ্ড বলিয়া না জানা যায়, ততদিবস তাহাকে অনাদর করা যায় না।

ভণ্ড অসাধুর প্রতি কৃপা—প্রেমের একপ্রকার লক্ষণ

যখন কোন ব্যক্তিকে ভণ্ড বলিয়া জানা যাইবে, তখন তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সরল করিবার যত্ন করা যাইবে। ক্রোধ বা দ্বেষ কিরূপে করা যাইতে পারে? সকল জীবের প্রতি প্রেম করা আমাদের নিত্য-ধর্ম্ম, যেহেতু সকল জীবেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আছে। **জীবের প্রতি যে প্রেম, তাহা দুই প্রকারে পরিণত হয়। সাধুদিগের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ এবং অসাধুদিগের প্রতি কৃপা।**

গৃহস্থ বা সংসারী বৈষ্ণবের কৃত্য বা স্বভাব

অতএব, আমাদের এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সংসার হইতে **দ্বেষ ও হিংসা** দূরীভূত হউক। **প্রেম** আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক হউক। **স্বার্থপরতা** একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাউক। জীবের স্বাভাবিক আকার

যে **চিদানন্দ**, তাহার প্রকাশ হউক। জীবের স্বপদ যে **জড় বৈরাগ্য**, তাহাই আমাদের সংসার হউক। জীবের স্বভাব যে **কৃষ্ণভক্তি**, তাহাই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম হউক। হে সাধুগণ! পরমেশ্বরের আদেশ শ্রবণ করুন। তথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২১।৩১) কর্দ্দম প্রতি —

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।
মর্য্যাত্মানং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্॥

[বৎস! তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীবে দয়া, পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাণিমাত্রকেই অভয় প্রদান কর। এইরূপ করিলে আমাকে (ভগবানে) আত্ম-সহিত সমগ্র জগৎ এবং তোমার আত্মায় আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে দেখিতে পাইবে।]

সমস্ত জীবের প্রতি **দয়া** করিয়া এবং তাহাদিগকে **অভয় প্রদান** করত আমাতে তোমাকে এবং জগৎকে এবং তোমাতে আমাকে নিরন্তর দর্শন করত নিত্য-ধর্ম্ম পালন কর।

গৃহস্থের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা

এই অপূর্ব্ব আদেশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে নিত্য-বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও কহিয়াছেন,—

আরো স্বল্পে বলি তবে বৈরাগ্য লক্ষণ।
মনোযোগী হয়ে রায় করহ শ্রবণ॥

সকর্ম্ম প্রেমের সহ স্রষ্টার সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন॥

যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন।
যত্ন করি' ধরে হৃদে ভক্ত-মহাজন॥

সেই ত' বিশ্বাস সদা আমারে শিখায়।
আমি ঈশ্বরেতে আর ঈশ্বর আমায়॥ (চৈঃ চঃ)

সমস্ত জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাব ও পরমেশ্বরে আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত যে নিত্যধর্ম্ম তাহা আমরা পালন করি। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে? জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে নিজ আচরণের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের প্রতি মহাপ্রভুর অভয়বাণী ও জীবে দয়া শিক্ষা

তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া কহিতেছেন,—"হে মানবগণ! ভয় নাই, নিজ নিজ কার্য্য

করিতে থাক ; আমি তোমাদের সহিত নিরন্তর অনুবর্ত্তমান হইয়া তোমাদের বল বৃদ্ধি করিতেছি। হরিনামরূপ যে মোহ-মুদ্গর তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট ব্যবহারের দ্বারা পাপিষ্ঠ কলিকে দমন কর। দুর্ব্বল পাষণ্ডীভূত জীব-সকলের প্রতি কৃপা করত তাহাদের কল্যাণার্থে স্থানে-স্থানে ধাবমান হও। তাহাদিগকে কোন প্রকারে অবহেলা করিও না। আমি যে-প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ পাষণ্ডদিগের বাক্যবাণ ও কুব্যবহার সহ্য করত তাহাদের কল্যাণ-সাধন করিতে থাক। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়া ভয় করিও না, যেহেতু তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হরিনামরূপ মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ।

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ। (ভাঃ ৩।১৩।৪২)

[হে বিদুর ! মহর্ষি কর্দ্দমের এবম্বিধ চেষ্টা কিছু বিস্ময়কর নহে ; কারণ, যে-সমস্ত ধীরচিত্ত পুরুষ সংসার-নাশন তীর্থপদ শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কিছুই দুষ্প্রাপ্য হয় না।]

তোমরা পরিশ্রম কর, আমি তোমাদের সম্যক্ সাহায্য করিব।”

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রশ্নোত্তর

'তুফানগঞ্জ' নিবাসী 'সুধীর চৌধুরী'।
প্রশ্ন করিয়াছিলেন অতি মনোহারী॥
প্রশ্ন হইল,—“ভগবান্ মঙ্গলময়।
স্বরূপেতে হয় পরম পবিত্রময়॥
সেই শ্রীভগবান্ করিয়াছে সৃজন।
তবে কেন আমরা 'পাপ'-কার্য্যে মগন॥”

এই প্রশ্ন করিয়াছি অনেক স্বকাশ।
অদ্যাবধি মিটিল না মনের অভিলাষ॥
(যখন) অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাতের প্রয়োজন।
স্বতন্ত্রতা ত্যজি কর আত্ম-সমর্পণ॥
তাহা হ'তে কুসিদ্ধান্ত হ'বে নিরসন।
যেন শিক্ষকে ছাত্রের ভুল করে সংশোধন॥
লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ং শ্রীভগবান্।
স্বরাট, স্বতন্ত্র, তাহার ইচ্ছায় সৃজন॥
লীলা হেতু শ্রীকৃষ্ণের 'ত্রিশক্তি' প্রধান।
বিষ্ণুশক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি নাম॥
'বিষ্ণুশক্তি' হইতে চিন্ময় যত লীলা।
'মায়ার দ্বারে জীবের বৈচিত্র্য খেলা॥
চিৎ-জড় সন্ধিক্ষণে তটস্থশক্তি নাম।
তটস্থার অপর নাম 'জীবশক্তি' আখ্যান॥
সেই জীবের প্রতি কৃষ্ণের অতি দয়া।
যাহাতে 'মুক্ত' 'স্বতন্ত্রতা' সম্পদ পায়া॥
'স্বতন্ত্রতার' শুদ্ধ করিয়া আচরণ।
কৃষ্ণ-পাদমূলে তাহা করেন গমন॥
স্বেচ্ছাময় লীলাকারী শ্রীনন্দনন্দন।
ভুলিয়া তাঁহাকে, দেবীধামেতে গমন॥
যে মূঢ় 'স্বতন্ত্রতা' পাইয়া অতি গর্ব্ব।
'জীব—কৃষ্ণ-দাস' ইহা হইল যে খর্ব্ব॥
এই দোষে মায়া তারে ত্রিগুণে বাঁধিয়া।
ত্রিতাপে করে দগ্ধ রিপু-ইন্দ্রিয় দিয়া॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়-তন্মাত্র পঞ্চত্রয়।
ষড় রিপু আদি যত ঔপাধিকচয়॥

মনকে করিয়া কেন্দ্র 'জীব' দেহে বাস।
আপোন আপোন টানে করে আত্মনাশ॥
'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' যেবা ভুলে যায়।
বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার বৃত্তিনিচয়॥
'আবরণী-বিক্ষেপাত্মিকা' যাহার নাম।
তাহারা করে তারে তাড়ন-ভর্ৎসন॥
আবরণে ভুলে জীব তাহার স্বরূপ।
যাহা হ'তে বলেন,—'অহং ব্রহ্ম-স্বরূপ'॥
বিক্ষেপাত্মিকা হইবে মুগ্ধ কৃষ্ণেতরে।
তাতে 'পাপ' হেতু ভ্রমে 'নরক' মাঝারে॥
ভারতবর্ষ হয় যেমন স্বাধীন রাষ্ট্র।
তাহার সংবিধান করিয়াছে স্বতন্ত্র॥
সংবিধান সংরক্ষণ নাগরিকের কাম।
ব্যতীক্রম হইলে করে দণ্ড বিধান॥
তদ্রূপ ভগবান্ করিয়া জীব সৃষ্টি।
কৃপা লাগি কৈল বেদাদি শ্রুতি-স্মৃতি॥
তাহা যে না মানে সে অধমমূঢ়মতি।
মহাপাপে সে জনার হয় অধোগতি॥
যে-জন্য 'স্বতন্ত্রতা'র সৎ ব্যবহার।
করিল না সেই অধম-সুদুরাচার॥
অতএব পাপের প্রবৃত্তি আছে যাহা।
নিবৃত্তি করিয়া, শরণ লয়েন তাহা॥
শ্রীচৌধুরী বাবু! ইহা শাস্ত্রের বচন।
নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজ কৃষ্ণের চরণ॥
তাহাতে হইবে প্রেমানন্দের উদয়।
সেই প্রেমানন্দে অবশিষ্ট নাহি রয়॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ্

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

রেমুনা, কটক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতিস্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে নীলাচলে শুভ বিজয়পূর্ব্বক তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন এবং কৃপাপরবশে সার্ব্বভৌমকে স্বীয় ষড়ভুজরূপ প্রদর্শন

রামচন্দ্রখানের প্রেরিত নৌকাযোগে মহাপ্রভু নিজ পার্ষদবৃন্দ সহ উৎকল দেশের প্রয়াগ ঘাটে অবতরণ করিলে সেই দেশের দানী আসিয়া পথ রোধ করিয়া শুল্ক চাহিবামাত্র মহাপ্রভুর প্রেমার্ত্তি দর্শনে চমকিত হইল এবং বুঝিল যে এই সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ মাত্র নহেন। মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের প্রেমধারা দর্শনে দানীও কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ক্ষমাবতার মহাপ্রভু দানীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি দানপূর্ব্বক উড়িষ্যায় প্রবেশ করিলেন। সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে জলেশ্বরে নিজ প্রিয়ভক্ত শঙ্করকে দর্শন করিয়া শঙ্করের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। সেই রাত্রে জলেশ্বরে থাকিয়া ঊষাকালে ভক্তগণ সহ বাঁশদহের পথে রওনা হইলেন এবং ক্রমে বাঁশদহ হইয়া রেমুনায় পৌঁছিয়া নিজ মূর্ত্তি ক্ষীরচোরা গোপীনাথকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ সহ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। তথা হইতে যাজপুরে ব্রাহ্মণ নগরে আদি বরাহদেবকে দর্শন করিয়া কটক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেথায় মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শনপূর্ব্বক ভুবনেশ্বরে আসিয়া শঙ্করের গুপ্ত কাশীবাস দর্শনান্তে প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করত প্রিয় শঙ্করের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

"নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বৈভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব॥
যে-চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে॥"—(চৈঃ ভাঃ)

অনন্তর প্রভু আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া মত্ত-সিংহের মত নীলাদ্রিনাথের দর্শনের আশায় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অধৈর্য্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে সেইসময় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। প্রভু গৌরহরি জগন্নাথদেবকে দর্শনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে গিয়া অধিরূঢ় মহাভাবে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইস্থানে উপস্থিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ব্যতীত আর কেহ মহাপ্রভুর এই মহাভাব সম্বন্ধে বুঝিতে পারিলেন না। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তথাপি প্রেমভক্তির অভাবে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সাত্ত্বিক-বিকার দেখিয়াও তাঁহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌম তখন তথা হইতে নবীন সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে পড়িছাগণের দ্বারা তাঁহার গৃহে আনয়ন করিয়া সেবা করিতে থাকিলে নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত-বৃন্দের কণ্ঠে কৃষ্ণনাম শ্রবণে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তথায় মহাপ্রভুর ভক্ত সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রদান করিলেন। নবদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যা-নগর-গঙ্গানন্দপুরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা ও শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী উভয়ে সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের জগন্নাথমিশ্রের পুত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হইয়া তাঁহার মাতৃষ্বসা-গৃহে নির্জ্জনে শ্রীচৈতন্যদেবকে বসবাসের স্থান দিলেন। গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট সার্ব্বভৌম আরও জানিলেন যে, পূজনীয় কেশব ভারতী এই নবীন সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসগুরু এবং সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে এই সন্ন্যাসী 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম এই সন্ন্যাসীকে বেদান্ত শোনাইয়া অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং কহিলেন,—'এই সন্ন্যাসী চাহিলে তাঁহাকে পুনরায় যোগপট্ট দিয়া সংস্কার করিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে আনিব।' কিন্তু গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন,—'এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ভগবান্। ইঁহার মহিমা আপনি অবগত নহেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞানবান্ মহাপণ্ডিত হইলেও ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়ায় ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহেন।' সার্ব্বভৌম তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের

উক্ত কথায় বুঝিলেন যে, গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহাকে বহির্ম্মুখ জনরূপে উপহাস করিতেছেন। তাই পণ্ডিত সার্ব্বভৌম জানাইলেন—'এই সন্ন্যাসী ভাগবত হইতে পারেন, কিন্তু অবতার নহেন। কেন না শাস্ত্রদৃষ্টে এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই। বিষ্ণু তাই ত্রিযুগ নামে অভিহিত।' তখন গোপীনাথ আচার্য্য গভীর দুঃখে কহিলেন,—'আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ অশাস্ত্রীয় বাক্য বলা শোভা পায় না। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত এই দুই প্রধান শাস্ত্রে কলিকালে ভগবানের যুগাবতার আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু লীলাবতার কলিকালে নাই। তাই এই কলিযুগকে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হন। আপনি শুষ্ক তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তাহা বিচার করিতে অসমর্থ হইতেছেন। আপনার প্রতি যখন ঈশ্বরের কৃপা হইবে তখন আপনি এই সমস্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'ত্রিযুগ' নামের ব্যাখ্যা নির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,— "ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্।

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

অর্থাৎ, "হে মহাপুরুষ (হে কৃষ্ণ)! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নাম-কীর্ত্তন ধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্ন অবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।

কিন্তু সার্ব্বভৌম বিদ্যামদে মত্ত হইয়া গোপীনাথ আচার্য্যের উক্ত সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল শ্রবণ করিয়াও তাহা নিতান্ত হেয় মনে করিয়া কহিলেন,—'অগ্রে চৈতন্য-গোসাঞিকে প্রসাদ সম্মান করাইয়া তৎপশ্চাতে আমাকে তত্ত্ব-শিক্ষা দিও।' তখন আচার্য্য মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া ভট্টাচার্য্যের নামে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। অদোষদরশী ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আচার্য্যের নিকট সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সকল কথা শুনিয়া জানাইলেন,—'ভট্টাচার্য্য আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখিবার জন্য বাৎসল্যভাবে করুণা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার আদৌ দোষ নাই।'

আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সহিত জগন্নাথ-দর্শনপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে সাতদিন ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত শাস্ত্রের

ভাষ্য শ্রবণ করাইবার পর মহাপ্রভুর মুখে কোন ভাল-মন্দ উক্তি না শুনিয়া বিস্মিত হইয়া অষ্টম দিবসে মহাপ্রভুকে মৌন থাকিবার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাপ্রভু বিনীতভাবে জানাইলেন,—"আপনি বেদান্ত-সূত্রের যে-ভাষ্য বলিতেছেন, তাহাতে সূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া তাহা ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন। তাহাতে আপনি অভিধা-বৃত্তির পরিবর্ত্তে শব্দের উপর লক্ষণা-দ্বারা নাস্তিক্য ব্রহ্মবাদ স্থাপনে প্রয়াসী হওয়ায় শ্রুতির প্রধান প্রমাণ বুঝিতে পারিতেছি না। স্বতঃ প্রমাণ বেদের লক্ষণা করিলে সত্য-সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য-হানি ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সাকার এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আপনি তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে-যে শ্রুতি ভগবানকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতির বচনেই ভগবানের নির্ব্বিশেষ গুণ অপেক্ষা সবিশেষ লক্ষণ অধিকমাত্রায় প্রকাশ পায়। শ্রীভগবান্ নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ বলিতে তাঁহার প্রাকৃতত্ব রহিত করিয়া অপ্রাকৃত আকার ও সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত ভূত শ্রীভগবান্ হইতে জাত, শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক জাত হইয়া জীবিত এবং শ্রীভগবানে গমন ও প্রবেশ-করণ সম্পর্কে শ্রুতির বর্ণনায় ভগবানের অপাদান, করণ, অধিকরণ কারকত্ব নির্ণিত হওয়ায় তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত দেহ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পরাৎপর বস্তু শ্রীভগবান অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ ও অপ্রাকৃত দেহ-বিশিষ্ট।

আবার শ্রীভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে স্বাভাবিক মুখ্য তিন শক্তির তথা চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পরিচয় বিদ্যমান থাকায় শ্রীভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন। ভগবান্ নিঃশক্তিক হইলে তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাব হইতে চিজ্জগৎ; চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশ তটস্থা জীবশক্তি হইতে জৈব জগৎ এবং চিচ্ছক্তির ছায়াপ্রকাশ বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি হইতে জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। অনুচেতন জীব বিভুচৈতন্য ভগবানের বিভিন্নাংশ ও জড় হইতে বিলক্ষণ থাকিয়াও বদ্ধ-দশায় স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ক্রমে স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বহিরঙ্গা মায়ার বশীভূত হইয়া পড়ে। তাই জীব মায়া-বশ যোগ্য ও শ্রীভগবান্ মায়ার অধীশ্বর বিধায় ভগবানে ও জীবে নিত্যভেদ সূচিত হইতেছে।

শ্রীব্যাস-সূত্রে শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে জীব ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় ঈশ্বর বিকারগ্রস্থ বা পরিবর্ত্তিত হন না; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় প্রাকৃত চিন্তামণি হইতে নানা রত্নরাশির সৃষ্টি হইলেও চিন্তামণি অবিকৃতই থাকে। বস্তুতঃ প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ উৎপত্তি হওয়ায় প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ। আপনার কথিত বিবর্ত্তবাদ শক্তি-পরিণামবাদের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা কল্পিতমাত্র ও বেদ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ। জীব পাঞ্চভৌতিক জড়দেহে যে আত্ম-বুদ্ধি করে তাহাই বিবর্ত্ত। এইরূপ জড়দেহে আত্মবুদ্ধি যেমন অন্যায় তেমনি জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলাও অন্যায়। শক্তি-পরিণাম-বাদে ব্রহ্ম বিকারী হইতে পারেন না। বস্তুতঃ বদ্ধজীব ও জড়জগৎ সত্য হইলেও অনিত্য; কিন্তু মিথ্যা নহে। বেদে অভেদপক্ষীয় বচন ও ভেদ-পক্ষীয় বচন বিচার করিলে সর্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্তরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই শ্রুতি-বিহিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। বেদে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব কথিত হইয়াছে তাহাতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধ, তাঁহার সেবা অভিধেয় ও তাঁহার আনন্দবিধান বা প্রেমই প্রয়োজন বুঝায়। তখন জীবের সহিত ভগবানের স্বভাবগত ও স্বরূপগত নিত্যভেদের পরিচয়ই প্রবল এবং অনুচৈতন্যরূপে জীব ভগবানের নিত্য সেবক। আপনি মায়িক-যুক্তিদ্বারা বেদের সহজার্থ অস্বীকারপূর্ব্বক ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধে সেবা সেবক ও সেবার নিত্যত্ব বিলোপ করিয়া মায়াবাদ তথা নাস্তিক্যবাদ স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় শঙ্করাচার্য্য নাস্তিকশাস্ত্র মায়াবাদ প্রচার করেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে এইরূপ বহু শাস্ত্রবচন শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিলে প্রভু সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন।

অনন্তর প্রভু গৌরসুন্দর পরমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ—" শ্লোক আবৃত্তি করিলে সার্ব্বভৌম উহার ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রভু কহিলেন,—'অগ্রে তোমার ব্যাখ্যা শ্রবণ করি, পাছে আমি যাহা জানি ব্যাখ্যা করিব।' তখন সার্ব্বভৌম ঐ শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। এইবার প্রভু উক্ত শ্লোকের

সার্ব্বভৌম-কৃত ব্যাখ্যার একটীও স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন প্রভুর কণ্ঠে ঐরূপ ব্যাখ্যা ও নানা-প্রকার চিদ্বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণে হতচকিত ও অত্যাশ্চার্য্যান্বিত হইলেন এবং প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বুঝিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া প্রভুর শরণ গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কৃপালু প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিলেন ;—

"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজরূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥"

—(চৈ: চ:)

সার্ব্বভৌম তাহা দেখিয়া প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

"অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
ষড়ভুজ হৈল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

—(চৈ: ভা:)

প্রভু ষড়ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পরম নিগূঢ় তত্ত্ব সার্ব্বভৌমকে কহিয়া পরে ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন; প্রভুর স্পর্শে সার্ব্বভৌমের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সার্ব্বভৌম শত শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। এইবার প্রভু আলিঙ্গন দানে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। এইভাবে সার্ব্বভৌম ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর কৃপাধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক মায়াবাদের অসারতা উপলব্ধি করিয়া কহিলেন ;—

"জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্য-সরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনু-মুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥"

অর্থাৎ, আমি কণাদের বৈশেষিক, অন্বীক্ষিকী তথা গৌতমের ন্যায়, জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসা, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগদর্শন সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আছি এবং বেদান্তও অনুশীলন করিয়াছি। তথাপি শ্রীনন্দনন্দনের মুরলীধ্বনি আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

আরদিন মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে মঙ্গলারাত্রিক দর্শনান্তে মহা-প্রসাদান্ন আনিয়া প্রভাতে সার্ব্বভৌমের গাত্রোত্থানকালে তাঁহাকে দিলে সার্ব্বভৌম তখনই স্নান-সন্ধ্যা-দন্তধাবনাদি প্রাতঃক্রিয়া না করিলেও পদ্ম-পুরাণোক্ত "শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি…" শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রসাদ সেবনপূর্ব্বক মহাপ্রভু কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরস্পর ধরাধরি করত নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৈষ্ণবগণও পুলকিতচিত্তে হরিধ্বনি সহ নৃত্য-কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন।

"হেনমতে করি সার্ব্বভৌমের উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার॥" —(চৈঃ ভাঃ) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯২ পৃষ্ঠার পর)

এই ভাব শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকটিত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের গৌরকান্তি সহ শ্রীরাধাবিনোদবিহারী বিগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইমলিতলাতে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রকটিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ ও জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীল মহারাজের পুষ্পসমাধি নিকটেই আছেন।

চীরঘাট—যমুনায় স্নান করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বসন হরণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে বসিয়াছিলেন এবং দৈত্যকে বধ করিয়া এইঘাটে বিশ্রাম করেন। **শ্রীরাধাদামোদর মন্দির**—শ্রীজীবগোস্বামী সেবিত বিগ্রহ, **শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজন কুঠির**। রূপগোস্বামী, **জীব গোস্বামী**, কবিরাজ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি মন্দির। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভজনকুঠির ও সমাধি মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিতে আমরা সমবেত হইয়া শ্রীগোস্বামিপাদের অবদান ও বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া বিরহ-বেদনায় অশ্রু-বিগলিত হইয়া বাকরুদ্ধ হইয়া পড়িলাম, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মহারাজের অপূর্ব্ব আবেগময়ী বাণী শ্রবণে নিজেকে

ধন্যাতিধন্য মনে করিলেন এবং পরিক্রমা যে সার্থক হইল তাহাও ঘোষণা করিলেন।

বৃন্দাবন পরিক্রমা আমাদের এত দ্রুত গতিতে চলিতেছিল যে, নবাগত যাত্রীর পক্ষে তাহা অনুসরণ ও অনুধাবন করা সহজসাধ্য ছিল না, যদিও আমি কয়েকবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়াছিলাম, তবুও ধামের স্বরূপ আমার উপলব্ধি হয় নাই। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গে পরিক্রমা করা যায়, তবেই কিছুটা উপলব্ধির বিষয় হয়। ধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বাণীই আমাদের জীবাতু হউক।

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি ভকতসঙ্গে॥"

ইম্‌লিতলা—তেঁতুলতলা বা আমলিতলা আমাদের দর্শন লাভ হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধপীঠ। স্বয়ং গৌরভক্তগণ তেঁতুল বৃক্ষতলে বসিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

প্রাতে গঙ্গাঘাটে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান।
তেঁতুল তলে আসি করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে সিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ॥
* * *
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।"

শ্রীরাধাদামোদর মন্দির—শ্রীরাধাদামোদরজীউ বিগ্রহ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শিষ্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদকে সেবার জন্য প্রদান করেন। ইনি বর্ত্তমানে জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বৃন্দাবন হইতে নন্দঘাটে চলিয়া যান। মনোদুঃখে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নন্দঘাটের বনমধ্যে প্রায় অনাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করিলে তদীয় গুরু শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার প্রতিষ্ঠার লোভ আছে, অতএব এখান হইতে চলিয়া যাও ইত্যাদি। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ধারাবাহিক বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নযুক্ত যে শিলাখণ্ড বৃদ্ধ বয়সে গোবর্দ্ধনে পরিক্রমা করিতেন তাহা এই মন্দিরে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্ন যুক্ত এই গিরিরাজ দর্শকবৃন্দ দর্শন করিলেন শ্রীল মহারাজের আবেদনে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়।

একই মন্দিরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেবিত বৃন্দাবনচন্দ্র, শ্রীজীবগোস্বামী-সেবিত ললিতাসখী শ্রীরাধা-দামোদর, শ্রীজয়দেব গোস্বামী-সেবিত শ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী সেবিত শ্রীতুলচিকণ রাধারাণী দর্শন করিলাম। মন্দির-গাত্রে যেরূপ লেখা ছিল আমি তদ্রূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। নিকটে শৃঙ্গার বট, এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ আছেন।

শৃঙ্গারঘাট—এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর বেশ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া এই ঘাটে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা-মনোহরজীউ। শ্রীমীরাবাঈ মন্দির।

চৌষট্টি মোহন্তের সমাধি বা সমাজবাড়ী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিকরের চৌষট্টি মোহন্তের সমাধি এইস্থানে আছে। পরবর্ত্তীকালে আরো অনেক সমাধি এখানে প্রকটিত হইয়াছেন। দ্বাদশ গোপাল, অষ্টগোপাল, মুক্তালতা গাছ। **শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির** (শেঠজীর মন্দির) ১৮৫১ সালে শ্রীলক্ষ্মীচাঁদ শেঠ ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করত শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ৬০ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে, ইহাই গরুড়স্তম্ভ। কিন্তু ইহা স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া ইহাকে অনেকে সোনার তালগাছও বলে। ভজনের চেয়ে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্যাই বেশী। তিরুপতি বালাজী মন্দির, বেণুগোপাল, ব্রহ্মকুণ্ড, কাঁচমন্দির। **জ্ঞানগুদরী**—ইহাকে যমুনা পুলিনও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটে যখন গোপীগণ উন্মাদ হইয়াছিলেন সেই সময় উদ্ধব এখানে আসিয়া গোপীগণের অটুট প্রেমভক্তিতে পরাস্ত হইয়া এই রজে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

লালাবাবুর মন্দির—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন (প্রসিদ্ধ লালাবাবু) ১৮১০ সালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। দশ অবতারের লীলা দেওয়াল-গাত্রে খোদাই করিয়া দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহাজী মার্ব্বেল পাথরের মন্দির।

শ্রীবংশীবট—এখানে রাসলীলা করিবার জন্য বংশীধ্বনি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইস্থানকে রাসলীলা বা মহা-রাসস্থলী বলা হয়। শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব ঈশানকোণে রাসলীলা দর্শন

করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর কৃপাতে বিজাতীয় ভাব ত্যাগ করিয়া গোপীবেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীশিবজী রাসলীলা দর্শন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে তিনি গোপীশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত হন।

মধু পণ্ডিতের সমাধি। **শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির**—শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীল পরমানন্দ গোস্বামিপাদের আবিষ্কৃত শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের সেবা তদনুগ শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু প্রাপ্ত হন। শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রীপরমানন্দ গোস্বামিপাদ বংশীবটে আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগোপীনাথজীউ শ্রীমধু পণ্ডিতের প্রেমে বশ হইয়া বংশীবট হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মন্দির আক্রমণের ছলে শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে গমন করেন। প্রতিভূ বিগ্রহ ১৭৪৮ সালে স্থাপিত হন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সেবিত শ্রীগোকুলানন্দজীউ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী-সেবিত শ্রীগিরিধারী, মন্দিরের নিকটেই শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সমাধি-মন্দির।

শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ—রাধারমণ শিলারূপে আসিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সেবা গ্রহণ করিতেন। পরে গোস্বামীর প্রেমে বশ হইয়া হস্তপদ-বিশিষ্ট বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহরূপ ধারণ করেন এবং শীলা পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন আছেন। গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের প্রাণধন শ্রীরাধারমণ অবস্থান করিতেছেন ; গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর ও রাধারমণ পৃথকতত্ত্ব নহেন।

মান সরোবর—শ্রীধাম বৃন্দাবনে পলিয়াবালী ধর্ম্মশালাতে আমরা অবস্থান করিতেছি। ভোর হইতেই আমরা বৃন্দাবনের অপর পারে—মান সরোবর দর্শনমানসে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কীর্ত্তনানুগমনে শ্রীল মহারাজজী যমুনার তীরে আসিয়া নৌকাযোগে যাত্রীসাধারণকে পার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যমুনা পার হইয়া প্রায় তিন মাইল মাঠ ও সরুরাস্তা অতিক্রম করিয়া অবশেষে মান সরোবরে উপস্থিত হইলাম। মহারাজজী বলিলেন, ব্রজমণ্ডলের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ স্থান—রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মত. মহারাজজীর নির্দ্দেশমত ভক্তগণ মানসরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন এবং জলস্পর্শ করিয়া নিজদিগকে ভাগ্যবান মনে করিলেন এবং শ্রীল নারায়ণ মহারাজজীর অপার করুণার কথা সমস্বরে সকলকে জানাইলেন। নিকটে শ্রীবল্লভ

ভট্টাচার্য্যের বৈঠক, এখানে ছোট একটি মন্দির আছে। কোন আকর্ষণীয় শ্রীবিগ্রহ না থাকিলেও ২।৪ জন লোক স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে কয়েকটি ফটো আছে—রাধাকৃষ্ণের। কোন লোকবসতি নাই। মহারাজজী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে মান সরোবর ও মানের প্রকার ভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। জগতের সাধারণ লোকের মান, কৈকেয়ীর মান যাহা দ্বেষপূর্ণ, ক্রোধপূর্ণ ও স্বার্থপূর্ণ আর রাধারাণীর মান যে কত উচ্চ তাহা ভাবগম্ভীরভাবে প্রকাশ করিতে করিতে মহারাজজীর ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে ভজনের ক্রমধারা সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃসাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥"

শ্রীরাধার মান ও তাহা ভঙ্গ করিতে শ্রীকৃষ্ণকে যে কত প্রকার ছলা-কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং রাধার গণের নিকট কত যে গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা একমাত্র রাগ-ভক্তিতে গম্ভীর-চিত্ত ভক্তগণের সঙ্গ না করিলে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না।

কবি জয়দেব নিজেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাব চিন্তা করিয়া নিজেকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অমর গীতিকথাই মহারাজজী স্মরণ করাইয়া দিলেন—

"স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনারুণো হরতি তদুপহিত বিকারম্॥"

অর্থাৎ, কামগরল বিনাশক শিরঃশোভন তোমার ঐ মনোহর পাদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। অত্যন্ত ক্লেশদায়ক কাম-কামনার জ্বালায় অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। তোমার চরণ স্পর্শে হৃদয়ের সে বিকার বিদূরিত হউক।

বেলবন—এরপর, আমরা কীর্ত্তনানন্দে প্রায় ৪।০ মাইল হাঁটিয়া বেলবনে বেলা ১১টা নাগাদ পৌঁছিলাম। বালুরাশি অতিক্রম করিয়া পথ চলিতে বেশ বেগ পাইতে হইতেছে। তবুও এপারের পরিক্রমা আজই শেষ করিতে হইবে। বেলবনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ দর্শন

করিলাম। পরিবেশ বেশ সুন্দর ও মনোরম। কয়েকজন ভক্ত এখানকার সেবার ভার গ্রহণ করিয়া স্থানটিকে আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজজী শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন মানসে লক্ষ্মীদেবীর বেলবনে তপস্যার কথা বর্ণন করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

অর্থাৎ, ব্রজের ভাব না হইলে রাসের অধিকার পাওয়া যায় না। এখান হইতেই আমরা প্রখর রৌদ্রে তপ্তবালুরাশি অতি কষ্টে অতিক্রম করিয়া যমুনার পারে পৌঁছিলাম এবং এখানে স্নান শেষ করিয়া নৌকাযোগে যমুনা পার হইয়া ধর্ম্মশালাতে বেলা ২টা নাগাদ পৌঁছিলাম ও প্রসাদ সেবান্তে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম এবং নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম শ্রীবৈষ্ণবগণের অনুগমনে।

ব্রহ্মকুণ্ড—পৌর্ণমাসী, শিবকে গোপীবেশ ধারণ করাইয়া পূর্ব্বে এই ব্রহ্মকুণ্ডে শিবকে স্নান করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিয়া পরে এই স্থানেই কৃষ্ণের ধ্যান করিলেন এবং কৃষ্ণ সন্তোষ লাভ করিলেন। এখানে ব্রহ্মার বিগ্রহ আছেন।

নিধুবন—নিত্যরাসলীলাস্থলী শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য এই স্থানে বিহার করেন, ভক্তিনেত্রে দর্শন করিলে ভাবের উদয় হইবে। এখানে শ্রীবিশাখাকুণ্ড আছে। স্বামী হরিদাসজী এই নিধুবনেই বঙ্কুবিহারীকে লাভ করিয়াছিলেন। বনে অন্যত্র স্বামী হরিদাসজীর মন্দির আছে। রাধারাণীর গণেরা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিয়া রাইকে কৃষ্ণরূপে সাজাইয়া দেন। এখানে বাঁশীকুণ্ড আছে। হরিদাস স্বামী আকবর বাদশাহের সময়ের লোক। বৈজুবাবা ও তানসেন সেই সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তবে হরিদাস স্বামীর গান ছিল কৃষ্ণসেবাপর। সেইহেতু তাঁর গানের শ্রেষ্ঠত্ব বেশী, বাদশাহ আকবর হরিদাস স্বামীর যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

চীরঘাট—গোপীগণ কার্ত্তিক মাসে একমাস এখানে কাত্যায়নীব্রত পালন করেন। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীসবরি।
নন্দগোপ-সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগে মনের কথা জানিয়াই পরীক্ষার ছলে যমুনায় স্নান করিবার সময় গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া কদম্বরৃক্ষে বসিয়াছিলেন ; মধুমঙ্গলকে পাঠাইয়া দিলেন গোপীদিগকে আনিতে। শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করেন।

ঝাড়মণ্ডল বা ঝাড়ুমণ্ডল—প্রভু শ্যামানন্দ এইস্থানে ঝাড়ু দিয়া রাধারাণীর নুপুর পাইয়াছিলেন এবং ছলে বলে কলাকৌশলে কোন ভাবেই রাধারাণী তাঁহার নুপুর উদ্ধার করিতে না পারিয়া স্বয়ং শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট নিজের নুপুর প্রার্থনা করেন। ভক্তের নিকট রাধারাণী ধরা দিলেন এবং শ্যামানন্দ প্রভুও তাঁহার সম্প্রদায়ে রাধারাণীর নুপুর চিহ্ন কপালে ধারণ প্রচলন করিলেন। এইখানেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এক বুড়ীর চাকী পেষণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে কৃষ্ণের পদচিহ্ন ও চাকীর চিহ্ন অদ্যাবধি ভক্তগণ দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করেন। একটি সুউচ্চ যামবৃক্ষ এখানে আছে। এইসব লীলার কথা এখানকার এক ভক্ত পরিবেশন করিয়া উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত আনন্দদান করিলেন।

শ্যামসুন্দর মন্দির—শ্যামানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মন্দিরের নিকটে শ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি আছে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমাধি, বনখণ্ডী মহাদেব।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীবঙ্কুবিহারী জীউর মন্দিরের সম্মুখ দিয়াই চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করা গেল না। কারণ আমাদের সঙ্গে খোল করতাল ইত্যাদি থাকায় প্রবেশ নিষেধ আছে। এ এক অদ্ভুদ বিচার! মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে ভগবানের কীর্ত্তনে যে কি অপার আনন্দ তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জীবকে জানাইয়া দিয়াছেন এবং অদ্যাবধি বিশ্বের সর্ব্বত্র খোলকরতাল সংযোগে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও ভগবানের গুণগান ভক্তমুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। এই কীর্ত্তনরস হইতে যারা বঞ্চিত হইবে তাহাদের পক্ষেই এইরূপ বিধিনিষেধ আরোপ সম্ভব। যাহা হউক পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ নিরাস হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্ম্মশালাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীবঙ্কুবিহারীজীউ বিগ্রহ শ্রীহরিদাস গোস্বামীকে কৃপা করিয়া শ্রীনিধুবনে দর্শন দিয়াছিলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চরণ-

দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীবিগ্রহের দর্শন বড়ই সুন্দর এবং দর্শনের প্রকার ঝাঁকী দর্শন অর্থাৎ বার বার পর্দ্দা ঢাকা দেওয়া হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের পরিক্রমা আপাততঃ শেষ বলিয়া ঘোষিত হইল। শ্রীধাম মথুরা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিম্নলিখিত স্থানদ্বয় দর্শন করিলাম।

অক্রুর-ঘাট—এস্থলে অক্রুর শ্রীরামকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া রাখিয়া জলে স্নানার্থ প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জলমধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিনে ব্রজবাসিগণও এস্থনে স্নান করিয়া গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন এইস্থানে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন এবং আম্লীতলা বা তেঁতুলতলায় সিয়া তিনি ভজন করিতেন।

ভাতরোল বা ভোজনস্থলী—অক্রুর-ঘাটের উত্তরে ভাতরোল বা ভোজনস্থলী। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়া সখাগণ সহ ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজজী এইস্থানের মাহাত্ম্য ও অক্রুর-ঘাটের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা শেষ করিয়া আমরা মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনকে আধুনিক বৃন্দাবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে শ্রীবৃন্দাবনে কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ-ঘাট, বংশীবট, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, শ্রীযমুনা, ইমলিতলা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ মন্দির প্রভৃতি পুরাতন স্থান অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। একমাত্র শ্রীযমুনা বা কালিন্দী ছাড়া অন্যস্থানগুলি দেখিলে পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। ঐ স্থানগুলি দর্শন ব্যতীত বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে—প্রায় ৫ হাজার মন্দির আছে বলিয়া শুনা যায়। বৃন্দাবনে এত মন্দির থাকা সত্ত্বেও নূতন নূতন আরো মন্দির ও ঠাকুরবাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবন ও তৎসহ পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা ও দর্শন করিলে কিছু কিছু দর্শনের সুযোগ লাভ হইবে এবং গোস্বামিগণ যে-ভাব লইয়া পরিক্রমা করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লাভ করিলেও আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে। বহুদূর দেশ হইতে আগত যাত্রিগণের ইহাই বাসনা যাহাতে ভবিষ্যতে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার জন্য আরো সময় দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমারও সানুনয় প্রার্থনা ইহাই।

দ্বাদশ বনের অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা শেষ করিয়া শ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছি।

এদিকে অন্নকূট মহোৎসবের বিরাট প্রস্তুতিপর্ব্ব চলিতেছে। আগামী ২১শে অক্টোবর রবিবার দিবস শ্রীমঠের বার্ষিক-উৎসব শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিনই অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে বহু ভক্তের আগমন হয়। শ্রীমঠে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এবং শ্রীমথুরা-মণ্ডলের বহু গণ্যমান্য অতিথিও এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

আমরা শ্রীমঠে তিনবেলা (সকাল, বৈকাল, সন্ধ্যা) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ভজনরহস্য ও শ্রীমদ্ভাগবত যথাক্রমে শ্রবণ করিয়া ব্রতমাসের অপূর্ব্ব দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। শ্রীমঠে মঙ্গল আরতি দর্শন, সন্ধ্যারতি দর্শন, তুলসী পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গারবেশ প্রভৃতি কৃষ্ণসেবা-উদ্দীপক ভাব ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চার করিতেছে। যাহারা মঠাশ্রিত নন, তাহারাও এই প্রকার পরিবেশে আসিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গের যে কি ফল তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—ত্রুটী-স্বীকার—

এই বৎসর অত্যন্ত বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও মুদ্রণ-ব্যয়ভার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হেতু আর্থিক অসঙ্গতি এবং সমিতির বিশেষ বিশেষ অত্যাবশ্যক কার্য্যে আমাকে প্রায়ই বাহিরে যাতায়াত করিতে বাধ্য হওয়ায় শ্রীপত্রিকার প্রকাশনে অনিয়মিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত।

সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ! অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিগত পত্রিকার দেয় ভিক্ষা যাঁহাদের বাকী রয়েছে এবং আগামী বর্ষের পত্রিকার আনুকূল্যাদি শীঘ্রই পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিতে সানুনয় নিবেদন জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত—

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী
প্রকাশক ও মুদ্রক,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা